INDEX

Date			Page
The 6th July, 1972.			
1. Questions.			1
2. Demands for Grants (1972-73).	...	...	18
3. Papers laid on the Table.	...	...	69
The 7th July, 1972.			
1. Obituary Reference.	...	...	1
2. Questions.	...	...	2
3. Calling Attention.	...	...	30
4. Announcement by the Speaker Regarding Date for discussion on Matters of Urgent Public Importance.	...	...	34
5. Demands for Grants (1972–73)	...	...	35
6. Government Business (Legislation).	...	...	96
7. Papers laid on the Table.	...	...	97
The 10th July, 1972.			
1. Questions.	...	...	1
2. Laying of a copy of the Constitution (Twenty-eight Amendment) Bill, 1972.	...	...	28
3. Government Bill.	...	...	29
4. Government Resolution.	...	...	43
5. Discussion on matters of urgent Public Importance.	...	...	46
6. Papers laid on the Table.	...	...	66

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, July, 6, 1972.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Thursday, the 6th July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT.

Mr. Speaker, Shri M L. Bhowmik, Chief Minister, four Ministers, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

Mr. Speaker—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Ajoy Biswas.

SHRI AJOY BISWAS—Question No. 234.

SHRI KSHITISH CH. DAS—Mr. Speaker, Sir, Question No. 234.

QUESTION

১। গান্ধীগ্রাম Poultry Farm এর ১৯৭১-৭২ সালের ডিম উৎপাদনের হিসাব ;

২। উক্ত ডিম মন্ত্রী, অফিসারদের জন্য কত distribution করা হয়েছে, হাসপাতালে কত distribution করা হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে কত distribution করা হয়েছে তার হিসাব ;

৩। ডিম ডিষ্ট্রিবিউশনের জন্য কোন কোটা আছে কিনা ; থাকিলে সেই কোটার পরিমাণ ;

৪। কোটা থাকিলে তা মানা হয় কিনা ?

ANSWER

১। ১৯৭১-৭২ ইং সালে গান্ধীগ্রাম Poultry Farm এ মোট ১,২৪,৪৮০ টি ডিম উৎপাদন হইয়াছে।

২। ক) মন্ত্রীদের নিকট ডিম বিক্রয় করা হইয়াছে— ২০২ টি।

(খ) অফিসারের ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ৫,৪৫৪ টি।

(গ) হাসপাতালের ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ —

(ঘ) জনসাধারণের ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ১,০৩,৪৯১ টি।

৩। কোন কোটা নাই ; সুতরাং পরিমাণের প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে মন্ত্রী ও অফিসারেরা বাকীতে ডিম নেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার—দিস্ শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এখানে বলা হয়েছে মন্ত্রীদের নিকট বিক্রি করা হয়। বিক্রিটা বাকী কিনা সেটা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি। সেটা ক্রেডিটে না ক্যাশে এটা আমরা জানব না ? বিক্রি করা হচ্ছে এটা তিনি বলছেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ক্রেডিট সম্বন্ধে সেপারেট কোয়েশ্চান আছে অলরেডি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—ওটা হচ্ছে ক্রেডিটে কত আছে। সেটা অন্য ব্যাপার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ক্রেডিটে বিক্রি করা হয় কিনা মন্ত্রী এবং অফিসারদের নিকট। এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—এখানে মন্ত্রীদের কাছে যে ডিম বিক্রি হয়েছে সেটা নগদেও হতে পারে বাকীতেও হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্পেসিফিক ক্রেডিটে হয়েছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—উনি বলছেন আগে হতেও পারে। হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার—তিনি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, উনি বলেছেন যে বাকী এবং নগদে নিয়ে থাকতে পারে।

মিঃ স্পিকার —নোটিশ দিলে পর জানাবেন বলছেন তো।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এই পল্ট্রি পার্ম থেকে হসপিট্যালে ডিম সাপ্লাই না দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—হসপিটালে ডিম সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, সে জন্য।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এই যে গান্ধীগ্রাম পল্ট্রি ফার্মের ডিম বিক্রি করা হয়, এটার রেট কত জানতে পারি কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—স্যার, ডিমের রেটটা কত, সেটা এখন আমার কাছে নেই, পরে জানাব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে মন্ত্রীরা এবং অফিসারেরা ঐ পল্ট্রি ফার্ম থেকে ডিম নিয়েছেন, সেজন্য তাদের কাছে সরকারের অনেক টাকা বাকী পড়ে আছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খুঁজ করে দেখবেন কি যে মন্ত্রী মশাইরা এবং অফিসারেরা বাকী ও নগদে সেখান থেকে ডিম নিয়ে গেছেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এই ডিম খাওয়ার জন্য ৫০০ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত এক একজনের কাছে বাকী পড়ে রয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসকে জানাবেন যে বিধান সভার কোন সদস্য এই ডিম পাওয়ার জন্য ওনার কাছে আবেদন করেছিলেন কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—এই রকম কোন আবেদন পাওয়া যায় নি।

শ্রীঅনিল সরকার—আমরা গত বারের রিপোর্ট দেখেছি যে আমলারা এবং মন্ত্রীরা যথেষ্ট ডিম এই পল্ট্রি ফার্ম থেকে খেয়েছেন, এখন এই বছর থেকে তাদের সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়ে হাসপাতালে যাতে সাপ্লাই দেওয়া যায়, সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—আমি তো এই প্রশ্নের আগেই উত্তর দিয়েছি যে হাসপাতালে ডিম সাপ্লাই দেওয়া হয় না। যদি হাসপাতাল থেকে টেণ্ডার কল করা হয়, তাহলে চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—যখন হাপাতাল থেকে টেণ্ডার কল করা হবে, তখন এনিমেল

হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্ট টেণ্ডার দিয়ে কম্পিট করবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিলেন, সেটা থেকে কি আমরা এটাই বুঝব ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—টেণ্ডার চাওয়া হলে পর সেটা দেখা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানেন যে টেণ্ডারের মাধ্যমে হাসপাতালে যে ডিম সাপ্লাই দেওয়া হয় তার যে রেট, আর পলট্রি ফার্ম থেকে যে ডিম সাপ্লাই দেওয়া হয় তার রেট অপেক্ষা অনেক বেশী ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীঅনিল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬২, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারাণী-পুর রাস্তাটি সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ গ্রহণের জন্য অবিলম্বে সরকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কি ?	রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের রাস্তার তালিকা-ভুক্ত নহে।
২) যদি নিয়ে থাকেন, কবে পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ পরিকল্পনা মাফিক শুরু হবে ?	১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ উঠেনা।

শ্রীঅনিল সরকার—তেলিয়ামুড়া থেকে মহারাণী পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রাস্তাটি যাতে পি, ডব্লিউ, ডির অন্তর্ভূক্ত হয়, সেই জন্য প্রয়োজনী ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। কথা হল এই ধরণের একটা রাস্তা যেটা নাকি তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারাণীপুর ভায়া কৃষ্ণপুর. তাকে ক্রাশ প্রগ্রামের কাজ আরম্ভ করার কথা হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ সেটাতে বাঁধা দেয়, যার জন্য সেটা আর করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পি, ডব্লিও ডি যাতে এই রাস্তাটি নেয়, সেজন্য কি ঐখানকার জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই রকম কোন আশ্বাসের কথা আমার জানা নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা সদর এলাকার রাণীর-বাজার হইতে চন্তাই বাড়ী রাস্তাটি পি, ডব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক কবে টেক-আপ করা হবে, এবং	প্রয়োজনীয় জায়গা, বিস্তার ইত্যাদি বাবদে রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগের মান অনু-যায়ী হওয়ার পর, ইহা বিবেচিত হবে।
২) ঐ রাস্তাটি পি. ডব্লিউ ডি কর্ত্তৃক কৃত পুলটির এক্সটেনশান করা হচ্ছে না কেন?	পুলটি পূর্ত্তবিভাগের অনুমোদিত প্লেন ও এষ্টিমেট অনুযায়ী কাঠে হইয়াছে উহার এ্যাক্সটেনশান এর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পূর্ত্ত বিভাগের মান অনুযায়ী ব্রীজটি করা হল, অথচ রাস্তাটি হল না, কাজেই সেই রাস্তাটি নিতে হলে তার জন্য কোন ল্যাণ্ড একুইজিশান করতে হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যখন মান অনুযায়ী করার কথা চিন্তা করা হবে তখনই এই প্রশ্ন আসবে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—তা'হলে কি করে পি, ডব্লিউ, ডি. ব্লকের মাধ্যমে এই পুলটির কাজ করিয়েছেন এটা জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—পুলটির বিশেষ একটা অবস্থার জন্যই করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—এই রাস্তাটির মান উন্নয়নের জন্য সরকার অবিলম্বে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেদিন মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন, সেদিনই এটা চিন্তা করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এই পুলটি কবে করা হয়েছিল এবং কি কারণে হয়েছিল জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেখানে চতুর্দশ দেবতার বাড়ী রয়েছে এবং পূজো উপলক্ষে সেখানে যাত্রীদের প্রচুর সমাগম হয়ে থাকে। এই সব কারণেই পুলটি করা হয়েছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোন সালে হয়েছিল পুলটি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সালের কথা বলা কঠিন।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—রাণীরবাজার থেকে চন্তাইবাড়ী যাওয়ার সময় চৌদ্দ দেবতার বাড়ী পরে

না। যাহা হউক কথা হচ্ছে পুলটি এখন যে অবস্থায় আছে সেটির একষ্ট্যানশানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি যেটুকু ভেঙ্গে গেছে সেটি এক্সট্যানশান করা হবে কারণ ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্য এটা করে দেওয়া দরকার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটি আবার বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আমি বলছি.......

মিঃ স্পীকার—আস্তে আস্তে আপনি প্রশ্নটি বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—বিশেষ ক্ষেত্রে যাত্রীদের আসা যাওয়ার সুবিধার জন্য সরকার দয়া করে এই পুলটি করলেন। এখন যে পুলটির বাকী অংশ ভেঙ্গে গেছে সেটি যাত্রীদের এই বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে (পুলটি) এক্সটানশান করা হবে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটি যদি এই রকম হয়ে থাকে যে যতখানি পুলটি করা হয়েছিল সেই পুলটি ভেঙ্গে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই রিপেয়ার করা হবে আর যদি তার বাইরেও করার প্রশ্ন থাকে তাহলে পি. ডাবলিও. ডি. থেকে এখন পর্যন্ত এই এক্সট্যানশান করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি সেজন্য এটা করা হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—যে এক্সট্যানশানের কথা বলা হচ্ছে, পুলটি ভেঙ্গে যাওয়াটাকে এক্সটা-শান বলা হচ্ছে কি না। অথবা নদীতে ভেঙ্গে যাওয়ায় পুলটি আরও বাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়ো-জন হয়েছে কি না এবং পূর্ত বিভাগ এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—জায়গাটা যতখানি ধারনার মধ্যে আছে তাতে আমার মনে হয় পুলটির সঙ্গে যে এপ্রোচ রোড থাকে সেটিও ঠিকভাবে করা হয়েছে। এখন জানি না যদি কোন কিছু হয়ে থাকে তাহলে খোঁজ করে দেখা যাবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—শাগ্রই চৌদ্দ দেবতার বাড়ীতে যাত্রীদের যাওয়ার প্রয়োজন হবে এর আগে এটা হবে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই দিয়েছি যে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই পুলটি ১৯৬৭ ইং সালের জানুয়ারীতে হয়েছিল এবং চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের আগে এই পুলটি হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই ঘটনার খবর বলা মুশকিল তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এটা ১৯৭১-৭২ সালে কম্পলিট হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ নিয়ে দেখবেন এই পুলটি কবে ওখানে হয়েছিল। (একটু পরে মিঃ স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে) আমার রিপ্লাই পাইনি স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য রিপ্লাই পাননি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পুলটির ব্যাপারে যদি কোন প্রশ্ন হয়ে থাকে সেটি কোন সালে হল সেটি বড় কথা কি ? পুলটি হয়েছে মানুষের যে অসুবিধা ছিল সেটি দূর হয়েছে এখন সেটি কোন সালে আরম্ভ হয়েছে, কোন সালে শেষ হয়েছে, কোন সালে চিন্তা করা হয়েছিল, কোন সালে নির্বাচন হয়েছিল, এই প্রশ্ন বোধ হয় এই প্রসঙ্গে নাও আসতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পুলটির প্রয়োজন হয়েছিল বলে করা হয়েছিল তাহলে ১৯১১-১২ সালের আগে কি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। অর্থাৎ ২০/২২ বছর আগে অনুভব করেন নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—অনেক প্রয়োজনের কথা বলা থাকে কিন্তু তার সমাধানের পথটি সব সময় হয়ে উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এই পুলটি সরকার থেকে করে দিয়ে সত্যিই জনসাধারণের খুবই সুবিধা করেছেন যাতায়তের। এখন পুলটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে গাড়ী, মানুষ এবং স্কুলের ছেলে মেয়েরা যাতায়াতের খুবই অসুবিধা ভোগ করছে এবং ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র আনা নেওয়া করতে পারছে না। এই কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি যে এই আর্থিক বছরেই এই পুলটির মেরামত করে—একটু বাড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা করে দেবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ইহা কি সত্য যে এই পুলটি ইলেকশান ব্রীজ নামে পরিচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—তাহলে দেশের সব মানুষকেই ইলেকশান মানুষ বলতে হয় কারণ তারা ভোট দেয় ইলেকশানের সময়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্বা দেববর্মা

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—প্রশ্ন নং ৩৩৩

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৩৩৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলা হইতে জম্পুইজলা পর্যন্ত মোটর চলাচল উপযোগী রাস্তা নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?	হাঁ।

২।	যদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়া থাকে তবে এই কাজ কত দিনে শেষ করা হইবে?	মার্চ ১৯৭৪ ইং সনে কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত এবং শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—
শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস— | প্রশ্ন নং ৩৫৪

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৩৫৪

প্রশ্ন

১। গত ১৮ই মে ঘুর্ণিঝড়ে পূর্ত্ত বিভাগের ডিভিশান ফোরের কোন অফিস বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে কিনা;

২। বিধ্বস্ত হইয়া থাকিলে ঐ ঘটনায় নিহত ও আহতদের সংখ্যা কত;

৩। আহত ও নিহত ব্যক্তিদের নাম এবং তাহারা কর্ত্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন কিনা;

৪। এবং তাহাদিগকে সরকার হইতে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা;

৫। হইয়া থাকিলে তাহার পরিমান;

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। নিহত...১ জন

আহত...৩ জন

৩। নিহত ব্যক্তির নাম—রেবতী মোহন বৈদ্য, ওভারসিয়ার।

আহত ব্যক্তিদের নাম—১) শ্রীসুবল কর, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক।

২) শ্রীঅনিল দে, ঠিকাদারের প্রতিনিধি।

৩) শ্রীআহমেদ মিঞা, ঠিকাদার।

নিহত রেবতী মোহন বৈদ্য, ওভারসিয়ার এবং আহত শ্রীসুবল কর, লোঃ ডিঃ ক্লার্ক কর্ত্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। অন্য দুইজন আহত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী নহেন।

৪ এবং ৫। নিহত রেবতী মোহন বৈদ্যের বিধবা স্ত্রীকে পূর্ত্তবিভাগে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের পদে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। আহতদিগকে সাহায্য দেওয়ার কোন প্রস্তাব/আবেদন পাওয়া যায় নাই।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি আহত হয় তাহলে শুধু কি সরকারী কর্মচারীর দিক থেকে আবেদন করবে না সরকারেরও

কোন দায়িত্ব আছে তাকে কোন সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আবেদন করলে সুবিধা হয় এবং সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীতাপস দে—ডিভিসন নং ফোরে যে অফিস বাড়ীটি বিধ্বস্ত হয়েছে তার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় স্পীকার স্যার এটা রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান কারণ যে ঘরটা পড়েছে তার কারণটা জানানো উচিত। এবং আমরা জানতে পারি।

মিঃ স্পীকার—ঝড়ে পড়েছে।

শ্রীতাপস দে—ঐ ডিভিশনের ঘর পড়ার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান। যদি উত্তর দেওয়া দরকার হয়, তাহলে উত্তর দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নে আছে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন যেভাবে আছে, সেইভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—ঘূর্ণিঝড়ে আরও যে বাড়ী ছিল সেগুলি পড়তে পারত, কিন্তু এই বাড়ীটা পড়ার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ঝড়ের গতি বেশী হয়েছিল এবং এই দালানটা পুরানো দালান ছিল, সেইজন্য এই অবস্থা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে—এই দালান সম্পর্কে এ্যাডভার্স কোন রিপোর্ট ছিল কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় এই বাড়ীটাকে এ্যাবাণ্ডান করার কোন প্রস্তাব ছিলনা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এই বাড়ীটা কি সরকারী বাড়ী না ভাড়াটে বাড়ী?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ভাড়াটে বাড়ী।

শ্রীতাপস দে এই রকম কয়টি বাড়ী আছে যা সম্পর্কে এ্যাডভার্স রিপোর্ট রয়েছে?

মিঃ স্পীকার—এই প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীতাপস দে—রিপোর্ট আছে কি না যে এই বছরে ভাঙ্গতে পারে, এটা হাউসকে জানানো উচিত এবং যদি থাকে তাহলে কয়টি বাড়ী এইরকম আছে?

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান, এটার সংগে রিলেটেড নয়

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এ্যাবানডান করার কোন প্রস্তাব ছিলনা, কিন্তু এই বাড়ীটা ভাঙ্গতে পারে, সেই রকম কোন রিপোর্ট ছিল কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—বাড়ীটি ছেড়ে দেওয়ার মত কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীনরেশ রায়—যে কোন সময় ভেঙ্গে যেতে পারে, সেই রকম কোন রিপোর্ট ছিল কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার. এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ক্লীয়ার বুঝতে পারিনি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—বাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে বা বাড়ী ছেড়ে দেওয়া, সেই রকম কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে যারা সরকারী বাড়ী তত্ত্বাবধান করত, তাদের রিপোর্ট করা উচিত ছিল ?

মিঃ স্পীকার—এই প্রশ্ন আসতে পারেনা। শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
১৯৭০-৭১ সালে বাজেটে বরাদ্দকৃত সাব্রুম মহকুমার বাবুগ্রাম রিক্রেয়েশান স্কীমের বর্ত্তমান অবস্থা কি ?	১৯৭০-৭১ সনের বাজেটে সাব্রুম মহকুমার বাবুগ্রাম রিক্রেয়েশান স্কীমের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ছিলনা।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—সিডুল অব ওয়ার্কস রিলেটিং টু পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট, সেই লিস্টে কি এই নামটা ছিল না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—বাজেট বরাদ্দ মোটেই ছিল না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ এই তিন বছরের সিডুল অব ওয়ার্কস রিলেটিং টু পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, এতে পেজ নাম্বার ৩৬, আইটেম নাম্বার ৪০ 'এ এই নামটা উল্লেখ করে ঐ কোঠাতে ৯০ হাজার টাকার উল্লেখ আছে, তার অর্থ কি ? বারবার এইভাবে নাম থাকার অর্থ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই বাঁধটা করার জন্য যেই যেই করণীয় কাজ করা দরকার আছে, অথচ সমস্তটার ব্যবস্থা করা যায়নি, সেইজন্য এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—গত বছরের করণীয় কাজ পূর্ত্ত দপ্তর কবে পর্যন্ত শেষ করতে পারবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১৯৭১-৭২ সালে বোধ হয় হাজার খানেক টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এই সম্পর্কে, তারপর স্কীম যেটা করা হয়েছে তার জন্য ৯০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা এটা করার চেষ্টা করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এই বছরে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি, এরপর যদি বলা হয়, তাহলে বলা হবে যে বরাদ্দ নাই। আমি আগে যে বলেছি সেই প্রশ্নটা ঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটার জন্য বাজেট বরাদ্দ হয় নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তিনি তাঁর পূর্ব ষ্টেটমেণ্টে

বলেছেন যে ১৯৭১-৭২ সনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ নেই, সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানের উত্তর দিতে গিয়ে উনি বললেন এই বছর এক হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ না থাকলে কি করে খরচ করা হল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—অন্যান্য হেডে টাকা আছে, বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন হেড থেকে সেটা করা যায়। যেমন মেন্টেনেন্স আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এক হাজার টাকা খরচ করে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারদ্বারা কি বুঝায় যে এই কাজটা করা যাবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এর উত্তর আগেই দিয়েছি এখানে যে রিপোর্ট আছে তার দ্বারা বুঝায় যে এই কাজটা করা যাবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

SHRI AMARENDRA SARMA—Question No. 377.

SHRI SUKHAMOY SENGUPTA—Mr Speaker Sir, Question No. 377

QUESTION	ANSWER
১　ধর্ম্মনগর শহরের জল নিষ্কাশের ব্যবস্থা গ্রহণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? ২। যদি থাকে তা হলে তা কবে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।	১ এবং 2 প্রশ্নের উত্তর হল— এরূপ কোন সার্বিক পরিকল্পনা নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি জল নিকাশের ব্যবস্থার অভাবে সাধারণ বৃষ্টি হলে ধর্মনগর বাজারে জল লেগে থাকে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে সার্বিক কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—কি ধরনের পরিকল্পনা আছে ? সার্বিক না থাকলে কিছুটা আছে সেটা বুঝা যাচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেটা আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে শহরে ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—সরকার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা চিন্তা করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেটা অনেক দিক চিন্তা করে সার্বিক পরিকল্পনা নেওয়া হবে। যদি ছোটখাট কাজ করে এটা সারা যায় তাহলে প্রয়োজন হয়তো পড়বে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আংশিকভাবে কোথায় কোন কাজটা করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—পার্টিকুলার কোন জায়গার কথা যদি বলেন যে এ' জায়গায় কাজ হচ্ছে তাহলে তার জবাব আমি দেব।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—আমি জানতে চেয়েছি আংশিক কোন পরিকল্পনা কোথাও আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি। আংশিক পরিকল্পনা হয়নি। ছোটখাট যে সমস্ত প্রয়োজন দেখা যায় সেগুলি করা হয় মাঝে মাঝে। কাজেই যেহেতু সার্বিক পরিকল্পনা নাই. আংশিক পরিকল্পনার কথাই উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন যে মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ বানার্জির বাড়ী জলের তলায় থাকে বর্ষাকালে ?

মিঃ স্পীকার—এটা প্রশ্ন হয় না।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে ধর্মনগরের জনসাধারণ জল নিষ্কাশনের জন্য যে আবেদন করেছেন তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—একটা সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পক্ষে অনেক সময় দরকার। সব দিক বিবেচনা করেই এটা করতে হয়। সেজন্য ছোট খাট কাজ করে এটা করা হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

SHRI SUBAL CH. BISWAS—QUESTION No. 410

SHRI SUKHAMOY SENGUPTA—Mr. Speaker Sir, question No. 410.

QUESTION	ANSWER
ক) কৈলাশহর সন্তেরমিঞার হাওরের বন্যায় প্রতি বৎসর যে ক্ষতি হয় তাহা সরকারের জানা আছে কি ?	ক) হ্যাঁ।
খ) যদি জানা থাকে তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ ;	খ) প্রায় ২০০০ একর জমি বন্যা কবলিত হয়।

গ) উক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ;	গ) এবং ঘ) হ্যাঁ, এই বিষয়ের আনুসঙ্গিক অপরাপর প্রশ্নাদি বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।
ঘ) থাকিলে উক্ত ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?	

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সব দিক বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন সেটা অন্যদিকে কোন এ্যাফেক্ট করবে কিনা সে প্রশ্নটাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস— এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের আগে কোনরকম পরিকল্পনা ছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—পরিকল্পনা আগে ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ডিফেক্টিভ মনে হওয়ায় সেটা করতে গেলে অন্যদিকে অ্যাফেক্ট করতে পারে, সমগ্র শহরের উপর এটা ধাক্কা দিতে পারে, এই জন্য এই প্রশ্নটাকে বিচার বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি বন্যা কবলিত হয়। এটা নিবারণের আশু প্রয়োজন মনে করেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেহেতু এর সঙ্গে অন্য আর একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে সেজন্য এই দিকটাও দেখা হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই অঞ্চলে যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে অন্য অঞ্চলে ক্ষতি হবে এবং সেই হেতু অন্য দিক দেখা হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত বাঁধ দেওয়া না যায় ততদিন টিউবওয়েল প্রভৃতি করে তাদিগকে সাহায্য দেওয়ার কথা সরকারের চিন্তায় আছে কিনা এবং যদি চিন্তা না করে থাকেন তাহলে আসল সমস্যাটা সমাধান করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সমস্যাটা টিউবওয়েলের নয়। এখানে জলের প্রশ্ন। এটাকে বাঁধার প্রশ্ন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই সমস্যা বোধ হয় ১৫।২০ বছরের সমস্যা। কাজেই যদি বাঁধ না হয় তাহলে আর কি বিকল্প করে, বর্ষার সময় যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা আমনের ফসল দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় কিনা সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং উত্তর চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেই প্রশ্নটা যেভাবে এসেছে বোধ হয় এই ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যদি এমন হত যে এই জায়গায় চাষ আর করা যায় না তাহলে মানুষ আপনা থেকেই সরে যেত। এটা হয়ত এক বছর দুই বছর কোন অবস্থায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেজন্য তাদের বাঁধের প্রয়োজন আছে এবং এইরকম কোন প্রশ্ন এলে সরকার নিশ্চয়ই সব বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে এই রকম ব্যাপারে সে রকম কোন কিছু আসে নি। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেখানে হাওড়ের বন্যার জল নিয়ে ইতিপূর্বে সেখানকার লোকেরা সরকারের কাছে কোন রকম আবেদন নিবেদন করেছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে সরকার খুবই সচেতন বলে এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান—ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৪৭০।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৪৭০, স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ইহা কি সত্য যে, লালজুড়ি ও উজান মাছমারা এলাকাতে উপজাতি অউপজাতি সহ প্রায় ৫০/৬০ টি পরিবার দীর্ঘ ১২/১৪ বৎসর কাল যাবত স্থায়ী ভাবে বসতি করিয়া যে সব খাসটিলা এবং লুঙ্গা ভূমি দখল করিয়া আছে। সেই সব ভূমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট রিজার্ভভুক্ত করত ফরেষ্ট বাগান করা হইতেছে ?	ইহা সত্য নহে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান—এই যে লালজুড়ি এবং উজান মাছমারা এলাকায় কৃষকদের আবাদিকৃত জমিতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা যে বাগানের কাজ আরম্ভ করেছে, সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন টেলিগ্রাম বা দরখাস্ত এসেছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস——না, এই রকম কোন টেলিগ্রাম বা দরখাস্ত আসে নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে সেখানে ফরেষ্টের বাগান করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—ফরেষ্টের বাগান হতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে যদি ফরেষ্টের বাগান হয়ে থাকে, তাহলে ঐ যে ৫০/৬০ টি পরিবার রয়েছে, তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—উজান মাছমারা ও লালজুড়ি ১০/৮/৬৫ ইং সনে ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হইতে দেখা যায় যে ঐ রিজার্ভ ফরেষ্ট ১৯৬৫ ইং সনে গঠন করা হয় তখন কোন উপজাতি বা অউপজাতির দখলীকৃত লুঙ্গা বা টিলা ভূমি ঐ ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৫০/৬০টি পরিবার গত ১২/১৪ বছর

যাবত সেই সব জায়গা দখল করে আসছে, তাদের সেই সব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বাগান করছে, এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। তাই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে তিনি এই ব্যাপারে তদন্ত করে এই হাউসকে জানাবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১৯৬৫ ইং সনে যে রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হয়েছিল, তখন সেখানে কোন উপজাতি বা অউপজাতি বাসিন্দা ছিলনা। কাজেই এখানে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাতে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ঐখানে অনুপ্রবেশ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ইং সনে সেখানে কোন রকম বাসিন্দা ছিল বলে সরকারের কাছে কিছু জানা নেই।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান—১৯৬৫ সালে যে ফরেষ্ট রিজার্ভ করা হয়েছিল তখন ঐ এলাকাতে কোন লোকের বসতি ছিল না বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন। কিন্তু আমি নিজে সেখানকার একজন সদস্য হিসাবে বলতে চাই যে সেখানে তৎপূর্বেও লোকের বসতি ছিল। কাজেই এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভালভাবে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যদিও সেখানকার ফরেষ্ট রিজার্ভে কোন উপজাতি বা অউপজাতি ছিল না, যেটা আমরা জানি। তবু এর মধ্যে যদি কিছু হয়ে থাকে, যেটা নাকি মাননীয় সদস্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, সেই সম্পর্কে নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যে ফরেষ্ট রিজার্ভ ডিক্লার করার সময়ে ঐ সব পরিবারগুলি সেখানে বাস করত, তাহলে সেই এলাকাটা রিজার্ভমুক্ত বলে ঘোষণা করা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদির উপর কোন প্রশ্ন হয় না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য তাঁর প্রশ্নে বলেছেন যে আদিবাসী পরিবারেরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত এবং এরা আমাদের সাধারণ বাঙালী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তত শিক্ষিত নয় এবং সরকারী গেজেটে কি উঠল, না উঠল তারা জানে না। কাজেই তাদের এই অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যদি সেখানে ফরেষ্ট রিজার্ভ করা হয় এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা রিজার্ভ মুক্ত করা হবে কিনা, এটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, যখন বলা হয়েছে যে তদন্ত করা হবে, তখন মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অপেক্ষা করতে পারেন তদন্ত করা পর্যন্ত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন তাঁর অফিসিয়েল রিপোর্ট থেকে আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, যিনি নাকি সেই অঞ্চল থেকে এসেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। কাজেই মন্ত্রী মশাই তাঁর ঐ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে রাজী আছেন কিনা এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন, সেজন্যই তদন্তের প্রশ্ন উঠেছে এবং সেই কারণেই বলা হয়েছে যে তদন্ত হবে।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস—ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ৪৮০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ৪৮০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাছে এন. পি, সি, সির সাথে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কি ? ২) যদি চুক্তির ম্যায়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তবে চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি ?	১ ও ২) চুক্তি পত্রে উল্লেখিত যে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার সর্ত্ত ছিল, তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যুক্তি সঙ্গতকারণে কাজের সময় সীমা বর্ধিত করার বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন সালের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা ১৯৭০ সালে মধ্যে কমপ্লিট করার কথা ছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে যুক্তিসঙ্গত কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এগ্রিমেন্ট যেটা আছে, তাতে অনেকগুলি কারণ আছে। সেই কারণগুলির মধ্যে কোন কারণে এই সময় সীমা বর্ধিত করা হয়েছে জানবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—Now the question hour is over. There are 19 Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দুইটি বিষয় জানার আছে। প্রথমে গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবান রিয়াং তাঁর কোটমোশানে ডিভিশান চেয়েছিলেন এবং সেই ডিভিশানে............

মিঃ স্পীকার—সেটার উত্তর পাবেন আপনারা...

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—না না বলতে দিন মাননীয় স্পীকার স্যার, তার রুলিং দিয়েছিলেন...

মিঃ স্পীকার—রুলিং নয় ডিসিশান ......

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—রুলিং দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন (গণ্ডগোল) শুনুন আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন। যে রুলিং দিয়েছিলেন সেই রুলিংয়ের কনটেক্সট চেয়ে আমি মাননীয়

স্পীকারের কাছে একটি চিঠি দিয়েছি কিন্তু সেই চিঠির কোন উত্তর আমি পাই নি।

মি স্পীকার—পাবেন সময় উত্তীর্ণ হয়নি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—আচ্ছা, কখন পাওয়া যাবে সেটি?

মিঃ স্পীকার—আজও পেতে পারেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—দ্বিতীয়টি হল যে মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার যে বলেছিলেন আমরা অপজিশান পার্টির মেম্বাররা সবাই বলেছেন যে পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীরা সবাই চোর। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম এবং জানতে চেয়েছিলাম মাননীয় স্পীকার স্যার.........

মিঃ স্পীকার—টেপ রেকর্ড বাজিয়ে......

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—টেপ রেকর্ড বাজানোর পর আমাদের শুনান হবে এবং সেটি কবে হবে।

মিঃ স্পীকার—শীঘ্রই, as already as possible

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—কবে, জানতে পারি কি?

মিঃ স্পীকার—Before this session comes to an end.

Shri Sudhawana Debbarma—আর একটা বিষয় খুব জরুরী আমরা মনে করি কারণ ডিমাণ্ড নং ৩৩—ফরেস্টের উপর আমাদের যে কতগুলি কাট মোশান ছিল সেই কাট মোশান গুলির কি হল এবং আমরা সেগুলির উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য দাবি রাখি। কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মাননীয় স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকার—যেটি ডিস্পোজড অব হয়ে গেছে সেটা আর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি ডিস্পোজড অব করেছেন সেটি আমরা অস্বীকার করবনা। কিন্তু আপনি যে ডিস্পোজড অব করেছেন এই ডিস্পোজড অব করে আমাদের অপজিশন পার্টির মেম্বারদের রাইট কার্টেল করেছেন এবং আমার মনে হয় (গণ্ডগোল) আপনার রুলিং আবার রি-কনসিডার করে আমাদের বলতে সুযোগ দেবেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি কি বলতে চান আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং—আমার কাট মোশান বলতে দিন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—আপনি বসুন। আপনারা আইন শৃঙ্খলা মানবেন না হাউসের (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং— আমাদের কাটমোশান ছিল সেই কাটমোশান হাউসে একসেপ্ট (গণ্ডগোল) মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মার যে কাটমোশান ছিল (গণ্ডগোল) এই কাটমোশানে আলোচনার সুযোগ দিন (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker—Hon'ble Member before session-এর অর্থ এই নয় যে আমি ১৪ তারিখে করব, কালও সেটা হতে পারে। আপনি এত ইমপেশান্ট হয়ে গেলেন আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

(Interruption)

Shri Anil Sarker— * * *

Mr. Speaker—সেটা বলতে পারিনা।

Shri Anil Sarker— * * *

Shri Mononranjan Nath—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাইমটা কাটমোশান মুভ করার সময় নয়, কাজেই এই সমস্ত কিছু এক্সপাঞ্জ করা হবে কি না?

মিঃ স্পীকার —এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং— * * *

মিঃ স্পীকার—নো।

শ্রীবাজুবান রিয়াং— * * *

মিঃ স্পীকার—আপনি বসুন, প্রয়োজন মনে করলে আমি দেখাব।
ভোটিং অন ডিমাণ্ড..........

শ্রীবাজুবান রিয়াং— * * *

মিঃ স্পীকার—হাউসের অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনি হাউসের ডেকরাম মেনে চলুন।

Shri Bajuban Riyan— * * *

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা কালকে দিয়ে দেব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং— * * *

মিঃ স্পীকার—আজকে টেপ রেকর্ড পরীক্ষা করব এবং কালকে সেটা ৩টা থেকে ৮ টার মধ্যে দিয়ে দেব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং— * * *

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন, আপনি অনেক সময় নষ্ট করেছেন।

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1972-73.

Mr. SPEAKER—Today in the List of Business 5 Demands viz. Demand Nos, 14-Education, 21-Industries, 38-Capital outlay on Industrial and Economic Development, 32-Stationery and Printing, and 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments are to be disposed of.

Moreover there are 7 Demands namely Demand Nos. 27—Public Works, 28-Capital outlay on Public Works—within the Revenue Account, 41-Capital outlay on Public Works, 25-Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), 39-Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), 26-Electricity Schemes

* * * Expunged as ordered by the chair.

and 40·Capital outlay on Electricity Schemes, carried over from the List of Business for 5. 7. 72 will be taken up today the 6th July, 1972.

(INTERRUPTION)

MR. SPEAKER—Shri Jaduprasanna Bhattacharjee.

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এই হাউসের সামনে যে ২৭ নাম্বার ডিমাণ্ড অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই ডিমাণ্ড আমি সমর্থন করি এবং তার উপর যে সমস্ত কাটমোশান এসেছিল, তার বিরোধিতা করছি এবং এই ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত সাধারণ আলোচনা হয়েছিল, আমার বিরোধি সদস্যের তরফ থেকে এবং আমাদের পার্টি সদস্যদের পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে পি. ডব্লও. ডি. ওয়ার্ক সম্পর্কে—তার কার্যকলাপের উপর সমালোচনা করা হয়েছিল...

শ্রীবাজুবান রিয়ান—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় বক্তা শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, উনি কাটমোশন এনেছি বলেছেন, কিন্তু আমাদের কাটমোশান স্পীকার মহোদয় মুভ করতে দেন নাই, সেগুলি ফলস্ থ্রু হয়েছিল। অতএব উনার এই বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করার দাবী করছি। এই যে উনি বিরোধী সদস্যগণ বলেছেন, সেটা এক্সপাঞ্জড হওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা 'গণ' শব্দটি এক্সপাঞ্জড হবে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গতকাল পি. ডবলু. ডি'র কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচনা হয়েছে, সেই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু অসত্য নয়। আমরা দেখছি পি, ডব্লু, ডির বিগত দিনের কার্যকলাপ যেটা গণমুখী ছিলনা, এই যে সাধারণ অভিযোগ এটা সত্য। আমরা জানি প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি ভঙ্গী গণস্বার্থের অনকূলে ছিলনা, তাই বিরোধী দলের এবং দলীয় মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকে এই পি, ডব্লু, ডিপার্টমেন্টের বহু সমালোচনা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন—এটা কেন হলনা, এটা কেন হচ্ছে না, এই জাতীয় মামুলী ধরণের গতানুগতিক প্রশ্ন আমাদের সামনে যেমন আসে, অতীতেও এই প্রশ্ন আমাদের ছিল, এই জাতীয় সমালোচনা আমরা করেছি কিন্তু আজকের দিনে আমরা চাইছি এই যে গতানুগতিক কর্মধারা, প্রশাসনের যে গণবিমুখতা, এই অবস্থা থেকে গণমুখী কিভাবে করা যায়, আজকের দিনে সেটা হচ্ছে বড় কথা। কারণ আজকে ২০/২৫ বছর যারা আমরা এই দেশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করছিলাম, তারাও নূতন-ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন আমাদের অতীতের যে কার্যকলাপ তারা নিজেরাই আজকে সমালোচনা করছেন। অতীতে আমরা যা বলেছি, আমরা সেই অনুসারে কাজ করতে পারিনি, তাই শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা চাইছি বিগত দিনের যে

দোষ ত্রুটি ছিল, তার থেকে মুক্তি হয়ে আমাদের প্রশাসনের যে অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত করে আগামী দিনে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি। আমার কথা হল এই গত ২০ বছর যে ধারায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি, সেই ধারাকে আজকের দিনে পালটে নিতে হবে। আজকের দিনে আমরা যদি সত্যি সত্যি প্রশাসনকে গণমুখী করে গড়তে চাই, এই প্রশাসনকে যদি জনস্বার্থে আনতে চাই, তাহলে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি, তাঁদের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে এই প্রশাসনকে গণমুখী করার দিকে সহযোগিতা করতে হবে। আমি বাজেট আলোচনার ভিতর দিয়ে বলছি যে এই প্রশাসন জগন্নাথের রথ, এঁকে আমরা সবে মিলে যদি না টানি, তাহলে সেটা চলতে পারেনা এবং আমরা দেখেছি এখানে বিভিন্ন বক্তা বাজেট আলোচনায়, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কথা বলেছেন, যে আমলা, কর্মচারীরা নিজেদের সুযোগ সুবিধা, স্বার্থ আদায়ের জন্য যতটা ব্যয় বরাদ্দ রাখার আছে, যতটা সুযোগ সুবিধা নিজেদের জন্য করে নেয়, জনতার জন্য সেখানে কারপণ্য করতে দেখা যায়, জনতার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ থাকে, সেটা ইম্প্লীমেন্ট করার পর্যন্ত আন্তরীকতা থাকেনা, এটা সত্য। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা যারা রয়েছেন, তাঁরা এখানে প্রশ্ন করেছেন অমুকটা হলনা কেন, কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং কর্ম্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তাঁরাই আবার দেখেছি সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের স্বার্থে, বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করছেন তাঁদের আত্ম রক্ষার জন্য, সমর্থন পাওয়ার জন্য দরবার করবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা যদি সেই সমস্ত কর্ম্মচারীরা জনহিতকর কার্যকলাপ যাতে করে, সেই জাতীয় প্রয়োজনীয় আন্দোলনের জন্য যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে আমার মনে হয় প্রশাসনকে আমরা গণমুখী করতে পারব। আমরা জানি আমরা যারা ১৯৭২ সনের ইলেকশানে জনগণকে যেটুকু আশ্বাস দিয়ে এসেছি, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, সেই অনুসারে কাজ করব এবং সেই কাজগুলি করতে গেলে পরে শুধু কতকগুলি প্রশ্ন এবং উত্তর বললেই হবে না, সাথে সাথে প্রশাসনকে, জনদরদী প্রশাসনে যদি পরিণত করতে চাই, তাহলে আমাদের কাজ করার দরকার রয়েছে। অনেক কর্ম্মচারী রয়েছে, যাদের কার্যকলাপ জনস্বার্থের বিরোধি, ট্রেডিশন আছে, অথচ তারা বিভিন্ন ডিপার্ট-মেন্টে হেড হয়ে বসে আছেন, তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রশাস-নের মধ্যে অনেক কর্ম্মচারী রয়েছে যারা আন্তরিকভাবে জনসাধারণের কাজ করতে চায়। তারা যাতে যোগ্যস্থানে বসতে পারে সেইভাবে যদি আমরা প্রশাসনকে কাজে লাগাতে পারি এবং সেইভাবে প্রশাসনকে সংস্কার করতে পারি তাহলে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি এসেছি তারা যদি সহযোগিতা করি এবং প্রশাসনের সংস্কার সাধন করতে সমর্থ হই তাহলে যে সমস্ত প্রশ্ন

আমাদের সামনে এসেছে যেগুলি আমরা বার বার প্রশ্ন করেও কার্যকরী করতে পারছি না, যদি প্রশাসনকে আমরা সুষ্ঠুভাবে সংস্কার করতে পারি আর আমরা সবাই মিলে যে জগন্নাথের রথ অচল হয়ে রয়েছে তাকে যদি সচল করে তুলতে পারি তাহলে আশা করব যে আমাদের প্রশ্নের জবাব আমরা কাজের মধ্য দিয়েই পাব। কাজেই আজকের দিনে এই প্রশ্নটা বড় কথা নয়, এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের যে সব অভিযোগ রয়েছে সেই প্রশাসনকে কিভাবে জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালনা করতে পারা যায় সেই ব্যাপারে আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই মন্ত্রী পরিষদে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, এই আলোচনাগুলির অতীত দিনের, বিগত দিনের কার্যকলাপ নিয়ে হয়েছে। এই মিনিষ্ট্রীর এই নূতন বাজেট, এই বাজেট অনুযায়ী তারা হয়ত কাজে নামবেন এবং অতীতে যে জনসাধারণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়নি সেখানে সেই টাকাকে ব্যয় করে সেই সমস্ত কাজকে ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য যে আন্তরিকতা তাদের ছিল না, সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আর কতগুলি প্রশ্ন এখানে এসেছে যে, পি, ডব্লিও, ডি, এর যে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে তাতে কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন এলাকার প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। সমদৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন এলাকার স্বার্থকে দেখা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে। আমি আশা করব আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী, তাদের কর্তব্য হবে যদি কোথাও পি, ডব্লিউ, ডি, এর বাজেট বরাদ্দ এমনটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যদি কোন গ্র্যাণ্ট পাওয়ার সুবিধা থাকে, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে তাহলে যে সমস্ত এলাকার প্রতি নজর দেওয়া হয়নি সেই সমস্ত এলাকার প্রতি যেন নজর দেওয়া হয়। যদি সেটা দেওয়া হয় তাহলে মাননীয় সদস্যদের যে অসন্তুষ্টি রয়েছে সেই অসন্তোষ্টি দূর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আর কতগুলি প্রশ্ন এখানে রয়েছে যেগুলি নিয়ে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যরা এবং আমাদের দলীয় সদস্যরাও এইগুলি বলেছেন। আবার আমি বলছি প্রশাসনের মধ্যে সেইরকম লোক রয়েছে যারা আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে ভুগছেন এবং তাদের মধ্যে একশ্রেণীর আমলা কর্মচারী এবং বড় বড় অফিসার রয়েছেন যাদের সত্যিকারের আন্তরিকতা রয়েছে জনসাধারণের কাজ করবার। এই শ্রেণীর কর্মচারী সম্বন্ধে আমাদের পুনর্মূল্যায়ণের সময় এসেছে! সেইগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে মন্ত্রী মণ্ডলী রয়েছে আমরা তাদের কাছে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য আবেদন রাখব যে যোগ্যতর লোক যাতে যোগ্যস্থানে স্থান পেতে পারে এবং যাদের কর্মক্ষমতা রয়েছে তাদের যাতে আমরা উপযুক্ত স্থানে বসাই এবং যারা জনতার কাজ করবে তাদেরকে ভবিষ্যতে প্রমোশন বা সব রকমের আনুকূল্য দেখানো হবে। এই নীতি যদি আমরা প্রশাসনে চালু করতে পারি, প্রশাসনে ন্যায় বিচার এবং যোগ্যলোককে যোগ্য স্থানে বসিয়ে, প্রশাসনকে সুচিন্তিতভাবে চিন্তা করে আমাদের মন্ত্রীপরিষদ যেন প্রশাসনকে সংস্কার করেন। আমরা আশা করি অতীতের যে ভুল হয়েছে সেগুলি শুধরিয়ে এই প্রশাসনকে আমরা গণমুখী করতে পারব। এই বলেই আমাদের পি, ডব্লিউ- ডি, এর বাজেট

বরাদ্দ এবং যে ডিমাণ্ড এসেছে সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল আমার কাট মোশান ছিল 'নির্দিষ্ট সময়ে গোমতী হাইড্রু প্রজেক্ট রূপায়ণে এন, পি, সি, সি, এর ব্যর্থতা সম্পর্কে'। কাটমোশানটা ফলথ্রু হলেও আমি মুভ না করে আলোচনা করছি। এন, পি, সি, সি, ডুম্বুর পরিকল্পনার যে দায়িত্ব নিয়েছে, আজকে ১৯৭২ সাল, এটা ১৯৭০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং শুনলাম সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ১৯৭৫ সালে নাকি এটা শেষ হবে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার ১৯৭০ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে এটা করা হবে, সেটাকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হল কেন? তার কোন যুক্তি আমরা কাগজে দেখি নি। এটা কার স্বার্থে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে জানি না। এগ্রিমেণ্টে যেটা আছে সেটা আমি পড়ছি। "The work to be performed under the contractors to be completed by October, 1970 subject to the availability of approved drawing in time to start with by 16th February, 1963." এতে এগ্রিমেণ্টে স্পষ্ট বলা আছে যে ড্রয়িং যদি ১৯৬৩ সালে পায় তা হলে অবশ্যই—শুড বি কমপ্লিটেড বাই অক্টোবর ১৯৭০। কিন্তু কি জন্য ১৯৭৪ সালে পিছিয়ে গেল আমরা জানি না। আর দ্বিতীয়তঃ এই এগ্রিমেণ্টে আপনারা কোথাও দেখতে পাবেন না মাননীয় স্পীকার, স্যার যে কোন এষ্টিমেট সরকার থেকে করা হয়েছে কিনা এই ব্যাপারে। আমরা জানি যে কোন কাজ করতে গেলে এষ্টিমেট করতে হয়। আজ অবধি কোন এষ্টিমেট করা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। সেখানে ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তারপর ১৯৭০ সালের মধ্যে কাজ করার কথা এগ্রিমেণ্টে বলা হল। বলা হওয়ার পর সেখানে কোন এষ্টিমেট নাই। কেন এষ্টিমেট না করে কাজ পিছিয়ে দেওয়া হল? তার পেছনে যদি আমাদের যেতে হয় তা হলে আমরা দেখব যে এই রাজকোষ থেকে কেন্দ্র থেকে শুরু করে যে সমস্ত রাঘব বোয়াল আছে, তাদের বিরাট যে হাঁ আছে সেই হাঁকে ভরাট করার জন্য কোন এষ্টিমেট করা হয় নি। ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। এখন ৩ কোটি টাকাকে বাড়িয়ে সেটাকে করা হয়েছে ৬ কোটি টাকা এবং যেটা পি, ডব্লিউ, ডি থেকে ১০ কোটি টাকা স্যাংশান চেয়েছিল সেটা গেছে। আমরা জানি যে ১০ কোটি টাকা ও এটা শেষ হবে না এবং এই টাকা ১৫ কোটি পর্যান্ত যাবে। যেখানে ৩ কোটি টাকাতে ১৯৬৯ সালে শেষ হবার কথা, আজকে ১০ বা ১৫ কোটি টাকা যাচ্ছে কেন? কাজেই তার কারণ খুঁজতে গেলে আমাকে তার যে এগ্রিমেণ্ট আছে, সেখানে যেতে হয়। এগ্রিমেণ্টে আছে এ্যাকচুয়েল যে কষ্ট তার উপর ফিফটিন পার্সেণ্ট প্রফিট ঐ এন, পি, সি সি নেবে। সেখানে একচুয়েল কষ্ট সম্পর্কে এগ্রিমেণ্টে বলা আছে. আপনিও অবাক হবেন স্যার, সেই একচুয়েল কষ্ট হচ্ছে তারা যে বাড়ী ভাড়া নেবে এবং সেই বাড়ী ভাড়ার জন্য যে বাড়ীর মালিককে দিতে হবে, তার উপরও ঐ এন, পি, সি, সি

ফিফটিন পার্সেন্ট প্রফিট নেবে। স্যার আমরা একটা গল্প শুনেছি, সেটা সত্যও হতে পারে—যে একবার ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট নাকি গাছ কাটার জন্য ঐ এন, পি, সি, সির ৫ হাজার টাকা জরিমানা করল। তাই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে এন, পি, সি, সির একজন অফিসার গেলেন এবং বললেন স্যার, আপনি যে আমাদের ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন, সেটাকে অনুগ্রহ করে অন্ততপক্ষে ২০ হাজার টাকা করে দিন। সেই অফিসার তো তার কথা শুনে একেবারে অবাক? কি ব্যাপার জরিমানা করলাম ৫ হাজার টাকা, কোথায় এটা কমিয়ে দিতে বলবে, তা না করে বলছে কি ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য। তখন সে বললো, যে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন এর উপর আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট প্রফিট পাব, আর যদি ২০ হাজার টাকা করে দেন তাহলে তো ফিফটিন পার্সেন্টস হিসাবে আরও বেশী টাকা পাব, সেজন্যই তো আপনাকে বলছি স্যার। তাহলে এই রকমের একটা এগ্রিমেন্ট আজকে এই সরকারের সংগে তাদের আছে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা যে কোন খরচই করুক না কেন, তার উপরই ফিফটিন পার্সেন্ট প্রফিট ঐ এন, পি, সি, সি নেবে। এবং এই প্রসঙ্গে আমি আগেও বলেছি যে রাজ্য স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যান্ত যে সব রাঘব বোয়াল আছে, তাদের যে হাঁ আছে সেটা পূরাবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আরও জানি যে এই এন, পি, সি, সির একটা বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স আছে, এন, পি, সি, সির শেয়ার হোল্ডার্স আছে এবং সেই সব শেয়ার হোল্ডার্স এবং বোর্ড অব ডাইরেকক্টার্সদের ক্ষেত্রে আমাদের এটা জানা আছে কেন্দ্রীয় কোন এক মন্ত্রীর স্ত্রী, তার একটা বিরাট অংশীদার—তিনি সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলে মনে হয় এবং তাঁর স্ত্রী, তিনি হচ্ছেন একটা বিরাট অংশের মালিক। সুতরাং....

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—স্যার, যিনি এই হাউসে নেই, তার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, আমি তো নাম বলি নাই। আমি শুধু বলেছি কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী। সুতরাং আজকে এখানে কত টাকা খরচ হবে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—স্যার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলে তো একটা পার্টিকুলার লোক আছে। কাজেই তিনি নাম না বলেও, তাকে বুঝাতে পারেন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—নাম না বলে, উনি বলতে পারেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন, ডাঃ কে এল, রাও। এখন তার নাম না বলে যদি বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাহলেও ইন-ডাইরেক্টলি তার নাম বলা হল না? কাজেই উনি পার্টিকুলার একজনের নাম বলছেন, এজন্য আপনার রুলিং চাই?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্পীকার স্যার, আপনার রুলিং হয়ে যাওয়ার পরও তিনি আবার কি করে এই সব বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। যে কোন মন্ত্রীর নাম বা কোন অফি-

সাহেব নাম না বলেও আমি এখানে বলতে পারি। তাহলে এই ঘটনার পর দেখা যাচ্ছে যে একটা স্বার্থ রয়েছে কেন্দ্র থেকে রাজ্য স্তর অবধি যে ঐ এন, পি, সি, সি হচ্ছে একটা লুটের রাজ্য এবং তারা হচ্ছে সেই লুটের ভাগীদার। রাজ্যের রাঘব বোয়াল এবং কেন্দ্রের রাঘব বোয়ালরা লুট করবার জন্য এটা করছে। যত টাকা এখানে ইনভেষ্ট করবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন, তিনি নিজেও ইনভেষ্ট করছেন এবং ঘুরাফিরা করে সেই টাকা আবার তাদের পকেটে যাচ্ছে আর এখানে স্থানীয় যারা আছেন, তাদের পকেটে ও কিছু কিছু যাচ্ছে। কাজেই এভাবে সেখানে একটা লুঠের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। আজকে যদি এই ব্যাপারে তদন্ত করা হয়, তাহলে সেই তদন্তের ক্ষেত্রে এসব ঘটনাগুলি বেরিয়ে আসবে। আজকে এন পি. সি. সি সেখানে একটা লুঠের রাজত্ব চালাচ্ছে সেখানে কোন এষ্টিমেট নেই এবং এষ্টিমেট ছাড়াই দিনের পর দিন শুধু সময় বাড়ানো হচ্ছে অথচ তার জন্য কোন যুক্তি দেওয়া হচ্ছেনা। এখানে একটা কথা পরিস্কার বলা আছে যে জয়েন্ট সার্ভিস যদি করা হল. তাহলে ১৯৭০ সালের মধ্যেই করতে হবে। কিন্তু কোন যুক্তি ছাড়াই বাড়ানো হচ্ছে. কেন্দ্রের থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই টাকার পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে। আর ত্রিপুরার মানুষ ঐ হাইড্রো ইলেকট্রিক হওয়ার পর সেখানে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রিজ হবে, ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ আসবে, এই আশা নিয়ে ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ ঐ ডম্বুরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুতরাং এরা যে আজকে বড় বড় কথা বলছে, সহযোগীতার কথা বলছে, আজকে যে তারা বলছে আমাদের সংগে সহযোগীতা করুন, কিন্তু আমরা সেই সমস্ত সদস্য এবং মন্ত্রীদের বলে দিতে চাই যে আমরা কার সংগে সহযোগিতা করব? চোরের সংগে সহযোগীতা করব. না তাদের চুরির সংগে সহযোগীতা করব। আমরা সেটা করতে পারি না। আজকে এগুলি কারা করছে? আমরা প্রথম থেকে বিরোধী পক্ষ থেকে বাধা দিয়ে আসছি। ডম্বুর প্রজেক্ট এভাবে করার জন্য আমরা বাধা দিয়ে আসছি কিন্তু তা সত্বেও কেন এটা করা হচ্ছে? কারণ ডম্বুর প্রজেক্টটা যারা ভারতের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাতে যতগুলি সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানের কোন নাম গন্ধ নেই। অথচ সেখানে একটা লুটের কারখানা করা হয়েছে। তাই আমরা দেখছি তারা যতই বলছে যে ১৯৭৪ সালের মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা জানি এটা ১৯৭৪ সাল কেন, ১৯৮০ সালের মধ্যেও শেষ হবে না। অথচ এই ডম্বুর প্রজেক্ট ঠিকমত করা হলে এখানকার কিছু বেকারের চাকুরী বা কর্ম সংস্থান হতে পারে। আর এক দিক দিয়ে স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে এখানে ১৮০ জন ওয়ার্কসচার্জ কর্মচারী, যাদের অধিকাংশই হচ্ছে ত্রিপুরার ছেলে। তারা সেখানে চাকুরী পেয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি ঐ এন, পি, সি, সিতে অধিকাংশ লোক বাইরে থেকে আনা হচ্ছে, এমন কি এখানকার কোন ওভারসীয়ারকে পর্যান্ত নেওয়া হয় না, সমস্ত কিছুই বাইরে থেকে আনা হচ্ছে। এসব করা সত্বেও আমাদের এখানকার যারা মন্ত্রী আছেন তারা টু শব্দটি পর্যান্ত করেন না। কিন্তু যে ১৮০ জন ওয়ার্কচার্জ কর্মচারী যাদের বেতন ১৫০ টাকা

মাত্র, তাদেরকে ঐ ১লা জুলাই থেকে লে অফ করা হয়েছে এবং তাদেরকে লে-অফ করে তাদের রুজিরোজগারকে মারা হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে আবার বেকার করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ এন, পি, সি, সির দুইটি চরিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার একটা হল বড় বড় যে সব রাঘব বোয়াল এখানে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছে আর মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে আর অন্য দিকে গরীব কর্মচারীর কাঁধে যত সংকট চাপিয়ে দিয়ে আজকে এই এন, পি, সি, সি ডম্বুর প্রজেক্ট করার স্বপ্ন দেখছে। তাই আমরা বলি আজকে যদি সত্যি ডম্বুর প্রজেক্ট করতে হয়, তাহলে আগের এগ্রিমেন্ট বাতিল করুন এবং যে সব এষ্টিমেট করে কাজ করা হচ্ছে, সেগুলি সম্পর্কে একটা ইন্কোয়েরী করা হউক। আজকে শুনলে আপনিও অবাক হবেন স্যার যে আমাদের এখানে যারা ওভারসীয়ার আছে, যারা নাকি আমাদেরই রাজ্য সরকারের কর্মচারী তার সেখানে কাজ বুঝে নেবে কিন্তু এখানে যারা অফিসার আছে, এটা আমি নিজেও জানি যে সেখানে যারা অফিসার আছে তারা বলে দেয়, এভাবে মেজারমেন্ট নিতে হবে, নাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে না, এভাবে তাদের উপর একটা চাপ দেওয়া হয়। এভাবে এই এন, পি, সি সির স্বার্থে এখানকার একটা বিরাট অংশের অফিসার ওভারসীয়ারদের উপর চাপ দেয় যে এমন ভাবে মেজারমেন্ট নিতে হবে ; এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্যার। তাই আজকে এন, পি, সির ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন এসেছে যে আমাদের নূতন মন্ত্রী সভা এসেছে, তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, অনেক ভাল ভাল কথা বলছেন, আজকে তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে এই ডম্বুর প্রজেক্টের আগের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের পথ ধরে যদি আপনারা চলতে চেষ্টা করেন, তাহলে ডম্বুর প্রজেক্টে যে লুঠের রাজত্ব চলছে তার অংশীদার থেকে নিশ্চয় আপনারাও বাধ যাবেন না। তাই আমরা বলি যে এটার ব্যাপারে আজকে একটা ইন্কোয়েরী হউক, আজকে যে সব কাজ হয়েছে, সেগুলিরও একটা তদন্ত হউক এবং আগের যে এগ্রিমেন্ট সেটাও বাতিল করে দেওয়া হউক এবং নূতন এষ্টিমেট করে নূতন করে কাজ করা হউক, এই বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীমঙ্গচাবাইমগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পূর্ত্তবিভাগ সম্বন্ধে আমার এলাকা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমি অবশ্য মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। আমার এলাকায় কমলপুর বিভাগে ধলাই নদীর পূর্ব পাড়ে যে ৮০০ লোক ছিল এখন সেখানে মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ লোক আছে। কাজেই এই ধলাই নদীর পূর্ব পাড়ের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর হল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কোন রাস্তাঘাট হয়নি, কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়নি, যেহেতু সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ সরকারের কাছে বারবার দাবী করা সত্বেও আজ অবধি যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই সেখানে করা হয়নি। পূর্বতন মন্ত্রী সভা যখন ছিল, তখনও বর্তমানে আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী অনেকবার

আবেদন নিবেদন করেছেন যাতে করে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং রাস্তাঘাট করার ব্যবস্থা হয়। আজকে দীর্ঘ ৫/৬ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সেই রাস্তাঘাট কিছুই হয়নি। তাই আমি বলতে চাই যে গত ১৯৬২ সালের কুলাই হাওয়ার নির্বাচন ক্ষেত্রে, কুলাই হাসপাতাল, পশ্চিম নাগিছড়া পর্যন্ত কুলাই বাজার থেকে ফুলছড়ি বাজার পর্যন্ত এবং দলুবাড়ী গেট থেকে কেকুমা হইয়া কুলাই বাজার পর্যন্ত যে রাস্তা ১৯৬২ ইং সনে হয়েছে, আজকে দীর্ঘ ১০/১২ বছরের মধ্যেও কোন মেরামত হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে বসবাস করছে এবং সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ, আপনি দেখলে বুঝবেন স্যার, কুলাই বাজারের দিনে হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মণ পাট, ধান, কার্পাস, তিল প্রভৃতি বলরাম থেকে ফুলছড়ি থেকে কুলাই বাজারে আমদানি করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ'সব রাস্তাঘাট বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলে পেক কাঁদায় ভর্ত্তি হয়ে থাকে, ফলে এ'সব রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়তের কোন ব্যবস্থাই থাকে না। কাজেই আমি বলব এই কুলাই বাজার থেকে অন্ততঃ পক্ষে ধলাই নদীর পূর্ব পাড় পর্য্যন্ত এক দেড় মাইল রাস্তা যাতে ইট বিছিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে রিক্সা যাতায়াত করতে পারে। আমি আর একটি কথা বলতে চাই এখানে গত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় মিলিটারীরা এই এলাকায় বড় বড় গর্ত করে গেছে সেই সব গর্তে পড়ে নানা দুর্ঘটনা হচ্ছে গরু মহিষ মারা পড়ছে, এমন কি মাঝে মাঝে মানুষও এই সব গর্তে পরে আঘাত পাচ্ছে। তাই আমি এই গর্তগুলি সরকার থেকে অবিলম্বে বুজিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন রাখব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই পূর্ত্ত বিভাগ হতে কুলাই ছড়ার উপর একটি পাকা বান্ধ করা হয়েছিল সেই বান্ধটি ফালগুন মাসের বৃষ্টিতেই চলে গেল নদীর গর্ভে। (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, কুলাইছড়ায় একটি বান্ধ ছিল সেই বান্ধের ফলে হরিণমারা মাঠের অন্তত ৬০ দ্রোণ জমিতে চাষ হত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেই সব জমির উপর নির্ভর করে চলতে পারত। এই বান্ধ থেকে আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করতাম কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ছড়া ক্রমশঃ বড় হওয়ায় এখন জনসাধারন আর সেই ছড়ার উপর বান্ধ দিয়ে সেটিকে আর রক্ষা করতে পারছে না এবং সরকারের কাছে আবেদন করছে সেখানে সরকার থেকে বান্ধ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সরকার থেকে একটি পাম্প মেসিন দেওয়া হয়েছিল ফাইভ হর্স পাওয়ার মেসিন। সেই মেসিন বসানো হয়েছিল নদীর কাছে আর জমি আছে উপরে। পূর্ত্ত বিভাগ থেকে ড্রাইভার আছে গ্যাং লেবার আছে ডিজেল খরচ হচ্ছে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু সেখানে চাষ হচ্ছে মাত্র এক কানি দেড় কানি জমিতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, লালছড়ি মাঠ একটি বড় মাঠ সেখানে ৫০ দ্রোণ জমি হবে কিন্তু সেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই এরূপ আরও বড় বড় মাঠ আছে সেখানে জলসেচের অভাবে কোন চাষী ভাল ফসল উৎপাদন করতে পারে না। সরকার থেকে উচ্চ ফলনশীল আই, আর, ৮ ধানের বীজ দেওয়া হয় কিন্তু জলসেচের অভাবে ফসল ভাল ফলে না। আমি নিজেও নিয়েছিলাম এই আই,

আর, ৮ ধানের বীজ কিন্তু জলসেচের অভাবে সৌভাগ্যবশত আমি আধাকানিতে মাত্র তিন মন ধান পেয়েছি। তাই আমি বলছি শুধু উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান দিয়েই ফলন বাড়বে না তার জন্য দরকার কৃষকদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা। আপনারা যদি খোঁজ নিতেন তাহলে দেখতেন কৃষকদের কি অবস্থা হয়েছে। তাই এই এলাকায় জলসেচের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নং ২৭ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৩,৯৪,৩৩,০০০ টাকা সেখানে আমার একটা কাট মোশান ছিল "খোয়াই, বিলোনিয়া এবং কৈলাসহরকে ব্রীজের অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা সম্পর্কে.......

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য কাট মোশান আমি দিতে পারব না আপনি জেনারেল ডিস-কাশন করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—আমি কাট মোশান মুভ করছি না স্যার, আমি বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে দুইটি ব্রীজ এই দুইটি ব্রীজ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে এই ডিপার্টমেন্টে দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে। আজকে খোয়াই নদীর উপর চেবরীর কাছে অনেক দিন পর্যন্ত একটি ব্রীজ অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা বিধান সভায় নানা প্রশ্ন করেছিলাম তখন মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন সেটি হবে ১৯৭০-৭১ সালে কিন্তু আজও সেই ব্রীজ অর্ধনির্মিত অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। এর কারণ এই যে কন্ট্রাক্টার বাবু এই কাজ নিয়েছিলেন তিনি এখানকার একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় ছন সেজন্য তার যে কাজ অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে সেজন্য তার উপর কোন চাপ সৃষ্টি হয় নাই। (গণ্ডগোল) তারপর কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তায় দেও নদীর উপর যে ব্রীজটি আছে সেটি আরও আশ্চর্যের জিনিষ। এটি একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে আছে, কারণ সেটি নদীর মাঝখানে ঝুলছে; এই হচ্ছে যোগাযোগের অবস্থা। আমি একথা বলতে চাই যে আজকে ভারত সরকার আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্যে ওয়াগন বিক্রী করছে, রেলের যন্ত্রপাতি বিক্রী করে সেখানকার বাব-

ছাকে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করছেন সুনাম অর্জ্জন করার জন্য, সেই জায়গায় আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, ভারতবর্ষের একটা ক্ষুদ্র অংশ, একটা ব্রীজের অভাবে, দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে. এটা কত বড় লজ্জার কথা, এই জিনিষটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভেবে দেখেছেন। বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জনের জন্য সেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ওয়াগন বিক্রী হয়, আর আমাদের দেশে এক বস্তা সিমেন্টের অভাবে একটা রাস্তা হবেনা, একটা ব্রীজ হবেনা, আর সেই সিমেন্ট বিক্রী হয়ে যায় চোরা বাজারে এই হল অবস্থা। আমার দেশের লোহার দাম অধিক, যার জন্য বিল্ডিংগুলি হচ্ছেনা, রাস্তাগুলি হচ্ছেনা, ব্রীজগুলি হচ্ছে না। বাংলাদেশকে আমরা ২০০ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছি সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমি সেইজন্য অত্যন্ত সুখী যে ভারত সরকার ঐ বাংলাদেশের জনসাধারণকে বাঁচা-বার জন্য, তাদের খাওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকা সাহায্য দিচ্ছেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে আমার ভারতবর্ষের মানুষ একটা রাস্তার অভাবে বছরের পর বছর অসুবিধা যে ভোগ করছে, বছরের পর বছর দরবার করে, মিছিল করে, তথাপি তাদের সেই অসুবিধা আমরা দূর করতে পারিনা, তাদের রাস্তা হয়না, তাদের একটা ব্রীজ হয়ে উঠেনা, এটা কি সমাজতন্ত্রের কথা? কথায় কথায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলেন আমরা সমাজতান্ত্রিক সরকার গড়তে চলেছি, আস্তে আস্তে আমরা উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছি। কিন্তু আজকে বিলোনিয়া যান, মুহুরী নদীর উপর ব্রীজ আছে কি? সাব্রুম কালাপানিয়ায় একটা ছোট্ট ছড়াতে সেখানে একটা ব্রীজ হয়না, যার জন্য এই অঞ্চল সাব্রুমের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত, সাব্রুমের অন্যান্য অংশ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এই অবস্থা আজকে চলছে। পি ডব্লু ডি খাতে কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর বরাদ্দ করা হয়, সেই বরাদ্দকৃত টাকায় কাজগুলি ঠিক ঠিক মত করা হচ্ছে না। আমি জানি এই সরকার কি চায়? এই ডিপার্টমেন্টের কর্তাবাবু—সমস্ত কর্মচারীদের কথা। আমরা জানি এই সমস্ত বড় বড় কর্মচারীদের কীর্তিকলাপ যাদের সঙ্গে উঠতে বসতে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে, প্রতি মুহূর্তে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তাদের সঙ্গে আমাদের মন্ত্রীদের সম্পর্ক বড়ই মধুর। আজকে জনতার খাতে যে অর্থ বরাদ্দ থাকে, সেটা কাজ না করে, বা আধেক কাজ করে এই যে বাকী টাকাগুলি মেরে দেওয়ার কৌশল করছে এবং মেরে দিচ্ছে, এর জন্যই জনসাধারণের কাজ হচ্ছে না, এই হচ্ছে আজকের অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ধরণের লোক আছে, যারা দৌড়াদৌড়ি করে নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে না, তারাই ব্যর্থতার জ্বালা মেটা-নোর জন্য. বরাদ্দের উপর বড় বড় কথা বলে, তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটা কাটমোশান আছে, সেটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ এর উপর। (রেড লাইট), মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—দুই মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—বলতে দিন স্যার, বলতে দিন…

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে ওকালতি করছেন আমার জন্য, আমার মনে হয়, উনিও সেই রোগে ভুগছেন কি না জানিনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে কিছুক্ষণ আগে—কোয়েশ্চান আওয়ারে বন্যা নিরোধ সম্পর্কে কয়েকটি হাওরের সম্পর্কে বলেছিলেন—কৃষকদের সাহায্যের জন্য সরকার এত সচেষ্ট যে কৃষকদের ফসলের ক্ষতি দেখে তাঁদের পরাণ পুড়ে যায়, চোখের জল তারা রাখতে পারেন না, এজন্যই এই হাওয়ারের বন্যা নিরোধ করতে উনাদের ২৫ বছর লাগছে। তার পরেও কবছরের মধ্যে বন্যা নিরোধ করতে পারবেন, তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। কিছুক্ষণ আগে উনারা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন। সাক্রমে গোবিন্দপুর হাওর, বিরাট মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে প্রতি বৎসর ফসল নষ্ট হয়ে যায়, হাজার হাজার টাকার, অথচ সেখানে খুব বেশী টাকা খরচ করতে হয় না। যদি কৃষকদের বাঁচাবার দরদী দৃষ্টি নিয়ে যায়, তাহলে কৃষককে বাঁচাতে পারে। তাঁরা শুধু মুখে বলবেন, চোখের জল ফেলবেন, এ দিকে কৃষক বেচারা অন্নের অভাবে মরে যায়। তারপর গরীবি হটাও যে শ্লোগান, তার ভিতর দিয়ে আমরা দেখছি যে তাদের পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রগ্রাম নেওয়া হয়েছে। সাক্রম—আগরতলা রোড, সীমনা—আগরতলা রোড এই রোডগুলির অবস্থা দেখুন, কত চমৎকার। তারপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্রামের যে রাস্তা, উদাহরণ স্বরূপ জিরানিয়া থেকে মান্দাই বাজার বিরাট একটা এলাকা, সেই এলাকার দূরত্ব মাত্র সাড়ে তিন মাইল, শুনেছি কিছুদিন আগে সেই রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহণ করেছেন, ব্লক হ্যাণ্ড ওভার করে দিয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন লেবারকে কাজ করতে দেখিনা। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরেআসতে হলে ছয় মাইল ঘুরে আসতে হয় জিরানীয়ায়, ফলে তাদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায় না, এই হচ্ছে মন্ত্রীদের সমাজতন্ত্রের নমুনা। আমিআজকে এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—এনি মেম্বার ফ্রম দিস সাইড (রুলিং বেঞ্চ)?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন, তা আমি সমর্থন করি এবং বিরোধি পক্ষ থেকে যে কাটমোশান এসেছে সেই কাটমোশানের আমি বিরোধিতা করি। আমি আজকে আমাদের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে দুই চারিটি গঠনমূলক কথা বলতে চাই। কিছুদিন পূর্বে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারের সাথে আমি সাক্রম গিয়েছিলাম, সে পথে শান্তিরবাজার রাস্তায় একজায়গায় আমি দেখতে পেলাম যেখানে নাকি আমাদের সোলিং মেটেলিং'এর উপর দেড় ইঞ্চি ইটের উপর কনক্রীট দিয়ে এটাকে কার্পেটিং অর্থাৎ পীচ মেখে লাগানো হয়েছিল, সেই দেড় মাইল পরিমিত রাস্তার দুরবস্থা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীরা হয়তো টেকনিক্যাল

মান নন, হয়তো ইঞ্জিনীয়াররা যেটা সামনে নিয়ে দেন, সেটাই তাঁরা দস্তখত করে দেন। আমাদের টাকা ন্যায্যমত খরচ হয়ে যায়। সেইজন্য আমি এখানে একটা গঠনমূলক সাজেশন রাখব যে এই যে দেড় ইঞ্চি ইটের উপর পীচ মাখানো কার্পেটিং করে দিতে দেখা যায়, তার দাম কিছুটা কম পড়ে· যদি সেটা এক ইঞ্চি পাথরের কনক্রীট টের উপর কার্পেটিং করা হয়। তাই আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, তিনি যেন নিজে তৎপর হয়ে সেটা দেখেন এবং ভবিষ্যতে আমার ত্রিপুরাতে যাতে এইরকম কাজ হতে পারে তার চেষ্টা করেন। কেননা, কন্ট্রাকটাররা যে সমস্ত ভাঙ্গা ইট কোন কাজে লাগে না, সেগুলো এইসব কাজে লাগানোর জন্য অসদুপায়ে, কোন ইঞ্জিনীয়রকে ঘুষ দিয়ে এইরকম ভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই সমস্ত কনট্রাক্টার টেণ্ডার পাশ করিয়ে নেন। অতএব ভবিষ্যতে এই দেড় ইঞ্চি ইটের রাস্তা যেন আমার ত্রিপুরায় না করা হয়, এক ইঞ্চি পাথর দিয়ে যেন রাস্তা করা হয়, তারজন্য অনুরোধ রাখব। তারপর পাবলিক ওয়ার্কস সম্পর্কে যে বলা হয়েছে কোন কাজ আমরা করিনি, সেটা ঠিক নয়। ত্রিপুরাতে বহু কাজ হয়েছে যেটা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। তাই আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে এটা যেন তিনি তদন্ত করে দেখেন। আধ ভাঙ্গা ইট যেটা কাজে লাগে না সেটা কাজে লাগানোর জন্য কন্ট্রাক্টররা যখন চুক্তিবদ্ধ হন, অর্থাৎ টেণ্ডার দেন সেটা কিনে নেন আমার মনে হয়! নতুবা আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন। এবং ভবিষ্যতে যাতে আমার দেশের অর্থ এইভাবে দেড় ইঞ্চি ইটের খোয়া দিয়ে রাস্তা না করে এক ইঞ্চি পরিমিত বাঁধের খোয়া দিয়ে যেন রাস্তাটা করানো হয় সেইভাবে যেন অর্থ ব্যয় করা হয়। তারপর পাবলিক ওয়ার্কসের উপর যে সমস্ত কথা আমাদের বিরোধী পক্ষ বললেন যে আমরা কাজ করি না, সেটা নয়। উনারা দেখতে পারেন ত্রিপুরাতে বহু কাজ হয়েছে আমরা দেখেছি এবং বিশেষ করে আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি, আমরা অমরপুরের লোক কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি যে দেবতামুড়া ভেদ করে রাস্তা হবে। সেখানে আজকে গাড়ী যাচ্ছে, জীপ যাচ্ছে, মোটর সাইকেল যাচ্ছে। সেটা অত্যন্ত গর্বের কথা। সেগুলি হওয়া সত্বেও তারা বলবেন শুধু যে হয় নাই হয় নাই। আমি মাইনর ইরিগেশনের কথাও বলছি। আমাদের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী বাহাদুর নিজেও গিয়েছেন, বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররাও গিয়েছেন শুনলাম। তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী বাহাদুরদের কাছে অনুরোধ রাখব যে আগামী দিনে যাতে আমাদের এই দরিদ্র কৃষক সাধারণের জন্য বাঁধটা করা হয়। অমরপুরে গোমতী নদীর খরস্রোতে আমরা বর্ষাকালে ২/৩ বার করে বন্যা কবলিত হই। তাই তাদের একমাত্র সম্বল হল বড় বাঁধ দেওয়া। কাঁচা বাঁধ সেখানে টিকে না। তাই অনুরোধ রাখব যে সেখানে যেন পাকা কোন বাঁধ অথবা স্লুইস গেটের কোনরকম ব্যবস্থা করা হয়। গত বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় খুব মূল্যবান ছিল যে রাস্তাটা সেটা অমরপুরে সন্নিকটবর্তী যে ছড়া

আছে সেই ছড়ার উপর আজকে ১০।১৫ বছর ধরে কোন পুল হয়নি। সেখানে এস, পি, টি, ব্রিজ হয়েছিল। সেটা ছড়ার জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তাই আজকে যেখানে আমরা চাঁদে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সেখানে অনুরোধ রাখব এই রকম বৈজ্ঞানিক যুগে এসে যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেই পুলটা এস, পি, টি, ব্রিজ না হয়ে সেখানে পার্মানেন্ট ব্রিজ এর ব্যবস্থা করেন। তারপর বর্ষাকালে জনসাধারণের পক্ষে অম্পি থেকে তেলিয়ামুড়া বা তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত যাতায়াতের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। তারপর আর একটা কথা আমি বলতে চাই যেটা নাকি ইলেকট্রিসিটি। অত্যন্ত দু:খের বিষয়, আমরা অবশ্য অনেক বড় বড় কথা বলি। আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে ছোট-খাট কয়েকটা অনুরোধ রাখব যে আমরা গ্রামে যাতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকে যেখানে বিশেষ করে ডুম্বুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা চলছে দুই দিন পড়ে হয় তো সেখান থেকে একটা বিরাট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হতে পারে। কিন্তু নূতন বাজারের জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে যে বৈদ্যুতিক তার চলে গেছে তারা ঐ বৈদ্যুতিক আলো থেকে বঞ্চিত। তাই আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে বলব, বিশেষ করে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলব যে আমাদের সেই নূতনবাজারের ভাইদের জন্য অন্তত ২০ থেকে ২৫টি কানেকশনের ব্যবস্থা করে দেন। যার ফলে তাদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ চলছে যে আমাদের উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক লাইন চলে গেল এবং যেখানে অমরপুরে যতন বাড়ীতে রাস্তায় রাস্তায় হাজারে হাজারে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে সেখানে আমাদের উপর দিয়ে লাইন চলে গেল অথচ আমরা একটু আলো পাই না। তাই যাতে অন্ততঃপক্ষে নূতনবাজারের ভাইয়েরা বৈদ্যুতিক আলো পেতে পারে সেইভাবে একটা ব্যবস্থা করবেন বলে আমি আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—আজকে পি, ডবলিউ, ডি, এর যে ডিমাণ্ড এসেছে আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে কাটমোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। এই হাউসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বিরোধীরা কথায় কথায় সরকারকে বিশেষণ প্রয়োগ করে গালি দেন। উনারা বেশ নাটক করতে পারেন আমার বিশ্বাস এবং মোটামুটি ভালই লাগবে। বিনা পয়সায় এইভাবে যাত্রা দেখব এটা আমি আশা করতে পারি না। তবে তাদের কাজই তাই। আমি এই হাউসে প্রথম ইলেকটেড হয়ে এসেছি। আসার পর থেকে আমি শুধু দেখছি উনারা বিশেষণের পর বিশেষণ প্রয়োগ করে শ্রোতারা যারা আছেন এবং আমরা যারা আছি, আমাদের মুগ্ধ করছেন। অবশ্য এইভাবে মধ্যে মধ্যে বললে আমাদেরও মজা হয় এবং তাদের আমরা বলব যে কি ভাবছেন এইভাবে শুধু বিশেষণ দিলে জনসাধারণের দুঃখকে দূর করতে পারবেন এবং বিরোধী পক্ষের সদস্য মহামান্য বন্ধু অজয়বাবু বলেছেন চোরের সঙ্গে সহযোগিতা করব? কিন্তু আমি শুধু তাদের একটা কথা বলতে চাই,

যে উনারা ১৯৬৭ সালে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে কাণ্ড করে এসেছেন সেই কাণ্ডের ফলে তারা যেসব লুঠতরাজ করেছে, সেই লুঠতরাজ করতে করতে উনাদের হাত লম্বা হয়ে গেছে। তাই তারা ত্রিপুরায় বসে বসে শুধু লুঠতরাজ দেখছেন, চোরের কাজ দেখছেন এবং জনসাধারণ যদি উনাদের চায় তাহলে আমরা বাঁধা দেব না। তাই আমি বলতে চাই যে শুধু শুধু জনসাধারণকে এইভাবে ধোঁকাবাজী দেওয়া উচিত নয়। কারণ ত্রিপুরার জনসাধারণ এখন অনেকটা সতর্ক।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য হচ্ছে কি স্যার? আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ, ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য হচ্ছে। (নয়েজ) অর্ডার প্লীজ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—বরং আমি বলব বিরোধী সদস্যদের যেন তারা এই পথ ছেড়ে সরকারের যেসব স্কীম আছে সেইসব স্কীমের রূপায়ণের কাজে সাহায্য করেন। অচল রথকে যদি ঠেলতে হয় তাহলে সেটা চলে। এই সরকার কারা। আমরা আপনারা সবাইকে নিয়ে সরকার, সরকারের নিজস্ব কোন হাত পা নেই। তাই আমি বলব শুধু কথার ফুলঝুড়ি না ঝেড়ে যেখানে যেখানে সরকারের স্কীম আছে সেখানে গিয়ে সরকার পক্ষকে সাহায্য করুন এবং কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা দেখুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি বিশ্বাস করুণ আমার এলাকায় রাজনগরে কনট্রাক্ট নিয়েছে পুল করার জন্য তা আমরা জানি। আপনি বিশ্বাস করবেম বিরোধী সদস্যের একমাত্র বন্ধু ব্যক্তি। তাকে আমি জানি। শাল কাঠ দিয়ে করবে বলে বাজে কাঠের উপর আলকাতরা দিয়ে শাল কাঠ দিয়েছে বলে পরিচয় দিচ্ছে। তাই আমি বলব যে অমুক কন্ট্রাক্টার যদি মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গী বলেন তার আমি বিরোধিতা করব। কারণ তা আদৌ সত্য নহে। তাদের কার্য্যের ধরণ সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আজকের বিলোনীয়া পুল সম্বন্ধে যেটা এসেছে সেটাকে অবশ্য আমি সাপোর্ট করি, কারণ আমিও বিলোনীয়ার মেয়ে। বিলোনীয়াতে পুল না হলে খুবই অসুবিধা হয়। তবে এটা ঠিক নয় ঐ বিলোনীয়া পুলের যে কন্ট্রাক্টার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বন্ধু ব্যক্তি হন। আমি উনাকে ভাল করেই চিনি। সুতরাং তারা যে হাউসের ভিতরে মায়া কান্না কাঁদছেন সেটা না করলেই ভাল হয়। আমি পি, ডবলিউ, ডি এর সম্পর্কে বলতে চাই অনেক সময় দেখা যায় যে, যেসব কাজ স্যাংশান হয় সেইসব কাজ ১০ বছরেও শেষ হয় না। তাই আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনার যেরূপ তৎপরতা দেখেছি, শুধু উনার তৎপরতা থাকলেই চলবে না, উনার যেসব অফিসার এবং কর্মচারী আছে তাদের যেন সতর্ক করে দেন যে কাজগুলি যেন যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি করা হয়। এই সম্পর্কে আমি দাবী রাখব। আর পলিটেকনিক

সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করলেন। কারণ আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে একটা পলিটেকনিক কলেজ এবং সেখান থেকে অনেক ছাত্র পাশ করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ যাদের ফেমিলিতে আর কেউ করেনা। কাজেই আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বলব যে, যেসব ভায়েরা পলিটেকনিক পাশ করে এসেছে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করলেন এবং আমার বিশ্বাস তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে পি. ডবলিউ, ডিতে প্রমোশনের ব্যাপারে অনেক কারচুপি হয়। সে সম্পর্কে আমি দুয়েকটা কেস জানি। ইদানীং দুইজন এস, ডি, ও, এর প্রমোশন হয়েছিল। দুইজনকে বাদ দিয়ে শেষের দুইজনের প্রমোশন হয়েছে। সেই সম্বন্ধে যেন তদন্ত হয়, সেজন্য আমি এই হাউসে অনুরোধ রাখব এবং সেই প্রমোশনগুলি যেন নিয়ম মাফিক হয়. সেই দাবী আমি রাখব। আমার এলাকাতে কতগুলি রাস্তা আছে যেমন বাইখোড়া রাস্তা, এই রাস্তার জন্য সেখানকার জনসাধারণের জীবন ধারণ করা একটা দুঃসহ ব্যাপার, তাদের এই রাস্তার জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অনেকগুলি ভাল রাস্তা আছে। কাজেই এই রাস্তা যাতে কিছুদিনের মধ্যেই হতে পারে, আমি জানি এই রাস্তার জন্য টাকা ধরা আছে এবং সেটা স্যাংশান করা আছে, সেজনা আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই রাস্তাটি তাড়াতাড়ি করার জন্য সচেষ্ট হন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলি সম্পর্কে যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা দেখছি যে আমার কৈলাশহর সাব-ডিভিশানে অনেক জায়গা আছে, যেখানে নাকি আজ পর্যান্ত কোন রাস্তাই হয় নি। অর্থাৎ গত ২৫ বছরের মধ্যে সেখানে কোন রাস্তা হয় নি। সেখানে যদি দুই এক ফোটা বৃষ্টি হয়, তাহলে আর গাড়ীঘোড়া চলতে পারে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মশাইরা বলছেন যে আমরা রাস্তাঘাটের উন্নতি করে যাচ্ছি, কিন্তু সেই এলাকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছে যে আমাদের এই এই রাস্তার দরকার এবং সেগুলি অবিলম্বে করার দরকার অথচ তাদের দাবী অনুযায়ী সেই সব রাস্তা সেখানে হচ্ছে না। তবে সেখানে আগে থেকে যে রাস্তা হয়েছিল, সেগুলি এখন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, সেখানে রাস্তার উপরে কোন পুল হয় নি আর যেগুলি আছে, সেগুলিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, অথচ এগুলিকে মেরামত করবার মত কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর ধুমাছড়া-ফটিকরায়, ফটিকরায় হয়ে ধুলুঘাট যে রাস্তা হওয়ার কথা, যেটা নাকি নির্ব্বাচনের সময়ে এই কংগ্রেস দল সেখানকার জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটাও আজ পর্যান্ত কার্য্যকরী হচ্ছে না। তাই মাননীয় সদস্য, অজয় বাবু এই সরকার সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি আমি নায্য বলে মনে করি। তবে সরকারের এই কথা মনে রাখা দরকার যে যেখানে নাকি হাজার-হাজার মানুষ বসবাস করে, সেখানে রাস্তাঘাটও করার দরকার, শুধু নির্বাচনের সময়ে প্রতিশ্রুতি দিলেই চলে না, সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক মত কার্য্যকরী হয়, সেজন্য

বাস্তব ব্যবস্থাও গ্রহণ করা দরকার। এখানে বিশেষ করে একটা রাস্তার কথা বলতে পারি, সেটা হল হাওড়া, ধলুবাড়ী এবং ধলুঘাট যে রাস্তা, সেটা এখন পর্য্যন্ত হয় নি তারপরে সেখানে পি, ডব্লিউ, ডি এবং ব্লকের যে সব রাস্তা আছে, সেগুলি যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে সেগুলিও জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে এবং সেগুলিকে সংস্কার করার মত কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আজকে শুধু কৈলাশহর সাব-ডিভিশনই নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সব রাস্তা আছে, তার প্রায় সবগুলিরই ঐ একই অবস্থা—যেমন ধরুন গণ্ডাছড়া-আমবাশা হয়ে যে রাস্তা সেটাকে ভাল করার মতো কোন ব্যবস্থাই সরকার এখন পর্য্যন্ত করতে পারছে না। কাজেই যে সরকার শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় অথচ সেই প্রতিশ্রুতি মত কাজ করে না, তাকে আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা আজকে বিরোধী পক্ষের যে বক্তৃতা শুনছিলাম, তাতে আমরা শুনেছি যে কি হয় নি। কিন্তু গত ২২ বছর, ১৯৫০ সন এর পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে কি হয়েছে, সেই কথা, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কথা, ত্রিপুরা রাজ্য যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সম্পর্কে একটা কথাও আমরা তাদের মুখ থেকে শুনতে পাই নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘদিনের অধিবাসী এবং আমি যখন আগরতলাতে আসি ১৯৫০ সালে তখন থেকেই আমরা এখানে আছি, তখন মহারাজগঞ্জ বাজার এবং আগরতলা শহরের উপর যে সব রাস্তা ছিল, সেগুলির যে অবস্থা ছিল, যেটা আমি নিজেও দেখেছি যে সেটা একটা নরক কুণ্ড থেকে অনেক খারাপ ছিল। আমার মনে আছে, আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন ১৯৫০ সনে এন, সি, সির ক্যাম্পেইন করতে গিয়েছিলাম, সেখানে উদয়পুর যেতে রাস্তায় বৃষ্টি নামল, যার ফলে বৈরাগী টিলা থেকে জামজুড়ি পর্য্যন্ত পৌছাতে আমাদের প্রায় ৮ ঘন্টা সময় লেগেছিল। আজকে সেই উদয়পুরে আমরা এখান থেকে মাত্র দেড় ঘন্টায় যেতে পারি। তবে এটাও সত্যি কথা যে আমাদের আরও অনেক কিছু হওয়ার দরকার আছে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি যে ভাবে হয়েছে, স্যার, আমার সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে আমি যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যও বিভিন্ন রাজ্যের সংগে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। তবু আমাদের আরও অনেক কিছু করার দরকার। এখানে অবশ্য অনেক কথা হয়েছে—যেখানে আমাদের এখনও কোন রাস্তাঘাট হয়নি সেখানে আমাদের সেগুলি করা দরকার। কিন্তু আমরা কি করেছি? আমরা যদি ১৯৫০ সনকে ইউনিট হিসাবে ধরি, তারপর গত ২২ বছরে আমরা কত হাজার মাইল রাস্তা করেছি, কতটা ব্রীজ করেছি এবং আমরা কতটা অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছি, আমরা যদি এগুলি দেখি, তাহলে তার একটা হিসাব পাব যে আমরা কি করতে পারি নি এবং আমাদের আরও কি করার দরকার। আমরা যখন আগরতলাতে এসেছি, তখন আমরা দেখেছি যে একমাত্র উমাকান্ত একটা বয়েস স্কুল আর তুলসীবতী একটা গার্লস

স্কুল ছিল, কিন্তু এখন সেই জায়গাতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে অনেক স্কুল এবং এতে বুঝা যাবে যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন মতেই পিছিয়ে নেই, বরং এগিয়ে চলেছি। তাছাড়া প্রত্যেকটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যে দালান হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের যে সব সাইন্‌টিফিক ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আছে বলে আমার জানা নেই। সমস্ত গাঁয়ে গাঁয়ে শিক্ষার বিস্তারের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই কংগ্রেস সরকার প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। এবং আমরা যাতে আরও বেশী বেশী করতে পারি, সেজন্যও আমরা চেষ্টা করে চলেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আরও কতগুলি প্রশ্ন এখানে এসেছে, যেটা আমাদের সব চাইতে বেশী ব্যথিত করেছে সেটা হচ্ছে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, এটা সত্যি কথা যে চোর বলে গালগালি করে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু এতে আসল যে সমস্যা সেটার কোন সমাধানই হয় না। তবে আমাদের নিজের কালচার, নিজের যে কৃষ্টি, সেটা আমরা যে কোন সময়ে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু একজন ভদ্রলোক যদি আর একজন ভদ্রলোককে চোর বলেন, বিশেষ করে এই ধরণের একটা বিশিষ্ট সভার মধ্যে, সেটা আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখবেন যে এটা উচিত হয়েছে কিনা। সমালোচনা ভাল ঠিকই, কিন্তু কদর্য্য ভাষায়, অশ্লীল ভাষায় যে সমালোচনা, সেটা আমরা উনার মত একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন সময়ে আশা করতে পারি না। অন্ততঃপক্ষে অজয় বাবুর কাছ থেকে, এটা আশা করতে পারি নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, মাননীয় সদস্য এই যে আলোচনা করছেন, উনি কোন ডিমাণ্ডের উপরই আলোচনা করেছেন না।

মিঃ স্পীকার—না, উনি ডিমাণ্ডের উপরই আলোচনা করছেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—স্যার, আমি নিজেই তার জবাব দিচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে আমি নাকি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছি না, তাহলে আমি কিসের উপর আলোচনা করছি? কিন্তু উনারা যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলিও নিশ্চয় কোন ডিমাণ্ডের উপর বলেন নাই—উনাকে স্বীকার করতে হবে যে উনি নিজেও কোন ডিমাণ্ডের উপর কথা বলেন নি। মিঃ স্পীকার স্যার,...

শ্রীবাজুবান রিয়াং—এটা তো স্পীকার ঠিক করবেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—এখন পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিষ্টার যিনি, তার কাছে আমার কিছু বক্তব্য রাখতে চাই—সেটা হচ্ছে আমি যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই সম্পর্কে আমি বলব এবং (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম

যে নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি আগে জেনারেল ডিসকাশনেও বলেছিলাম যে অভয়নগর ভূতুরিয়া কোঃ পিছনে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে পুল নেই ফলে সেখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্ভোগ ভোগ করছে যার জন্য সেই অঞ্চলের যে অধিবাসী তাদের আড়াই মাইল ঘুরে যেতে হচ্ছে তার জন্য আমি দাবী করছি যে অবিলম্বে সেখানে ব্রীজ করা হউক এবং যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয় সেই জন্য বন্দোবস্ত করা হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে 79 টিলা আছে সেখানে দুপায়ে চলবার মত রাস্তা আছে কিন্তু যদি সেখানে কোন বাড়ীতে অসুখ বিসুখ হয় তাহলে সেই বাড়ীতে এ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার কোন রাস্তা নেই, ফায়ার ব্রিগেড যাওয়ার কোন রাস্তা নেই, সেজন্য সেই দিকে আমাদের রাস্তা করা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কালীকাপুরে একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে পরে আছে যার জন্য টাকা সেংসানও আছে অথচ আজ পর্যন্ত সেই রাস্তা হয়নি। সেই রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ শত শত লোক যাতায়াত করে, বিশেষ করে school going girls তারা যখন আসা যাওয়া করে বর্ষার দিনে তাদের যে কি অসহনীয় অবস্থা হয়—আখাউরা রাস্তা থেকে নেমেই যে রাস্তাটা সুরু হয়েছে সেই রাস্তা এটাকে কোন রাস্তা বলা চলে না। এর মধ্যে খানা ডোবা যার ফলে মেয়েদের পক্ষে সেই রাস্তা দিয়ে চলা সম্ভব নয় যার জন্য আমি মাননীয় পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিষ্টারের কাছে দাবি করছি যে অবিলম্বে সেই রাস্তা সম্পর্কে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে (গণ্ডগোল) অরুন্ধতি নগর, বাধারঘাট, উত্তর বাধারঘাট, দক্ষিণ বাধারঘাট সেই সমস্ত এলাকায় যে রাস্তাগুলি রয়েছে—আপনি নিজে যদি ব্যক্তিগত ভাবে ইনস্পেকশান করতে চান তবে একটি ডেট ঠিক করুন আমি নিয়ে যাব আমার নির্বাচন ক্ষেত্রে দেখবেন যে, মানুষ রাস্তা ঘাটের অভাবে সেখানে কি অবস্থার দাঁড়িয়েছে (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, জনসাধারণের যে অসুবিধার কথা আমি বলেছি সেই সব অসুবিধা আমাদের দূর করা দরকার এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরেই আমার কনষ্টিটিউয়েন্সির উপরে যে রাস্তাগুলি সেগুলি করা দরকার এবং সেই রাস্তাগুলি যাতে করা হয় তার জন্য দাবি জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে সুর তুলছে আমাদের প্রতি যে কথা বলা হয়েছে আমাদের সহযোগীতা চাইছেন কিন্তু কার সঙ্গে সহযোগীতা করব। ওরা তো ভারতবাসীর সঙ্গে সহযোগীতা করতে পারেন না। ওরা চীনের সঙ্গে সহযোগীতা করতে পারবেন, রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগীতা করতে পারবেন, মাও সে তুংয়ের সঙ্গে সহযোগীতা করতে পারবেন কিন্তু মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সহযোগীতা করার মনোবৃত্তি ওদের নেই। ওদের যে পলিসি সেটি হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আমরা মানব সংসদের ভিতরে আর বাইরে লুটতরাজ চালাব, সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে দুমুখো নীতি সেই দুমুখো নীতি জনসাধারণ বুঝে নিয়েছে যার জন্য আস্তে আস্তে তারা ইলিমিনেট হতে যাচ্ছে এবং ত্রিপুরার বুক হতে আমরা তাদের completely eliminate করে দেব।

Mr. Speaker—Shri Radhika Ranjan Gupta.

Shri Radhika Ranjan Gupta—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এনেছেন আমি সেই ডিমানগুকে সমর্থন করছি। আমি জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ত্ত বিভাগের তাদের কাজের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতি এবং অগ্রগতির প্রয়োজনে কাজ যতটুকু হয়েছে কিন্তু আরও হওয়া প্রয়োজন এবং এর সম্পর্কে কতগুলি বাস্তব সমস্যা আছে। আমরা দেখি অনেকগুলি প্রজেক্ট যে সমস্ত প্রজেক্ট ১ বছরের মধ্যে হওয়ার কথা কিন্তু সেটি এক বছরের মধ্যে হয় না ২/৩ বছর লাগে। আমরা আরও দেখি যে অনেক সময় আনহেল্‌দি কম্পিটিশানের ফলে কাজ ব্যাহত হয়। কন্ট্রাক্টারটারবা কম রেটে টেণ্ডার দেয় এবং আমি শুনেছি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে সিমেন্ট, টিন ইত্যাদি বরাদ্দ গ্রহণ করে সেগুলি বিক্রী করে দেয় কাজ ওরা করে না ফলে কাজ ব্যহত হয়। আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়াররা এষ্টিমেট করে একটি কাজের আনুমানিক ব্যয় কি হতে পারে সেটি ঠিক করে দিতে পারেন যখন টেণ্ডার কল করেন যদি unworkable rate পরে তাহলে সেই রেটে কাজ দিতে তারা বাধ্য নন। কাজেই সেই ক্ষেত্রে তারা যদি power exercise করেন ঠিক ঠিক ভাবে তাহলে আমার মনে হয় কন্ট্রাক্টাররা আর টালবাহানা করতে পারেব না। আমি জানি মনু-ধুমাছড়া রাস্তার জন্য এক বছর আগে টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল এবং লোয়েষ্ট টেণ্ডারার আনওয়ার্কএবল রেট দিয়েছিল তারপর তাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পর সে কাজ করতে টালবাহানা করতে থাকে এবং পরে সেকেণ্ড লোয়েষ্ট টেণ্ডারারকে অফার দেওয়া হয় আমার মনে হয় সেও হয়তো করবে না। কাজেই এইরকম ক্ষেত্রে এই যে এক বছর কাজটা পিছিয়ে গেল, যার ফলে এই এলাকার উন্নয়ন এক বছর বা ৬য় মাস আগে যেটা হতে পারত, সেটা বাধা প্রাপ্ত হল, আরও এক বছর পিছিয়ে গেল। কাঞ্চনবাড়ীতে একটা লিফ্‌টইরিগেশন প্রজেক্ট সেখানে ওয়ার্ক এ্যালট করা হয়েছে কন্ট্রাক্টারকে, কন্ট্রাক্টার কাজ সুরু করেনি আজকে প্রায় এক বছরের মধ্যে। যদি এই কাজটা হত তাহলে দেখি এইবারকার যে ড্রট—অনাবৃষ্টি এই সময়ে এ'এলাকার কৃষকরা জল সেচ দিয়ে আউষ এবং আমন ফসল করতে পারত, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মণ ফসল উঠতে পারত, জাতীয় সম্পদ আমাদের বাড়ত, প্রত্যেক অফিসার, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার 'এর দায়িত্ব থাকা দরকার এবং একটা কাজের জন্য নির্দিষ্ট টাইম থাকা দরকার, যাতে ঠিক সময়ের মধ্যে হতে পারে এবং সেই কাজ অফিসার যদি ঠিকমত না করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের যেন জবাবদিহী করতে হয়, সেইদিকে মন্ত্রী সভা যেন সজাগ এবং সচেতন থাকতে পারেন। কারণ আমরা পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে, প্ল্যানের মারফতে আমরা আজকে জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যদি সেখানে আজকে একটা পরিকল্পনা পিছিয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র উন্নয়নই পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। তারপর আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মূল রাস্তা ধর্মনগর-

আগরতলা রাস্তা, এর সাবষ্টিটিউট কোন রাস্তা আমাদের এখানে নাই। যদিও আমরা প্ল্যানে দেখছি সেকেণ্ড প্ল্যানেও ছিল আগরতলা-খোয়াই, কমলপুর, ফটিকরায় রাস্তা করা হবে, আমরা সেটা দেখে আনন্দিত যে তার একটা পোরশান কমলপুর ভায়া ফটিকরায় এই রাস্তার জন্য টেণ্ডার কল করা হওয়ার পর, ওয়ার্ক এ্যালটমেণ্ট করা হয়েছে, বাকী পোরশান কমলপুর থেকে খোয়াই বিশেষ করে আগরতলা থেকে খোয়াই যদিও সেই রাস্তাকে সেকেণ্ড সাবষ্টিটিউট রাস্তা হিসাবে ধরা হয়েছে,সেই রাস্তা যদি দ্রুত গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা দেখব কমলপুর থেকে ধর্মনগর, দূরত্ব প্রায় ৩৮ মাইল কমে যাবে এবং কমলপুর থেকে ফটিকরায় যে রাস্তা যাবে, তার ফলে খোয়াই পর্যন্ত দূরত্ব ৫০ মাইল কমে যাবে এবং ফলে আমাদের পরিবহন খরচাও কমে যাবে এবং ঐ অঞ্চলের আমাদের যারা কৃষক ভায়েরা আছেন, তাদের উৎপাদিত জিনিষ যেগুলি বাইরে নিয়ে যায় বিক্রীর জন্য, তার উপযুক্ত দামও তারা পাবেন। এখানে আমি কৈলাশহর সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব। কৈলাশহরে এর আগে কোন রাস্তা ঘাট ছিলনা, তখন পরিবহনের কাজ মুলতঃ নদী দিয়ে হত, কিন্তু ডি-ফরেষ্টাশনের ফলে আজকে মনু নদী প্রায় শুকিয়ে থাকে নৌকা চলাচল সম্ভবপর নয়, অন্যদিকে বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয়, তখন প্লাবিত হয় এবং খোয়াই নদীর অবস্থাও তাই। কাজেই এই সমস্ত নদীর বেসীনে ফ্লাড কণ্ট্রোল এর জন্য, ইরিগেশনের জন্য যাতে প্রজেক্ট করা হয়, তার জন্য গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্রুত করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এর সঙ্গে আরেকটা বক্তব্য বিষয় হল এই যে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আসছে, সেই বিদ্যুৎ আজকে আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যয় করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ধর্মনগর. কৈলাশহর এবং কমলপুর এই তিনটি মহকুমায় বিদ্যুতের সাহায্যে আরও অনেক জলসেচের পরিকল্পনা, ইরিগেশনের পরিকল্পনা ডীপ টিউব ওয়েল'এর পরিকল্পনা, কৃষির উন্নয়নের জন্য ব্যপক ভাবে যাতে কাজ হতে পারে, এবং বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পারি তার জন্য সরকারকে আমি অনুরোধ করব। ঐ সমস্ত এলাকায় বড় বড় মাঠ আছে, সেই সমস্ত মাঠে বা যেখানে পেরিনিয়্যাল ছড়াগুলি যেগুলি আছে, সেখান থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা করে আমাদের জাতীয় আয় ত্রিপুরার আয় বাড়াবার কাজে সরকার যাতে মনোযোগ দেন, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। কারণ ত্রিপুরার উন্নয়ন আজকে কৃষির উপর নির্ভর করছে, কৃষির উন্নয়নের জন্য কেপিটাল আউটলে করতে হবে যাতে করে কৃষকরা ফসল বাড়াতে পারে। জলসেচের ব্যবস্থা যদি করতে পারেন তাহলে কৃষকরা তিনগুণ ফসল বাড়াতে পারবে এবং বন্যা নিরোধের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমাদের অগণিত যে বেকার তাদেরও কাজ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা করতে পারবেন। কারণ এইসব কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যদি বাড়াতে পারি, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে ছোট খাট শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠতে পারে। কাজেই সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব। কৈলাশহরে মনু নদীর পশ্চিম পাড় যেখানে ঐ মহকুমার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ লোক বাস করে, তারা আজকে অবহেলিত। কারণ সেখানে কোন রাস্তা ঘাট নাই। দুমাছড়া থেকে

ফাটকবায় যে রাস্তা তার একটা পোরশানে নামে মাত্র একটা রাস্তা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে কোন গাড়ী চলাচল করতে পারেনা, কাজেই অবিলম্বে এই রাস্তা হওয়া দরকার কারণ এই রাস্তা না হওয়ায় ফলে এই এলাকার কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম ঠিক ঠিক মত পাচ্ছেনা, যার ফলে তাদের অর্থনীতি ব্যহত হচ্ছে এবং সেইদিক দিয়ে তারা পিছিয়ে পড়ছেন। কাজেই এই রাস্তা খুব দ্রুত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করব। এই বলে, বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাশ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়……

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাশ—আজকের ডিসকাশনে পি, ডবলিউ, ডি 'র ডিমান্ডের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব সমালোচনা হয়েছে এবং পরিপ্রেক্ষিতে যে কাটমোশান তাঁরা এনেছেন, সেটার বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট বা ডিমাণ্ড সেটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের কাজ পূর্ব্বে যে ধীরে চল গতিতে চলত, বর্ত্তমানে হয়তো ত্বড়িত গতিতে চলবে, তার জন্য অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান যে কেবিনেট, তার চেষ্টা করবেন বলে আমরা আশা করব। এই ডিম্যাণ্ডের উপর বলার আছে, আমাকে হাউসের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যারা রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে হয়, যদিও তাঁদের সম্পর্কে বলতে গেলে ঠিক বোকা ছেলেদের মত হৈ চৈ করে উঠবেন।

মিঃ স্পীকার—আপনি ডিম্যাণ্ডের উপর বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাশ—আমি ডিমাণ্ডের উপর বলছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৪/১৫ দিনের বিধান সভার মধ্যে বিরোধি পক্ষ, অবশ্য মাননীয় নৃপেন বাবু সভাতে অনুপস্থিত, সেটা বড়ই দুঃখের কথা, উনি যদি উপস্থিত থাকতেন, হয়তো বিরোধি পক্ষের সদস্যরা যারা আছেন, তাঁরা এতটা ছেলেমানুষী করতেন না। আমরা দেখি যখন আমাদের মন্ত্রীরা মফঃস্বলে ভাষণ দিতে যান, তখন একদল ছেলে আছে, যারা তিনি ভাল কথা বললেও হা হা করে হাসে, আবার খারাপ কথা বললেও হা হা করে হাসে। আমাদের বিরোধি পক্ষের সদস্যদের দেখলেও মনে হয় এই জাতীয় কিছু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা নমিনেশন পেপার সাবমিট করেছেন, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক কি না, সেই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ডিম্যাণ্ডের উপর বলছেন না অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি ডিম্যাণ্ডের উপর বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাশ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার যাতে জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করেন এই জাতীয় কোন মন্তব্য তাঁদের কাছ থেকে শুনতে পাই নি, একথা তাঁরা বলেনি যে এখানে দশটি টিউব ওয়েল আছে, আরও পাঁচটি দাও, এখানে দশটি রাস্তা আছে, আরও পাঁচটি রাস্তা দরকার, এটা তাঁরা বলেননি, অবশ্য এটাই তাঁদের ধর্ম. এর জন্য আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের করণীয় কাজ, সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তা ঘাট যতটুকু তৈরী করা দরকার, ঠিক সেইটুকু আমাদের তৈরী করতে হবে, পি,ডব্লু, ডিপার্টমেণ্ট যে পুর্বে ধীরে চল গতিতে চলছিল, এখন আর সেই গতিতে চলছেনা, সেই বিশ্বাস আমি রাখি এবং রাখি বলেই আজকে এই তিন মাস নূতন মন্ত্রীসভা কাজ হাতে নিয়েছেন, এই তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের কাজ যে ভাবে হাতে নিয়েছে, আমার মনে হয় এইভাবে ঠিক এই আর্থিক বৎসরে পুরোপুরি বছর যদি কাজ করে যেতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের যে রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন, তার অনেকটা পূরণ করতে পারব বলে আমি মনে করি। যেমন আমাদের হাওরা নদীর উপর সেতুর কাজ বিগত দেড় বছর আগে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল, সেখানে চার পাঁচটি খুঁটি বসানো ছাড়া আর কোন কাজ হয় নাই, কিন্তু নূতন মন্ত্রী সভা কাজ হাতে নেওয়ার পর দেখা গেল সেখানে পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং দ্রুত গতিতে কাজ সেখানে চলছে এবং সেই জন্য সরকারের উপর জনসাধারণ সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টই নয়, সরকারের কাজের উপর তাদের সম্পূর্ণ সমর্থনের কথা তারা দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করছে। এই জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব যে বর্তমান যে কেবিনেট, এ' কেবিনেটের যে কর্মপন্থা এবং অনেক উন্নত ধরণের প্রশাসন ব্যবস্থা যে চালু হচ্ছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ আমরা দেখি রাস্তা ঘাটে চলাচল করতে হলে নিরাপত্তার অভাব ছিল। আজকাল এই নিরাপত্তার অভাবটা নেই। অনেকই ভাবতেন আমরা যে বেরুচ্ছি আমরা আবার ফিরে যেতে পারব কিনা বাড়ীতে। কিন্তু আজ আর সেই ভয়টা কারো মনে নেই। এটা বিরোধী পক্ষের লোকেরাও মানেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করেন না। প্রকাশ করলেও গোপনে করেন যাতে বাইরের লোকে জানতে না পারে। কাজেই আমি মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করব মন্ত্রীসভা যে কাজগুলি হাতে নিয়েছেন এই কাজগুলি যাতে আগামী আর্থিক বৎসর সুরু হওয়ার পুর্বেই শেষ করা যায় এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে পি, ডবলিউ,

ডি, এর যে কাজকর্ম, যা আমার মনে হচ্ছে কোন টাইম বাউণ্ড প্রগ্রাম নাই, কোন টাইম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি যে এত দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। কারণ আমার সাবডি-ভিশনে দেখছি আমাদের এখানে দুটি কনষ্টিটিউয়েনসী মিলে মাইনর ইরিগেশনের একটা মাত্র কাজ গত ৩ বছর ধরে খাতাতে লেখা হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু এর জন্য কোন নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি যে এই কাজটা এতদিনের মধ্যে করতেই হবে সেই হেতু এটা হয় নাই আজ পর্যন্ত। যে যে কাজ করা যায় পি, ডবলিউ, ডি, এর বইয়ে সেই কাজগুলির কথাই লেখা থাকবে। এক বছরের মধ্যে সব কাজ করে ফেলা সম্ভব নয়। সেটা ফিজিক্যালী সম্ভব নয়। কিন্তু যে কাজ করা যায় এই খাতাতে সেই সেই কাজের উল্লেখই থাকবে। পি, ডবলিউ, ডি, বলছেন "Schedule of Works Relating To Public Works Department For The Year 1972-73." সুতরাং বুঝতে হবে এর মধ্যে যে যে ওয়ার্ক লেখা আছে তা এই বছরেই করা হবে। কিন্তু কোন কাজ দেখা যাচ্ছে একবার ৯০,০০০ টাকা আবার ৭ লক্ষ টাকা, আবার ১০ লক্ষ টাকা। যেমন একটা ব্রীজ—সাক্রমে মনু নদীর উপর ব্রীজের কথাই বলছি। সেখানে ধরা আছে ৭ লক্ষ টাকা এর আগে আমরা দেখেছি এই ব্রীজের নাম ৫ বছর যাবত আছে এ' বইয়ে যেটা প্রত্যেক বছর প্রেজেন্ট করা হয় হাউসে। তাতে মনু নদীর উপর ব্রীজ করা হবে বলে ৭ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট ধরা আছে। তারপর সেই বছরের জন্য কত টাকা বরাদ্দ, কোন বছর ৫,০০০ টাকা কোন বছর দেখছি ৫০,০০০ টাকা। গতবারও দেখেছি ৫৫,০০০ টাকা আমার যতদূর মনে পড়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই জায়গাতে ব্রীজ আরম্ভ হয় নি। এটা আমি আগেও বলেছি যে সেই অঞ্চলে কি দুরাবস্থা। আজ মানুষ যেখানে চন্দ্রে যায় সেখানে গরুর গাড়ী যায় না এ' অঞ্চলে। একটা সাবডিভিশন যার দূরত্ব আগরতলা থেকে মাত্র ৩০ মাইল সেই নদীটার জন্য সেই অঞ্চলের মানুষকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। গত বছর জরুরী প্রয়োজনে ১ লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ করে এস, পি, টি ব্রীজের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছিল, তাতে ১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। এখন বলে মাত্র ২০।৩০ হাজার টাকার দরকার হবে এই এস, পি, টি ব্রিজ করে দিতে। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব সেই অঞ্চলের দুরা-বস্থার কথা চিন্তা করে তিনি যেন এই দিকে লক্ষ্য রাখেন যাতে এই অঞ্চলে এস, পি, টি ব্রিজ যেটা হবে, ১ লক্ষ টাকা যেখানে খরচ হয়েছে, আর মাত্র ২০।২৫ হাজার টাকার দরকার হবে সেখানে যেন ব্রিজটা করে দেওয়া হয়। কারণ ৭ লক্ষ টাকা কথাই আছে। কিন্তু সেটা কবে হবে, আমার মনে হয় যে মন্ত্রী মহোদয়ও বলতে পারবেন না যে কবে হবে। কারণ প্রাথমিক ধরণের যে সব কাজ সেই সব কাজই এখনও শেষ হয় নি। আর গ্রামাঞ্চলে রাস্তার দিকে পি, ডবলিউ, ডি, এর কোন লক্ষ্যই রাখেন নি। কারণ ওরা বলেন পি, ডবলিউ, ডি এর বইয়ের রাস্তা হতে হবে। তা না হলে সেই রাস্তা তারা মেন্টেনেন্স করবেন না। আমার সাবডিভিশনে আমি বিভিন্ন রাস্তার নাম উল্লেখ করে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি শুধু বলব সেই অঞ্চলের দিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয় এবং আপনি জানেন মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, সাবরুম অঞ্চলকে আজও মানুষ পানিশমেন্ট ষ্টেশন বলে মনে করে। ঠিক আজকের দিনে সেই মনোভাব থাকা উচিত নয়। এই মনোভাব আমাদের সরকারী কর্মচারী-দের মনে আছে। কাউকে যদি বদলী করা হয় সাবরুমে তা হলে তারা বলেন আমি কি দোষ করেছি, কেন আমাকে এখানে বদলী করা হল? কারণ যারাই সেখানে বদলী হন তারাই কয়েকমাস পরে দরবার করতে থাকেন যে আমাকে সরিয়ে আনুন। এই অবস্থাটা যাতে না থাকে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার জন্য এই অবস্থাটা হয়েছে এবং পি, ডবলিউ, ডি, সেইদিকে লক্ষ্য না রাখার জন্যই এটা হয়েছে। অনেক কাজের লিষ্ট আমি দেখছি এই বইতে আছে। কিন্তু যেহেতু সেখানে ডিভিশন নাই সেজন্য সেখানে কাজ হচ্ছেনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব সেখানে যেন একটা ডিভিশন খোলা হয়। আর এন পি সি সি এর যে ব্যাপারটা সেটাকে আমি সেদিন বলেছিলাম সাদা হাতী। আজও সেটাকে সাদা হাতী বলি। যে এগ্রিমেন্ট আছে সেই এগ্রিমেন্টকে, মাননীয় স্পীকার স্যার, একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে এন, পি, সি, সি কে ওরা যে ডিভিডেণ্ড দিবে সেই ডিভিডেণ্ডের টাকা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টকে দিতে হবে। কি অদ্ভুত যুক্তি। আমি জানি না এর সঙ্গে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কোন হাত আছে কিনা এই অক্টোপাশের হাত থেকে নিস্কৃতির ব্যাপারে কোন হাত আছে কিনা। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বক্তব্যে এটা বুঝিয়ে বলবেন। কারণ আমরা এর আগে জেনারেল ডিসকাশনে বুঝতে পারি নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে প্রচুর টাকা, যদিও এই টাকা ভারত সরকার দিচ্ছেন, কিন্তু তার খরচের ফল ত্রিপুরা বাসী পাচ্ছে না, এই দুঃখ বেশীদিন চলা উচিত নয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকল্য আমার একটা কাটমোশান ছিল সেটা গ্রামীন শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানোর সরকারী নীতি সম্পর্কে। কিন্তু আমি সেটাতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি, সেজন্য খুব দুঃখিত। সে যাক্, আজকে যে ডিমাণ্ড আছে ২১ নম্বর ডিমাণ্ড তার উপর—'ত্রিপুরার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সম্পর্কে,' এটাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। এর উপরই আমি বক্তব্য রাখব। আজকে যদি আমরা সারা ত্রিপুরার দিকে নজর দিই তাহলে আমরা দেখি যে অধিকাংশ গ্রামীন যেসব রাস্তাগুলি আছে, শহরের রাস্তাগুলি আমরা বাদ দিলেও গ্রামের রাস্তার উপর আমাদের বিশেষ করে নির্ভর করতে হয়। সেখান থেকে ছন, বাঁশ, পাতা, চাল, ডাল, নানা রকম জিনিষ আমাদের আনতে হয়। সুতরাং আমাদের গ্রামের রাস্তার দিকে অন্তত: দৃষ্টি দেওয়া আমাদের মন্ত্রীসভার পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করি। অনেক কিছু ফাঁকা আওয়াজ আমরা শুনছি ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে। কতটুকু বা সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে আমরা জানি না। যখন সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে তখনি আমরা আশ্বস্ত হব। আমরা দেখেছি গ্রামে যখন আমরা যাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরাও অবশ্য যান,

দেখেন। তবে তাঁরা গাড়ীতে করে গিয়ে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন না। তবে আমরা যখন দুই পায়ে যাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে তখন দেখি কাপড় আমাদের কতটুকু তুলতে হয়। যতটুকু তোলা প্রয়োজন তার সীমা পেরিয়ে যায়। এমনি করে গ্রামে রাস্তা নাই, ব্রিজ নাই, কোন সেতু নাই। তবে এটা আমি এই হাউসকে বলতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রীরা শুধু আরাম না করে গরীবের কষ্টটা একটু অনুভব করা প্রয়োজন আমি মনে করি। আজকে আমি দেখেছি গ্রাম দেশে হাজার হাজার বেকার রয়েছে যেসব বেকার কাজ পাচ্ছে না এবং তারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না। এমনি করে তারা মাটি কেটে খাচ্ছে, নানারকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি আজকের এই যে গরীবি হটানোর দরকার, এই দরকারে আমি মনে করি আমাদের যে গ্রাম গুলি আছে সেই গ্রামের শ্রমশক্তিকে যাতে সঠিক পথে কাজে লাগানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং গ্রামের যেসব বেকার আছে তারাও যাতে মনে করে যে আমরাও কাজ পেয়েছি এবং আমাদের শ্রমশক্তি দিয়ে আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করে তুলেছি। আমাদের গ্রামকে, আমাদের দেশকে আমরা উজ্জ্বল করে গড়ে তুলছি, এই যে ইন্সপায়েরেশন যতদিন গ্রামদেশের যুবকদের মধ্যে সঞ্চার না করতে পারবেন, ততদিন আজকে যারা গণতন্ত্রের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন আজকে যারা মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, তারা কোন দিনই এই যে গরীবি হঠাওএর দরকার, তাকে ক্ষমা করবে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, আই ট্রাড ফাষ্ট। আমাকে কিছু বলতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার— ২ মিনিট বলুন?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—অনলী টু মিনিটসার, এটা কি সম্ভব স্যার? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েনটি সেভেন—পি, ডবলিউ, ডি, এটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। কারণ, আপনি হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, যেহেতু সময় কম বলে। কিন্তু আমি যদি কিছু না বলি, তাহলে আমার এলাকাটা আন-রিপ্রেজেন্টেড থেকে যাবে। তাই আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। কারণ আমার এলাকা সম্পর্কে কেউ কিছু বলেন নি, কাজেই আমাকে বলতে হবে। স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা হচ্ছে ১৪৮ নং সেই প্রশ্নটা ছিল রাণীর বাজার চন্তাইবাড়ী রাস্তা সম্পর্কে, সেই রাস্তা পি,ডবলিউ,ডির রাস্তা নয় এবং সেটাকে পি, ডব্লিউ, ডি কর্তৃক টেক-আপ করা সম্পর্কেএটা সম্পর্কে জিরানিয়া ব্লক থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত লেখালেখি চলছে এবং সে জন্য প্রপ্রোজলও গিয়েছে। সেটা এখন সেক্রেটারিয়েট লেভেলে চিন্তা করা হচ্ছে। সেখানে প্রশ্ন ছিল একটা পুল যেটার কাজ ১৯৬৮ সালে সমাপ্ত হয়েছে, সেটার এখন এমন অবস্থা যে পুলের দুই দিকে নদী ভেঙ্গে যাওয়ায় পুলটি এখন জুলন্ত অবস্থায় আছে। মানুষের সেই পুল দিয়ে যাতায়াত করবার মত কোন সুবিধা নেই। মাননীয় মন্ত্রী মশাই একটু

আগে আমাকে ইন্টারাপ্ট করে বলেছেন, আমাকে সেটা দেখিয়ে দিতে হবে নিশ্চয়, না হয় উনি উত্তর দিবেন কি করে? এই রাস্তাটা সম্পর্কে উনি বলেছেন যে সেটা নাকি চতুর্দশ দেবতা বাড়ীতে যাতায়াতের। কিন্তু আমি বলছি এটার সঙ্গে ১৪ দেবতা বাড়ীর কোন সম্পর্ক নেই। সেটা রাণীর বাজার থেকে টুওয়ার্ডস চম্পাই বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছে। তাই এটা ১৪ দেবতার বাড়ীর প্রয়োজনে নয় এটার প্রয়োজন হচ্ছে এই দিকে রাণীরবাজার যে একটা সেন্টার সেখানে শিবনগর, পাটনাই, ওয়াকি, মান্দাই, চাছু. কবরাখামার ইত্যাদি এলাকার অধিবাসীরা এই রাস্তা দিয়ে রাণীর বাজার আসে। কাজেই রাণীর বাজার আসতে হলে এই রাস্তার উপরে পুলের দরকার আছে, আর সেজন্য আমি মাননীয় সরকার বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যাতে এদিকে দৃষ্টি দেন। উনার উত্তর দেওয়ার সময় আমি লক্ষ্য করেছি, উনি বোধ হয় মনে করেছিলেন যে এটা রাণীর বাজারের রাস্তা। রাস্তা করার সম্পর্কে আমাদের আগে একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের মূল বাজেটের বিরাট একটা অংক আমরা পি, ডবলিউ, ডির খাতে বিশেষ করে আসাম-আগরতলা রোডের জন্য খরচ করতাম এবং তার ফলে আমরা দেখেছি যে পি, ডবলিউ, ডি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য রাস্তাগুলি ছিল, সেগুলি ঠিকমত করতে পারত না। কিন্তু আজকে আমাদের সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেছে, যেহেতু আসাম-আগরতলা রোড, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন এবং এই রাস্তার যাবতীয় খরচ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বিয়ার করবে। কাজেই আমাদের যে বাজেটের টাকা, সেটা গ্রামের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাস্তাঘাট, স্লুইস গেট. লিফ্ট ইরিগেশন এর মাধ্যমে যদি কৃষকদের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমাদের কৃষকদের অধিক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে এবং কৃষকদের যদি উন্নতি হয়, তাহলে সেই সংগে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেরও উন্নতি হবে, বিশেষ করে আমরা খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংম্ভর হয়ে উঠব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কেন আমি এই কথা বলছি? বলছি এই জন্য যে আমাদের যদি রাস্তা হয়, তাহলে আমাদের কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলাদি বাজারে এনে বিক্রী করতে পারবে, আবার প্রয়োজনে তারা নানাবিধ জিনিষপত্র বাজার থেকে কিনে নিতে পারবে। আর যদি আমরা সেচ ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ন করতে পারি, তাহলে আমাদের কৃষকদের জমিতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। কাজেই আমি এই সব ব্যাপারে এগুলির উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি যে আমাদের পি, ডবলিউ, ডির খাতে যে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, এই টাকা যদি আমরা এই আর্থিক বছরের মধ্যে আমাদের গ্রামীন জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রপারলি খরচ করি, তাহলে আমাদের একটা সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কেও আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কতকগুলি ডেপুটেশানিষ্ট আছে। অবশ্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার যিনি আছেন, তাকে আমাদের ডেপুটেশানিষ্ট হিসাবে রাখতেই হবে, কেন না, আমাদের এখানে এখন পর্য্যন্ত সেই রকম

ইলিজিব্যল লোক নেই। আবার অন্যদিকে এমনও দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন অনেক ছেলে আছে, যাদের কিছু কিছু পোষ্ট হোল্ড করার মত যোগ্যতা আছে, কিন্তু তাদের সেই সব পোষ্ট দেওয়া হচ্ছে না, বরং সেখানে ডেপুটেশানিষ্ট এনে রাখা হচ্ছে। এতে আমার মনে হয় যে পি, ডবলিউ, ডি'র মধ্যে যে সব স্থানীয় অফিসার আছেন, তারা অসন্তুষ্ট। তবে তারা যে কাজ করছেন না, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু সাধারণতঃ ঠেলাঠেলির ঘর খোদা রক্ষা কর. এই অবস্থাটা এখানে চলছে। এটা হওয়া স্বাভাবিক, কারন তারা মনে করতে পারে যে আমরা এখানকার ছেলে, আমাদের প্রমোশন হওয়া উচিত, অথচ তাদেরকে সেই প্রমোশনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা আছে. সেটা হচ্ছে যাকে প্রমোশন দেওয়া হবে, সে তার এফিসিয়েন্‌সী প্রুভ করার জন্য, কিছু না কিছু কাজ করবে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের কাছ থেকে কিছু কাজ যে পাই না তা নয়. আমরা কাজ ভালই পাই। কাজেই এদিক দিয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা বিষয় হচ্ছে টেণ্ডার সম্পর্কে। আমরা জানি যে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট থেকে টেণ্ডার কল করা হয়, এবং যার লোয়েষ্ট টেণ্ডার হবে, তাকে কাজের ভার দিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও টেণ্ডার লোয়েষ্ট হলেও যাকে কাজের ভার দেওয়া হবে, তাকে দিয়ে কতটা কাজ হবে. সেটা আমাদের দেখতে হবে, বা তার কাজ করতে গিয়ে কোন প্রকারের অসুবিধা আছে কিনা, সেটাও আমাদের দেখা উচিত, কেন না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কাজগুলি ডিলে হওয়ার মধ্যে এটাও একটা কারণ। সেখানে আন-নেসেচারী ডিলে হয়ে যায় অথবা কোন টেক্‌নিক্যাল ডিফিকাল্‌টিজের জন্যও কনট্রাকটার কাজ করতে পারে না। আবার অনেক সময় ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির জন্যও, যেমন তারা সময় মত মেটেরিয়েল্‌স সাপ্লাই করতে পারে না, এই সব কারণেও অনেক সময়ে কাজ শেষ হতে দেরী হয়ে যায়। সেজন্য আমি বলচি এবং আমি এই রকম অনেকগুলি নজিরও দিতে পারি। যেমন ৩টি ডিপ টিউবওয়েল জিরানীয়া ব্লকের জন্য সাজেশান দিয়ে গিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সেগুলি সেখানে বসাবার জন্য রিকমেণ্ড করে গিয়েছে। কিন্তু আজ ৩/৪ বছর হল সেগুলি আর করা হচ্ছে না। অথচ আমরা জনসাধারণের কাছে মিটিং করে বলেছি যে ডিপ টিউব-ওয়েলের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং শীঘ্রই সেগুলি হবে এবং তাতে করে ঐ এলাকার জনসাধারন জলসেচের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু কোথায়, কাকস্য পরিবেদনা? কোথায় টেণ্ডার, কি বা অসুবিধা, তার কোন কিছু বুঝা গেল না। আজকে আমাদের লোক্যাল কনট্রাকটার্স যারা আছে, তাদের কেপাসিটীর বাইরে যদি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এমন কি বাইরের পত্রপত্রিকাতে এ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে সেই কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে তাদের জন্য আমাদের বসে থাকলে চলবে না, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের সাথে এই সব করতে হবে, দরকার হয়তো নিগোসিয়েশন পর্যান্ত করতে হবে।

আমরা এও জানি আমাদের যারা বিরোধী পক্ষ আছে, তারা এর জন্য সমালোচনা

করবে তারা তাবে এটা করে একটা লুঠতরাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব আমাদের জনসাধারণের সাথে তাদের এই সমালোচনাকে রিস্ক হিসাবে মেনে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, যাতে আমাদের জনসাধারণ এর থেকে আশু সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। আর তা না হলে কোন কাজই করা হবে না এবং আমাদের জনসাধারণ তাদের বাঞ্ছিত যে সুযোগ সুবিধা, সেগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তাই এই ক্ষেত্রে সমালোচনা আসলেও আমাদের সেটা করতে হবে। এই বলে আমি এই সব ব্যাপারে মাননীয় সরকার ও মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবান রিয়াং। কতক্ষণ সময় নেবেন?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—৫ মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনায় আমি বলব যে পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে এস, পি, টি, ব্রিজ কনষ্ট্রাকশান করে তাতে কাঠের প্রয়োজন হয়। সেই কাঠ সাপ্লাই করে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, সেটি আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। এই ফরেষ্টের যে ডিমাণ্ড গৃহীত হয়েছিল এই ডিমাণ্ডের উপর আমাদের বিরোধী পক্ষের দুইটি কাটমোশান ছিল। একটি কাট মোশান ছিল "Expenditure in connection with implementation of State Plan Schemes under Forestry & Soil Conservation." কাঠ তৈরী করার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাগান করা হচ্ছে এবং সেজন্য ষ্টেট স্কীম এবং সয়েল কনজারভেশানে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা সম্পর্কে আমাদের একটি কাটমোশান ছিল। আর একটি কাট মোশান হল "বাঁশ, ছন, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদির মাসুল বৃদ্ধি সম্পর্কে।" পি, ডব্লিউ, ডি, কে কাঠ সাপ্লাই করতে যে মাসুল ধরা হয় তাতে এস, পি, টি, ব্রিজ করার এষ্টিমেট করতে আগের তুলনায় বেড়ে যাচ্ছে। কারণ টিম্বার অর্থাৎ কাঠের যে মাশুল ধরা হয় সেই মাশুলের হার সম্পর্কে আমাদের ৩৩নং ডিমাণ্ডের উপর দুইটি কাটমোশান ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু এই হাউসের গোলমালে আপনার রুলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা হাউস থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম (গণ্ডগোল) কিন্তু মাননীয় সরকার পক্ষের সদস্যরা হাউসে থাকা সত্বেও বলবার সুযোগ পাননি। যাহা হউক যা হয়ে গিয়েছে এখন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যাতে পি, ডাব্লিও, ডি, কে উপযুক্ত কাঠ সাপ্লাই দিতে পারে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃস্পীকার—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুখী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৭ এর উপরে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি বেশী কথা বলতে চাই না কারণ সময় নেই। তবে না বলেও পারছি না

কারণ এলাকার যে অবস্থা সেই অবস্থার দরুন এই হাউসে বলা একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ এর উপরে পাবলিক ওয়ার্কস ডিঃ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন কাট মোশান দিয়েছেন এবং কাটমোশানের মধ্যে দিয়ে এলাকার যে গ্রিভেন্স আছে সেগুলি ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রুলিং পার্টি ওটাকে সমর্থনও না প্রত্যাখ্যানও না এই ভাবে তারা এটাকে ধরে নিয়েছে। কারণ আমরা জানি সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতির সম্পর্কে তাদের—রুলিং পার্টির কোন দৃষ্টি আছে কিনা তা তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমি তাই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

অম্পি এলাকা একটি বিরাট এলাকা এবং এই এলাকাতে উপজাতিদের বাস। কিন্তু আজ ২৫ বছর এই কংগ্রেস সরকারের রাজত্বের পরেও দেখা যাচ্ছে এই এলাকার জন্য একটি মাত্র যে রাস্তা আছে অম্পি—অমরপুর রাস্তা, এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই বললেই চলে সেই রাস্তাটিও আজ এই ত্রিপুরা সরকার শেষ করতে পারল না এবং শেষ পর্যন্ত গত যুদ্ধের সময় সেই রাস্তাটি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট টেক আপ করে সেটি শেষ করেছে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে আমি জানি না। আজকে আমাদের বাজেট করা হয়েছে এবং আজকে আমরা দেখি যে আসাম—আগরতলা রাস্তা যে রাস্তাকে সমস্ত ত্রিপুরার লাইফ লাইন বলা হয় সারা ত্রিপুরার জনজীবন নির্ভর করছে সেই রাস্তাও আজকে ২৫ বছরে শেষ করতে পারি নাই। এমন কি আজকে আমরা এমন ঘটনা শুনেছি যে ম্যাপের মধ্যে দেখা যায় অনেকগুলি রাস্তা করা হয়েছে এবং সিমেন্ট এবং পীচ দিয়ে কিন্তু মিলিটারীরা এসে দেখেই সেই সব রাস্তার কোন ট্রেস নাই, পাওয়া যায় না কিন্তু ম্যাপের মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে ত্রিপুরা সরকার তথা কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কতগুলি ডিপার্টমেন্ট আছে যেগুলি খুবই জরুরী এবং প্রয়োজনীয়তা বেশী এবং সর্বত্রই এগুলির প্রয়োজন আছে—যেমন ইলেকট্রিসিটি এবং রাস্তা। এবং এই রাস্তা সম্পর্কে যতদূর ন্যাগলেক্ট করা হয়েছে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে তত বলা যায় না। কারণ আমরা জানি সঠিক ভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ন যদি করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার রাস্তার উন্নতি করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি ঐ দিকে কোন নজর নাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অম্পিতে ১৯৬৬-৬৭ সালে একটি তহশীল কাছারী হয় এবং সেই কাছারীটি ছয় মাস পরে নষ্ট হয়ে যায়। তার প্লাষ্টারিং নাই বললেই চলে আর বৃষ্টির ৬ মাস পরে টিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে অবশ্য কিন্তু ছাদ থেকে জল পড়তে থাকে আর ভিতরে কতগুলি ওয়াশ করেছে সেই ওয়াশগুলি একের পর এক পড়তে থাকে। পি, ডবলিউ, ডি, থেকে এনকোয়ারী করা হয়েছে এবং খুব খারাপ রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন কেইস হল না। আজকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু রুলিং পার্টির সেই সৎসাহস আছে কিনা যে আমরা যে অভিযোগগুলি এনেছি সেই অভিযোগগুলি তদন্ত করে

সত্যিকারের দোষী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এই রুলিং পার্টির সেই সাহস আছে কিনা। আমার মনে হয় না তারা তা করতে পারবেন। কারন তাদের লেজুর বাঁধা আছে সেই বড় বড় কন্ট্রাক্টারদের কাছে এবং তারা জানে যদি তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশান নেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে তাদের আবার নীচে নামিয়ে দেবে এই ভয়ে সাহস করবে না। আমার আর একটি কথা মাননীয় স্পীকার স্যার, মাইনর ইরিগেশান ওয়ার্ক সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। অম্পির ভৈতৃ এলাকাতে ধলাইছড়া নামে একটি ছড়া আছে ছোট একটি ছড়া। সেইখানে পেডি ফিল্ড হবে প্রায় ১৫০ দ্রোণ যদি সামান্য টাকা খরচ করে আট দশ হাজার টাকা খরচ করে এই ১৫০ দ্রোণ জমির ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই বিরাট এলাকায় আজও যে ক্রাইসিস হয় খাদ্যের জন্য মানুষ হাহাকার করে তা কিছুটা দূর হতে পারে। আমি আর একটা ঘটনা তুলে ধরব। মাননী স্পীকয় স্যার, অম্পিছড়ার উপর এক ব্রীজ হওয়ার কথা ছিল এবং ১৯৭১ সালে টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল কিন্তু টেণ্ডার ডাকার পরেও কাজ হয় নাই। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে ঐ একটী মাত্র রাস্তাটির—তেলিয়ামুড়া—অম্পিনগর যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তার উপর এই ব্রিজটি করে দিয়ে জনসাধারণের যাতায়তের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এবং এই এলাকাতে মাইনর ইরিগেশনের উন্নতির জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে সেই পুল, মাইনর ইরিগেশনের কাজ যাতে হয়, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনিন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মিঃ স্পীকার—কতটুক সময় বলবেন আপনি ?

শ্রীমনিন্দ্র দেববর্মা—পাঁচ মিনিট বলব।

আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা একটা বড় সমস্যা কাজেই আমি এখামে খোয়াইর কয়েকটি এলাকার কথা আপনার মাধ্যমে বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি পানীয় জল সম্পর্কে বলছেন ? এই ডিমাণ্ডতো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমনিন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই যাওয়ার পথে পানীয় জলের সুবিধা অনেক জায়গায় আছে দেখা যায়, সেই এলাকার রাস্তার পাশে মাননীয়

মন্ত্রীদের যাওয়ার পথে যাতে পানীয় জলের সুযোগ সুবিধা দেখতে পান, সেই ব্যবস্থাগুলি বি, ডি, ও সাহেব করে রেখেছেন। কিন্তু আমি কয়েকটি এলাকার ঘটনা এখানে তুলে ধরতে চাই, এমন গাঁওসভা আছে পূর্ব রাজনগর, পশ্চিম রাজনগর, চম্পাছড়া, শিকারীবাড়ী বাদলাবাড়ী ভঁইসিংগ্রাম, এই সমস্ত এলাকার মধ্যে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বলতে চাই যে উনারা খবর নিতে পারেন, তাঁদের সেই সুযোগ আছে নিশ্চয়ই, সেই সমস্ত এলাকায় কয়টি টিউব ওয়েল এবং কয়টি রিং ওয়েল আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই ডিমাণ্ডের উপর আপনি বলুন।

শ্রীমনিন্দ্র দেববর্মা—গত খবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা এখনও হয় নাই। একটা গাঁও সভার মধ্যে একটা টিউব ওয়েল ব্যতীত একটা রিং ওয়েল পর্য্যন্ত নাই। ২৫ বছর আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পরও আমাদের দেশের লোক আজকে পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছে না, আমরা তা করে দিতে পারছিনা। কাজেই আমি বলতে চাই যে এ' সমস্ত এলাকায় যারা রয়েছে, তারা বর্ষার সময় ঘোলা জল খেয়ে, খারাপ জল খেয়ে রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু সরকারের কাছে আবেদন, নিবেদন করা হয়, বি, ডি, ওর কাছে আবেদন নিবেদন করে কিন্তু পানীয় জলের কোম সুবিধা তাদের আজ পর্যন্ত করে দেওয়া হয় নাই। আমি বলতে চাই যে, যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলি আছে, সেগুলিও মেরামতের ব্যবস্থা নাই। আমরা যখন বি, ডি, ও সাহেবের কাছে মেরামতের দাবী নিয়ে যাই, তিনি তখন বলেন যে মিস্তিরী নাই এবং একটি টিউব ওয়েল নূতন হলে, পুরানোগুলি যেগুলি অকেজো হয়ে আছে, সেগুলি মেরামতের ব্যবস্থা না থাকলে, বছরের পর বছর এইভাবে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকছে, যার ফলে পানীয় জলের সমস্যা মিটছেনা। কাজেই একটা নূতন টিউব ওয়েলের পরিবর্তে, পাঁচটা পুরানো অকেজো টিউব ওয়েল মেরামতের ব্যবস্থাও যদি থাকত তাহলে জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব কিছুটা মেটানো যেত। কিন্তু তার সুবিধা যদি না থাকে, তাহলে কি করে আমরা এই সরকারকে আমাদের স্বার্থে এবং আমাদের জন্য ভাল কাজ করবে আশা করতে পারি? আমি তাই এখানে বলতে চাই যে এইসব তদন্ত করা হউক এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখব যে এইসব যেন খবরাখবর নেওয়া হয় যে কয়টি টিউব ওয়েল সেখানে বসানো হয়েছে এবং বর্তমানে কয়টি ঠিক ঠিক মত আছে। তাছাড়া আমি এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই যে এই সব এলাকা ভূমিহীন জুমিয়া এলাকা, সেইসব এলাকায় বিন্দুমাত্র জল নাই, সেই সমস্ত এলাকায় পানীয় জল পাচ্ছেনা, এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডের উপর কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি আপনাদের আগেও বলেছিলাম এবং এখনও জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি গিলোটিন করব। আপনারা আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের অপজিশন ব্লক থেকে কে কে বলবেন, আমরা তার লিষ্ট আপনাকে দিয়েছি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এ পক্ষ থেকে কে কতক্ষণ বলবে তার কোন লিষ্ট নেই। সেটার প্রতিবাদেই আমরা অনেকে বলার জন্য উঠে গেছি। সেটা যদি না হত, আপনি যার নাম ডাকবেন, আমরা সেই অনুসারেই উঠতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব এ' পক্ষ থেকেও আপনি লিষ্ট চেয়ে নিন কে কতক্ষণ বলবেন ঠিক করে দেন, তাহলে হাউস সুন্দরভাবে চলবে বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য ঠিকই আপনি বলেছেন। লিষ্ট যদি আমি পাই তাহলে আমার কাজের সুবিধা হয়। আপনারা তিনজনের নাম দিয়েছিলেন কিন্তু তিনজনের অতিরিক্ত বলেছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—ঐ পক্ষের কোন লিষ্ট নাই। তাঁরা খুশী মত আপনার পার্মিশান নিয়ে যতক্ষণ খুশি বলছেন এবং তার প্রতিবাদে আমরা বলেছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনারা নামের লিষ্ট দিয়ে হাউসের কার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন, তা না হলে শেষ পর্যন্ত আমাকে গিলোটিন করে ডিমাণ্ড-গুলি পাশ করিয়ে নিতে হবে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এর উপর আমি এইটুকু আলোচনা করতে চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এর উপর যে অর্থের বরাদ্দ চেয়েছেন, এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি এবং এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাটমোশান এসেছে তা পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য সুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের দেশের যে বর্তমান সরকার, গ্রাম দেশে যে রাস্তা ঘাটের অবস্থা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভাবে উনারা জানেন না। কারণ তাঁরা বছরে প্রায় বার মাসই সহরে কাটান, গ্রামে কৃষকদের ভাগ্যে কি হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই, সেইজন্যই এই বাজেট রেখেছেন, তা সেই

বাজেট সম্পূর্ণ ভাবে ত্রিপুরার গ্রামকে উন্নয়ন করার জন্য, ত্রিপুরার রাস্তাঘাট, যোগাযোগ-ব্যবস্থার জন্য আমি মনে করি ব্যর্থ হবে এবং এখনই যা দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের এই ২৫ বছর রাজত্বের পরও, আমরা ত্রিপুরা অধিকাংশ জায়গায়ই রাস্তা ঘাটের কোন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা দেখিনা। এমন কি একটা ছোট্ট রাস্তার কথা বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই আগরতলা শহরের পাশেই বড়জলা এলাকা, দুর্গাচৌমুহনী হইতে নতুন নগর কোঅপারেটিভ পর্যন্ত ৬০ ফুট রাস্তা নির্মান করা সুরু হয়েছিল প্রায় পনের বছর আগে, পনের বছর পরও মাত্র দুই মাইল রাস্তা ইচ্ছা করলে মন্ত্রীরা দুই দিনের মধ্যে শেষ করতে পারতেন। এই রাস্তায় বহু লোক, হাজার হাজার লোক চলাফেরা করছেন। সকালের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা গাড়ী চড়ে যেতে পারে, সেই অবস্থা নাই। মাননীয় উপমন্ত্রী বাসনা চক্রবর্তীর এলাকা বলেই এটা আমি জানি। আমাদের মন্ত্রী সভার তিন চারিটি মন্ত্রীত্ব কেটে গেছে, এই পনের বছর পরেও সেই রাস্তার জায়গা এখনও এক্যোয়ের করা হয় নি। এখন নূতন মন্ত্রী সভা হওয়ার পরও সেটা করা হয় নি। ৩/৪টি মন্ত্রীসভা পার হয়ে গেছে। কিন্তু ১৫ বছর পরেও সেই রাস্তা ক্লীয়ার করা হয় নাই। তারপর (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় লাগবে। কারণ আমার এলাকা তো বহুদূর। আমার এলাকা সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না। সেজন্য আমার এই সম্পর্কে একটু বক্তব্য রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সারা ডম্বুর নগরের কথা বলতে গেলে, এই ডম্বুরনগরে কেন এত ক্রাইসিস পড়েছে। আপনারা এই ডম্বুরনগরকে সবচেয়ে দুর্গম এলাকা বলে শুনেন কি করে? এর কারণ হচ্ছে একমাত্র রাস্তা ঘাট। আমি কিছুদিন আগে দেখেছি আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া যেতে যে রাস্তা সেই রাস্তায় এখনও গাড়ীর অ্যাক্সিডেন্টের পর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেখানে আজকেও কোন রাস্তার সুব্যবস্থা হয় নাই। সেই রাস্তা যেটা হওয়া দরকার সেটা হয়নি বহু বছর যাবত। গণ্ডাছড়া থেকে রাইমা শর্মা পর্যন্ত রাস্তা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এমন কি এই বর্ষাকালে বিড় সিগারেট এই আগরতলা থেকে নিয়ে যাবে গাড়ী দিয়ে এই সুব্যবস্থাও আমরা করতে পারিনি। মাথায় করে নিতে হয় অমরপুর থেকে। আমরা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত দাবী করে আসছি যে অমরপুর থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তৈরী করা হোক। কিন্তু তারা করছেন না। শুধু সমাজতন্ত্র বুলি আওড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে এই ডম্বুরনগরটা কি এই সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে নাকি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাই সেখানকার মানুষ আজকে অনাহারে মরছে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখুন, আমার এলাকায় যান, সেখানে মানুষ অনাহারে কঙ্কালসার অবস্থায় আছে। সেই দৃশ্য আমার সামনে পড়লে আমার চোখের জল পড়ে। কিন্তু রাইমাশর্মার ব্যাপারে অনেক মন্ত্রীর চোখের জল পড়ছিল নির্বাচনের আগে। কিন্তু নির্বাচনের পর আজ ৪ মাস পরে কোন মন্ত্রী আমার এলাকায় যান নি। (রেডলাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর অল্প কথা বলেই শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে গঙ্গানগর অ্যারিয়াতে ৬টা গাঁও সভা আছে। সেখানে কোন পল্লী রোডের ব্যবস্থা নাই। জগপতি পাড়ায় কোন পল্লী রোডের ব্যবস্থা নাই, জগবন্ধু পড়ায় কোন পল্লী রোডের ব্যবস্থা নাই। কমলখাল থেকে রাইমা যে রাস্তায় যেত সেই রাস্তায় যদি একটি ছোট পল্লী রোডের ব্যবস্থা করে দিত, বুলংবাসা থেকে অম্পি যে রাস্তায় যেত সেখানে যদি একটা পল্লী রোডের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন তাহলে হাজার হাজার মানুষের সুবিধা হত। কিন্তু আজকে সরকার বলছে ডম্বুর বাঁধ হবে, সেখানে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে শুনে আসছি যে উঠে যেতে হবে। কিন্তু এই পাঁচ বছরের ভিতরে মানুষকে কি বেঁচে থাকতে হয়েছিল না কি তারা উড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে সেটা শুনতে চাই। তারা যতদিন যেতে পারছেনা ততদিন তো তাদের খেতে হবে, বাজারে যেতে হবে স্কুলে যেতে হবে। কিন্তু একটা দিন যদি আগরতলা ষ্ট্রাইক হয় তাহলে মানুষের কত অসুবিধা হয়। কিন্তু রাইমা শর্মার লোক যে বছরের পর বছর বঞ্চিত হচ্ছে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই ডম্বুর বাঁধ হবার আগে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কৃষক উচ্ছেদ করা চলবে না। আমি বলতে চাই ডম্বুর খাস জমি দখলকারী কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। আমি এই হাউসের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ডম্বুর এলাকায় যেন ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট করা হয়, সেখানে ব্লক যেটা আছে সেটাকে যেন উন্নত করা হয়, তার জন্য আমি এই হাউসের মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে বক্তব্য রেখেছেন আমার নাম করে সেটা উনি বোধ হয় ভাল করে খবর নেন নি যে দুর্গা চৌমুহনী থেকে নূতননগর রাস্তাটা অলরেডি পি, ডবলিউ, ডি থেকে পীচ ঢালার রাস্তা করার অর্ডার হয়েছে এবং ১২-১৩এই সেই কাজ করা হবে। সেই খবরটা না নিয়েই তিনি বোধ হয় অ্যাটেনশান ড্র করার জন্য এইভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। ভুল তথ্য পরিবেশন করার অধিকার তাদের নাই। সত্য তথ্য যদি তারা পরিবেশন করতে পারেন তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন। কিন্তু ভুল তথ্য পরিবেশন করে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কতক্ষণ আগে আমি ভেবেছিলাম দুই চারটা কথা বলতে পারব। কিন্তু তখন স্পীকার মহোদয় গিলোটিনের ভয় দেখিয়ে আমাকে চেপে রেখেছেন এবং তাদের সুযোগ দিয়েছেন কথা বলার। আমি কিন্তু গিলোটিনের ভয় পেয়ে বসে গিয়েছি এখানে। সুশৃঙ্খল নীতি বাক্য শুনেছি, সুশৃঙ্খল কতগুলি আইন কানুন দেখে তিনি মনে করলেন যে আইন কানুন বেশী। আমি আগে উঠার পরেও আমাকে চান্স না দিয়ে তাদের

চান্স দেওয়া হয়েছে। স্পীকার সাহেব যদি এইভাবে বিরোধী পক্ষকে তোষণ করে আমাদের দমিয়ে রাখতে চান তা হলে কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রকৃত কথা বলতে পারব না। তারাও কতগুলি অযৌক্তিক কথা রেখে হাউসকে বিভ্রান্ত করে জনসাধারণকে বার বার ধোকা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন এবং অসত্য কথাও শেষ পর্যন্ত তারা সত্য বলে বিশ্বাস করাতে চাইবেন। যেহেতু আমরা চান্স কম পাই সেজন্যই আমার এই কথাগুলি বলতে বাধ্য হচ্ছি। হয়ত সময় কিছু নষ্ট করেছি। আমি আগেও বলেছি যে আমি কথা কম বলি। তবে কয়েকটা কথা আমি না বলে পারছিনা। কথাগুলির মধ্যে একটা সুর আছে যে 'হয় নাই হয় নাই', কিছুই হয় নাই। ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাট কি ছিল কি হয়েছে সেই জিনিষটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কেউ এই সত্য কথাকে অস্বীকার করতে পারবে না। ত্রিপুরার পি, ডবলিউ, ডি, দ্বারা রাস্তা ঘাটের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। আমি জানি যে আগে আগরতলা থেকে কমলপুর, কৈলাসহর বা অমরপুর যে কোন সাবডিভিশনে যদি যেতে হত তা হলে হাতীর পিঠে চড়ে যেতে হত। অনেক সময় হাতী গড়াগড়ি খেত, মারাও যেত অনেক মানুষ। কিন্তু এখন কয়জন মানুষ হাতীর পিঠে চড়ে সাবরুম থেকে কমলপুর থেকে আসে? এখন গাড়ীতে চড়ে আসে। রাস্তা না থাকলে গাড়ীতে চড়ে কি করে আসে? কিন্তু সেই সত্যকে স্বীকার করতে পারবে না। সেটা তাদের স্বভাব নয়। সেজন্য সব সময়েই সত্যকে চেপে দেয়। সেজন্যই আমি বলছি যে এই ভাবে যদি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয় তাহলে সরকারের প্রতি কাজে বিঘ্ন ঘটে। ইতিমধ্যে আমরা যদি দেখি যে বড় বড় রাস্তাগুলি আছে সেই রাস্তার উপর কতগুলি ইম্পোর্টেন্ট ব্রিজ আছে যে ব্রিজগুলি আমরা ভারতবর্ষের কোথাও দেখতে পাইনা। আমরা যেমন এখানে দেখছি যে জওহর ব্রিজ, যেমন নেতাজী সুভাষ ব্রিজ, যেমন আছে বিবেকানন্দ ব্রিজ, ইত্যাদি যে ব্রিজগুলি করা হয়েছে সেগুলির কথা তো একজনও বলেন নাই। সেটা কি পি, ডবলিউ, ডি, করে নাই? অমরপুর থেকে ধর্মনগর রাস্তা কি পি, ডব্লিউ ডি করে নাই? এই সব রাস্তা কি ত্রিপুরাতে আগে থেকেই ছিল? কাজেই এই সব রাস্তাঘাট হওয়ার দরুনই আজকে আমরা বলতে সাহস পাচ্ছি যে এটা হয়নি এ'টা হয়'নি ইত্যাদি। কিন্তু আজকে যদি রাস্তাই না থাকতো, তাহলে এখানে ব্রীজ করার প্রশ্ন উঠে কি করে? কলভার্ট করার প্রশ্ন উঠে কি করে? তবে এখানে আমার একটা সাজেশান আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের যে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা ডিষ্ট্রিক্ট ধরে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে চলাচলের জন্য এক একটা নির্দিষ্ট এলাকা করে যখন যেখানে যেটা প্রয়োজন, সেটা যদি করেন, তাহলে অনেক ভাল হবে এবং তারফলে বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের যে দাবী সেগুলি অতি তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। তবে এখানে যে একটা দল আছে, তারা যে সব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, সেটাতে মানুষ কোন দিনই ভুলবে না।

তারপরে কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে এই আগরতলা শহরের পি,

ডবলিউ, ডি অফিসের কোন একজন এল, ডি, সি নাম হচ্ছে সুভাষ চক্রবর্তী তার ডিউটি অবস্থায় ট্যাক্সি এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যায়, এটা অবশ্য শ্রীঅনিল সেন মহাশয় যখন ছিলেন, তার আমলের কথা। এবং সেই লোকটি মারা যখন গেল, তখন তার বিধবা পত্নী অনেক আবেদন নিবেদন করল সরকারের কাছে এবং একটা পিটিশানও দিয়েছিল যাতে করে সে একটা চাকুরী পেতে পারে। সেই সময়ে অবশ্য অনিল সেন মহাশয় তাকে একটা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল যে তোমাকে একটা চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যত: দেখা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত তাকে কোন চাকুরীই দেওয়া হল না। ফলে এ' মহিলা তার ছেলে পেলে নিয়ে অনেকটা অসুবিধার মধ্যে দিন যাপন করছে। গতকালও একটা প্রশ্নের উত্তরে জানতে পেরেছি যে কিছুদিন আগে রেবন্তী বৈদ্য যখন অফিস ঘর চাপা পড়ে মারা যায়, তারপরে তার স্ত্রীকে নাকি একটা চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই ভাল কথা, এবং মানুষ শুনলে এটাকে প্রশংসা না করে পারবে না। কাজেই আগে যার কথা বললাম, সেও এ' পি, ডবলিউ ডিরই একজন কর্মী। সুতরাং তার স্ত্রীকেও যাতে একটা চাকুরী দিয়ে সরকার যাতে তার মানবিক দায়িত্ব পালন করেন, সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব এবং আশা করব যে সরকার অনতি বিলম্বে তাকে একটা চাকুরী দিয়ে সেই পরিবারটাকে তার অভাব অনটন থেকে রক্ষা করবেন।

স্যার, তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, এটা আমাদের যতটুকু পাওয়ার কথা ছিল, আমরা ঠিক ততটুকু পাইনি। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলতে পারি আমার ঈশানচন্দ্রনগর এলাকায় আমতলীর কাছাকাছি একটা জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি দেওয়ার কথা এবং এর জন্য সেখানকার জনসাধারণ অনেক দিন ধরে আগেই আবেদন করেছিল। কিন্তু সেটা আজ পর্যান্ত দেওয়া হয়নি। আর আমার ঈশানচন্দ্রনগর এলাকায় রাস্তাঘাট আছে বটে কিন্তু সেগুলির বর্তমানে যে অবস্থা হয়েছে তাতে রাস্তার কোন আকার আছে বলে মনে হয় না। এই তো কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী ক্ষিতীশ দাশ মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি যে রাস্তায় দিয়ে যাওয়ার কথা, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারেননি, তাকে অনেকটা ঘুরা ফেরা করে যেতে হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে রাস্তাটা ভাল ছিল না বলে। কাজেই রাস্তা আমাদের আছে, অথচ, সেগুলিকে ঠিকমত রিপেয়ার করা হচ্ছে না বলেই সেগুলির এই দুর্দশা। তাই আমি অনুরোধ করব যে রাস্তাগুলি পি, ডবলিউ, ডির থেকে করা হয়েছে, সেগুলি যাতে গাড়ীঘোড়া এবং মানুষের চলাচলের পক্ষে উপযোগী হয়, সেজন্য পি, ডবলিউ, ডি থেকে ঠিক করার দরকার আছে। কাজেই রাস্তার জন্য মানুষের যে ডিফিকালটিজ হয়, সেটা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার এবং তাহলে পরে জনসাধারণের থেকে যে গ্রিভেন্স আসে সেগুলির অনেকটা লাঘব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি সেভেনের উপর পি, ডবলিউ, ডি সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন উঠেছে, এতে এত কথা হয়েছে যে মনে রাখা কঠিন। আর

কতগুলি আছে যেগুলি স্পেসিফিক রাস্তা এবং বাঁধ ইত্যাদি, যার উপর অনেক যুক্তি, অনেক উচ্ছ্বাস এবং অনেক গালাগালি করা হয়েছে। (বিরোধী পক্ষ থেকে—এখানে কেউ গালাগালি করেনি, আপনি সত্যকে বিকৃত করবেন না) হয়তো এটাও হতে পারে যে কোন কোন সদস্যের ভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, যেহেতু সেগুলি স্পষ্ট নয় বলে, তাই আমার কাছে সেটা অনেকটা গালাগালির মতই হয়েছে। যা হউক যেভাবে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনার ভিত্তিতে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে রাস্তা নেই, কিন্তু এটা বহুদিন ধরে, বহুবার বহু রকমের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই কথা এসেছে, আরও আসবে। তবে সেগুলি একটা প্রিনসিপালের উপর ডিস্কাশন করার দরকার ছিল. সেটা হল এক নম্বর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির ব্যাপার। আর এই ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে এখানে, আলোচনাটা আর একটু ভাল ভাবে হতে পারতো, যদি সেটার মধ্যে রাগ কম থাকতো বা ইমোশানটা কম থাকতো, তাহলে তার মধ্য দিয়ে অনেক জিনিষ, অনেকটা গাইডেন্সের মত আসত আর তার ফলে আমরাও উপকৃত হতে পারতাম। তবে এর মধ্য থেকে যতটুকু বেছে সারাংশ আমি নিতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয় যে ইলেকট্রিসিটির অভাব। এটাই আমাদের কারো বক্তব্য শুনে বুঝতে হবে। এই সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের সবাই জানেন বিশেষ করে যাদের আশেপাশে দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন গিয়েছে, তারা এই সম্পর্কে অবহিত। কাজেই এই সম্পর্কে বেশী কথা বলার দরকার ছিল না, তবে যেখানে বিশেষ অভাব, সেটার কথা বললেই হত। এই সম্পর্কে আমরা নিজেরা ভুক্তভোগী এবং আমরা জানি যে ইলেকট্রিসিটির অভাব আছে। কেন? আমদের যে ইলেকট্রিসিটি আছে, সেটাও আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইউটিলাইজড করতে পারছি না। কেন পারছি না? সেখানে এক নম্বর কারণ হচ্ছে আসাম থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি, যেটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পারতাম, সেটাও আমাদের পক্ষে ইউটিলাইজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে ট্রেন্সফর্মার যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ ১৩২ কে, ভি যেটা করা হয়েছে সেটাকে আমরা ফুল্লী ইউটিলাইজ করতে পারছি না। এই টেন্সফর্মারের জন্য ইণ্ডিয়াতে যে সব কোম্পানি আছে, তাদের কাছে আমরা তিন বছর আগ থেকে লেখালেখি করে আসছি এবং তাদের অনেকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল যে তারা সেই মাপে আমাদের দেবে। এর বছর তিনেক পরে তারা জানালেন যে সেখানে লেবার ষ্ট্রাইক হতে হতে এমন একটি জায়গায় এসেছে বা নিয়ে আসা হয়েছে এখন তারা বলছে যে সাপ্লাইয়ের কথা ছিল সেটি তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার জন্য আমি বেশী দূরে যেতে চাই না এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আসতে পারতো কিন্তু লেবার স্ট্রাইকের জন্য কাজ বন্ধ রয়েছে। এখন যদি আমাদের আনতে হয় তাহলে ফরেন থেকে আনতে হবে তার মানে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের উপর টান পরবে। এবং টাকার অংক বেড়ে যাবে এবং আমাদের পেতে পেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। এই অবস্থাটা পত্রিকায় আলোচনাও হয়েছে এবং আমার মনে হয় এটা বিরোধী পক্ষের সদস্যদেরও জানা আছে। ইলেকট্রিসিটির আজকে যে অভাব সেটির সত্যিই অভাব আছে।

এতে দ্বিমত করার কিছু নেই তার বিরোধীতা করার প্রশ্নও নেই এবং আমরা স্বীকার করি যে অভাব আছে সেই অভাব মিটানো দরকার। এবং সেটি মেটানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই যে আমরা তিন মাস হয়েছে আমরা এসেছি আর যেটি তিন বছরের মধ্যে হয়নি নানা কারণে নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—আমরা চেষ্টা করছি সারা ভারত ঘুরেছি যেখানে যেখানে সম্ভাবনা আছে এই ধরণের মেসিনারী পাওয়ার — এক্স্ট্রা আছে কিনা আমরা চেষ্টা করেছি। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত কয়টির সন্ধান পেয়েছি এবং আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আশা করছি এর একটা আমরা পেতে পারি এবং যদি আনতে পারি তাহলে আমাদের কিছুটা অভাব দূর হতে পারে যদিও আমাদের সবটা অভাব দূর হবে না। অর্থাৎ আসামের সবটা পাওয়ার আমরা ইউটিলাইজ করতে পারব না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—কোথা থেকে আবার চেষ্টা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ডি, ভি, সি, থেকে আনার চেষ্টা করছি।মাননীয় সদস্যরা যে সব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান সেই সব ব্যপারে আমরা চেষ্টা করছি আমরা চুপ করে বসে নেই।

আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আমাদের আর্থিক কাঠামো সীমাবদ্ধ আমাদের যে মেসিনারী দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাও সীমাবদ্ধ সেখানে অনেক কিছু ট্যাকনিকেল প্রশ্ন আছে অভাব আছে নানা প্রসঙ্গ এর সংগে জড়িত আছে যে কারণে ত্রিপুরার যত বেশী কাজ হওয়া উচিত ছিল সেটি হয়নি। এবং বিভিন্ন দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের যে প্রগ্রেস হয়েছে তাতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই এবং আমি আশা করি আগামী দিনে আমাদের আরও বেশী দ্রুত প্রগ্রেস হবে এবং মাননীয় সদস্যরা যেরকম সচেতন তাতে আমার মনে হয় কাজের অনেকটা সুবিধা হবে এবং তাদের সহযোগীতা আসবে যার ফলে আমরা আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারব। ডম্বুর স্কীম নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে জলের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং এর সঙ্গে কতটুকু জড়িত ত্রিপুরা সরকার তা বলা মুসকিল এবং এই প্রশ্নের মিমাংসা করা কঠিন ব্যপার। আমি যতটুকু বলতে পারি যে অভিযোগ হয়েছে ততটুকু অভিযোগের কারণ নাই। ডম্বুর স্কীম যখন গ্রহণ করা হয় যে স্কীমের উপর সেংশান আনা হয়েছিল তখন আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা সেই ব্যাকগ্রাউণ্ড জানেন কি না। যখন এই স্কীম প্র্যাকটিক্যালী এবাণ্ডন হয়েছিল কারণ যে টাকা খরচ করা হবে আর যে পাওয়ার উৎপাদিত হবে সেই পাওয়ারের সঙ্গে টাকার পরিমাণের মিল থাকবেনা পাওয়ার এত বেশী হবে না এই কারণেই এবাণ্ডান করার কথা উঠেছিল। এবং পরে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে পাওয়ার আনার ব্যপারে আলাপ আলোচনা হয়েছিল এবং পাকিস্তান সরকার এগ্রিও করেছিলেন এবং একটা লেন দেন করার প্রশ্নও উঠেছিল তখন। তার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা বুঝাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল,

যে ডম্বুর স্কীম আমাদের দরকার, এটা তাদের বুঝাতে হয়েছিল যে আমাদের যদি ডেভেলাপমেণ্ট করতে হয় তাহলে যত টাকাই লাগুক আমাদের এটা করতে হবে। কিন্তু তারা এক্সপার্ট পাঠিয়েছেন বারবার ৫ জন ৭ জন করে এবং বার বার বলেছেন যে এটা এনকারেজিং নয়। কিন্তু আমরা জোর করে এটা করিয়েছি। তারপর তারা বলল যে যদি স্কীমটাকে ছোট করতে পার স্কীমটা যদি আরও ছোট হয় তাহলে আমরা ভেবে দেখতে পারি। তারপর অনেক হাঙ্গামা করে এই পয়েণ্টে আনা হল স্কীমটাকে ছোট করে এবং আমার যত-টুকু মনে আসে এই স্কীমটাকে তখন ফেজ করে একটা পোর্শানের উপর আমরা তাদের সেং-সানের জন্য পাঠাই কারণ এটা আমাদের পক্ষে, ত্রিপুরার পক্ষে জরুরী দরকার সেজন্য এটাকে যেটির উপর প্রথমে সেংসান ধরা হয়েছিল সেটি কম করে দেখানো হয়েছে। অবস্থার সঙ্গে টাকার অঙ্ক খুব মিল ছিল বলে মনে হয় না। সেজন্য সেংসান করার পর মুহূর্ত্তেই যখন এক্সপার্ট টিম আসলেন দেখলেন এবং দেখার পর হোল স্কীমটাকে চেঞ্জ করতে হল। সেই স্কীম চেঞ্জ হয় ১৯৬৮ সালে। এটা তিন কোটি টাকা সেংসানের কথা হয়েছিল তখন সেটিকে বাড়িয়ে ৬ কোটি টাকার উপর স্কীম তৈরী করল, এই স্কীম বেসিস করেই হয়েছে। এখন এন, পি, সি, সি,র সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তি সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে চুক্তি হয়ত ত্রিপুরার মানুষের, ত্রিপুরার স্বার্থের সঙ্গে যেভাবে জড়িত হয়ে আছে সেজন্য এই চুক্তিটি সম্পর্কে আরও একটু মনোযোগ দেওয়া এই দিক থেকে দরকার ছিল। আমি জানি না তখন কতটুকু হাত ছিল ত্রিপুরা সরকারের সেটা বলা কঠিন। যাহা হউক যে চুক্তি হয়েছে আগে এই চুক্তি অনুযায়ী তাদের যে ডিফিকালটিজ আছে এবং আমাদের যে ডিফিকালটিজ আছে অর্থাৎ মেটিরিয়েলস তাদেরকে দেওয়া — যেমন সিমেণ্ট, আয়রণ রড এই সব জিনিষ আমাদের দিক থেকে সাপ্লাই করার কথা সেটি অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠেনি বিভিন্ন কারনে, যে কারণে ডিলেড হয়েছে এবং এই জন্য এন, পি, সি, সি, সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী, আমি এখনও বুঝতে পারছি না। পরে যদি ধরা পরে তাহলে আমি বলতে পারব কিন্তু সেটি আজ পর্যন্ত বলতে পারছি না সবটাই এন, পি, সি, সি,র কি না। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও অনেক সময় কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। যেমন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে একটা বিরাট ফ্লাড হয়েছিল — ১৯৬৯ ইং বা ১৯৭০ ইং সালে তখন সমস্ত রেলওয়ে লাইন ডিজলোকেশান হয়েছিল কমিউনিকেশান লাইন কাট আপ হয়েছিল সেই সময় আমারা মাল ঠিক ভাবে আনতে পারিনি, ওয়াগন ঠিক মত পাই নি। এক নম্বর। দুই নম্বর হল আমাদের এখানে হঠাৎ বৃষ্টি এলো, একবার ১৯৭১ সনে সাংঘাতিক রকমের বৃষ্টি, যার ফলে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল, তারপর মিজো নামধারী, আমি জানিনা তার সত্যতা সম্পর্কে, ডম্বুরের উপর আক্রমণ হয়েছিল, যার ফলে সেখান থেকে লেবার পালিয়ে গিয়েছিল, কর্মচারী যারা ছিল, তারা পালিয়ে গেল, যার ফলে কাজটা হ্যাম্পার করল, তারপর এল বাংলাদেশের প্রশ্ন, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার ফলে অন্যান্য

জায়গা থেকে মেটেরিয়্যালস আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং কাজটা ব্যাহত হয়েছে। এইসব কারণ ঘটায়, কাজটা বিলম্বিত হয়ে যায়। কতকগুলি পসিবল দিক রয়েছে যার কারণে এন, পি, সি, সি'র ঘাড়ের উপর সমস্ত দোষটা চাপিয়ে দিতে পারছি না, সেজন্যই আমরা এখন চাইছি কত তাড়াতাড়ি এ কাজটা করানো যায়, কোন বাইনডিং'এ ফেলা যায় কিনা যে এই ডেটের মধ্যে কমপ্লীট করতে হবে, এই ব্যাপারে সরকার খুবই সচেতন এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে এটাকে একটা পিন পয়েন্টের মধ্যে ফেলা যায় যে এই কাজটা এই তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং তারজন্য যে সমস্ত মেটেরিয়্যালসের দরকার হতে পারে, সেই মেটেরিয়্যালসের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং চেষ্টা চালিয়ে যাবও এবং এই ব্যাপারে আমরা দেখছি মাননীয় সদস্যদের আগ্রহ রয়েছে এবং একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে তাঁরা রয়েছেন। কাজেই আমরা আশা করব, আপনারা এদিকে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা যাতে শেষ করতে পারি। যেভাবে এখানে এই ব্যাপারে সমালোচনা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এটা ঠিক, আমাদের হাউসের মধ্যে সদস্য যারা আছেন, তাদের পক্ষে ঠিক এই ধরণের সমালোচনা করাটা ঠিক হয়েছে কিনা জানিনা, তবে আমার মনে হয়, এই ধরণের সমালোচনা, তা এভটা না গেলেও চলতে পারত।

রাস্তাঘাট সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উঠেছে, রাস্তাঘাট প্রচুর হয়েছে গত কয়েক বছরে, কিছু হয়নি ঠিক নয়, তবে আরও হওয়া দরকার, আরও করতে হবে। কিন্তু আমরা একটা জিনিষ ভুলে যাই, যখন আমরা আলোচনা করতে বসি আমার দেশের কথা, আমার কনষ্টি-টিউয়েন্সীর কথা বলতে যেয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরণের ইমোশান এসে যায় বেশী, যুক্তির চেয়ে, এইজন্য আমি বলছি যে আমরা যখন অভাব মেটানোর কথা বলছি সেই সংগে আমাদের ভাবতে হবে যে একটা অভাব মেটানোর সংগে সংগেই সেই অভাব মিটে যাচ্ছে না, আরেকটা অভাব সৃষ্টি হচ্ছে, একটা কাচ্চা রাস্তা করার সাথে সাথে সেই রাস্তার অভাব মিটে যাচ্ছে না, সংগে সংগে সেখানে প্রশ্ন আসে সেই রাস্তাটাকে পাকা রাস্তা করা হবে না কেন? কাজেই ডিমাণ্ড কমবে না, ডিমাণ্ড বাড়বে। কাজেই আজকে একটা অভাব মেটানোর সংগে সংগে সব দূর হয়ে যাবে, সেটা ঠিক নয়, সেটা বক্তৃতার কথা না হতে পারে, সেটা যুক্তির কথা নয়, সেখানে আরেকটা ডিমাণ্ড আসবে, আরেকটার জন্য বক্তব্য রাখতে হবে, এইভাবে আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি, এর জন্য বাজেটে টাকা বাড়ছে এই কমছে না। আসাম-আগরতলা রোড কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ভার দেওয়া হয়েছে—রোড অরগেনাইজেশান'এর মাধ্যমে সেখানে কাজ হয়েছে, কেন্দ্র সেখানে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে আমাদের যতটুকু করার সে কাজ হচ্ছে, আমাদের বাজেট বাড়ছে। আমাদের পি, ডবল্যু ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আজকে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টে তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তাদের কমিউনিকেশনের নানাদিক রয়েছে, মেটেরিয়েলস্ পেতে অনেক

অসুবিধা হয়, তা সত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হয়েছে, তারজন্য কি তারা প্রশংসা পেতে পারেনা, পি, ডবলু, ডি'র কর্মচারীরা যদি দোষটি করেও থাকে, নিশ্চয়ই তা সংশোধন করা দরকার। কিন্তু সংগে সংগে ওরা এত পরিশ্রম করে যে কাজটুকু করেছে, তারজন্য কি তারা প্রশংসা পেতে পারে না? যখন আমরা সমালোচনা করতে যাই, আলোচনা করতে যাই, আমার মনে হয়, শুধু আমরা আমাদের দিকটাই দেখি, অন্যদেরও যে আরেকটা দিক রয়েছে, সেটা আমরা ভুলে যাই। কোন কোন সদস্য, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বললে পরে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী আসে কিনা আমি জানি না. কোন মাননীয় সদস্য যদি ধরে নেন যে সমস্ত পুলিশকে বলা হয়েছে, তাহলে তাকে খুব বেশী অপরাধী নিশ্চয়ই করা যায় না। কাজেই আলোচনা সমালোচনা হবে, তার একটা বাস্তব দিক রয়েছে, কি কি কাজ করতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের জানা দরকার, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন সেটা জানার জন্য, এবং বিরোধী তার জন্য খুশী, আমরা চাই আলোচনা করুন, বিভিন্ন দিক আলোচনা হউক যাতে করে আমরা উপকৃত হতে পারি, কিন্তু সংগে সংগে এটাও একসপেক্ট করব যে আমাদের বক্তব্য শুনে মাননীয় সদস্যরা আমাদের সংগে কাজে সহযোগিতা করবেন। এই আশা রেখে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Discussion on Demand Nos. 27, 28, 41, 25, 39, 26, 40 is over. Now I am putting to vote the Demands one after another. First I am putting the Cut Motion of Shri Jitendra Lal Das on Demand Number 27 to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Inadequacy of provision for repairs and maintenance of roads borne in the registers of Public Works Department."

The Cut Motion was put to voice vote and negatived.

Then, I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3.94.33,000 exclusive charged expenditure of Rs. 1,01,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,14,44,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section

44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 fot the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 27—Public Works.

The Demand was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 28. I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs, 31,52,000 [inclusive of the sum of Rs 6,89,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works—within the Revenue Account.

The Demand was put to vote and passed.

There is no cut motion on Demand for Grant No. 41, I am putting the demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,37,73 000 exclusive charged expenditure of Rs. 1,60,000 [inclusive of the sum of Rs. 56,74,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March ,1973 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works.

The Demand was put to voice vote and passed.

There is one Cut motion move by Shri Jitendra Lal Das on Demand No. 25. Now I am putting the motion to vote.

The Question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss. on—

"Inadequacy of provision for Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)."

The Cut motion was put to vote and negatived by voice vote.

MR. SPEAKER :—Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,64,000 exclusive charged expenditure of Rs. 15,000 [inclusive of the sum of Rs, 3,92,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April. 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the no 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embank- ment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Demand was put to voice vote and passed.

MR. SPEAKER :—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 39, I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,00,000 [inclusive of the sum of Rs. 3,97,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the Noth Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Demand was put to voice vote and passed.

MR. SPEAKER :—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 2 I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 64,63,000 [inclusive of the sum of Rs. 23,21,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 26—Electricity Schemes.

The Demand was put to voice vote and passed.

MR. SPEAKER :—Now I am putting the Demand for Grant No. 40 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,58,70,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,34,54,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 40—Capital Outlay on Electricity.

The Demand was put to voice vote and passed.

MR. SPEAKER :—I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 21—Industries and 38—Capital Outlay on Industrial & Economic Development, together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the Demands (i. e. Main Motion) separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand

No. 14—Education.

SHRI DEBENDRA KISHORE CHOUDHURY :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,57,23,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,93,76,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 14—Education.

MR. SPEAKER :—Now there are as many as 12 cut motions on this demand for Grant No. 14. Now I would like to allow 1½ hours discussion on this demand for Grant No. 14—Education. You will get one hour to-day and half an hour to-morrow. Now I would call on Shri Bajuban Riyan to move his cut motion.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশান এই ডিমাণ্ডে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ৬,৫৭,২৩,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন এবং এই ডিমাণ্ডের আইটেম ৩ (১) এর ৪৬,৩৮,০০০ টাকা যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন এই সম্পর্কে আমি আমার কাটমোশনের মুভ করছি। আমার কাটমোশানটা হচ্ছে—ষ্টাইপেণ্ড ও স্কলারশিপের স্বল্পতা ও বিলিবণ্টনের বিলম্ব সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে বর্ত্তমান যে ষ্টাইপেণ্ডের হার চালু আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন স্কুলে বা কলেজে পড়তাম এখনও তাই। কিন্তু জিনিষের দাম বাস্তব অবস্থায় দেখছি সেটা বেড়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য যে কাটমোশান মুভ করছেন সেটা যদি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করেন তাহলে আমার পক্ষে কালকের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১০ মিনিটের মধ্যে হবে। আমি চেষ্টা করে দেখব পারি কিনা। এখানে ষ্টাইপেণ্ডের যে হার চালু আছে সেটা হল চাল যখন মন প্রতি ২৭।২৮ টাকা ছিল। তখন কলেজের মেসিং চার্জ উঠত ৩৫ টাকার মত। আর বর্ত্তমানে স্কুলের মেসিং চার্জ ৭০ থেকে ৮০ টাকা, আর কলেজের হল ৮০ থেকে ১০০ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাই শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে মাথাপিছু স্কলারশিপ এর হার

এবং ষ্টাইপেণ্ডের হার যেন বৃদ্ধি করা হয়। এই সরকার যাদের ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছেন সেটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই দিচ্ছেন যে তাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল এবং নিজের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে পড়াতে পারেন না। সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু এটা বড দুঃখের কথা যে কম টাকা যা দিচ্ছেন সেটাকেও বিলি বন্টন করতে গিয়ে দেরী করে ফেলেন। আমি যতদূর জানি স্কুলের ষ্টাইপেণ্ড এর বেলায় মোটামুটি মাস দুয়েকের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কলেজ ষ্টাইপেণ্ডের বেলায় ৬ মাস পরে ছাড়া পাওয়া যায় না। সেটা বিধান সভাতে বলে এবং ডিরেক্টরকে পিটিশন দিয়েও হয় নি এবং এই সরকারের অপদার্থ তার জন্যই হয় না। কিন্তু সেটা হয়নি এবং সেটা এই কংগ্রেসের বিরোধীতার জন্যই হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হোষ্টেলগুলির মধ্যে যে রকম ভাবে ছাত্রের বাস দেখা যাচ্ছে, অথচ সেগুলিকে বাড়ানোর মত কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। কাজেই আজকে এর জন্য সরকারের কতগুলি সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করা দরকার হয়ে পড়েছে, সেটা হল সীট রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা। অর্থাৎ এই হোস্টেলগুলি যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবস জনসংখ্যার ভিত্তিতে হত, যেটা নাকি সংবিধানের মধ্যেও বলা আছে যে এই হারে সিডিউল্ড কাষ্ট পাবে, আর এই হারে সিডিউল্ড ট্রাইবস পাবে, তাহলে বোধ করি ভাল হত। কিন্তু আজকে এই সব হোস্টেলগুলির মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ছাত্রদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই একটা ক্লেশ সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজেও জানি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হোষ্টেলগুলির কনস্ট্রাকশানের যে নমুনা, তা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। স্যার, আমরা যখন স্কুলে বা কলেজ হোষ্টেলগুলিতে যাই, তখন দেখি যে সেখানে এক একটা রুমের মধ্যে ১০ থেকে ১২টি ছাত্র বা বোর্ডার আছে। স্যার, আপনিও স্কুল কলেজে পড়েছেন, এটা আপনিও বুঝবেন যে ১০/১২ জন যদি এক রুমে থেকে পড়াশুনা করে, তাহলে সত্যিকারের কোন পড়াশুনা হয় না। আর এই রকম হওয়ার ফলে সেখানকার মধ্যে যারা পড়াশুনা করতে চায়, তারাও সেটা করতে পারে না। আজকে কেন এটা হচ্ছে? হচ্ছে এই সরকারের নীতির ফলে। আজকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে পার্লামেন্টারী কমিটি আছে যেটা, হচ্ছে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের ব্যাপারে, তাদের একটা রিকমেণ্ডেশান আছে যে এই হোষ্টেলগুলি কি ধরনের হবে? অর্থাৎ কি টাইপের হোষ্টেলগুলি হওয়া দরকার। তারা ১৯৬৮ সনে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে এই সব হোষ্টেলগুলি দেখেছে এবং তারপরে তারা তাদের রিকমেণ্ডেশান দিয়েছে যে হোষ্টেলগুলি এই রকমের হওয়া দরকার। অর্থাৎ আগে একটা গো-ডাইনের মত ছিল, সেটার পরিবর্তন করে প্রত্যেকটি রুম যাতে টু সীটেড বা ফোর সীটেড হয়, সেজন্য তারা বলেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ঐ ছেলেদের পড়াশুনার এই অবস্থা, তাছাড়া তাদের জন্য রান্না ঘরের কোন ব্যবস্থা নেই এবং সেখানে পায়খানারও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই ত্রিপুরা সরকার সেটা মানবেন না, অথচ আমরা সেটা দেখেছি, তাই আমাদের

এই সব অসুবিধার কথাগুলি জানি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি এই প্রসঙ্গে আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বর্তমানে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসদের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, সেটা নয়, এরা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গরীব যে সব মেধাবী ছাত্র আছে, পড়াশুনা করতে চায়, অথচ আর্থিক অবস্থার জন্য তাদের সেই পড়াশুনা আর হয়ে উঠেনা, তাদের জন্য হোষ্টেলের মধ্যে একটা ব্যবস্থা থাকার দরকার আছে। তাই আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ করব, যাতে তাদের জন্যও হোষ্টেল এর মধ্যে সীট বাড়িয়ে বা হোষ্টেলের একমোডেশান বাড়িয়ে, তাদের ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তাদের পড়াশুনার পক্ষে যাতে সুবন্দোবস্ত হয়, সেজন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আজকে লোয়ার ইনকাম গ্রুপের মধ্যে যারা আছে, তাদের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তারা যদি প্রথম বছর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তাহলে পর তারা আর সেই স্টাইপেণ্ড পায় না, কিন্তু আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে, যেসব ছেলে প্রথম বছরে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তারা যাতে আরও এক বছর এই ষ্টাইপেণ্ডের সুযোগ পায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মূল ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি আরও বলতে চাই যে বর্তমানে ছাত্রের যে সংখ্যা আছে, তার চাইতে স্কুল কলেজগুলির মধ্যে সীটের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই এই আর্থিক বছরের মধ্যে যাতে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র স্কুল কলেজগুলিতে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পায়, সেজন্য ঐগুলিতে সীটের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে কোথায় কোথায় নূতন নূতন স্কুল বা কলেজ হবে, সেটা শিক্ষা বিভাগ থেকে আগেই ঠিক করা উচিত ছিল, কিন্তু এই সরকার আজকে সেই নীতিও গ্রহণ করছেন না। আমি জানি এই সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের একটা সার্ভে করার ব্যবস্থা ছিল যে কোন কোন জায়গায় প্রাইমারী স্কুল হতে পারে, এবং কয়টা প্রাইমারী স্কুল থাকলে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল হতে পারে, আর কয়টা সিনিয়র বেসিক স্কুল থাকলে পরে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হতে পারে এবং কয়টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থাকলে পরে একটা কলেজ হতে পারে। কিন্তু সরকারকে যখন একটা নূতন স্কুল বা কলেজ করতে হয়, তখন আমরা দেখি যে সেগুলির জন্য ঐখানকার স্থানীয় লোকদের আন্দোলন করতে হচ্ছে এবং স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদেরও আন্দোলন করতে হচ্ছে এবং আন্দোলন ভিন্ন তারা সরকারের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় স্কুল বা কলেজ আদায় করতে পারে না। আমি জানি সরকারের কাছে যখন কোন ডেপুটেশন যায় নির্বাচনের কিছু সময় আগে, তখন তারা ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেয় যে যদি সরকার পক্ষকে ভোট দেওয়া হয়, তাহলে তোমাদের স্কুল করে দেওয়া হবে। এই ধরণের বহু প্রতিশ্রুতি সরকার নির্বাচনের আগে বিভিন্ন এলাকার লোকদের দিয়েছে এবংনির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সেগুলি আর কার্যে রূপায়িত করা হয় না। কিন্তু সরকারের যে আগের নীতি ছিল, প্রায়রিটি দিয়ে স্কুল করার, সেটা এখন আর তারা মানছে না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব তারা নিরপেক্ষ ভাবে এমন একটা নীতি যাতে

অবিলম্বে গ্রহণ করেন এবং সেই ভাবে কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যান। আর সে নীতি গ্রহণ না করে যদি স্কুল কলেজ খোলার ব্যাপারে ছাত্রদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অথবা জনসাধারণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশকে লেলিয়ে দেন, যেমন উদয়পুর কলেজ খোলার দাবী নিয়ে ছাত্ররা যে আন্দোলন সংগঠিত করেছে, তার বিরুদ্ধে পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছেন, তাতে করে প্রকৃত সমস্যার সমাধান কোন দিনই সম্ভব নয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ড নাম্বার কোটিনের উপর আমার কাটমোশানটা হচ্ছে—বয়স্কদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের নীতি সম্পর্কে। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা এবং এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি ইউনিভার্সিটি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল কলেজ প্রভৃতি ব্যাপারে খরচ করা হবে। আজকে যদি আমরা এই বাজেটের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব ত্রিপুরা রাজ্যে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য অনেক টাকা ধরা হয়েছে এবং সেটা খরচ ও করা হচ্ছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে যে সব বয়স্করা রয়েছে, যাদের নাকি স্বাক্ষর জ্ঞান করে তোলা হবে, তারা আজ পর্যন্ত সেই স্বাক্ষর জ্ঞান হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলে দিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছে আর বাকী ১৮ ভাগ স্কুলে যাচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য যেটা, সেটা যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ, আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ সব মিলিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ স্কুলে পড়াশুনা করছে। কাজেই উনি যেটা বললেন, সেটা আমি মনে করি মোটেই সত্য নয়। আজ থেকে ৫ বছর আগে যে সোসাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের চার্জ নিয়েছিলেন, আমাদের শোভা বোস, সেখানে গ্রামের বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে কথা, আমরা দেখেছি যে সেটা ঠিকঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমরা আরও দেখেছি ঐ শিক্ষা বিভাগের মধ্যে, সেখানে শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তীকে ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার সরিয়ে এবং গৌরী ধরকে সরিয়ে দিয়ে উনি সেখানকার সব কিছু নিজেই দখল করে নিয়েছেন...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি যেসব অফিসারের সম্পর্কে অভিযোগ এখানে করছেন, তারা কেউ এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই তাদের সম্পর্কে আপনি এখানে কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—স্যার, কোন ঘটনার কথা বলতে গেলে, তাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলতে হয়। কাজেই সেখানে শক্তিপদ চক্রবর্তীকে প্রমোশন দিয়ে সরানো হয়েছে আর গৌরী ধরকে এখান থেকে ট্রেন্সফার করে কমলপুরে পাঠানো হয়েছে। আর উনি অল ইণ্ডিয়া বেসিসে

কয়েকটা ট্রেনিং নিয়ে এসে ৪টা গাড়ী করেছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের ভার নিয়ে বসে আছেন। সুতরাং অল ইণ্ডিয়া টুর দিয়ে আসার পর শ্রীচক্রবর্ত্তী যে স্কীম করলেন সেই স্কীমটি পরিবর্ত্তন করে মিস বোস সম্পূর্ণ ভাবে উনার করায়ত্ব করলেন এবং আমি দেখেছি……

মিঃ স্পীকার—স্কীমের কি হল সেটি হল গভর্ণমেন্ট ব্যাপার।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—এবং আমি দেখে'ছি যে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য যে পত্রিকা বের হল 'সাক্ষর' সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বালোয়ারী স্কুলের এবং নাইট স্কুলের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব একটি বালোয়ারী স্কুলও নাই এবং নাইট স্কুলও বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে দেখছি শিশুদের জন্য ফিডিং সেন্টার খোলা হয়েছে এবং এই রকম ২১০ টি সেন্টার খোলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও আমরা দেখিনা শিশুদের জন্য খাদ্য দেওয়া হয়। এবং যারা দলপতি উনাদের জন্য খাওয়া দাওয়া হয়। অবশ্য বাজেটে আছে। আমি দেখেছি এইসব ফিডিং সেন্টার আছে, নিউট্রিশান প্রোগ্রাম আছে এবং সেগুলি উদয়পুর এবং কমলপুরে বেশী আছে এবং সেজন্য সেখানে মাছ ইত্যাদি দিয়ে ফিডিং করানো হয়। এই রকম করে আজকে বয়স্কদের জন্য যে সব টাকা বরাদ্দ করা হয় সেগুলি খরচ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আশা করি আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—এক মিনিট স্যার, সুতরাং আজকে সোস্যালে দেখছি যে মিস বোস উনি আনমেরেড, উনি ব্যাচেলর এবং উনার দপ্তরে ৮০০ থেকে ১০০০ কর্ম্মচারী আছেন এবং উনি যেহেতু ব্যাচেলর সেই হিসাবে উনার দপ্তরও ব্যাচেলর করেই রাখতে চান (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনাকে আবার বলছি এই যে দপ্তর এই দপ্তর মিস বোসের দপ্তর নয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—উনি চার্জে আছেন স্যার…(গণ্ডগোল শ্রীবাজুবান রিয়াং কর্তৃক)

মিঃ স্পীকার—(শ্রীবাজুবান রিয়াংকে উদ্দেশ্য করে প্লীজ টেক ইউর সিট। আপনি কেন ইন্টারফিয়ার করছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীনিরঞ্জন দেব—আমি দেখেছি প্রমোশনের বেলায় যারা দীর্ঘ দিনের সিনিয়র তাদের প্রমোশন দিচ্ছেন না যেহেতু তারা মেরেড ম্যান। এরূপ দৃষ্টান্ত আমি দেখাতে পারি যেমন বীনা রায়, নিয়তি চক্রবর্ত্তী উনারা বিয়ে করেছেন এই জন্য সিনিয়রিটি থাকা সত্বেও প্রমোশন পাননি। (গণ্ডগোল) আজকে আমি দেখছি উদয়পুরে জনসাধারণ বাগান করার জন্য ২৫ কানি

জায়গা পেয়েছেন কিন্তু সেখানে হচ্ছে না। ছনবনে ৪টি বালোয়ারী স্কুল ছিল সেখানে এখন তিনটি বারোয়ারী স্কুল নাই। একটি মাত্র বালোয়ারী স্কুল আছে। স্কুল ঘর না থাকায় ফলে তিনটি বালোয়ারী স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ শিক্ষরা বছরের পর বছর বেতন নিচ্ছেন। কোন কাজ হচ্ছে না। সুতরাং আজকে আমি এখানে ইনচার্জ যিনি আছেন (মন্ত্রী মহোদয়) উনার কাছে আমি অনুরোধ করব যে বয়স্কদের শিক্ষার খাতে যে টাকাগুলি আছে সেই টাকাগুলি আছে সেই টাকাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে বয়স্কদের শিক্ষার জন্যই খরচ করা হয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বারও আমি দুঃখের সহিত একটি ঘটনা আপনাদের জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রাক্তন এম, পি, জে, কে, চৌধুরী আজকে সকাল সাড়ে দশটাে পরলোক গমন করেছেন সেজন্য আজকে আমি এখনই এই হাউস এ্যাডজোর্ন করতে চাই।

The House stands adjourned till 3-00 P. M. on Friday the 7th July, 1972 (7-25 P. M.)

Starred Question No. 47.

BY SRI AJOY BISWAS,

Will the Hon'ble Minister In charge of the Labour Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরায় Provident Fund এর একটি Regional Office খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করেছেন কি ;
২। আবেদন করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

ANSWER

১। হাঁ।
২। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরায় একটি স্বতন্ত্র সাব-অফিস না খোলার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তবে ত্রিপুরার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সদস্যদের অসুবিধা লাঘবের অভিপ্রায়ে ত্রিপুরার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত কার্য্য সমূহ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল হইতে আসাম অঞ্চলে বদল করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আসাম আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনারের উপর ত্রিপুরার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত কার্য্য সমূহ ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

Starred Question No. 92.

By Sri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
উদয়পুর এলাকার কিল্লা বাজারে একটি ভেটেরিনারী ডিস্পেনসারী হওয়ার প্রস্তাব ছিল তাহা কার্য্যে	উদয়পুর এলাকার কিল্লা বাজারে পশু চিকিৎসালয় খোলার প্রস্তাব ছিলনা ; কিন্তু গত ১৯৭১ ইং সালের জুলাই মাসে

পরিণত হইয়াছে কিনা ?	সেখানে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

Starred Question No. 94.

By Sri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুরে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই ছিল এবং তদনুযায়ী মেসিনারী ইত্যাদি আনা হয়েছিল।	১। হাঁ।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এখন পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?	২। উপযুক্ত গৃহ না পাওয়ার দরুণ দুগ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত যন্ত্রাদি বসানো সম্ভব হয় নাই এবং এখনও পর্য্যন্ত কাজ চালু করা যায়নি।

Starred Question No. 95.

By Sri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state—

QUESTION

১। চলতি সন হইতে ফরেষ্টের বনজ সম্পদের মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা ;

২। হইয়া থাকিলে কত পারসেন্ট বাড়িয়াছে এবং এই বৃদ্ধির কারণ কি ;

৩। এই মাশুল বৃদ্ধি গেজেট নোটিফিকেশন হইয়াছে কি ?

ANSWER

১। না। ছন, বাঁশ এবং জ্বালানী কাষ্ঠের কোন মাশুল বৃদ্ধি করা হয় নাই। বর্দ্ধিত মাশুলের হার ১৫-৯-৭১ ইং তারিখ হইতে কার্যাকরী হইয়াছে। তাহা কেবল মাত্র ০.৬১ মিটার ও তত্তোধিক বেড়ের জাতি কাঠের মাশুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কোনও বনজ বস্তুর মাশুলের হার চলতি হার হইতে বাড়ান হয় নাই।

২। নানা প্রকার কাঠের মাশুল বৃদ্ধির পারসেন্টেজ নানা ক্ষেত্রে নানা প্রকার। ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ২৭১.২ হইতে ৮৮১.৫ ভাগ (৩ গুণ হইতে ৯ গুণ) বাড়িয়াছে। কাঠের বাজার দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ও ডি ডি, এস, এবং ডি এর হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া ঐ হার বাড়ান হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

Starred Question No. 124.

BY Shri Anil Sarkar.

প্রশ্ন

১। গোমতী হাইডেল প্রজেক্টের ঠিকাদার এন, পি, সি, সির, বিল সরকার কিভাবে চেক্ করেন ;

২। ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত গোমতী প্রজেক্টে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

৩। প্রকল্পের কাজের সুপারভিসন, চেকআপ এবং অন্যান্য কাজের ব্যাপারে প্রকল্প এলাকায় বর্ত্তমানে ত্রিপুরা পূর্ত্তবিভাগের মোট কত আমলা কর্ম্মচারী এবং গাড়ী ইত্যাদি সহ জিনিষ পত্র আছে ?

উত্তর

১। এন, পি, সি, সির বিল কাজের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারের প্রদত্ত সার্টিফিকেট অনুসারে চেক্ করা হয় এবং পাওনার দাবীগুলি গ্রহণ যোগ্য কিনা তাহা চুক্তিপত্রের ধারা অনুযায়ী চেক্ করা হয়। প্রাথমিক এবং ছোট ছোট কাজ ছাড়া প্রধান কাজগুলির মেজারমেন্ট উভয় পক্ষ মিলিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং ইহাই টাকা দেওয়ার ভিত্তি রচনা করে।

২। ৪১৭·৬৬ লক্ষ টাকা এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ সহ।

৩।	প্রথম শ্রেণীর অফিসার	৪ জন।
	দ্বিতীয় ,, ,,	৭ জন।
	তৃতীয় ,, ,,	১৪২ জন।

চতুর্থ " "	৪৮ জন।
ওয়ার্কচার্জড ষ্টাফ্	২১৮ জন।
জীপ	৬টি
ট্রাক	১২টি

Starred Question No. 125
BY Shri Anil Sarkar.

প্রশ্ন

১। গোমতী হাইডেল প্রকল্পের আদি নক্সার কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা এবং আদি আর্থিক বরাদ্দের পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা?

২। ইহা যদি সত্য হয়, কে উহা করেছেন?

৩। ত্রিপুরা সরকারের সহিত এই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে কি না?

৪। নূতন নক্সা মত কবে এই প্রকল্প শেষ হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সেন্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া।

৩। হ্যাঁ।

৪। এই প্রকল্পের কাজ ১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে আশা করা যায়।

Starred Question No. 147
BY Shri Jatindra Kr. Majumder.

WILL THE HON'BLE MINISTER IN CHARGE OF THE P. W. DEPTT. BE PLEASED TO STATE :—

প্রশ্ন

১। আসাম-আগরতলা, রাস্তাটি National High way হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে কি?

২। যদি হয়ে থাকে তবে রাস্তার ব্যয়ভার কি Central Govt. বহন করবে?

উত্তর

১ এবং ২। হ্যাঁ।

Starred Question No. 149

BY Shri Jatindra Kumar Mazumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় গোলাঘাটী রাস্তাটি কোন সনে P. W. D. কর্ত্তৃক take up করা হয়েছে।

২। ঐ রাস্তা দিয়ে টাকারজলা, গাবরদি ও গোলাঘাটি ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন বিশালগড়ে যাতায়াত করবার জীপ বা বাস সার্ভিস এর সুযোগ পায় কিনা ?

৩। না পাইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৬৩ ইং

২। সুদিনে ১নং প্রশ্নে বর্ণিত রাস্তা দিয়া ট্রাক, জীপ চলাচল করিতে পারে। টাকারজলা বা গাবরদির সঙ্গে ঐ রাস্তায় গাড়ী চলার উপযুক্ত কোন সংযোগকারি রাস্তা নাই।

৩। জীপ বা গাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা না থাকার দরুণ।

Starred Question No. 199

BY Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা বনবিভাগ হতে সোনামুড়া মহকুমায় কত সংখ্যক উপজাতী জুমিয়া পরিবারকে ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ এর মধ্যে ফরেষ্ট ভিলেজার রূপে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং কত সংখ্যক পুনর্বাসন দরখাস্ত জমা আছে ;

২। যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের পুনর্বাসন প্রাপ্ত নির্দিষ্ট জমি সীমানা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে কিনা এবং প্রত্যেককে কত পরিমাণ ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। ৬৮ পরিবার। পুনর্বাসনের জন্য কোন দরখাস্ত জমা নাই।

২। হাঁ, পুনর্বাসন প্রাপ্ত প্রত্যেককে জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেককে ৬ কানি পরিমাণ ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

Starred Question No. 255

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. D be pleased to state

প্রশ্ন

১। খোয়াই তাঁত চৌমুহনী হইতে শেওরাতলী গুদারা হইয়া যে রাস্তাটি আমপুরা বাজার গিয়াছে এই রাস্তা তৈরী হওয়ার পর পুনঃ আর কোন সংস্কার হয় নাই, উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করা হইবে কিনা সরকার জানাবেন কি ?

২। যদি উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই বৎসর সংস্কার করা হইবে কি ?

উত্তর

১ এবং ২। ইহা পূর্ত্তবিভাগের রাস্তা নহে এবং পূর্ত্তবিভাগ হইতে ইহার সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

Starred Question No. 259

By Shri Bidya Chandra Deb Barma,

QUESTION

১। জলসেচের অভাবে আশারামবাড়ী, দংরামচন্দ্রঘাট ও গয়ামণি গাওসভা মৌজাগুলিতে কৃষক রীতিমত জমিতে ফসল ফলাইতে না পারার ফলে কৃষকের যে ক্ষতি হইতেছে এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে Over-flow tubewell বসিয়ে সেচ ব্যবস্থা করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে উহা কিভাবে কার্য্যকরী করা হবে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাওসভার অন্তর্গত আখড়াবাড়ী মৌজায় ১৯৭১-৭২ ইং সনে ৭ (সাতটি) ওভারফ্লো টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে। চলতি আর্থিক বৎসরে গয়ামণি ও দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাওসভাগুলির অন্তর্গত স্থানে আরোও ২৫টি ওভারফ্লো টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

আশারামবাড়ী গাওসভা খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত চলতি আর্থিক সনে খোয়াই ব্লকে ওভারফ্লো টিউবওয়েলের সফলতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রয়োজনীয় টেষ্ট বোরিংএর পরিকল্পনা আছে। টেষ্ট বোরিংএর ফলাফল অনুসারে এই গাওসভার অন্তর্গত স্থানে ওভারফ্লো টিউবওয়েলের পরিকল্পনা বিবেচিত হইবে।

Starred Question No. 284

BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

QUESTION

১। অরুন্ধুতীনগর শিল্পনগরীর তীর্থময়ী এলোমিনিয়াম প্রডাক্টস্‌এর শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী আইন দ্বারা পরিচালিত কিনা ;

২। যদি পরিচালিত হন, তবে দুর্ঘটনায় আহত হলে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে কাজ বন্ধ থাকলে অথবা কাঁচামালের অভাবে কাজ বন্ধ থাকলে ঐ সময়ের জন্য কোন মজুরী পান কিনা ;

৩। তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ দেওয়া হয় কিনা ;

৪। না দেওয়া হলে, তার কারণ ?

ANSWER

১। হাঁা।

২। উপরোক্ত অবস্থা হইলে আইনানুযায়ী মজুরী শ্রমিকদের প্রাপ্য।

৩। হাঁা।

৪। নিস্প্রয়োজন।

Starred Question No. 336

BY SHRI SUDHANWA DEB BARMA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় রাস্তার সাথে যোগাযোগকারী যে পেকুয়ারজলা রাস্তা স্থানীয় লোকেরা শ্রমদান করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন তাহা P. W. D. গ্রহণ করিবার জন্য বিবেচনা করিবেন কিনা ?

উত্তর

১। রাস্তাটির জায়গা বিস্তার ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ত বিভাগের গৃহীত মান অনুযায়ী হইলে

পর পূর্ত্ত বিভাগ রাস্তাটির অধিগ্রহণ করার বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

Starred Question No. 359

BY SHRI CHANDRA SEKHAR DUTTA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সাক্রমের মন্নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে উক্ত পরিকল্পনা কবে কার্য্যকরী হইবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। পরিকল্পনাটি ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। ভারত সরকারের নিকট পাঠাইবার জন্য ডিজাইন ও এষ্টিমেট প্রস্তুত হইতেছে। কাজের অনুমোদন পাওয়ার পরই কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Starred Question No. 360

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনিয়ার নিকটবর্ত্তী মুহুরী নদীর উপর সরকার যে সেতু নির্ম্মাণের অনুমোদন করিয়াছেন তাহা নির্মাণে বিলম্ব হইতেছে কেন ?

২। তাহার নির্মাণ কার্য্য কবে শেষ হইবে ?

উত্তর

১। ঠিকাদার অপারাগ হওয়ায়।

২। আগামী এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কাজটী সম্পন্ন করার চেষ্টা চলিতেছে।

Starred Question No.—392.

By Shri Kalipada Banerjee.

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

Question

১) সাব্রুম মহকুমার পশু চিকিৎসা কেন্দ্র সমূহে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র আছে কিনা?

২) যদি না থাকে তবে তাহার কারণ কি?

Answer

১) আছে।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

Starred Question No. 446.

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসকের অফিস তৈরীর কাজ কি শুরু হয়েছে?

২। যদি শুরু হয়ে থাকে, ঐ কাজ কবে পর্যান্ত শেষ হবে।

৩। এই জেলা হেডকোয়ার্টার তৈরীর জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ আছে?

উত্তর

১ এবং ২। কুমারঘাটে, অস্থায়ী অফিস ও আবাসিক গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে।

৩। উল্লেখিত কাজের জন্য ৪,১০,৮৫০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

Starred Question No. 468

By Shri Hangshadhwaj Dewan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তিলথৈ দামছড়া রাস্তাটি পাকা করার জন্য সরকার বর্ত্তমান বৎসরে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন কি?

উত্তর

১। না।

Starred Question No.485

BY Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনিয়া বগাফা রোড হইতে চিন্তামারা হইয়া মনুবাজার যে রাস্তা করান হইয়াছিল তাহার পুনঃ সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে হইতে কাজ আরম্ভ হইবে।

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১ এবং ২। রাস্তাটি উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা পূর্তবিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। পরিকল্পনা প্রস্তুতির ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হইলেই যথা শীঘ্র কাজ আরম্ভ হইবে।

৩। ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা উঠে না।

Starred Question No. 500

BY Shri Sudhanwa Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Labour Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী অনেক হ্রাস করা হইয়াছে।

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এ সম্পর্কে শ্রমিক স্বার্থে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, আংশিক হ্রাস করা হইয়াছে।

২। যেহেতু বর্তমান প্রচলিত মজুরীর হার সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত ন্যুনতম মজুরীর হার অপেক্ষা বেশী, সেই হেতু এই ব্যাপারে আইনতঃ সরকারের করণীয় কিছু নাই।

Starred Question No. 560

BY Shri Naresh Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ঈশানচন্দ্রনগর বিধান সভা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কৃষির উন্নতি কল্পে চলতি আর্থিক বৎসরে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ;

২। করিয়া থাকিলে সেইগুলি কি কি ;

৩। ঐ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সময়ে সরকার তদ্ এলাকার M. L. A এর কোন পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন কি না ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ঈশানচন্দ্রনগর বিধান সভা নির্ব্বাচন এলাকায় চলতি আর্থিক বৎসরে কৃষির উন্নতিকল্পে নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

ক) মনতলী (ঈশানচন্দ্রনগর) তে সোনাই নদীর তীরে বন্যা নিরোধক বাধ নির্ম্মানের পরিকল্পনা করা হইতেছে ;

খ) সম্ভবপর স্থলে ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল বসাইয়া জলসেচের ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

গ) কৃষকদের চাহিদানুযায়ী শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী দিয়া জলসেচের জন্য পাম্পিং সেট দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ঘ) সেকের কোট ও পাণ্ডবপুর এলাকায় ১৫ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ধান চাষের প্রকল্প নেওয়া হইয়াছে।

ঙ) চাম্পামুড়া গ্রামে ১৯৭১-৭২ ইং সনে গৃহীত পরিকল্পনানুযায়ী ভূমি সংরক্ষণ কার্য্যের আওতায় প্রায় ২৩ হেক্টার টিলাও লুংগা জমি আবাদ করিয়া চাষোপযোগী করার পরিকল্পনা আছে।

চ) কৃষকদের চাহিদানুযায়ী সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি গ্রামসেবকের মাধ্যমে দেওয়া হইতেছে।

৩। হাঁ। সম্ভবপর স্থলে মাননীয় সদস্যের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

Starred Question No. 562
By Shri Ajit Ranjan Ghosh.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে পূর্ত্ত বিভাগে Deputationএ কতজন ইঞ্জিনীয়ার এই রাজ্যে আছেন এবং তাহাদের Deputation allowance এর জন্য গত এক বৎসর সরকার কত টাকা ব্যয় করেছেন।

২। এই ব্যয় সংকোচ করার জন্য সরকার কোন বিবেচনা করছেন কি ?

উত্তর

১। ৩৭ জন ; টাকা ৫৫,৮৭৬.৮৩ পয়সা।

২। হঁ্যা।

Starred Question No. 563
By Shri Ajit Ranjan Ghosh,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর-সোনামুড়া রাস্তায় কাকড়াবন বাজারের নিকট গোমতী নদীর উপর RCC ব্রিজ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ এই কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১ এবং ২। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Starred Question No 572
By Shri Anantahari Jamatia

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) তেলিয়ামুড়ায় পশু হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

খ) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ করা হইবে ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 579

By Shri Samir Ranjan Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় কৃষিপণ্য বাজারের নিকট বুড়িমা নদীর উপর এই আর্থিক বৎসরে কোন foot Bridge তৈরী হবে কিনা ?

উত্তর

১। পুল তৈরীর সম্ভাবনা পরীক্ষাধীন অবস্থায় আছে।

Starred Question No. 580

By Shri Samir Ranjan Barman

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। করইমুড়া হইতে মুড়াবাড়ী রাস্তার (প্রায় দুই মাইল) কাজ এই আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করা হবে কি না ?

উত্তর

এই কাজের জন্য ১৯৭২-৭৩ সনের বাজেট কোন বরাদ্দ নাই।

Starred Question No. 581

By Shri Samir Ranjan Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P, W, D, be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় হইতে দুর্গানগর হইয়া যে রাস্তা বক্সনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার বড় রকমের মেরামত ও নির্মাণ দরকার।

২। বিশালগড় হইতে দুর্গানগর হইয়া যে রাস্তা বক্সনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার সোলিং এবং মেটেলিং বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করা হইবে কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। না।

APPENDIX "B"

Unstarred Question No. 36

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state—

Question

১। ১৯৭০ সালে চা শ্রমিক ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেতন, ভাতা, বোনাস প্রভৃতি সম্পর্কে যে চুক্তি হয়েছিল, সব বাগান কর্তৃপক্ষ কি তা কার্যাকরী করেছেন ;

২। যদি না করে থাকেন, কোন কোন বাগান তা কার্যাকরী করেন নাই, তাদের নাম।

৩। চুক্তি কার্যাকরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

Answer

১। চা বাগান শ্রমিক এবং চা বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৯৭০ সালে কোন চুক্তির বিষয় সরকারের জানা নাই।

২। নিষ্প্রয়োজন।

৩। নিষ্প্রয়োজন।

Unstarred Question No :—120

By Shri Anil Sarkar

Will the Minister in charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

Question

1. The names of the Veterinary Dispensaries run by this Department,
2. Whether any land has been taken for construction of Khowai Vety. Dispensary ;
3. If so, why no construction work has been started ?

Answer

1. Dharmanagar, Kanchanpur, Kumarghat, Kailasahar, Chailengta,

Ambasa, Salema, Kamalpur, Teliamura, Khowi, Jirania, Agartala, Melaghar, Boxnagar, Udaipur, Amarpur, Ompi, Belonia, Jolaibari, and Sabroom.

2. Yes,

3. On public representation, an alternative site at Hatimara Tilla is being examined for suitability. As soon as the final site is selected, construction would be undertaken.

Unstarred Question No :—121

By Shri Anil Sarkar

Will the Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

Question

1, Year-wise income & expenditure of Gandhigram Poultry and Duckery & Piggery Farm from 1967-68 to 1971-72 ;

2. If the Duckery has been closed, reasons therefor ;

3. Whether absence of a Director in the Department is responsible for detoriation of work in the Department ?

Answer

Sl. No.	Name of the Scheme.	Year	Expenditure.	Income
1. (a)	State Poultry Farm, Gandhigram (Poultry Dev. Scheme)	1967-68	1,43,497.00	21,513·00
		1968 69.	1,68,517,12	19,833·75
		1969-70.	1,52,464 74	34,802 45
		1970-71.	1,65,651·12	24,282·76
		1971-72.	1,97,044·89	43,303·52
(b)	Pig Dev. Scheme (State Poultry Farm, Gandhigram)	1967-68.	17,763·27	302·09
		1968-69.	22,306·27	2,068·87
		1969-70.	33,943,97	4,965·25
		1970-71.	29,500·25	4,200·00
		1971-72.	22,170·96	8,057·75
(c)	Duck Multiplication	1967-68.	27,271·79	1,345·17

Scheme (Gandhi-	1968-69.	11,576·74	1,320·95
gram)	1969-70.	19,950·87	2,164·28
	1970-71.	9,771·69	1,169·08
	1971-72,	4,777·17	740·50

2. In Gandhigram, there flows a Cherra which is the only source of water to the artificial tank made out there for duck rearing and also the source of water to the farmers of the locality for jute retting. Latter is the facter of being polluted the cherra water thereby affecting the tank water which is harmful for duck rearing. Therefore, Government has decided to suspend the Duck rearing there temporarily and to establish the same to a place suitable for Duck rearing.

3. Director is in position and therefore, the question does not arise. The work of the Department has not deteriorated.

Unstarred Question No. 126

BY Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state-

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া P. W. D. Bachelar Barrack কবে তৈরী হয়েছিল এবং কত জনের থাকার জন্য তৈরী হয়েছিল এবং তাহাতে কত ব্যয় হয়েছিল।

২। এ পর্য্যন্ত কত কর্মচারী এই ব্যারাকে ভাড়াটে ছিলেন এবং কে কে তাহাদের নাম ?

৩। ইহা কি সত্য ব্যারাক তৈরী হবার পর যে সব কর্মচারী এখানে বাস করছেন তারা কেহই সরকারী আইনানুসারে বাড়ী ভাড়া বাবদ ভাতা গ্রহণ করেছেন ? যদি সত্য হয় তবে এভাবে তারা সরকারের কত টাকা ফাঁকি দিয়েছেন ?

৪। S. E. (1st circle) কি ১৫।২।৭২ তারিখে এ ব্যাপারে তদন্তে গিয়েছিলেন।

৫। যদি গিয়ে থাকেন তবে ঐ তদন্তের রিপোর্ট।

উত্তর

১। ব্যারাকটি ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে মোট ৪০৭৬৫ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ১০ জনের থাকার সংস্থান ছিল।

২। তিনজন, প্রথমে শ্রীমনোরঞ্জন লোধ, তারপর শ্রীপুলিন বিহারী নাথ ও শ্রীমাখন লাল রায়।

৩। ব্যারাকের উল্লেখিত আবাসিকগণ আইন অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভাতা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং সরকারের টাকা ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

৪। হাঁ।

৫। সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ১৫।২।৭২ তারিখে হঠাৎ তেলিয়ামুড়া গিয়া এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং দেখিতে পান যে ৪টি কুটির মধ্যে দুইটি খালি। অন্য দুইটি কুটির মধ্যে একটিতে শ্রীপুলিন নাথ, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক ১৯৬৮ সন হইতে এবং অন্যটিতে শ্রীমাখন লাল রায় ষ্টেনোগ্রাফার প্রায় সপ্তাহ দিন ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। শ্রীপুলিন নাথ যথারীতি ভাড়া দিয়াছেন এবং তিনি বাড়ী ভাড়া ভাতা পান নাই। শ্রীমাখন লাল রায়ের নিকট হইতেও বাড়ী ভাড়া আদায় করা হইবে বলা হয়।

ইহা ছাড়া—খোয়াই ও জিরানিয়া হইতে পূর্ত্তবিভাগের কর্মচারী তেলিয়ামুড়া অফিসে সরকারী কাজে গেলে কখনও কখনও তাহারা এই ব্যারাকে অস্থায়ীভাবে বাস করিতেন।

Unstarred Question No. 223

BY Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। সোনামুড়া মহকুমায় রুদ্রসাগরে ফিসারী স্কীমে সরকার ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ মার্চ পর্যান্ত কতটাকা খরচ করেছেন। বিভিন্ন খাতে আলাদা আলাদা খরচের একটি পূর্ণ হিসাব;

২। সরকার এই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্যজীবি পরিবারগুলির অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বী করে তুলতে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

১। রুদ্রসাগর মৎস্য চাষ ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৬০-৬১ ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্য্যান্ত বিভিন্ন খাতে খরচের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্যয় (টাকায়)

বৎসর	বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বাবৎ	গৃহাদি নির্ম্মাণ বাবৎ	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষ বাবৎ	মোট
১৯৬০-৬১ ইং	—	—	—	—
১৯৬১-৬২ ইং	—	৭,৪৬৩·০০	—	৭,৪৬৩·০০
১৯৬২-৬৩ ইং	২,৩৯৯·০০	—	৮,৩৭·০০	৩,২৩৬·০০
১৯৬৩-৬৪ ইং	৬,০৭৬·০০	—	২,৯৬৯·০০	৯,০৪৫·০০
১৯৬৪-৬৫ ইং	১১,৩১৬·০০	—	৮,৭৯৯·০০	২০,১১৫·০০
১৯৬৫-৬৬ ইং	১৪,২২২·০০	—	৩,০০৯·০০	১৭,২৩১·০০
১৯৬৬-৬৭ ইং	১৭,৭৪৪·০০	৪৬,৪৮৫·০০	—	৬৪,২২৯·০০
১৯৬৭-৬৮ ইং	১৫,৭৯১ ০০	—	৮৮৪·০৩	১৬,৬৭৫·০৩
১৯৬৮-৬৯ ইং	১২,৬৪৪·৯৪	৭,৯১৬·৮৬	—	২০,৫৬১·৮০
১৯৬৯-৭০ ইং	৯,০৫৯ ১৩	—	—	৯,০৫৯ ৮০
১৯৭০-৭১ ইং	১১,৩৪৩ ০৯	—	১,০৫৩·০০	১২,৩৯৬ ০৯
১৯৭১-৭২ ইং	৭,৯১৮·৩০	—	৫৫·৭৫	৭,৯৭৪·০৫
মোট :—	১,০৮,৫১৩ ৪৬	৬১,৮৬৪·৮৬	১৭,৬০৬·৭৮	১,৮৭,৯৮৫·১০

২। উক্ত রুদ্রসাগর মৎস্য চাষ ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্প রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে রূপায়িত করা হয় নাই। কিন্তু এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ হইলে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হইবে এবং ইহা রুদ্রসাগরের মৎস জীবিদের অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বনের সহায়ক হইবে।

Unstarred Question No. 227.

By Shri Samar Choudhury-

Will the Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

Question

১) সোনামুড়া মহকুমায় বনবিভাগের সংরক্ষিত এলাকায় ছন খোলার ভূমির পরিমাণ কত ?

২) জোতের অন্তর্ভুক্ত ছনখোলা সমূহকে ও বনবিভাগের মহালভুক্ত করা হইয়াছে কিনা এবং সেই সমস্ত মহালকে ডাকে তুলিয়া ইজারা দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

৩) ফ্রি পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও ছনের ইজারা মহাল হতে কেটে আনতে ইজারাদারের

নিকট বন আইনের নির্দ্দিষ্ট মাশুল প্রদানে ভাটিয়াল কাটতে হয় কি না?

Answer

১) সোনামুড়া মহকুমায় বনবিভাগের সংরক্ষিত এলাকায় ৬ (ছয়) টি ছনের মহাল আছে। ঐ মহালগুলির এলাকা অন্যান্য বনজদ্রব্য সম্বলিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ছন খোলার ভূমির প্রকৃতি পরিমাণ জরিপ করা নাই।

২) জোতের অন্তর্ভুক্ত কোন ছন খোলা বনবিভাগের মহালভুক্ত করা হয় নাই। সুতরাং, জোতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহালকে ডাকে তুলিয়া ইজারা দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

৩) ছনের ইজারা মহাল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারাদারের অধিকারে থাকে। যে কোন ব্যক্তি ইজারা মহাল হইতে ছন কাটিয়া আনিতে ইজারাদারের নিকট নির্দ্দিষ্ট মাশুল প্রদানে ভাটিয়াল কাটিতে হয়। ফ্রি পারমিট গ্রহীতাদের ইজারা মহাল বহির্ভূত এলাকা হইতে ছন কাটিয়া আনিতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

Unstarred Question No. 228

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

Question

১। ১৯৬৭ হতে ১৯৭২ এর ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় কৃষিঋণ ও দাদন বাবদ বৎসর ভিত্তিক কত টাকা বরাদ্দ ছিল।

২। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কৃষিঋণ ও দাদন বাবদ কত টাকা বিলি করা হয়েছে? (১৯৬৭ সনের মার্চ্চ হতে ১৯৭২ সনের মার্চ্চ পর্যন্ত তাহার প্রতি বৎসরের মৌজাভিত্তিক হিসাব এবং গ্রহীতাদের নাম)

৩। ১৯৬৭ সনের মার্চ্চ হতে ১৯৭২ সনের মার্চ্চ মোট ছয় বৎসরে ঐ মহকুমায় কৃষি বিভাগ হতে কৃষকদের অন্যান্য কি কি ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং তাহার পরিমাণ কত?

Answer

১ এবং ২। আর্থিক বৎসর ১৯৬৬-৬৭ ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্যন্ত সোনামুড়া

মহকুমায় কৃষিঋণ ও দাদন ঋণ বাবত বৎসর ভিত্তিক টাকা বরাদ্দের পরিমাণ, বিলির পরিমাণ ও মৌজাভিত্তিক গ্রহীতাদের নাম সম্বলিত দুইটি পৃথক তালিকা এতৎসঙ্গে দাখিল করা হইল।

৩। আর্থিক বৎসর ১৯৬৬-৬৭ ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্যন্ত কৃষি বিভাগ হইতে যে সব ব্যাপারে ঋণ সোনামুড়া মহকুমার কৃষকদের দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে	বিলির পরিমাণ (টাকায়)						
	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭ ৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	মোট
ক) মৎস্য চাষের উন্নয়ন—	২,৫৫০	২,০০০	২,৫০০	—	—	—	৭,০৫০
খ) ফলের বাগান স্থাপন—	—	১৩,৯৫০	—	৮,০০০	১৫,০২৪	১,৬৫০	৩৮,৬২৪
গ) তরী-তরকারী চাষের উন্নয়ন—	২,৮১১	—	—	২,০০০	—	—	৪,৮১১
ঘ) উচ্চ ফলনশীল ধান্য ও গমচাষ—	—	—	—	—	১৭,৪২৭·৩৬	—	১৭,৪২৭·৩৬
মোট—	৫,৩৬১	১৫,৯৫০	২,৫০০	১০,০০০	৩২,৪৫১·৩৬	১,৬৫০	৬৭,৯১২·৩৬

তারকা চিহ্ন হিহীন ২৮৮ নং প্রশ্নের (১) ও (২) অংশের উত্তরের পরিশিষ্ট।

১৯৬৬-৬৭ ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় কৃষিঋণের বরাদ্দ ও বিবরণ।

সনের	ঋণের নাম	সোনামুড়া মহকুমার জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ	মৌজা ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতাদের নাম			টাকার পরিমাণ
				মৌজার নাম	ঋণ গ্রহীতাদের ক্রমিক নম্বর	ঋণ গ্রহীতাদের নাম	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	কৃষি ঋণ	টা. ৩৮,০০০	টা. ৩৮,০০০	চন্দ্রনবদ্বিপ নগর	১	ফরিউদ্দিন খান	৪০০ টাকা
				কমলনগর	২	সেকেন্দর আলী	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৩	হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	৩০০ টাকা
				কালোবাড়ী	৪	হরিমোহন দাস	২৫০ টাকা
				বড়দোয়াল	৫	পূর্ণ চন্দ্র সাহা	২৫০ টাকা
				ঐ	৬	হরিমোহন দাস	২৫০ টাকা
				কুলোবাড়ী	৭	রজনী দাস	২০০ টাকা
				মেলাগড়	৮	আবদুল সামাদ	২৫০ টাকা
				বড়দোয়াল	৯	অশ্বিনী কুমার দাস	৩৫০ টাকা
				মতিনগর	১০	গুরুমাধব পাল	৪৫০ টাকা
				বাজীমারা	১১	সাধন চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				চুলোবাড়ী	১২	হরিশ্চন্দ্র নম:	২০০ টাকা
				ক্ষেদাবাড়ী	১৩	রঞ্জিত কুমার দাস	২০০ টাকা
				কলমছড়া	১৪	জাবেদ আলী	২০০ টাকা
				ঐ	১৫	ডলু মিঞা	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	কৃষিঋণ			কলমছড়া	১৬	সিলু মিঞা	২০০ টাকা
				ঐ	১৭	আতশ খান	২০০ টাকা
				জগতিরামপুর	১৮	অমূল্য চন্দ্র দেবনাথ	৩০০ টাকা
				ক্ষেদাবাড়ী	১৯	মহামায়া ভৌমিক	২০০ টাকা
				চিলাতলা	২০	বনমালী দেবনাথ	২৫০ টাকা
				মতিনগর	২১	সতীশ চন্দ্র ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				মানিকানগর	২২	সুরেশ চন্দ্র দাস	৩০৬ টাকা
				মতিনগর	২৩	জগদীশ চন্দ্র পাল	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	২৪	মোহনীমোহন পাল	২৫০ টাকা
				ঐ	২৫	শারদারঞ্জন পাল	২৫০ টাকা
				বিজয়নগর	২৬	শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	২৭	শ্রীদাম চন্দ্র দেবনাথ	২২০ টাকা
				বিজয়নগর	২৮	নয়নমনি দেববর্ম্মা	১৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ন	২৯	সাধুচরণ পোদ্দার	২০০ টাকা
				ঐ	৩০	নরেন্দ্র কুমার দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩১	প্রিয়বালা দেবী	২০০ টাকা
				মহেশপুর	৩২	দীনবন্ধু দে	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ . কৃষিঋণ				ভবানীপুর	৩৩	হরকুমার শীল	২৫০ টাকা
				ঐ	৩৪	অনঙ্গ কুমার শীল	৩০০ টাকা
				মহেশপুর	৩৫	ভজহরি দেবনাথ	৩০০ টাকা
				ঐ	৩৬	নিরঞ্জন চক্রবর্তী	৩০০ টাকা
				ক্ষেদাবাড়ী	৩৭	বৈদ্যকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	৩৮	আদিত্যনাথ মজুমদার	২৫০ টাকা
				কাঠালিয়া	৩৯	সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২৫০ টাকা
				মনাই পাথর	৪০	সনাতন পাল	৩০০ টাকা
				মহেশ পুর	৪১	সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	৩০০ টাকা
				জুমার ডেলা	৪২	রাজেন্দ্র চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				পশ্চিম ঐ	৪৩	গৌরাঙ্গ চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				পূর্ব ঐ	৪৪	যতীন্দ্র চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				ঐ	৪৫	নীলাম্বর বণিক	২০০ টাকা
				ঐ	৪৬	অচ্যুতানন্দ শীল	২০০ টাকা
				ঝাড়জরিয়া	৪৭	রাইচন্দ্র দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				এন সি নগর	৪৮	কালীপদ দেবগুপ্ত	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৪৯	মনমোহন দে	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ				বক্সনগর	৫০	সুশীল চন্দ্র দেব	২৫০ টাকা
				ঐ	৫১	সুবোধ চন্দ্র দেব	২৫০ টাকা
				নির্ভয়পুর	৫২	উপেন্দ্র চন্দ্র শীল	৩০০ টাকা
				ঘিলাতলী	৫৩	আবদুল সিদ্দিক	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৪	সন্ন্যেনী মোহন ভৌমিক	২৫০ টাকা
				ইং জোমার ডেলা	৫৫	দশরথ শুক্রদাস	২০০ টাকা
				ঐ	৫৬	কৃত্তিদাস পাল	২০০ টাকা
				মনাই পাথর	৫৭	বিজন বিহারী পাল	২০০ টাকা
				মহেশপুর	৫৮	কুল চন্দ্র শুক্রদাস	২০০ টাকা
				নিদ্বা	৫৯	জয়চন্দ্র মজুমদার	২০০ টাকা
				মতিনগর	৬০	তাইবালী	২০০ টাকা
				ঐ	৬১	গোবিন্দ পাল	২০০ টাকা
				হুতারভাইবানগুল	৬২	বুধচন্দ্র মোরা সিং	২৫০ টাকা
				উর্মি	৬৩	ধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	৬৪	চিত্ত রঞ্জন মজুমদার	৩৫০ টাকা
				ভবানিপুর	৬৫	গিরিশ চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				দুর্লভপুর	৬৬	চন্দ্রকুমার শীল	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ				নিরভয়পুর	৬৭	রমেশ চন্দ্র মজুমদার	৩০০ টাকা
				কাঠালিয়া	৬৮	চন্দ্রমোহন পাল	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৬৯	যোগেন্দ্র চন্দ্র শুক্লদাস	২৫০ টাকা
				দুর্লভপুর	৭০	বিপীন চন্দ্র শীল	২৫০ টাকা
				দুর্লভপুর	৭১	নেপাল বিহারী চক্রবর্ত্তী	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৭২	হরেন্দ্র মোহন দত্ত	২৫০ টাকা
				দুর্লভনগর	৭৩	টিকেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৭৪	রজনীকান্ত ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				নলচর	৭৫	অমর চন্দ্র ঘোষ	২৫০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৭৬	কোল চন্দ্র নমঃ	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৭৭	লালমোহন রায়	২৫০ টাকা
				পূর্ব্ব জুমের ডেপা	৭৮	ডানিকুমার মুরসুম	২০০ টাকা
				পশ্চিম জুমের ডেপা	৭৯	অর্জ্জুনেশ্বর শীল	২০০ টাকা
				পূর্ব্ব জুমের ডেপা	৮০	ডানিবাহাদুর মরসুম	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৮১	বিজয়কুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৮২	রাইচান্দ নমঃ	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৮৩	কৃষ্ণদাস রায়	২৫০ টাকা

১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ				মহেশপুর	৮৪	র'প্পত কুমার চক্রবর্তী	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৮৫	সরথ চন্দ্র দে	২৫০ টাকা
				তেলকাজিয়া	৮৬	অক্ষোর মাইয়া	২০০ টাকা
				জুমের ডেপা	৮৭	দিনবন্ধু শীল	২০০ টাকা
				পশ্চিম জুমের ডেপা	৮৮	দশরথ চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				মতিনগর	৮৯	চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৯০	নিবারণ চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				বারেন্দ্রনগর	৯১	কৃষ্ণবারি ত্রিপুরা	৩০০ টাকা
				ঐ	৯২	প্রেম চন্দ্র নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা
				ঐ	৯৩	দীন কুমার নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা
				জগতরাম পুর	৯৪	গৌরপদ ত্রিপুরা	৩০০ টাকা
				বিরেন্দ্রনগর	৯৫	দারদা নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা
				ঐ	৯৬	গঙ্গাহরি নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা
				ঐ	৯৭	অনিল চন্দ্র নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা
				বেজিমারা	৯৮	কৃষ্ণগোপাল মজুমদার	৩০০ টাকা
				পশ্চিম জুমের ডেপা	৯৯	ঘোকুরাম ভৌমিক	২৫০ টাকা
				বরদোয়াল	১০০	শচীন্দ্র কুমার সাহা	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ				পশ্চিম নলচর	১০১	হরিমোহন শুক্লদাস	২৫০ টাকা
				কমলনগর	১০২	রাজবিহারী দাস	২৫০ টাকা
				জুমেরডেপা	২০৩	তরণী বালা দাস	২৫০ টাকা
				চৌমোহণী	১০৪	উপেন্দ্র চন্দ্র দেব	২৫০ টাকা
				পূর্ব জুমেরডেপা	১০৫	অশ্বিনী কুমার দাস	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলছড়	১০৬	শ্রীবাস চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				চৌহল	১০৭	মহেশ চন্দ্র নন্দী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	১০৮	ইব্রাহিম মিয়া	২০০ টাকা
				মনারচক	১০৯	শ্রীমন্ত কুমার পাল	২৫০ টাকা
				ঐ	১১০	মনমোহন কর্ম্মকার	২০০ টাকা
				ঐ	১১১	নিবারণ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১১২	রমেশ কর্মকার	২০০ টাকা
				নির্ভয় সুর	১১৩	নবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				আরালিয়া	১১৪	সুরুজ মিয়া	১৫০ টাকা
				তেলকাজিয়া	১১৫	রমেশ চন্দ্র সাহা	২০০ টাকা
				মোহনভগ	১১৬	অন্নদা কুমার চৌধুরী	৩০০ টাকা
				আরালিয়া	১১৭	তারব আলই	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ				চৌমুহনী	১১৮	হরমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				পূর্ব চৌমুহনী	১১৯	দেবেন্দ্র কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১২০	গোবিন্দ কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১২১	যতিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১২২	রেবতী মোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				গরুরবন্দ	১২৩	জয়চন্দ্র বাসরি	২৫০ টাকা
				পূর্ব চৌমুহনী	১২৪	সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	২৫০ টাকা
				গ্রেন্ট.লী	১২৫	নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	২৫০ টাকা
				কলিকৃষ্ণনগর	১২৬	রাখাল চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				হিম্মতপুর	১২৭	সুরেন্দ্র চন্দ্র পাল	১২০ টাকা
				কলসিমুরা	১২৮	রাইচান্দ নম	২০০ টাকা
				ঐ	১২৯	তরনী চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				ধনপুর	১৩০	শরৎচন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				গ্রন্থলী	১৩১	মনমোহন দত্ত	২০০ টাকা
				চৌন্দুল	১৩২	যোগেশ চন্দ্র ধর	২০০ টাকা
				ঐ	১৩৩	রহমত আলী	২০০ টাকা
				কুলুবাড়ী	১৩৪	বিশ্বাম্বর দাস	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ কৃষিঋণ				মাণিক্যনগর	১৩৫	রাইমোহন দাস	২০০ টাকা
				কলসিমুড়া	১৩৬	আব্দুল গনি	২০০ টাকা
				বিরামপুর	১৩৭	মধুসূদন দেব	২০০ টাকা
				পশ্চিম জুমেরতেপা	১৩৮	বীরচন্দ্র ভৌমিক	২০০ টাকা
				টাকসাপাড়া	১৩৯	শচীন্দ্র চন্দ্র পাল	২০০ টাকা
				কাঠালিয়া	১৪০	সুরেন্দ্র কুমার দে	২০০ টাকা
				চৌন্দুল	১৪১	কুর্বান আলি	২০০ টাকা
				কুলুবাড়ী	১৪২	জগৎবন্ধু শর্মা	২০০ টাকা
				কাঠালিয়া	১৪২	নিরঞ্জন দে	২০০ টাকা
				চণ্ডিগড়	১৪৪	কল্যানী নন্দী	২৫০ টাকা
				গুর্লভনারায়ণ	১৪৫	বালিরাজ জমাতিয়া	২০০ টাকা
				ভবানীপুর	২৪৬	যতিন্দ্র মোহন পাল	২০০ টাকা
				ঐ	১৪৭	সন্তোষ কুমার পাল	২০০ টাকা
				ঐ	১৪৮	রমনী কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				দুর্লভপুর	১৪৯	সনাতন ভৌমিক	২০০ টাকা
				নির্ভয়পুর	১৪০	সুখেন চন্দ্র মজুমদার	২০০ টাকা
				ভবানীপুর	১৫১	সুধীর চন্দ্র পাল	২০০ টাকা
				ভাগ্যরামপুর	১৫২	রুহিনী কুমার শীল	২০০ টাকা
				ধীলাতলী	১৫৩	হরিবল দাস	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	কৃষিঋণ			পূর্বজুমের ডেপা	১৫৪	প্যারীমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১৫৫	রাধা মোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				গ্রেস্তলী	১৫৬	প্রান বল্লভ ঘোষ	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	১৫৭	ব্রজ বালক জমাতিয়া	২৫০ টাকা
				পশ্চিম নলছর	১৫৮	শচীন্দ্র চন্দ্র নম	২০০ টাকা
				বিশ্রামপুর	১৫৯	অনিল চন্দ্র ঘোষ	২০০ টাকা
				মতিনগর	১৬০	অন্নদা চরণ দাস	২৫০ টাকা
				কুলুবাড়া	১৬১	বদর আলী	২৫০ টাকা
				সোনামুরা	১৬২	পরেশ চন্দ্র বণিক	২৫০ টাকা
				বাগিমারা	১৬৩	রেবতী মোহন শীল	২৫০ টাকা
				খাসচৌমুহনী	১৬৪	যামনী কুমার ভৌমিক	২৫০ টাকা
							মোট ৩৮,০০০ টাকা
				ঝরঝরিয়া	১৬৫	মুকুন্দ মুরাসিং	২০০ টাকা
				কমলনগর	১৬৬	বিশু কুমার দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				ঐ	১৬৭	ভগবান চন্দ্র দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				দুর্লভনগর	১৬৮	দিগম্বর চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১৬৯	মতিলাল ,,	২০০ টাকা
				ঐ	১৭০	অশ্বিনী কুঃ ,,	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ঐ	১৭১	গৌরাঙ্গ চন্দ্র ,,	২০০ টাকা
				ঐ	১৭২	অমর চান্দ ,,	২০০ টাকা
				ঐ	১৭৩	ব্রজবাসি ,,	২৫০ টাকা
				তকসাপাড়া	১৭৪	দীনবন্ধু ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	১৭৫	নবীন চন্দ্র ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	১৭৬	মোহনবাসী ,,	২০০ টাকা
				ঐ	১৭৭	রজনী কুঃ ,,	১৫০ টাকা
				ঐ	১৭৮	ননীগোপাল ,,	২০০ টাকা
				ঐ	১৭৯	হরমোহন ,,	১৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	১৮০	পরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী	২৫০ টাকা
				ঐ	১৮১	মনমোহন বর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ঐ	১৮২	অরুন চন্দ্র নাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১৮৩	যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক	২৫০ টাকা
				তকসাপাড়া	১৮৪	সুবল চন্দ্র বিশ্বাস	২৫০ টাকা
				ঐ	১৮৫	যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	১৮৬	নলিনী দেবনাথ	২০০ টাকা
	১৯৬৭-৬৮ কৃষি ঋণ			চৌমুহনী	১৮৭	অনন্ত কুঃ দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১৮৮	অবনী মোহন দাস	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	১৮৯	সতীশ চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা

১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৭-৬৮ কৃষি ঋণ			খাস চৌমুহনী	১৯০	ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	১৯১	যজ্ঞেশ্বর ”	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	১৯২	মুক্তারঞ্জন দাস	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	১৯৩	দীনবন্ধু দেবনাথ	২৫০ টাকা
				ঐ	১৯৪	কালাচান্দ শীল	২০০ টাকা
				ঐ	১৯৫	কৈলাস চান্দ দাস	২০০ টাকা
				ঐ	১৯৬	মনীন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	১৯৭	কুমুদ রঞ্জন দাস	২৫০ টাকা
				তকসাপাড়া	১৯৮	লক্ষীকান্ত দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	১৯৯	সাতকড়ি বর্ম্মণ	১৫০ টাকা
				ঐ	২০০	আবদুল গফর	২০০ টাকা
				ঐ	২০১	জয়কুমার দাস	২০০ টাকা
				পুঃ জুমেরডেপা	২০২	যতীন্দ্র দাস মোহান্ত	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২০৩	শরৎ চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				বগাবাসা	২০৪	চারুচন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	২০৫	কালীকুমার দাস	২০০ টাকা
				ঐ	২০৬	সুজাত আলী	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	২০৭	শচীন্দ্র ভৌমিক	২০০ টাকা
				ঐ	২০৮	মনোরঞ্জন দেবনাথ	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৭-৬৮ কৃষি ঋণ			চৌমুহনী	২০৯	সুরবালা দেবী	২০০ টাকা
				ধনীরামপুর	২১০	তাইস্যা কুমার দেববর্মা	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	২১১	কালা মিয়া	২০০ টাকা
				ঐ	২১২	সুকুমার দাস	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২১৩	অতুল চন্দ্র ধুপী	২০০ টাকা
				ঐ	২১৪	সুখদাসুন্দরী দে	২০০ টাকা
				ঝরঝরিয়া	২১৫	সুবোধ দেববর্মা	২০০ টাকা
				খাস চৌমুহনী	২১৬	গুরুচরণ দেবনাথ	২০০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	২১৭	নন্দকিশোর দেবনাথ	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	২১৮	ইসমাইল মিয়া	২০০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	২১৯	প্রসন্ন কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২২০	শচীন্দ্র সরকার	২০০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	২২১	রেবতীমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	২২২	রাজমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	২২৩	অন্নদাচরণ দাস	২০০ টাকা
				ঐ	২২৪	জলধর দাস	২০০ টাকা
				বিরামপুর	২২৫	আলী মিয়া	২০০ টাকা
				তকসাপাড়া	২২৬	বীরেন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ওরমাই	২২৭	উমেশচন্দ্র শীল	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৬-৬৭ কৃষি ঋণ			নবদ্বীপচন্দ্রনগর	২২৮	যামিনী চন্দ্র শুক্লদাস	২০০ টাকা
				কমলনগর	২২৯	হেমন্ত কুমার দেববর্মা	২০০ টাকা
				কালীকৃষ্ণনগর	২৩০	মালঞ্চ পাল	২৫০ টাকা
				খাস চৌমুহনী	২৩১	মনমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				বাজীগারা	২৩২	জামালউদ্দিন	২০০ টাকা
				দকসাপাড়া	২৩৩	দীনেশ দাস	২০০ টাকা
				ব্রহ্মপুর	২৩৪	সুরেশ দাস	২ ০ টাকা
				চৌমুহনী	২৩৫	রমনীমোহন সরকার	২৫০ টাকা
				পূর্ব চৌমুহনী	২৩৬	বীরেন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	২৩৭	হরিদাস শর্ম্মা	২০০ টাকা
				মেলাঘর	২৩৮	আলী আকবর	২০০ টাকা
				ক্ষেদাবাড়ী	২৩৯	পাকীরাম দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				ঝরঝরিয়া	২৪০	লালমোহন পাল	২০০ টাকা
				শোভাপুর	২৪১	চন্দ্রমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	২৪২	গোপীচন্দ্র ”	২০০ টাকা
				ঐ	২৪৩	অনংগ মোহন শীল	২০০ টাকা
				মহেশপুর	২৪৪	সুবল চন্দ্র পাল	২০০ টাকা
				জুমেরঢেপা	২৪৫	নেপাল ভৌমিক	২০০ টাকা
				আরালিয়া	২৪৬	রাজকুমার সরকার	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	কৃষিঋণ			বরপাথর	২৪৭	সুধীর দাস	
				উত্তর তইবান্দল	২৪৮	শুক্রমণি মুরাসিং	২০০ টাকা
				ঐ	২৪৯	বিপদ ভঞ্জন ,,	২০০ টাকা
				ঐ	২৫০	বৈসন্ত ,,	২০০ টাকা
				ঐ	২৫১	নিত্যহরি ,,	২০০ টাকা
				নিদয়া	২৫২	রাইমোহন পাল	২০০ টাকা
				ঐ	২৫৩	অবিনাশ পাল	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	২৫৪	বনমালী সাহা	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৫৫	বসন্ত মোহন বর্ম্মন	২০০ ধাকা
				বীরেন্দ্রনগর	২৫৬	তাখিরায় ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				মাণিক্যনগর	২৫৭	বসন্ত কুমার নম	২৫০ টাকা
				ঐ	২৫৮	নগেন্দ্র চন্দ্র নম	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৫৯	রমেশ চন্দ্র দেবনাথ	২৫০টাকা
				দুর্লভনারায়ণ	২৬০	যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	২৬১	হরিশ্চ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				নির্ভয়পুর	২৬২	সতীশ চক্রবর্ত্তী	২৫০ টাকা
				মনারচক	২৬৩	উপেন্দ্র চন্দ্র পাল	২০০ টাকা
				শুভপুর	২৬৪	জগৎ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				পঃ জুমের ঢেপা	২৬৫	ধীরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৭-৬৮	কৃষি ঋণ			ঐ	২৬৬	সুরেশ চন্দ্র দত্ত	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৬৭	রাজকুমার দাস	২০০ টাকা
				পূঃ জুমেরঢেপা	২৬৮	রাইহরণ দাস	২০০ টাকা
				উঃ তৈবান্দল	২৬৯	যুদ্ধকুমার নোয়াতিয়া	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৭০	সুরেন্দ্র চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				দুল ভনারায়ণ	২৭১	গদাধর গোপ	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৭২	হরিমোহন দাস	২০০ টাকা
				পঃ জুমেরঢেপা	২৭৩	দেবেন্দ্র চৌধুরী	২০০ টাকা
				ভবানীপুর	২৭৪	জ্ঞানদা সুন্দরী পাল	২০০ টাকা
				নিদয়া	২৭৫	চিন্তাহরণ পাল	২০০ টাকা
				উঃ তাইবন্দল	২৭৬	দয়ালমনি মুরাসিং	২০০ টাকা
				ঐ	২৭৭	ভক্তি কুঃ "	২০০ টাকা
				ঐ	২৭৮	বৈষ্ণব চন্দ্র "	৩০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	২৭৯	হরিকমল "	২০০ টাকা
				উঃ তাইবন্দল	২৮০	সেনা চন্দ্র "	২০০ টাকা
				দঃ "	২৮১	সুবল কুমার "	২০০ টাকা
				বগাবাসা	২৮২	চন্দ্রবাসী দেবী	২০০ টাকা
				বাজীমারা	২৮৩	হারাধন চক্রবর্ত্তী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	২৮৪	বৈকুণ্ঠ দাস	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ	৫০,০০০	৫০,০০০	মতিনগর	২৮৫	পদমোহন দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				কমলনগর	২৮৬	প্রাণগোপাল „	২০০ টাকা
				পূঃ জুমেরডেপা	২৮৭	উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				পঃ „	২৮৯	মঙ্গল মুরাসিং	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	২৮০	আব্দুল রহমান	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	২৯০	রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫০ টাকা
				ঐ	২৯১	মুকুন্দ ভৌমিক	২৫০ টাকা
				গ্রামতলী	২৯২	রেবতী মোঃ দাস	২৫০ টাকা
				মতিনগর	২৯৩	নরেন্দ্র চন্দ্র নমঃ	২৫০ টাকা
				কমলনগর	২৯৪	নির্জয় দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				পঃ নলছর	২৯৫	হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫০ টাকা
				চন্দল	২৯৬	গগন চন্দ্র নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				বাজীমারা	২৯৭	শীতল চন্দ্র ঘোষ	২০০ টাকা
				পূঃ জুমের ঢেপা	২৯৮	পলভাগ্য মুরাসিং	২০০ টাকা
				কমলনগর	২৯৯	সত্যমনি দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				মোহনভোগ	৩০০	বিশ্বকুমার নোয়াতিয়া	২০০ টাকা
				ঐ	৩০১	ব্রজগোপাল দেববর্মা	২০০ টাকা
				ঐ	৩০২	স্বর্ণ কুমার দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				পঃ নলছর	৩০৩	নিবারণ চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯ কৃষি ঋণ				পঃ নলছড়	৩০৪	উমেশ চন্দ্র মজুমদার	২৫০ টাকা
				ঐ	৩০৫	সুরেন্দ্র চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৩০৬	নবকুমার ঠাকুর	২০০ টাকা
				ঐ	৩০৭	চান্দমনি দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				ঐ	৩০৮	বদরায় দেববর্ম্মা	২০০ টাকা
				ঐ	৩০৯	উপেন্দ্র চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৩১০	মোহনবাসী দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৩১১	ধনঞ্জয় দাস	২০০ টাকা
				খেদাবড়ী	৩১২	মধুসূদন দে	২৫০ টাকা
				পঃ নলছড়	৩১৩	তরনীকান্ত সরকার	২৫০ টাকা
				তালকাজলা	৩১৪	সিরাজমিয়া	২৫০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩১৫	আব্দুল সোবান	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩১৬	সোনামিঞা	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩১৭	চান মিঞা	২৫০ টাকা
				পঃ নলছড়	৩১৮	রাজেন্দ্র চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				গ্রামতলী	৩১৯	ওয়াহেধ আলী	২০০ টাকা
				পূঃ জুমেরঢেপা	৩২০	কৃষ্ণমোহন দেবনাথ	২৫০ টাকা
				গ্রানতলী	৩২১	শশীমোহন বর্মন	২৫০ টাকা
				ঐ	৩২২	প্রকাশ চন্দ্র বর্মন	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			গ্রানতলী	৩২৩	অতুল চন্দ্র ভৌমিক	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩২৪	রমেশ চন্দ্র মজুমদার	২৫০ টাকা
				সোভাপুর	৩২৫	জলু মিঞা	২০০ টাকা
				পূ: নলছড়	৩২৬	দীনেশ চন্দ্র মজুমদার	২০০ টাকা
				প: নলছর	৩২৭	রজনী কান্ত নম:	২৫০ টাকা
				পূ: জুমেরঢেপা	৩২৮	পঞ্চমোহন মুরশুম	২০০ টাকা
				ঐ	৩২৯	কুণ্ডসিং মুরশুম	২০০ টাকা
				শোভাপুর	৩৩০	হরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২০০ টাকা
				হেদাবাড়ী	৩৩১	হরেকৃষ্ণ দাস	২০০ টাকা
				হেদাবাড়ী	৩৩২	সচিন্দ্র কুমার দাস	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩৩৩	রমনীমোহন দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩৩৪	চন্দ্রকুমার দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩৩৫	যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩৩৬	সুরেন্দ্র কুমার দাস	২০০ টাকা
				প: নলছড়	৩৩৭	অমূল্য চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				ঐ	৩৩৮	দেবেন্দ্র চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				বিজিমারা	৩৩৯	আব্দুল রহমান	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩৪০	আব্দুল সোবান	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৪১	আব্দুল রহমান	২০০ টাকা

১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৭-৬৮ কৃষি ঋণ			পঃ নলছড়	৩৪২	কমল রঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২০০ টাকা
				বিজিমারা	৩৪৩	কানন বালা দত্ত	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৪৪	আব্দুল গোপুর	২০০ টাকা
				খেদাবাড়া	৩৪৫	গৌরহরি দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঐ	৩৪৬	মনোরঞ্জন দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩৪৭	উপেন্দ্র কুমার দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৩৪৮	জগবন্ধু দাস	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৩৪৯	যোগেশ দাস	২০০ টাকা
				পঃ নলছড়	৩৫০	আনন্দমোহন দাস	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৫১	যতীন্দ্র কুমার বর্মন	২০০ টাকা
				পঃ নলছড়	৩৫২	যতীন্দ্র লস্কর	২০০ টাকা
				কৃষি জলা	৩৫৩	ধীরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী	২০০ টাকা
				উর্মাই	৩৫৪	প্রবোধ চন্দ্র ভৌমিক	২০০ টাকা
				খেতাবাড়ী	৩৫৫	সতীশ চন্দ্র মজুমদার	২০০ টাকা
				উর্মাই	৩৫৬	মুকুন্দমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা
				খেতাবাড়ী	৩৫৭	গৌরাঙ্গ চন্দ্র চন্দ	২০০ টাকা
				ঐ	৩৫৮	বৈকুণ্ঠ কুমার মজুমদার	২০০ টাকা
				ঐ	৩৫৯	শীতল চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৬০	ধীরেন্দ্র বর্ম্মন	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষিঋণ			খেতাবাড়ী	৩৬১	সূর্যমোহন সরকার	২০০ টাকা
				ঐ	৩৬২	নবদ্বীপ চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				পঃ নলছড়	৩৬৩	লোক নাথ নমঃ	২০০ টাকা
				খেতাবাড়ী	৩৬৪	বৈকুণ্ঠ কুমার মজুমদার	২০০ টাকা
				বেজীমারা	৩৬৫	সৈয়দ আলী	২০০ টাকা
				উমাই	৩৬৬	বাজলির রহমান	২০০ টাকা
				ঐ	৩৬৭	দাগন চন্দ্র সাহা	২০০ টাকা
				ঐ	৩৬৮	সর্দ্দার আলী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩৬৯	উষারঞ্জন কর	২০০ টাকা
				বেজীমারা	৩৭০	সুরজ মিয়া	২০০ টাকা
				পূর্ব্ব জুমারধেপা	৩৭১	কৃষ্ণ সুন্দর দেবনাথ	২০০ টাকা
				উবমাই	৩৭২	আলি মিঞা	২০০ টাকা
				ঐ	৩৭৩	আমির হুসেন	২০০ টাকা
				পূর্ব জুমারধেপা	৩৭৪	রোহিদাস বৈষ্ণব	২০০ টাকা
				বেজিমারা	৩৭৫	রসত আলী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩৭৬	মহম্মদ আলী	২০০ টাকা
				ঐ	৩৭৭	বাজুমিঞা	২০০ টাকা
				পূর্ব জুমারধেপা	৩৭৮	অনন্ত প্রিয়া বৈষ্ণব	২০০ টাকা
				বেজিমারা	৩৭৯	মহম্মদ আলী	২০০টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯ কৃষি ঋণ				বড়দোয়াল	৩৮০	জনাব আলী	২০০ টাকা
				বেজিমারা	৩৮১	আসগর ,,	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৩৮২	বিপিন চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				আরালিয়া	৩৮৩	রাজকুমার সরকার	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৩৮৪	ঈসব আলী	২০০ টাকা
				পূর্ব জুমারধেপা	৩৮৫	অসন মোহন মরসুম	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৩৮৬	চিন্তাহরণ দেবনাথ	২০০ টাকা
				ঘ্রানতলী	৩৮৭	কেরবান আলী	২০০ টাকা
				সেবাপুর	৩৮৮	কাজিম আলী	২০০ টাকা
				ঘ্রানতলী	৩৮৯	শচিরানি দেবী	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৩৯০	নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরমা	২০০ টাকা
				বেজিমারা	৩৯১	আমির হোসেন	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৯২	সোনাতন দাস	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৩৯৩	রবিন্দ্র নাথ ঘোষ	২০০ টাকা
				সেবাপুর	৩৯৪	বিরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২০০ টাকা
				খাস চৌমুহনী	৩৯৫	মনোরঞ্জন দে	২০০ টাকা
				সেবাপুর	৩৯৬	কুঞ্জবাসী মজুমদার	২০০ টাকা
				ঐ	৩৯৭	প্রফুল্ল কুমার সাহা	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৩৯৮	সুরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	১৯৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ		মোহনভোগ	৩৯৯	চারু চন্দ্র দত্ত	২০০ টাকা
				বেঙ্গিমারা	৪০০	আবদুল জব্বর	২০০ টাকা
				কামরাঙ্গাতলী	৪০১	হরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪০২	হরিমোহন ঘোষ	২০০ টাকা
				ঐ	৪০৩	চিন্তাহরণ দেবনাথ	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৪০৪	শচিন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪০৫	কুঞ্জমোহন দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৪০৬	যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৪০৭	হেমেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৪০৮	শশী কৈবরত দাস	২০০ টাকা
				মতিনগর	৪০৯	মনমোহন সরকার	২০০ টাকা
				ভ্রানতলি	৪১০	জয়কুমার চক্রবর্তী	২০০ টাকা
				ঐ	৪১১	হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলছর	৪১২	সতিশ চন্দ্র নম:	২০০ টাকা
				মোহনভোগ	৪১৩	নন্দ কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪১৪	রসরাজ চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪১৫	নিরোদ চন্দ্র দেবনাথ	২০০ টাকা
				ভ্রানতলি	৪১৬	লাল মোহন দাস	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলছর	৪১৭	নিবারণ চন্দ্র রায়	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯ কৃষি ঋণ				জগত রামপুর	৪১৮	গংগামনি ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				ঐ	৪১৯	নারায়ণ চন্দ্র ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪২০	সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	১৫০ টাকা
				জগতরামপুর	৪২১	প্রকাশ চন্দ্র ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৪২২	সোনাতন নম	২০০ টাকা
				জগতরাম পুর	৪২৩	বিষ্ণু কুমার ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				ঐ	৪২৪	পারু রায় ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				খাসচৌমোহনী	৪২৫	বসত আলী মহসীন	২০০ টাকা
				বেঙ্গিমারা	৪২৬	আবদুর রহমান মহসীন	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৪২৭	জগবন্ধু দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৪২৮	সঞ্জয় চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				উরমাই	৪২৯	উন্নুস মিঞা	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪৩০	সুমিত্রাময়ী চৌধুরী	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৪৩১	আপচারুদ্দিন	২০০ টাকা
				ঐ	৪৩২	আবদুল গাজী	২০০ টাকা
				ঐ	৪৩৩	মনু মিঞা	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৪৩৪	অবনি কুমার চক্রবর্তী	২০০ টাকা
				কমলনগর	৪৩৫	গোপীনাথ সরকার	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৪৩৬	ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			বেঙ্গিমারা	৪৩৭	সুবুধ চন্দ্র লস্কর	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪৩৮	মিনত আলী	২০০ টাকা
				ঐ	৪৩৯	শীতল চন্দ্র বক্সী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪৪০	মতিলাল ঘোষ	২০০ টাকা
				সেভাপুর	৪৪১	বদর আলী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়া	৪৪২	হারাণ চন্দ্র মজুমদার	২০০ টাকা
				বড়দোয়াল	৪৪৩	নরেন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪৪৪	বেনুলাল সাহা	২০০ টাকা
				কলমছড়া	৪৪৫	জগবন্ধু রায়	২০০ টাকা
				বেঙ্গিমারা	৪৪৬	ইদ্রিস মিঞা মজুমদার	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪৪৭	নোয়াব আলী	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৪৪৮	মনমোহন পাল	২০০ টাকা
				চণ্ডীগর	৪৪৯	অমূল্য চন্দ্র পাল	২০০ টাকা
				ঐ	৪৫০	দীনবন্ধু দালাল	২০০ টাকা
				বেজীমারা	৪৫১	আমোদ আলী	২০০ টাকা
				মোহনভোগ	৪৫২	ক্ষীরোদ চন্দ্র সূত্রধর	২০০ টাকা
				বেজীমারা	৪৫৩	আবদুর সুবান	২০০ টাকা
				খাসচৌমুহনী	৪৫৪	শীতল চন্দ্র সরকার	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪৫৫	লাল মিঞা	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			খেদাবাড়ী	৪৫৬	বঙ্ক চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				চণ্ডীগড়	৪৫৭	বিমল চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				ঐ	৪৫৮	কমল রঞ্জন আচার্যী	২০০ টাকা
				সুভাপুর	৪৫৯	দীনেশ চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				মোহনভোগ	৪৬০	তরণী সূত্রধর	২০০ টাকা
				কুলুবাড়ী	৪৬১	নক্ষত্র কুমার দাস	২০০ টাকা
				চণ্ডাল	৪৬২	নরেশ চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				তেলকাজলা	৪৬৩	নিরঞ্জন মজুমদার	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলছড়	৪৬৪	জলধর শীল	২০০ টাকা
				মেলাঘর	৪৬৫	যোগেন্দ্র চন্দ্র বক্সি	২০০ টাকা
				ঐ	৪৬৬	দীনেশ চন্দ্র বক্সি	২০০ টাকা
				পূর্ব চৌমুহনী	৪৬৭	রমেশ চন্দ্র শীল	২০০ টাকা
				চণ্ডীগড়	৪৬৮	আনন্দ চরণ রায়	২০০ টাকা
				উরমাই	৪৬৯	সুলতান মিঞা	২০০ টাকা
				পশ্চিম নলছড়	৪৭০	শরত চন্দ্র সরকার	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৪৭১	উপেন্দ্র চন্দ্র দাস	২০০ টাকা
				ঐ	৪৭২	কানাইলাল দাস	২০০ টাকা
				বড়পাথর	৪৭৩	হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	২০০ টাকা
				চৌমুহনী	৪৭৪	মনমোহন দেবনাথ	২০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			চণ্ডীগড়	৪৭৫	মাখনলাল দত্ত	২০০ টাকা
				বেজীমারা	৪৭৬	মুকতুল হুসেন	১৫০ টাকা
				চণ্ডীগড়	৪৭৭	নরেন্দ্র কিশোর দেব	২০০ টাকা
				ঐ	৪৭৮	মনোরঞ্জন দেব	২০০ টাকা
				ঝরঝরিয়া	৪৭৯	কেরামত আলী	১৫০ টাকা
				থাতালিয়া	৪৮০	জামিনি কুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৪৮১	দেবেন্দ্র চন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				জগতরামপুর	৪৮২		
				ঐ	৪৮৩	দুর্গাকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				চণ্ডীগড়	৪৮৪	দৈত্যমনি ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				তেলকাজলা	৪৮৫	হলধর দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৪৮৬	গোপাল চন্দ্র নম	২৫০ টাকা
				জগতরামপুর	৪৮৭	অক্ষয় কুমার নাহা	২৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৪৮৮	ঠান্দাকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				কলমছড়া	৪৮৯	গরমশ্রী নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				পশ্চিম নলছড়	৪৯০	শ্যামলাসুন্দরী দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৪৯১	প্রাণেশ্বর দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৪৯২	নারায়ণ চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৪৯৩	কৃষ্ণ চন্দ্র নম	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯ কৃষি ঋণ				পশ্চিম নলচর	৪৯৪	হলধর দাস	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	৪৯৫	নির্ম্মলা সুন্দরী চক্রবর্ত্তী	২০০ টাকা
				কামরাঙ্গাতলি	৪৯৬	গোবিন্দ চন্দ্র সূত্রধর	২০০ টাকা
				কুখিজলা	৪৯৭	অতুল চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				ঐ	৪৯৮	জগবন্ধু সরকার	২৫০ টাকা
				পশ্চিম নলচর	৪৯৯	নারায়ণ চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৫০০	যোগেন্দ্র চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				চন্দুল	৫০১	রজনী কান্ত মজুমদার	২৫০ টাকা
				শেঙ্ক মারা	৫০২	অনিল চন্দ্র শীল	২৫০ টাকা
				মেল ঘর	৫০৩	নরেন্দ্র চন্দ্র কর	১০০০ টাকা
				বেঙ্গীমারা	৫০৪	ছিদ্দিকুর রহমান	২০০ টাকা
				রহিমপুর	৫০৫	সামসুমিয়া	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৫০৬	জগৎচন্দ্র দেবনাথ	২৫০ টাকা
				গুনগর	৫০৭	গঙ্গাচরণ দাস	২০০ টাকা
				আনন্দপুর	৫০৮	প্যারীমোহন দে	২৫০ টাকা
				নির্ভয়পুর	৫০৯	আদিত্য কুমার মজুমদার	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫১০	সতীশ চন্দ্র পাল	২৫০ টাকা
				তক্ষপাড়া	৫১১	যজ্ঞেশ্বর দেবনাথ	২৫০ টাকা
				পুবজমেংঢেপা	৫১২	বিপিন চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			চণ্ডিগড়	৫১৩	আনন্দমোহন সাহা	২৫০ টাকা
				টেক্কাজিল	৫১৪	বেহারী নমঃ	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫১৫	বালকমুনি ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				টেক্কাজিল	৫১৬	মনুভোষণ সরকার	২৫০ টাকা
				নিদয়া	৫১৭	বিনয় ভূষণ চক্রবর্তী	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫১৮	বিষ্ণাকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
১৯৬৯-৭০	কৃষি ঋণ	২২,০০০·০০	২২,০০০·০০	পূর্ব্ব জুমের ডেফা	৫১৯	অধরচন্দ্র দেবনাথ	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫২০	অন্নহরি ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৫২১	সুভাষ চন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫২২	বিশুকুমার ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫২৩	উপেন্দ্র চন্দ্র ,,	২৫০ টাকা
				বৈশখলা	৫২৪	মনমোহন দাস	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫২৫	সাধন চন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				খাস চৌমুহনী	৫২৬	ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ভৌমিক	২৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৫২৭	নিশিকুমার নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				মেলাঘর	৫২৮	মনছুর আহমদ ভূঁইয়া	৭০০ টাকা
				আশাবাড়ী	৫২৯	ছায়ারাণী ভৌমিক	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৫৩০	সুশীলাসুন্দরী দাস	২৫০ টাকা

১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৯-০০ কৃষি ঋণ			ঐ	৫৩১	সূর্য্য কুমার দেব	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৩২	গৌরাঙ্গ ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৩৩	অম্বা চন্দ্র ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৩৪	জগৎবন্ধু ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৩৫	পূর্ণ ,,	২৫০ টাকা
				কাঁঠালিয়া	৫৩৬	হরিচরণ ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৩৭	জামিরায় ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৩৮	চন্দ্রকুমার ,,	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৫৩৯	বিশুচন্দ্র ,,	২৫০ টাকা
				কাঁঠালিয়া	৫৪০	শ্যামাপদ ,,	২৫০ টাকা
				সোনামুড়া	৫৪১	পার্শ্বনাথ দে	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৪২	লালা চন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				রহিমপুর	৫৪৩	আবদুল গফর	২৫০ টাকা
				বথনবাড়ী	৫৪৪	হবিবুর রহমান	২৫০ টাকা
				বক্সনগর	৫৪৫	জলধর দাস	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৪৬	হরিচরণ দাস	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৪৭	ব্রজমোহন মুড়াসিং	২৫০ টাকা
				কলমচৌমুড়া	৫৪৮	ক্ষীরোদ কুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৪৯	যতীন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	কৃষি ঋণ			কলসীমুড়া	৫৫০	কতুবাসী সরকার	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৫১	রাজমোহন সরকার	২৫০ টাকা
				কাঠালিয়া	৫৫২	কৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৫৫৩	শ্যামাপদ ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				দূর্লভনারায়ণপুর	৫৫৪	শ্রীনাথ দেবনাথ	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৫৫	প্রাণমোহন ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				উত্তর তৌবান্দল	৫৫৬	সুভাকন্যা মুড়াসিং	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৫৭	মক্রম আলী	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৫৮	বৈকুন্ঠকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				হৃন্দুল	৫৫৯	জগৎহরি নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				তৈবান্দল	৫৬০	সোনামণি নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৬১	পূর্ণবাসী মুড়াসিং	২৫০ টাকা
				তৈবান্দল	৫৬২	রাজারাম নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				তক্ষপাড়া	৫৬৩	অহিরাণী দাস	২৫০ টাকা
				কাঠালিয়া	৫৬৪	কৃষ্ণপদ্ম ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৬৫	অনন্তকুমার আচার্যী	২০০ টাকা
				দূর্লভনারায়ণ	৫৬৬	রজনী কুমার দে	২০০ টাকা
				মতিনগর	৫৬৭	ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে	২৫০ টাকা
				কুলুবাড়ী	৫৬৮	হাকিম আলী	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০ কৃষি ঋণ				জগৎরামপুর	৫৬৯	সজনবাসী ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭০	রবীন্দ্র কুমার ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭১	সুরেন্দ্র কুমার মুড়াসিং	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭২	তমাল চন্দ্র ত্রিপুরা	২০০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৫৭৩	শ্রীমন্ত কুমার দেবনাথ	২০০ টাকা
				নিদয়া	৫৭৪	চিন্তাহরণ পাল	২০০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৭৫	অষ্টকুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭৬	অনন্তকুমার ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭৭	অনন্তমণি ,,	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭৮	সৈবাস মুড়াসিং	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৭৯	সোনাতন ,,	২৫০ টাকা
				পঃ নলচর	৫৮০	মুকুন্দ চন্দ্র দেবনাথ	২৫০ টাকা
				ঐ	৫৮১	দ্বিজেন্দ্র লাল দত্ত	২০০ টাকা
				মোহনভোগ	৫৮২	ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব	২০০ টাকা
				কলসীমুড়া	৫৮৩	অখিল চন্দ্র আচার্য্য	২৫০ টাকা
				মনারচাক	৫৮৪	অতুল চন্দ্র দে	২৫০ টাক
				কমলনগর	৫৮৫	জাগরবন্ধু দাস	২৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৫৮৬	মনমোহন দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				কুলুবাড়ী	৫৮৭	প্রফুল্ল চন্দ্র চন্দ	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			বীরেন্দ্রনগর	৫৮৮	হারাধন নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				আনন্দপুর	৫৮৯	লালমোহন বিশ্বাস	২৫০ টাকা
				নবদ্বীপচন্দ্রনগর	৫৯০	হারান চন্দ্র মজুমদার	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৫৯১	নবচন্দ্র ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				আরালিয়া	৫৯২	সতীশ চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				মুরাতলা	৫৯৩	সুবাস চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	৫৯৪	মনমোহন দেবনাথ	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	৫৯৫	ক্ষীরোদচন্দ্র শীল	২৫০ টাকা
				মনারচাক	৫৯৬	রমেশ চন্দ্র কর্মকার	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	৫৯৭	দেবেন্দ্র চন্দ্র লস্কর	২৫০ টাকা
				চাকমাপাড়া	৫৯৮	মধুমঙ্গল ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				দুর্লভ নারায়ণ	৫৯৯	রেবতী মোহন লোধ	২৫০ টাকা
				ঐ	৬০০	রমনী মোহন দাস	২৫০ টাকা
				চৌমুহনী	৬০১	দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক	২৫০ টাকা
						মোট—	
১৯৭০-৭১	কৃষি ঋণ	১৭,৫০০	১৭,৫০০	জগৎরামপুর	৬০২	মিলন রাই ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				মনারচাক	৬০৩	হরিমোহন শীল	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০-৭১	কৃষিঋণ			মোহন ভূগ	৬০৪	চন্দ্রমনি নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				ঐ	৬০৫	শরৎ কুমার	২৫০ টাকা
				চৌন্দুল	৬০৬	ললিত মোহন দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				নবদ্বীপ চন্দ্রনগর	৬০৭	প্রিয়বালা রায়	২৫০ টাকা
				কাঠালিয়া	৬০৮	বিদ্যা কুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				জগৎ রামপুর	৬০৯	শ্যামল কস্মী	২৫০ টাকা
				মোহন ভূগ	৬১০	রামকেশব দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ঐ	৬১১	পুর্ণমানী নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				মোহন ভূগ	৬১২	শ্যামা পদ ,,	২২০ টাকা
				ঐ	৬১৩	নন্দকুমার ,,	২৫০ টাকা
				তকৃসাপাড়া	৬১৪	সারদাচরণ দাস	২৫০ টাকা
				আরালিয়া	৬১৫	দীলিপ চন্দ্র মজুমদার	২৫০ টাকা
				কামরাঙ্গাতলী	৬১৬	প্রকাশ চন্দ্র সেন	২৫০ টাকা
				পঃ নলছর	৬১৭	চারু মিঞা	২৫০ টাকা
				বগাবাসা	৬১৮	অনিল রুদ্র পাল	২৫০ টাকা
				গ্রামতলী	৬১৯	সুধীর সরকার	২৫০ টাকা
				বীরেন্দ্রনগর	৬২০	দ্বারিকা নাথ পাল	২৫০ টাকা
				কলসীমুড়া	৬২১	হরেন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				মহেশপুর	৬২২	রঙ্গহরি পাল	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০-৭১	কৃষি ঋণ			কলসীমূড়া	৬২৩	রাধাবল্লভ দাস	২৫০ টাকা
				চৌমুহনী	৬২৪	জুতিলাল দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬২৫	মনোরমা দে	২৫০ টাকা
				মনারচক্	৬২৬	নলিনচন্দ্র পাল	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬২৭	সুরামনি দেবনাথ	২৫০ টাকা
				দঃ তৈবন্দল	৬২৮	বজবিহারী পাল	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬২৯	রাধাকৃষ্ণ দেবনাথ	২৫০ টাকা
				কমলনগর	৬৩০	নিত্য কিমর দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬৩১	বৈরাম কুমার ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				মতীনগর	৬৩২	ধনুকুমার "	২৫০ টাকা
				শোভাপুর	৬৩৩	মহেন্দ্র চন্দ্র শীল	২৫০ টাকা
				মোহনভুগ	৬৩৪	অশ্বিনি কুমার নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৩৫	সিন্দু কুমার দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৩৬	পুনিপদ নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৩৭	দেবধন নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৩৮	নৈপদা "	২৫০ টাকা
				মোহনভুগ	৬৩৯	শ্রবন কুমার নয়াতিয়া	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৪০	পুর্ণকুমার "	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৪১	কার্ত্তীক দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০-৭১	কৃষি ঋণ						
				মোহনভুগ	৬৪২	রজনীকান্ত	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬৪৩	আনন্দচরন সরমা	২৫০ টাকা
				মনারচাক	৬৪৪	সরুজ মিয়া	২৫০ টাকা
				বগাবাসা	৬৪৫	জিতেন্দ্র রুদ্র পাল	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৪৬	সুনীল "	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৬৪৭	জগদীশ পাল	২৫০ টাকা
				কুলুবাড়ী	৬৪৮	রসমনি দাস	২৫০ টাকা
				ক্ষুদাবাড়ী	৬৪৯	ভানু সিং রায়	২৫০ টাকা
				উর্মাই	৬৫০	কৃষ্ণবলি ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				মনারচাক	৬৫১	আবদুল অজিজ	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৬৫২	সচিমোহন দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৫৩	অমরচান্দ বিশ্বাস	২৫০ টাকা
				শোভাপুর	৬৫৪	রাখাল দাস	২৫০ টাকা
				তকমা পাড়া	৬৫৫	সুরেন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
১৯৭১-৭২	কৃষি ঋণ	৫,০০০	৫,০০০				
				মেলাঘর	৬৫৬	যোগেশ চন্দ্র লস্কর	২৫০ টাকা
				ধনপুর	৬৫৭	সুরেন্দ্র ভৌমিক	২৫০ টাকা
				বেজামারা	৬৫৮	বিপন চন্দ্র লস্কর	২৫০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	কৃষি ঋণ			তৈজিলিং	৬৫৯	বীরমোহন দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				চৌমুহনী	৬৬০	ভলু কুমারী দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				বড়দোয়াল	৬৬১	ফজর আলী	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৬৬২	সুফিয়া খাতুন	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৬৬৩	নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৬৬৪	ফারজ্ঞ বালা লস্কর	২৫০ টাকা
				মেলাঘর	৬৬৫	অনাথবন্ধু পাল	২৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৬৬৬	পরিক্ষিত দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৬৭	সুক্তমনি দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা
				আনন্দপুর	৬৬৮	প্যারীমোহন দে	২৫০ টাকা
				মতিনগর	৬৬৯	রাইমোহন নমঃ	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৬৭০	সৈয়দ আলী	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৬৭১	অবিনাশ বৈশ্য	২৫০ টাকা
				উরমই	৬৭২	হরিভক্ত ত্রিপুরা	২৫০ টাকা
				জগৎরামপুর	৬৭৩	ব্রজমোহন মুরসিং	২৫০ টাকা
				খেদাবাড়ী	৬৭৪	শরত চন্দ্র দাস	২৫০ টাকা
				ঐ	৬৭৫	গৌবিন্দ ভৌমিক	২৫০ টাকা

তারকা চিহ্ন বিহীন ২২৮ নং প্রশ্নের (১) ও (২) অংশের উত্তরের পরিশিষ্ট।

১৯৬৬-৬৭ ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় দাদন ঋণের বরাদ্দ ও বিবরণ।

বৎসর	ঋণের নাম	সোনামুড়া মহকুমার জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ	মৌজা ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতাদের নাম			টাকার পরিমাণ
				মৌজার নাম	ঋণ গ্রহীতাদের ক্রমিক নম্বর	ঋণ গ্রহীতাদের নাম	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৬-৬৭	দাদন ঋণ	৬,০০০·০০	৬,০০০·০০	দমদমা	১	শ্রীদুখীরাম ত্রিপুরা	
				সোনামুড়া	২	,, সুখীরাম ত্রিপুরা	টা ৩৫০·০০
				তহশীল কাছারী	৩	,, হিরণ্য কুমার ত্রিপুরা	প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৪	,, সুরজ্ঞালক্ষ্মী ত্রিপুরা	হারে
					৫	,, প্রসন্ন কুমার ত্রিপুরা	
					৬	,, কন্যাচন্দ্র ত্রিপুরা	
					৭	,, চিত্র কুমার ত্রিপুরা	
				কচিগঙ্গা	৮	শ্রীনিরণ দেববর্ম্মা	টা ৩০০·০০
				(নলছর)	৯	,, পূর্ণসাধু জমাতিয়া	প্রত্যেককে ০ টাকা
					১০	,, গ্রহান্ত কুমার জমাতিয়া	হারে
					১১	,, খগেন্দ্র জমাতিয়া	
					১২	,, দুর্গা মোহন জমাতিয়া	
					১৩	,, ক্ষত্রি দয়ান জমাতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	দাদন ঋণ			রাঙামুড়া ঐ	১৪	শ্রীবিজ্ঞা কুমার ত্রিপুরা	টা ২০০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৫	" সিধি কুমার ত্রিপুরা	
					১৬	" বরজা কুমার ত্রিপুরা	
					১৭	" নাতাই কুমার ত্রিপুরা	
				মনাইপাথর	১৮	শ্রীপনচপদ ত্রিপুরা	টাকা ৩৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					১৯	" পুনিপদ ত্রিপুরা	
					২০	" শীনকুমার ত্রিপুরা	
					২১	" রামবাবু ত্রিপুরা	
					২২	" বমরায় ত্রিপুরা	
					২৩	" আনন্দ কুমার ত্রিপুরা	
					২৪	" অনু চন্দ্র ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭ দাদন ঋণ				মনাইপাথর	২৫	শ্রীবিধুচাঁদ ত্রিপুরা	টাকা ৩৫০.০০ প্রত্যেকে ৫০ টা হারে
					২৬	,, জৈষ্ঠরায় ত্রিপুরা	
					২৭	,, চন্দ্রপদ ত্রিপুরা	
					২৮	,, বুধিরায় ত্রিপুরা	
					২৯	,, হরাই ত্রিপুরা	
					৩০	,, রায়পদ ত্রিপুরা	
					৩১	,, গঙ্গাজয় ত্রিপুরা	
				মনাইপাথর	৩২	শ্রীসিন্ধুকুমার ত্রিপুরা	১৫০ টাকা প্র.ত্যকে ৫০ টাকা হারে
					৩৩	” রাইন কুমার ত্রিপুরা	
					৩৪	,, চৈত্র কুমার ত্রিপুরা	
				থলিবাড়ী	৩৫	শ্রীলীলা চন্দ্র ত্রিপুরা	টাকা ১৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩৬	” বাঁশী রায় ত্রিপুরা	
					৩৭	,, টাকীরায় ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	দাদন ঋণ			কলিখলা	৩৮	শ্রীআনন্দ রায় ত্রিপুরা	টা ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৩৯	„ রতন ত্রিপুরা	
					৪০	„ দয়াল চাঁন্দ ত্রিপুরা	
					৪১	„ ইন্‌স্‌পেক্টর ত্রিপুরা	
				কলিরাম	৪২	শ্রীকান্তামনি জমাতিয়া	টাকা ৩৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাঃ হারে
					৪৩	„ খিরোজা জমাতিয়া	
					৪৪	„ খিচটাং জমাতিয়া	
					৪৫	„ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র জমাতিয়া	
					৪৬	„ কলি দেবী জমাতিয়া	
					৪৭	„ ইন্দ্রমোহন জমাতিয়া	
					৪৮	„ রাম কেশব জমাতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬ ৬৭	দাদন ঋণ			কলিরাম	৪৯	শ্রীগৌরাঙ্গ হরি জমাতিয়া	
					৫০	" চন্দ্র কেশব জমাতিয়া	
					৫১	" থিতু জমাতিয়া	
					৫২	" রামসাধু জমাতিয়া	
					৫৩	" ললিত ভাদ্র জমাতিয়া	টাকা ৪০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫৪	" নবীন চন্দ্র জমাতিয়া	
					৫৫	" অভয় কুমার জমাতিয়া	
					৫৬	" বিন্দাদূতী জমাতিয়া	
				মোহনভোগ	৫৭	শ্রীশ্রবন চন্দ্র দেববর্ম্মা	
					৫৮	" রথ চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					৫৯	" হৃদয় বাসী দেববর্ম্মা	
					৬০	" বনমালী দেববর্ম্মা	
					৬১	" বীরেন্দ্র কেশব দেববর্ম্মা	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৬২	" পুনিপদ নোয়াতিয়া	
					৬৩	" পুনি কুমার দেববর্ম্মা	
					৬৪	" অনন্ত কুমার নোয়াতিয়া	
					৬৫	" প্রসন্ন কুমার জমাতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৬৬	শ্রীহরিরায় নোয়াতিয়া	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৬৭	,, পাট কুমার নোয়াতিয়া	
					৬৮	,, আনন্দ বাশী নোয়াতিয়া	
					৬৯	,, শশিপদ নোয়াতিয়া	
					৭০	,, বিক্রমবী নোয়াতিয়া	
				মোহনভোগ	৭১	শ্রীসুবর্ণ কুমার দেববর্মা	ঐ
					৭২	,, রজনী কুমার দেববর্মা	
					৭৩	,, বিহারী কুমার দেববর্ম্মা	
					৭৪	,, ব্রজ গোপাল দেববর্ম্মা	
					৭৫	,, দেবধন নোয়াতিয়া	
				মোহনভোগ	৭৬	শ্রী.দবেন্দ্র চন্দ্র নোয়াতিয়া	ঐ
					৭৭	,, বাহাদুর নোয়াতিয়া	
					৭৮	,, পুর্ণমনি নোয়াতিয়া	
					৭৯	,, বিপীন দেববর্ম্মা	
					৮০	,, ফাগুন নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬-৬৭	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৮১	শ্রীপরিক্ষিৎ দেববর্ম্মা	টা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৮২	„ কার্ত্তিক কুমার দেববর্ম্মা	
					৮৩	„ সুক্রীমনি দেববর্মা	
					৮৪	„ মনিপদ দেববর্মা	
					৮৫	„ বন্ধু কুমার দেববর্মা	
				মোহনভোগ	৮৬	শ্রীশশি কুমার নোয়াতিয়া	ঐ
					৮৭	„ অলিন্দ্র নোয়াতিয়া	
					৮৮	„ মোহন্তি নোয়াতিয়া	
					৮৯	„ পুষ্পহরি নোয়াতিয়া	
					৯০	„ নিত্যপদ নোয়াতিয়া	
				মোহনভোগ	৯১	শ্রীরতন চন্দ্র নোয়াতিয়া	ঐ
					৯২	„ শশীনন্দ নোয়াতিয়া	
					৯৩	„ কুঞ্জমোহন দেববর্ম্মা	
					৯৪	„ হৃদয় কুমার দেববর্ম্মা	
					৯৫	„ রামকেশব দেববর্ম্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৬-৬৭	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৯৬	শ্রীযদুমনি নোয়াতিয়া	টা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯৭	" নালন কুমার নোয়াতিয়া	
					৯৮	" জনতা কুমার নোয়াতিয়া	
					৯৯	" বিশ্বহরি নোয়াতিয়া	
					১০০	" বীরতাপ নোয়াতিয়া	
				মোহনভোগ	১০১	শ্রীনিরাহু দেববর্ম্মা	ঐ
					১০২	" প্রোতিনন্দ নোয়াতিয়া	
					১০৩	" বনহরি নোয়াতিয়া	
					১০৪	" গোপেশ্বর নোয়াতিয়া	
					১০৫	" সোনাপদ নোয়াতিয়া	
				মোহনভোগ	১০৬	শ্রীপুষ্প ধন নোয়াতিয়া	ঐ
					১০৭	" ব্রজবাসী দেববর্ম্মা	
					১০৮	" বিজয় দেববর্মা	
					১০৯	" নবদ্বীপ নোয়াতিয়া	
					১১০	" বিক্রমণি দেববর্ম্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৬-৬৭ দাদন ঋণ			বীরেন্দ্রনগর	১১১	শ্রীশ্যামি কুমার ত্রিপুরা	টা ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১১২	" অভি চন্দ্র নোয়াতিয়া	
					১১৩	" বিশ্বসিং নোয়াতিয়া	
					১১৪	" ভদ্র কুমার নোয়াতিয়া	
				ঊর্মি	১১৫	শ্রীদিনেশ দেববর্ম্মা	টা ২০০·০০ প্রত্যেককে প্রত্যেককে ৫০ হারে
					১১৬	" গোপাল দেববর্ম্মা	
					১১৭	" বিশুরাম দেববর্ম্মা	
	১৯·৭.৬৮ দাদন ঋণ	;,০০০	২,০০০		১১৮	" শিথিরায় দেববর্মা	
					১১৯	" রোহিনী দেববর্ম্মা	
					১২০	" বীর কুমার দেববর্ম্মা	
							মোট—৬০০·০০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৭-৬৮	দাদন ঋণ			মনাই সাতার	১২১	শ্রীবিদ্যামোহন নয়াতিয়া	টাঃ ৩০০'০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১২২	,, বৈশাখ রাই ,,	
					১২৩	,, চান্দমনি ,,	
					১২৪	,, যোধাহরি ,	
					১২৫	,, বর্ণকুমার ,,	
					১২৬	,, কামিনী কুমার ,,	
				দক্ষিণ তাইবন্দল	১২৭	,, ভথিরাই ত্রিপুরা	টাঃ ২৫০'০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১২৮	,, রাজামনি ,,	
					১২৯	,, দুর্জকুমার মুড়াসিং	
					১৩০	,, বিন্দু কুমার ত্রিপুরা	
					১৩১	,, রথ কুমার ,,	
				উত্তর তৈবন্দল	১৩২	,, বিশ্বশ্যামা মূড়াসিং	ঐ
					১৩৩	,, রামপদ ,,	
					১৩৪	,, মোহনবাসী ,,	
					১৩৫	,, প্রহ্লাদ ,,	
					১৩৬	,, বনমালী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৭-৬৮ দাদন ঋণ							
				উত্তর তৈবন্দল	১৩৭	শ্রীমনিরাই মুড়াসিং	টাকা ২৫০'০০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					১৩৮	,, সোনামনি ,,	
					১৩৯	,, স্বর্ণমনি ,,	
					১৪০	,, রইবা চন্দ্র ,,	
					১৪১	,, অযোধ্যা কুমার ,,	
				দক্ষিণ তৈবন্দল	১৪২	,, জ্যেষ্ঠকুমার মুড়াসিং	২৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৪৩	,, প্রেমানন্দ ,,	
					১৪৪	,, রাইমোহন ,,	
					১৪৫	,, মধুসূদন ,,	
					১৪৬	,, ছবিকুমার ,,	
				ঐ	১৪৭	,, অঙ্গিরাম মুড়াসিং	২৫০টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৪৮	,, বৈকুণ্ঠ ,,	
					১৪৯	,, রবি কুমার ,,	
					১৫০	,, ইন্দ্র কুমার ,,	
					১৫১	,, কনদ্রি ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৭-৬৮	দাদন ঋণ			দক্ষিণ তৈবন্দল	১৫২	শ্রী জমিরাই ত্রিপুরা	টাঃ ২৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১৫৩	” চন্দ্রমনি ”	
					১৫৪	,, ক্ষিরোদচন্দ্র ”	
					১৫৫	” অনন্ত কুমার ,,	
					১৫৬	,, আথিরাই ”	
				খেদাবাড়ী	১৫৭	,, জ্যেষ্ঠ কুমার ,,	টাঃ ২০০·০০ ঐ
					১৫৮	,, ললিত কুমার ,,	
					১৫৯	,, হৃদয় চন্দ্র ”	
					১৬০	,, রাজ কুমার ,,	
							মোট— টা ২০০০·০০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৮-৬৯	দাদন ঋণ	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	দক্ষিণ তৈবন্দল	১৬১	শ্রীরাইচরন ত্রিপুরা	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৬২	,, বাণী কুমার ,,	
					১৬৩	,, সূর্য্যহরি ,,	
					১৬৪	,, রঙ্গ কুমার ,,	
					১৬৫	,, রামভদ্র ,,	
				দক্ষিণ তৈবন্দল	১৬৬	শ্রীমনোহর ত্রিপুরা	টাঃ ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১৬৭	,, ধর্ম্মরাই ,,	
					১৬৮	,, নিত্য রাই ,,	
					১৬৯	,, বিক্রমমনি ,,	
					১৭০	,, রাঘব ,,	
					১৭১	,, কলিকুমার ,,	
				দক্ষিণ তৈবন্দল	১৭২	শ্রীধৈর্য্যমনি ত্রিপুরা	টাকা ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৭৩	,, অষ্টহরি ,,	
					১৭৪	,, ধর্ম্মরাই ,,	
					১৭৫	,, সূর্য্য কুমার ,,	
					১৭৬	,, সূর্য্যপদ ,,	
					১৭৭	,, ফাল্গুন কুমার ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			দক্ষিণ তৈবন্দল	১৭৮	শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ত্রিপুরা	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					১৭৯	,, বাণী কুমার ,,	
					১৮০	,, ভক্ত মনো ,,	
					১৮১	,, স্বরূপ চন্দ্র ,,	
					১৮২	,, ধনুকুমার ,,	
				দক্ষিণ তৈবান্দল	১৮৩	শ্রীবিন্দু কুমার ত্রিপুরা	ঐ
					১৮৪	,, রতনমনি ত্রিপুরা	
					১৮৫	,, শ্যামধান ,,	
					১৮৬	,, আন্নাহরি ,,	
					১৮৭	,, সুনাতন ,,	
				দক্ষিণ তৈবান্দল	১৮৮	শ্রীরবিচন্দ্র ত্রিপুরা	ঐ
					১৮৯	,, কর্ণমনি ,,	
					১৯০	,, বিক্রমনি ,,	
					১৯১	,, ধনিকুমার ,,	
					১৯২	,, সভা চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			গলবাড়ী	১৯৩	শ্রীআন্নাহরি ত্রিপুরা	টাঃ ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১৯৪	,, বালকমুনি ,,	
					১৯৫	,, জগবন্ধু ,,	
					১৯৬	,, গোবিন্দ চন্দ্র ,,	
				গলবাড়ী	১৯৭	শ্রীভীম চন্দ্র ত্রিপুরা	টাঃ ১৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					১৯৮	,, অগন চন্দ্র ,,	
					১৯৯	,, নিত্যবাসি ,,	
				মোহন ভোগ	২০০	শ্রীশচীমোহন নোয়াতিয়া	টাঃ ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					২০১	,, ললীন্দ্র ,,	
					২০২	,, সোনাহরি ,,	
					২০৩	,, শ্যামকুমার ,,	
					২০৪	,, দৈত্যপদ ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৮-৬৯ দাদন ঋণ				মোহন ভোগ	২০৫	শ্রীমঙ্গল সিং দেববর্ম্মা	টা ২৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					২০৬	,, ধনপদ ,,	
					২০৭	,, নিশিকুমার ,,	
					২০৮	,, গগননাথ ঠাকুর	
					২০৯	,, সুবল চন্দ্র দেববর্ম্মা	
				মোহনভোগ	২১০	শ্রীললিতমোহন নোয়াতিয়া	টা ৩০০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					২১১	,, হরিকুমার ,,	
					২১২	,, আশ্বিনকুমার ,,	
					২১৩	,, বিক্রমকুমার ,,	
					২১৪	,, ঠাকুরচাঁদ ,,	
					২১৫	,, পুষ্পকুমার দেববর্ম্মা	
				মোহনভোগ	২১৬	শ্রীসুখোরাম দেববর্ম্মা	টাঃ ২৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					২১৭	,, আনন্দপদ নোয়াতিয়া	
					২১৮	,, মতিলাল দেববর্ম্মা	
					২১৯	,, সাবকুমার ,,	
					২২০	,, আন্নাবাসী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬৮-৬৯ দাদন ঋণ			মোহনভোগ	২২১	শ্রীমন্টু কুমার দেববর্মা	টা ২৫০ প্রত্যেককে
					২২২	,, চিতন্দ্রি ,,	৫০ টাকা হারে
					২২৩	,, বিনন্দা ,,	
					২২৪	,, উমেশচন্দ্র ,,	
					২২৫	,, আনন্দ ,,	
				মোহনভোগ	২২৬	শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র নোয়াতিয়া	টা ২৫০·০০ প্রত্যেককে
					২২৭	,, বিশ্বদেব ,,	৫০ টাকা হারে
					২২৮	,, গঙ্গারাম ,,	
					২২৯	,, কমলাকুমার ,,	
					২৩০	,, সিংমনি ,,	
				মোহনভোগ	২৩১	শ্রীজগৎচন্দ্র দেববর্মা	টাঃ ২৫০ প্রত্যেককে
					২৩২	,, হেলেন ,,	৫০ টাকা হারে
					২৩৩	,, নিরঞ্জন ,,	
					২৩৪	,, ঈশ্বরচন্দ্র ,,	
					২৩৫	,, কৈললক্ষ্মী নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	২৩৬	শ্রীসোনারাম নোয়াতিয়া	টাঃ ২৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					২৩৭	,, বিশ্বকুমার ,,	
					২৩৮	,, শ্যামেরবাসী ,,	
					২৩৯	,, নিলমনি ,,	
					২৪০	,, আথালচন্দ্র ,,	
				মোহনভোগ	২৪১	শ্রীপুলিনকুমার নোয়াতিয়া	টাঃ ২৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					২৪২	,, স্বর্ণকুমার দেববর্মা	
					২৪৩	,, দেবকুমার ,,	
					২৪৪	,, পুষ্প কুমার ,,	
					২৪৫	,, বিমল মোহন ,,	
				মোহনভোগ	২৪৬	,, বিপিন চন্দ্র দেববর্ম্মা	ঐ
					২৪৭	,, পরেশ চন্দ্র ,,	
					২৪৮	,, বিক্ষকুমার ,,	
					২৪৯	,, আকুলি কুমার ,,	
					২৫০	,, অলংগ ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			পূর্ব্ব জুমেরডেফা	২৫১	,, পূর্ণভাগ মুরসুম	টা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					২৫২	,, কৃষ্ণ বাহাদুর মুরসুম	
					২৫৩	,, তপই মোহন ,,	
					২৫৪	,, ব্রজনন্দ ,,	
					২৫৫	,, আলম ভগ ,,	
				ঐ	২৫৬	,, পার্তভগ মুরসুম	ঐ
					২৫৭	,, ভক্তিভগ ,,	
					২৫৮	,, সম্প চন্দ্র ,,	
					২৫৯	,, জীমন মোহন ,,	
					২৬০	,, জীমন কুমার ,,	
				চন্দুল	২৬১	,, কৈতারাম দেববর্মা	টা: ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া
					২৬২	,, গাজীকুমার ,,	
					২৬৩	,, বিশাকুমার নোয়াতিয়া	
					২৬৪	,, ফাল্গুন চন্দ্র নোয়াতিয়া	
					২৬৫	,, আসীন চন্দ্র নোয়াতিয়া	
					২৬৬	,, জুরধা কুমার নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			পূর্ব্ব জুমেরডেপা	২৬৭	শ্রীঅভাব বাহাদুর মুরসুম	
					২৬৮	,, গথান বাহাদুর ,,	টা ৪৫০ প্রত্যাককে ৫০ টা হারে
					২৬৯	,, অভাবলাল ,,	
					২৭০	,, সম্পামানিক ,,	
					২৭১	,, ধানুচরণ ,,	
					২৭২	,, বৈঠাক চন্দ্র ,,	
					২৭৩	,, কৃষ্ণমোহন ,,	
					২৭৪	,, এন্দেবাসী ,,	
					২৭৫	,, গৌরমানিক ,,	
				উর্ম্মাই	২৭৬	,, নগরবাসী ত্রিপুরা	টাকা ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাঃ হারে
					২৭৭	,, স্বর্ণকুমার ,,	
					২৭৮	,, অর্ণকুমার ,,	
					২৭৯	,, দুর্জ্জয়মণি ,,	
					২৮০	,, চিন্তামণি ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			মনাইপাথর	২৮১	পর্দ্দাবাসী নোয়াতিয়া	টাকা ২৫০ প্রতেককে্য ৫০ টাকা হারে
					২৮২	বাসুচন্দ্র ,,	
					২৮৩	চন্দ্রমোহন ,,	
					২৮৪	গোদি সিং ,,	
					২৮৫	বাড়িয়া সিং ,,	
				কাঁঠালিয়া	২৮৬	চন্দ্ররায় ত্রিপুরা	টাঃ ১৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					২৮৭	তানু রায় ,,	
					২৮৮	কৃষ্ণকুমার ,,	
				ঐ	২৮৯	মঙ্গলপদ ত্রিপুরা	ঐ
					২৯০	গুরুদাস ,,	
					২৯১	অধুর চন্দ্র ,,	
				থলিবাড়ী	২৯২	পূর্ণচন্দ্র ,,	টাকা ১৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					২৯৩	হরিপদ ,,	
					২৯৪	মঙ্গল চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			উত্তর তৈবান্দল	২৯৫	জয়রাম চৌধুরী	
					২৯৬	বিশুকুমার ত্রিপুরা	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					২৯৭	পুষ্পরাম ,,	
					২৯৮	নন্দকুমার ,,	
					২৯৯	তিলকপাতি ,,	
				জগৎরামপুর	৩০০	চন্দ্রমণি ত্রিপুরা	
					৩০১	ব্রজেন্দ্রকুমার ত্রিপুরা	
					৩০২	সজনরাম ,,	
					৩০৩	বাসকমুনি ..	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৩০৪	সন্ধ্যাকুমার মুরাসিং	
					৩০৫	ললিন্দ্র কুমার মুরাসিং	
					৩০৬	জলিন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			জগৎরামপুর	৩০৭	অভিচরন ত্রিপুরা	টা: ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩০৮	চন্দ্রহরি ত্রিপুরা	
					৩০৯	প্রেমমোহন দেববর্ম্মা	
					৩১০	মিলন রায় ত্রিপুরা	
					৩১১	কৈলাস চন্দ্র ত্রিপুরা	
					৩১২	ব্রজমোহন মুড়াসিং	
				মাক্রোসোপাড়া	৩১৩	রঘুনাথ ত্রিপুরা	টা: ১৭৫ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩১৪	অখিল কুমার ত্রিপুরা	
					৩১৫	রবি কুমার ত্রিপুরা	
					৩১৬	লালমালা হালাম	
					৩১৭	জামিনি চন্দ্র ত্রিপুরা	
					৩১৮	মিলন কুমার ত্রিপুরা	
					৩১৯	তির্থারাম ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			মাক্রোসোপাড়া	৩২০	পঞ্চশ্রী	টাঃ ১১৫.০০ প্রত্যেককে ২৫ টাকা করিয়া
					৩২১	অধীন কন্যা	
					৩২২	করমনি ত্রিপুরা	
					৩২৩	শ্রীমতি বিশ্বকন্যা দেব	
					৩২৪	শ্রীবিজয় লক্ষী ত্রিপুরা	
					৩২৫	,, তমন্ত চন্দ্র ,,	
					৩২৬	,, রাজেন্দ্র ,,	
				মাইক্রসপাড়া	৩২৭	,, রাত্রিপদ ,,	
					৩২৮	,, আশ্বিন ,,	
					৩২৯	,, মোহন রাই ,,	
					৩৩০	,, আশুকুমার ,,	
					৩৩১	,, দুর্জ্জধন দেববর্ম্মা	টাঃ ১১৫ প্রত্যেককে ২৫ টাকা করিয়া
					৩৩২	,, নরেন্দ্র ত্রিপুরা	
					৩৩৩	,, সাগরী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮-৬৯ দাদন ঋণ				মাঃ ক্রসপাড়া	৩৩৪	শ্রীআশারাই ত্রিপুরা	টাকা ২০০'০০ প্রত্যেককে ২৫ টা হারে
				,,	৩৩৫	,, রতন কুমার ,,	
				,,	৩৩৬	,, নউশ্রীলেইয়া হালাম	
				,,	৩৩৭	,, দয়াল বাসী ত্রিপুরা	
				,,	৩৩৮	,, কর্মমনি ,,	
				,,	৩৩৯	,, মঙ্গল কুমার ত্রিপুরা	
				,,	৩৪০	,, বক্রমনি ,,	
				,,	৩৪১	,, বেয়াল কুমার ,,	
				রঘুনাথ ধোপা	৩৪২	শ্রীশোভাপদ মুরাসিং	১২৫টাকা প্রত্যেককে ২৫ টাকা হারে
				ঐ	৩৪৩	,, সুজনবাসী ত্রিপুরা	
				ঐ	৩৪৪	,, চন্দ্রনাথ ,,	
				ঐ	৩৪৫	,, রাইমোহন ,,	
				ঐ	৩৪৬	,, পূর্ণচন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			থালিবাড়ী	৩৪৭	শ্রীদুর্গাস মগ ত্রিপুরা	টা ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
				ঐ	৩৪৮	,, বসন্ত কুমার ,,	
				ঐ	৩৪৯	,, কাশীচন্দ্র ,,	
				ঐ	৩৫০	,, বিশু কুমার ,,	
				ঐ	৩৫১	,, আনন্দ কুমার ,,	ঐ
				ঐ	৩৫২	,, আনন্দ পদ ,,	
				ঐ	৩৫৩	,, প্রাণধন ,,	
				ঐ	৩৫৪	,, বিষ্ণুপতি ,,	
				তৈজিলিং	৩৫৫	,, চন্দ্রবল্লভ দেববর্মা	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩৫৬	,, শ্যামকুমার ,,	
					৩৫৭	,, বীরেন্দ্র ,,	
					৩৫৮	,, অথীরাই ,,	
					৩৫৯	,, রাইমোহন ,,	
					৩৬০	,, মুক্তা চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮-৬৯	দাদন ঋণ			তৈজলিং	৩৬১	শ্রীসূর্য্যমোহন দেববর্মা	টা ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩৬২	,, কুঞ্জমোহন ,,	
					৩৬৩	,, শ্যাম চরণ ,,	
					৩৬৪	,, বিশ্বনাথ ,,	
					৩৬৫	,, রাধামোহন ,,	
					৩৬৬	,, রায়নাপতি ,,	
				চন্দুল	৩৬৭	শ্রীমতিপদ নোয়াতিয়া	টা ২০০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩৬৮	,, বুধিপদ নোয়াতিয়া	
					৩৬৯	,, নিত্যরাই নোয়াতিয়া	
					৩৭০	,, অন্নদা দয়াল নোয়াতিয়া	
						মোট—	১০,০০০·০০ টাকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	দাদন ঋণ	১১,০০০·০০	১১,০০০·০০	কালাবাড়ী	৩৭১	শ্রীজগৎচন্দ্র ত্রিপুরা	
					৩৭২	,, পঞ্চকুমার ,,	টা: ২৫০·০০
					৩৭৩	,, মদন দেববর্ম্মা	প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৩৭৪	,, অভয়চন্দ্র ,,	হারে
					৩৭৫	,, চন্দ্রমোহন ,,	
				কালাবাড়ী	৩৭৬	শ্রীগৌরচন্দ্র দেববর্ম্মা	টা: ৩০০·০০
					৩৭৭	,, ধনচন্দ্র ,,	প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৩৭৮	,, যুক্তমনি ,,	হারে
					৩৭৯	,, সক্কিরাই ,,	
					৩৮০	,, কৃষ্ণনারায়ণ ,,	
					৩৮১	,, বাসিরাম ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	দাদন ঋণ			কলাবাড়ী	৩৮২	শ্রীসবরধন দেববর্মা	৪৫০ টাকা প্রত্যেককে ৪৫ টাকা করিয়া।
					৩৮৩	,, রক্তিমনি ,,	
					৩৮৪	,, বাদল ,,	
					৩৮৫	,, নিদানচন্দ্র ,,	
					৩৮৬	,, বৰ্দ্ধন ,,	
					৩৮৭	,, অধীরচন্দ্র ,,	
					৩৮৮	,, বৈদ্যকুমার ,,	
					৩৮৯	,, মহাশয় ,,	
					৩৯০	,, চৈদমনি ,,	
					৩৯১	,, আথারাই ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			তৈবান্দল	৩৯২	শ্রীদেবত্র মুড়া সিং	টাঃ ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৩৯৩	,, বৈষ্ণবলক্ষী মুড়া সিং	
					৩৯৪	,, সগনলক্ষী ,,	
					৩৯৫	,, বিন্দাদ্যুতি ,,	
					৩৯৬	,, বিষ্ণুকন্যা ,,	
					৩৯৭	,, মিন্দ্ বিবি ,,	
					৩৯৮	,, অথাকতি ,,	
					৩৯৯	,, হরিলক্ষী ,,	
					৪০০	,, অন্নদালক্ষী ,,	
					৪০১	,, রাজ্যলক্ষী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			তৈবান্দল	৪০২	গুপ্তলক্ষ্মী মুড়াসিং	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৪০৩	চন্দ্রলক্ষ্মী ,,	
					৪০৪	তিলকপতি কন্যা ,,	
					৪০৫	ইন্দ্রকন্যা ,,	
					৪০৬	অন্নদা লক্ষ্মী ,,	
					৪০৭	শম্ভুশ্রী ,,	
					৪০৮	প্রভাকি ,,	
					৪০৯	ধনক্তি ,,	
					৪১০	চিকন্তি ,,	
					৪১১	পঞ্চলক্ষ্মী ,,	
				কলাবাড়ী	৪১২	বিশ্বাম্বর দেববর্ম্মা	টা: ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪১৩	অক্ষয় কুমার ,,	
					৪১৪	মনমোহন দেববর্ম্মা	
					৪১৫	মঙ্গলচন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০ দাদন ঋণ				কলাবাড়ী	৪১৬	রামগোপাল দেববর্ম্মা	
					৪১৭	কাথিন ,,	টা ৪০০.০০
					৪১৮	ইশন ,,	প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৪১৯	শরৎ ,,	হারে
					৪২০	বিষ্ণু কুমার ,,	
					৪২১	ক্ষীরোদ চন্দ্র ,,	
					৪২২	প্রেমগোপাল ,,	
				নূতন গঙ্গাবিয়া	৪২৩	পুষ্প কুমার ত্রিপুরা	টা, ২০০.০০
					৪২৪	মনিকুমার ,,	প্রত্যেককে ০ টাকা
					৪২৫	মোহন চন্দ্র দেববর্ম্মা	হারে
					৪২৬	কৃষ্ণমোহন ,,	
				কলাবাড়ী	৪২৭	গোলকবাসী দেববর্মা	
					৪২৮	বিশ্বমনি ,,	টাঃ ৩৫০.০০
					৪২৯	সুবিল্ল ,,	প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৪৩০	অভিরাম ,,	করিয়া

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	দাদন ঋণ			কলাবাড়ী	৪৩১	ভদ্রমণি দেববর্মা	
					৪৩২	নগেন্দ্র দেববর্মা	
					৪৩৩	অভয় কুমার দেববর্মা	
				চন্দুল	৪৩৪	পলন কুমার নোয়াতিয়া	
					৪৩৫	বিন্ধ্যাকুমার ,,	
					৪৩৬	অঙ্গিরাম ,,	
					৪৩৭	কুচিলা ,,	টাঃ ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪৩৮	রবিকন্যা ,,	
					৪৩৯	নিত্যচন্দ্র ,,	
					৪৪০	পদ্মমণি ,,	
					৪৪১	অমূল্য কুমার ,,	
					৪৪২	সর্বকুমার ,,	
					৪৪৩	পথছড়ি ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			চন্দুল	৪৪৪	শ্রীদয়া কুমার নোয়াত্তিয়া	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪৪৫	„ যন্ত্র ” „	
					৪৪৬	„ জয়পদ „	
					৪৪৭	„ অনন্ত মাণিক „	
					৪৪৮	„ রবি কুমার „	
				মনাইপাথর	৪৪৮	শ্রীদীনমোহন নোয়াত্তিয়া	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৪৪৯	„ কাথিন মোহন „	
					৪৫০	„ ক্ষেত্রদা „	
					৪৫১	„ সুরেন্দ্র চন্দ্র „	
					৪৫২	„ প্রেমচন্দ্র „	
					৪৫৩	„ সাধুকুমার ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			উর্ম্মাই	৪৫৪	শ্রীদীনমনি দেববর্ম্মা	টা: ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪৫৫	" মাধব কুমার "	
					৪৫৬	" মোহনবাশী "	
					৪৫৭	" বৈশাখ কুমার "	
					৪৫৮	" রাজমোহন "	
					৪৫৯	" ইন্দ্রকুমার "	
				ঐ	৪৬০	শ্রীগোপাল দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৪৬১	" ব্রজেন্দ্র "	
					৪৬২	" মনচন্দ্র "	
					৪৬৩	" নিবারণ "	
					৪৬৪	" অখিল কুমার "	
				ঐ	৪৬৫	শ্রীইন্দ্রজিত দেববর্ম্মা	টা: ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪৬৬	" লক্ষীরায় "	
					৪৬৭	" মেহের চান্দ "	
					৪৬৮	" উমাচরণ "	
					৪৬৯	" রোহিনী কুমার "	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			তৈজিলিং	৪৭০	শ্রীচন্দ্র শেখর দেববর্মা	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৪৭১	,, সুরেশ চন্দ্র ,,	
					৪৭২	,, হেমন্ত কুমার ,,	
					৪৭৩	,, পরমেশ ,,	
					৪৭৪	,, মুক্তাবাসী ,,	
					৪৭৫	,, দেওয়ান চন্দ্র ,,	
					৪৭৬	,, বীরবাহু ,,	
					৪৭৭	,, যোগেন্দ্র ,,	
					৪৭৮	,, রাজমনি ,,	
					৪৭৯	,, কুসুম চন্দ্র ,,	
				টকপাগভাড়া	৪৮০	শ্রীযামিনী কুমার জমাতিয়া	টাকা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাঃ হারে
					৪৮১	,, দয়াল কুমার ,,	
					৪৮২	,, যুগল কুমার ,,	
					৪৮৩	,, যমশ্রী মুরসুম	
					৪৮৪	,, আশী চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০ দাদন ঋণ				মাইক্রোসোপাড়া	৪৮৫	শ্রীনগেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	টাকা ৫০০·০০ প্রত্যেকে ৫০ টা হারে
					৪৮৬	,, শান্তমনি মুড়াসিং	
					৪৮৭	,, প্রকাশ চন্দ্র ত্রিপুরা	
					৪৮৮	,, বসন্ত কুমার ,,	
					৪৮৯	,, বিক্রম মাণিক ,,	
					৪৯০	,, অধীন কন্যা ,,	
					৪৯১	,, চন্দ্র কুমার ,,	
					৪৯২	,, মিলন কুমার ,,	
					৪৯৩	,, সন্তু কুমার ,,	
					৪৯৪	,, যামিনী চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	দাদন ঋণ			মাইক্রোসোপাড়া	৪৯৫	শ্রীঅশ্বিনী কুমার মুড়াসিং	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৪৯৬	„ যতিন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	
					৪৯৭	„ তীর্থরাই „	
					৪৯৮	„ রবি কুমার „	
					৪৯৯	„ পঙ্কশ্রী „	
					৫০০	„ লাল থাটা হালাম	
					৫০১	„ লালথালুঙ্গা „	
					৫০২	„ সুজনবাসী ত্রিপুরা	
					৫০৩	„ তমাল চন্দ্র „	
				নুতন গজারিয়া	৫০৪	„ রূপচন্দ্র ত্রিপুরা	
					৫০৫	„ অনুকুল দেববর্ম্মা	২৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫০৬	„ দেবেন্দ্র চন্দ্র „	
					৫০৭	„ আরয়ান কুমার „	
					৫০৮	„ হরিমোহন „	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				তৈবান্দল	৫০৯	শ্রীগুপ্তরায় ত্রিপুরা	
৬৯-৭০	দাদন ঋণ				৫১০	" স্বর্ণ কুমার "	টা ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫১১	" দানী কুমার "	
					৫১২	" ধর্মরায় "	
					১১৩	" চন্দ্রমনি "	
					৫১৪	" অশ্বিনী কুমার "	
				দ: তৈবান্দল	৫১৫	" কৃষ্ণভক্ত মুরাসিং	
					৫১৬	" ক্ষেত্রমোহন "	
					৫১৭	" কার্তিক কুমার ত্রিপুরা	টা ৩০০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫১৮	" ঈশব চন্দ্র "	
					৫১৯	" মঙ্গলদি মুরাসিং	
					৫২০	" বিশ্বকুমার "	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ		উঃ তৈবান্দল	৫২১	শ্রীসাধু কুমার	ত্রিপুরা	টাঃ ৩০০'০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
				৫২২	,, মোহনবাসী	,,	
				৫২৩	,, অসিরায়	,,	
				৫২৪	,, দৈত্যরাম	,,	
				৫২৫	,, বাণী কুমার	মুরাসিং	
				৫২৬	,, নৈদারাম	,,	
				৫২৭	—	—	
				৫২৮	—	—	
				৫২৯	—	—	

১৯৬৬—৬৭ ইং হইতে ১৯৭১—৭২ ইং পর্যান্ত সোনামুড়া মহকুমায় দাদন ঋণের বরাদ্দ ও বিতরণ।

বৎসর	ঋণের নাম	সোনামুড়া মহকুমার জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	মোট ঋণের বিতরণের পরিমাণ	মৌজা ভিত্তিক মৌজার নাম	ঋণ গ্রহিতাদের ক্রমিক নম্বর	ঋণ গ্রহিতার নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৯-৭০	দাদন ঋণ						
				দক্ষিণ	৫৩০	শ্রীপক্ক রাত ত্রিপুরা	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
				তৈইবান্দল	৫৩১	,, সাধুচন্দ্র ত্রিপুরা	
					৫৩২	,, স্বরুপ চন্দ্র মুরাসিং	
					৫৩৩	,, মনোহর ত্রিপুরা	
					৫৩৪	,, বিন্দকুমার ,,	
					৫৩৫	,, বারিয়া কুমার ,,	
					৫৩৬	শ্রীবিক্রম মণি ত্রিপুরা	১৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৫৩৭	,, অম্লহারি ,,	
					৫৩৮	,, ডুমাদরাই ,,	

১	২	৩	৪	৫		৭	৮
৬৯-৭০	দাদন ঋণ			তৈইজিলিং	৫৩৯	শ্রীবনমালী লস্কর	টাঃ ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫৪০	„ শোভাকুমার দেববর্ম্মা	
					৫৪১	„ মধুসূধন „	
					৫৪২	„ নিতাই „	
					৫৪৩	„ যোগেন্দ্র „	
				মোহনভোগ	৫৪৪	শ্রীশশীকুমার নোয়াতিয়া	২৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ	টা, ৭,৫০০	টা, ৫০০০		৫৪৫	„ সচিপদ „	
					৫৪৬	„ প্রসন্ন কুমার „	
					৫৪৭	„ হরিরাই „	
					৫৪৮	„ সুর্য্যমনি „	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			উরমাই	৫৪৯	শ্রীসূর্য্যমনি দেববর্ম্মা	২০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৫৫০	,, দত্যকুমার ত্রিপুরা	
					৫৫১	,, গোলকহরি দেববর্মা	
					৫৫২	,, শুভঙ্কর ,,	
				ঐ	৫৫৩	,, বামবাহাদুর ত্রিপুরা	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৫৫৪	,, অভিমুন্য ,,	
					৫৫৫	,, বিনোদ ,,	
					৫৫৬	,, ভাগ্যকুমার ,,	
					৫৫৭	,, রুপচান্দ ,,	
					৫৫৮	,, পদ্ম কুমার ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-৭১	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৫৫৯	শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র দেববর্ম্মা	
					৫৬০	,, পদ্ম চন্দ্র নোয়াতিয়া	টাকা ৩৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫৬১	,, বাহাদুর নোয়াতিয়া	
					৫৬২	” যুদ্ধমনি নোয়াতিয়া	
					৫৬৩	” রাজকুমার নোয়াতিয়া	
					৫৬৪	” জৈবানন্দা নোয়াতিয়া	
					৫৬৫	” মুশাক কুমার নোয়াতিয়া	
				বীরেন্দ্রনগর	৫৬৬	শ্রীহরিচন্দ্র নোয়াতিয়া	
					৫৬৭	” বিশুপদ নোয়াতিয়া	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৫৬৮	” কান্তরাম নোয়াতিয়া	
					৫৬৯	,, আন্না কুমার ত্রিপুরা	
					৫৭০	,, গৌরচন্দ্র ত্রিপুরা	
					৫৭১	,, শুক্রমনি ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			তৈবন্দল	৫৭২	শ্রীব্রজবাসী ত্রিপুরা	টাঃ ২০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৫৭৩	,, রাইমোহন মুরাসিং	
					৫৭৪	,, চন্দ্রদাস মুরাসিং	
					৫৭৫	,, উপারসি মুরাসিং	
					৫৭৬	,, জ্যামরাচ ত্রিপুরা	
					৫৭৭	,, সূর্য্যপদ ত্রিপুরা	
					৫৭৮	,, অস্তুলক্ষী মুরাসিং	
					৫৭৯	,, দয়াল মোহন ত্রিপুরা	
					৫৮০	,, অসীকুমার ত্রিপুরা	
					৫৮১	,, রাঘামনি ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			দক্ষিণ তাইবন্দল	৫৮২	,, শ্রীধরন চন্দ্র মুরাসিং	টা: ২০০·০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৫৮৩	,, রমানন্দ মুরাসিং	
					৫৮৪	,, নিত্যকুমার মুরাসিং	
					৫৮৫	,, বিদ্যামনি মুরাসিং	
					৫৮৬	,, বনকুমার মুরাসিং	
					৫৮৭	,, সোনামনি মুরাসিং	
					৫৮৮	,, অস্তকুমার ত্রিপুরা	
					৫৮৯	,, প্রেমানন্দ মুরাসিং	
					৫৯০	,, মধুসুদন মুরাসিং	
					৫৯১	,, বিশুরাম মুরাসিং	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-১১	দাদন ঋণ			রাঙ্গামুড়া	৫৯২	শ্রীশশীমোহন ত্রিপুরা	টা ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৫৯৩	,, পুংত্তিতি ,,	
					৫৯৪	,, অচিয়া ,,	
					৫৯৫	,, এনত্তিন ,,	
					৫৯৬	,, রাজ্যকুমার ,,	
				মনাইপাথর	৫৯৭	শ্যামবাসী ,,	টা: ২০০.০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৫৯৮	,, বসন্তকুমার ,,	
					৫৯৯	,, বিশ্বকুমার ,,	
					৬০০	,, মতনমালী ,,	
				ঐ	৬০১	শ্রীহৃদয় কুমার ত্রিপুরা	টা: ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৬০২	,, বালকমনি ত্রিপুরা	
					৬০৩	,, আনন্দকুমার ,,	
					৬০৪	,, রাধাপদ ,,	
					৬০৫	,, অগস্তমনি ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০-৭১	দাদন ঋণ			মাইক্রোসাপারা	৬০৬	শ্রীঅরসাকুমার ত্রিপুরা	টাঃ ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৬০৭	„ স্বজনবাসী „	
					৬০৮	„ ভিখু কুমার „	
					৬০৯	” দয়ালবাসী „	
					৬১০	„ সতীন্দ্র „	
					৬১১	„ বৈদাকুমার ”	
				উত্তর তাইবন্দল	৬১২	শ্রীপ্রভাত কুমার মুরাসিং	২০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে।
					৬১৩	” দিব্যয় কুমার মুরাসিং	
					৬১৪	” আন্নাকুমার মুরাসিং	
					৬১৫	„ রতনকুমার মুরাসিং	
					৬১৬	„ অযোধ্যা কুমার মুরাসিং	
					৬১৭	„ দয়ালমনি মুরাসিং	
					৬১৮	” বনমালী মুরাসিং	
					৬১৯	„ সোনাচন্দ্র মুরাসিং	
					৬২০	„ কান্তরাই মুরাসিং	
					৬২১	„ বিধিন্দ্রাম মুরাসিং	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১ দাদন ঋণ							
					৬২২	শ্রীপ্রথমরাই মুরাসিং	
					৬২৩	„ রাজমানিক মুরাসিং	
					৬২৪	„ ধন্য দাস মুরাসিং	
					৬২৫	„ বৈশাখ চন্দ্র মুরাসিং	
					৬২৬	„ হাকিম চন্দ্র মুরাসিং	
					৬২৭	„ খিলনরাই মুরাসিং	টা ২০০·০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৬২৮	„ পদ্মবাসী মুরাসিং	
					৬২৯	„ টীকারাম মুরাসিং	
					৬৩০	„ বিষ্ণুপদ মুরাসিং	
					৬৩১	„ ঠাকুরধন মুরাসিং	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			উত্তর তৈবন্দল	৬৩২	” নিশিকুমার মুরাসিং	টা ২০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৬৩৩	,, রথকুমার মুরাসিং	
					৬৩৪	,, রবীকুমার মুরাসিং	
					৬৩৫	,, ধনীকুমার মুরাসিং	
					৬৩৬	,, গোলকমনি মুরাসিং	
					৬৩৭	,, নিত্যহরি মুরাসিং	
					৬৩৮	,, চন্দ্রহরি মুরাসিং	
					৬৩৯	” নৈহদাস বৈষ্ণব	
					৬৪০	,, আগনলক্ষী মুরাসিং	
				ঐ	৬৪১	রামানন্দ মুরাসিং	২০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৬৪২	জ্যৈষ্ঠ কুমার ,,	
					৬৪৩	হরিকমল ,,	
					৬৪৪	রামকমল ,,	
					৬৪৫	প্রভাত ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-৭১ দাদন ঋণ					৬৪৬	হৃদয় মুরাসিং	
					৬৪৭	কামদেব ,,	
					৬৪৮	কালিচন্দ্র ,,	
					৬৪৯	বৈকুণ্ঠ ,,	
					৬৫০	রবি কুমার ,,	
				তাইজমা (চন্দুল)	৬৫১	চৈত্রকবি নয়াতিয়া	
					৬৫২	নগরবাসী ,,	
					৬৫৩	বুয়াৰ্দি চন্দ্র ,,	
					৬৫৪	পাগলমনি ,,	টাকা ২০০·০০ প্রত্যেকে ২০ টা হারে
					৬৫৫	ধীরমোহন ,,	
					৬৫৬	হরিদয়াল ,,	
					৬৫৭	ধর্ম্মরূপ জমাতিয়া	
					৬৫৮	রামযুদ্ধা ,,	
					৬৫৯	মদন কুমার ,,	
					৬৬০	হরিচন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-৭১	দাদন ঋণ			চৌন্দল	৬৬১	বিরাজ নোয়াতিয়া	টাঃ ২০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৬৬২	আঙ্গিরাম ,,	
					৬৬৩	ফাগুন চন্দ্র ,,	
					৬৬৪	পুনিরাই ,,	
					৬৬৫	নিত্যচন্দ্র ,,	
					৬৬৬	গোসাই চন্দ্র ,,	
					৬৬৭	পদম সিং ,,	
					৬৬৮	আগুনশ্রী ,,	
					৬৬৯	শ্যাম চন্দ্র ,,	
					৬৭০	রথশ্রী ,,	
				ঐ	৬৭১	দয়ালহরি নোয়াতিয়া	২০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৬৭২	গোলক কুমার ,,	
					৬৭৩	যজ্ঞ নারায়ণ ,,	
					৬৭৪	যজ্ঞপদ ,,	
					৬৭৫	কুন্দল কুমার ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১ দাদন ঋণ					৬৭৬	জ্ঞান কুমার নোয়াতিয়া	
					৬৭৭	বাণী কুমার ,,	
					৬৭৮	মুকুন্দ ,,	
					৬৭৯	আনন্দগোপাল নোয়াতিয়া	
					৬৮০	শপদেব নোয়াতিয়া	
				খেদরবাড়ী (চন্দুল)	৬৮১	যামিনী কুমার নোয়াতিয়া	
					৬৮২	গজিরাম ,,	
					৬৮৩	বংশীমোহন ,,	
					৬৮৪	সোনামনি ,,	২০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে।
					৬৮৫	নিত্যবাসী ,,	
					৬৮৬	খিতারাম ,,	
					৬৮৭	দরব কুমার ,,	
					৬৮৮	আশ্বিন চন্দ্র ,,	
					৬৮৯	শুক্রমনি মুরাসিং	
					৬৯০	হালুককুমার নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০-৭১	দাদন ঋণ			উর্ম্মাই	৬৯১	সোনাতন ত্রিপুরা	টা ৮০ প্রত্যেককে ৪০ টা হারে
					৬৯২	শোভা চন্দ্র ,,	
				মাইক্রসাফারা	৬৯৩	সুরেন্দ্রকুমার মুরাসিং	৮০ টাকা প্রত্যেককে ৪০ টাকা হারে।
					৬৯৪	ব্রজমোহন ,,	
					৬৯৫	অন্তকুমার ত্রিপুরা	
					৬৯৬	অন্তমনি ,,	
				মাইক্রসাফারা	৬৯৭	বুধুকুমার ত্রিপুরা	টাকা ১০০ প্রত্যেককে ৫০ টাঃ হারে
					৬৯৮	গিরিন্দ্রচন্দ্র ,,	
				মাইক্রসাফারা	৬৯৯	সোনাতন মুরাসিং	৬০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৭০০	রাত্রিপদ ত্রিপুরা	
					৭০১	লালিন্দ্রা ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-৭১	দাদন ঋণ			তৈজিলিং	১০২	মনোমোহন দেববর্মা	টা ১০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					১০৩	অধর চন্দ্র ,,	
					১০৪	বিশুকুমার ,,	
					১০৫	গুরুপদ ,,	
					১০৬	শম্ভু চন্দ্র ,,	
				তৈজিলিং	১০৭	চিরনচন্দ্র দেববর্মা	১০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে।
					১০৮	বীরকুমার ,,	
					১০৯	জগবন্ধু ,,	
					১১০	কানাইলাল ,,	
					১১১	ফলকুমার ,,	
				টক্কাপাড়া	১১২	নলেনবাহাদুর মুরসান	টা ১০০·০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					১১৩	ভক্ত জমাতিয়া	
					১১৪	ভুবনচন্দ্র ,,	
					১১৫	চিকেন্দ্র ,,	
					১১৬	কমলচন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৭১৭	সহেকুমার নয়াতিয়া	টা: ২১০.০০ প্রত্যেককে ৩৫ টাকা হারে
					৭১৮	প্রতিনন্দ ,,	
					৭১৯	কমলা কুমার ,,	
					৭২০	বিজয়কুমার দেববর্মা	
					৭২১	জগৎচন্দ্র ,,	
					৭২২	কামদেব দেববর্মা	
				মোহনভোগ	৭২৩	সুপাক্সা নোয়াতিয়া	৫০ টাকা
				মোহনভোগ	৭২৪	বিহারী দেববর্মা	২০০ টাকা প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					৭২৫	কৃষ্ণমোহন ,,	
					৭২৬	রজনীকুমার ,,	
					৭২৭	পুষ্পহরি নোয়াতিয়া	
					৭২৮	হৃদয় দেববর্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭০-৭১	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	১২৯	পরেশচন্দ্র দেববর্ম্মা	
					১৩০	মহান্তকুমার ,,	
					১৩১	জগন্নাথ ,,	
					১৩২	রামকেশব ,,	
					১৩৩	বিন্দু ,,	
				মোহনভোগ	১৩৪	পূর্ণকুমার দেববর্ম্মা	
					১৩৫	বিপিনচন্দ্র ,,	
					১৩৬	ব্রতাপদ নোয়াতিয়া	টাঃ ২০০ প্রত্যেককে ২০ টাকা হারে
					১৩৭	বেণীমোহন দেববর্ম্মা	
					১৩৮	কার্ত্তিককুমার ,,	
					১৩৯	সুবর্ণ ,,	
					১৪০	দেবধন নোয়াতিয়া	
					১৪১	পূর্ণিপদ ,,	
					১৪২	মঙ্গল সিং দেববর্ম্মা	
					১৪৩	পরিক্ষীত ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-৭১	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৭৪৪	নিরদা দেববর্ম্মা	
					৭৪৫	লিলাকুমার "	টাকা ২০০ প্রত্যেককে
					৭৪৬	শুক্রমনি "	২০ টাকা হারে
					৭৪৭	হৃদয়মোহন "	
					৭৪৮	বিজয়কুমার "	
					৭৪৯	সচ্চিতানন্দ নোয়াত্তিয়া	
					৭৫০	ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্ম্মা	
					৭৫১	বীরপদ নোয়াত্তিয়া	
					৭৫২	রতনচন্দ্র "	
					৭৫৩	দেবকুমার দেববর্ম্মা	
				মোহনভোগ	৭৫৪	প্রতকুমার নোয়াত্তিয়া	
					৭৫৫	ফাল্গুনচন্দ্র "	২০০ টাকা প্রত্যেককে
					৭৫৬	অখিনন্দ "	২০ টাকা হারে।
					৭৫৭	অনন্ত "	
					৭৫৮	রথচন্দ্র দেববর্ম্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০-১১	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৭৫৯	ললিতমোহন দেববর্ম্মা	
					৭৬০	কমলা কুমার নোয়াতিয়া	ঐ
					৭৬১	দেবেন্দ্র „	
					৭৬২	আশ্বিন কুমার „	
					৭৬৩	নারদমনি দেববর্ম্মা	
				মোহনভোগ	৭৬৪	খগেন্দ্রচন্দ্র নোয়াতিয়া	টাঃ ২০০·০০ প্রত্যেককে ২০ টাক হারে
					৭৬৫	বিশ্বদেব „	
					৭৬৬	হরিকুমার „	
					৭৬৭	বনমালা দেববর্ম্মা	
					৭৬৮	ব্রজবাসী „	
					৭৬৯	বিশ্বহরি নোয়াতিয়া	
					৭৭০	যতনকুমার „	
					৭৭১	শ্যামেবাসী দেববর্ম্মা	
					৭৭২	পুষ্পধন নোয়াতিয়া	
					৭৭৩	হাসুপদ „	
					৭৭৪	নিরঞ্জন দেববর্ম্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	দাদন ঋণ টা. ১০,০০০·০০			তকসাপাড়া	৭৭৫	ধনুকুমার দেববর্মা	টা: ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৭৭৬	বিবিদত্ত ,,	
					৭৭৭	শুক্রমনি ,,	
					৭৭৮	কার্ত্তিক কুমার ,,	
					৭৭৯	দশরথ ,,	
					৭৮০	শুক্রমনি জমাতিয়া	
					৭৮১	উপেন্দ্রকুমার দেববর্ম্মা	
					৭৮২	তিলককুমার ,,	
					৭৮৩	ললিতমোহন ,,	
					৭৮৪	বদরাই ,,	
				ঐ	৭৮৫	দশরত দেববর্মা	৫০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৭৮৬	মনোমোহন দেববর্ম্মা	
					৭৮৭	কথনচন্দ্র ,,	
					৭৮৮	চন্দ্রমোহন ,,	
					৭৮৯	অর্জ্জুন কুমার ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২ দাদন ঋণ				তকসাপাড়া	৭৯০	চন্দ্রমোহন ,,	ঐ
					৭৯১	যতীন্দ্র ,,	
					৭৯২	রাধাচন্দ্র ,,	
					৭৯৩	কাশীরাজ ,,	
					৭৯৪	বশাথ চন্দ্র ,,	
				তকসাপাড়া	৭৯৫	মহাসাধু জমাতিয়া	টাকা ৫০০·০০ প্রত্যেকে ৫০ টা হারে
					৭৯৬	উকিন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	
					৭৯৭	নিতাই মুরশুম	
					৭৯৮	গথন ,,	
					৭৯৯	জুসশ সিং ,,	
					৮০০	অনিল বাহাদুর	
					৮০১	বীরমোহন দেববর্ম্মা	
					৮০২	বীন্দা কুমার ,,	
					৮০৩	ক্ষীরোদ চন্দ্র ,,	
					৮০৪	সুমিত্রা ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			তকসাপাড়া	৮০৫	বীর কুমার ত্রিপুরা	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮০৬	চন্দ্রদয়াল জমাতিয়া	
					৮০৭	জয়ন্ত কুমার ,,	
					৮০৮	বিশ্বরাই ,,	
					৮০৯	বীন্দা পদ ,,	
					৮১০	বদন কুমার ,,	
					৮১১	বধুরাই দেববর্ম্মা	
					৮১২	দোয়ান কুমার দেববর্ম্মা	
					৮১৩	ঈশ্বর চন্দ্র ,,	
					৮১৪	রাধামোহন ,,	
				তকসাপাড়া	৮১৫	মোহন চন্দ্র দেববর্ম্মা	৫০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮১৬	খিলংরাই ,,	
					৮১৭	রবিচরণ ,,	
					৮১৮	সুধীর চন্দ্র ,,	
					৮১৯	অধীন চন্দ্র ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২ দাদন ঋণ							
				তকসাপাড়া	৮২০	চিন্তামনি ,,	ঐ
					৮২১	সূর্যমনি দেববর্ম্মা	
					৮২২	রবীন্দ্র ,,	
					৮২৩	রাজেন্দ্র কুমার ,,	
					৮২৪	মনু কুমার দেববর্মা	
				ঐ	৮২৫	প্রভাত কুমার জমাতিয়া	টা ৩৫০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮২৬	পালন কুমার নোয়াতিয়া	
					৮২৭	রাজাপদ ,,	
					৮২৮	যতীন্দ্র ,,	
					৮২৯	মনোমোহন ,,	
					৮৩০	অমূল্য কুমার ,,	
					৮৩১	বিদ্যা কুমার ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			তকসাপাড়া	৮৩২	চন্দ্রকান্ত জমাতিয়া	
					৮৩৩	ভগবাম নোয়াতিয়া	
					৮৩৪	হাসুপ কুমার ,,	টা ৩৫০ প্রত্যেককে ৫০ টা হারে
					৮৩৫	কুরুরাই ,,	
					৮৩৬	যামিনী ,,	
					৮৩৭	মঙ্গল পদ ,,	
					৮৩৮	চান্দভক্তি ,,	
				তৈইছা থান্দাল	৮৩৯	ললিত কুমার নোয়াতিয়া	
					৮৪০	কীর্ত্তন ,, ,,	
					৮৪১	হীরণ্য ,, ,,	
					৮৪২	দুর্ব্বাজয় ,,	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৮৪৩	বুব্বাপদ ,,	
					৮৪৪	চন্দ্র কুমার ,,	
					৮৪৫	গোলাবাসী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২ দাদন ঋণ				তৈইজামা	৮৪৬	সারচন্দ্র নোয়াতিয়া	টাকা ৩৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাঃ হারে
					৮৪৭	মোহন বংশী ,,	
					৮৪৮	হরিদয়াল ,,	
					৮৪৯	আনন্দ দয়াল ,,	
					৮৫০	হরিমোহন মুরাসিং	
					৮৫১	দয়ালমনি ,,	
					৮৫২	বীরঞ্জন নোয়াতিয়া	
				তৈইজামা	৮৫৩	ভাগ্যহরি দেববর্মা	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৮৫৪	পদ্মমর্ন নোয়াতিয়া	
					৮৫৫	স্বভাদেব ,,	
					৮৫৬	মদন মোরাসিং	
					৮৫৭	ব্রজবাসী দেববর্মা।	
					৮৫৮	যতনহরি নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			উত্তর তাইবান্দাল	৮৫৯	শ্যাম কুমার মুরাসিং	
					৮৬০	পরানভক্ত ,,	
					৮৬১	শুপ্রিমনি ,,	
					৮৬২	বাইছুরাই ,,	টাঃ ৪০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮৬৩	হেমন্ত কুমার ,,	
					৮৬৪	ব্রজবাসী ,,	
					৮৬৫	প্রেমহরি ,,	
					৮৬৬	পূর্ণহরি ,,	
				ঐ	৮৬৭	নৈদাবাসী ,,	
					৮৬৮	চিন্তাহরণ ,,	
					৮৬৯	রতনমনি ,,	
					৮৭০	রবিকুমার ,,	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮৭১	ছবি ,, ,,	
					৮৭২	কৃষ্ণবাসী ,,	
					৮৭৩	কুঞ্জবিহারী ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১-১২	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৮৭৪	বিষ্ণুকুমার নোয়াতিয়া	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮৭৫	আনন্দপদ ,,	
					৮৭৬	কল্পলক্ষী ,,	
					৮৭৭	মনোমোহন দেববর্মা	
					৮৭৮	পদ্মচরণ নোয়াতিয়া	
					৮৭৯	বিশ্বকুমার ,,	
					৮৮০	নিত্যপদ ,,	
					৮৮১	মতিলাল দেববর্মা	
					৮৮২	পদ্মকুমার ,,	
					৮৮৩	যতনকুমার ,,	
				কালিখলা	৮৮৪	পরামপদ ত্রিপুরা	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৮৮৫	আনারাম ,,	
					৮৮৬	নিকুঞ্জ ,,	
					৮৮৭	দর্জ্জাকালি ,,	
					৮৮৮	মনোরাম ,,	
					৮৮৯	সূর্য্যহরি ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			বীরেন্দ্রনগর	৮৯০	ধনলক্ষ্মী ত্রিপুরা	টাকা ৩০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৮৯১	পদ্মকুমার ,,	
					৮৯২	রামরাই ,,	
					৮৯৩	চন্দ্ররাম নোয়াতিয়া	
					৮৯৪	লক্ষীপদ ,,	
					৮৯৫	যাত্রামনি ,,	
				ঐ	৮৯৬	দেবেন্দ্র নোয়াতিয়া	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৮৯৭	লগনচন্দ্র ,,	
					৮৯৮	মোহন ,,	
					৮৯৯	শ্যামহরি ,,	
					৯০০	কান্তলক্ষী ,,	
					৯০১	চিকনরাই ,,	
					৯০২	ভাগ্যধন ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	দাদন ঋণ			বীরেন্দ্রনগর	৯০৩	বুদ্ধিসিং ত্রিপুরা	টা ৩০০·০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯০৪	জৈষ্টামনি "	
					৯০৫	রতিসিং নোয়াতিয়া	
					৯০৬	শ্যামপদ ত্রিপুরা	
					৯০৭	হরিমোহন নোয়াতিয়া	
					৯০৮	ভদ্রকুমার ত্রিপুরা	
				মনাইপাথর	৯০৯	নিত্যবাসী ত্রিপুরা	টা: ২৫০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯১০	অন্নপদ "	
					৯১১	অঙ্গরাই "	
					৯১২	ধর্মরাই "	
					৯১৩	রাজেন্দ্র "	
				ঐ	৯১৪	মেঘোপদ ত্রিপুরা	৫০০ টাকা প্রত্যেকে ৫০ টাকা হারে
					৯১৫	জকসিং "	
					৯১৬	তরনি দাস বৈষ্ণব	
					৯১৭	ক্ষেত্রমোহন ত্রিপুরা	
					৯১৮	পদ্মাবাসী "	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
'১-৭২	দাদন ঋণ		মনাইপাথর	৯১৯	শঙ্কপদ	„	ঐ
				৯২০	বুদ্ধ্যারাম	„	
				৯২১	ব্রজহরি	নোয়াতিয়া	
				৯২২	চাপারাই	„	
			ঐ	৯২৩	বাসিরাই	ত্রিপুরা	টা: ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকাহারে
				৯২৪	ধর্মলক্ষী	ত্রিপুরা	
				৯২৫	পত্তিলক্ষী	„	
				৯২৬	বুদ্ধিচান্দ	”	
				৯২৭	শঙ্খ রায়	„	
			থলীবাড়ী	৯২৮	বিষ্ণুকুমার	ত্রিপুরা	৩০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
				৯২৯	অন্নদা রাম	,,	
				৯৩০	অঘোরচান্দ	„	
				৯৩১	পত্তিলক্ষী	„	
				৯৩২	সরিচান্দ	নোয়াতিয়া	
				৯৩৩	বালকমনি	ত্রিপুরা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	দাদন ঋণ			কালীখলা	৯৩৪	মনিচান্দ ত্রিপুরা	৩৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৯৩৫	কৃষ্ণপদ ,,	
					৯৩৬	যাত্রালক্ষী ,,	
					৯৩৭	প্রেমকন্যা ,,	
					৯৩৮	মোহনমতী ,,	
					৯৩৯	বিদ্যাকুমার ,,	
					৯৪০	হরিলক্ষী ,,	
				বীরেন্দ্রনগর	৯৪১	মঙ্গলহরি ত্রিপুরা	৪৫০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৯৪২	কথিন কুমার ত্রিপুরা	
					৯৪৩	চৈত্রকুমার ,,	
					৯৪৪	আন্তাকুমার ,,	
					৯৪৫	বাসি রায় ,,	
					৯৪৬	অন্নদা কুমার ,,	
					৯৪৭	মঙ্গল চান্দ ,,	
					৯৪৮	বিনালীপদ ,,	
					৯৪৯	অভিরাম নোয়াতিয়া	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	দাদন ঋণ			বীরেন্দ্রনগর	৯৫০ পদ্মজয় ত্রিপুরা		
					৯৫১ রবিরাম ,,		
					৯৫২ আশাচান্দ ,,		টা: ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯৫৩ সরিকুমার ,,		
					৯৫৪ কৃষ্ণকুমার ,,		
					৯৫৫ দৈত্তামনি ,		
					৯৫৬ নিত্যানন্দ ,,		
					৯৫৭ গান্ধীকুমার ,,		
					৯৫৮ জমিরায় ,,		
					৯৫৯ হরিচরণ ,,		
				কালীথলা	৯৬০ আশাহরি নোয়াতিয়া		৫০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					৯৬১ দুর্ব্বাকুমার ত্রিপুরা		
					৯৬২ পূর্ণচন্দ্র ,,		
					৯৬৩ ব্রজানন্দ ,,		
					৯৬৪ অন্নদা কুমার ,,		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২ দাদন ঋণ				কালিথলা	৯৬৫	মঙ্গলপদ ,,	ঐ
					৯৬৬	সগন পদ ,,	
					৯৬৭	সিংনাথ ,,	
					৯৬৮	বিশ্বনাথ ,,	
					৯৬৯	প্রেমকুমার ,,	
				ঐ	৯৭০	প্রেমানন্দ ত্রিপুরা	টা: ২০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯৭১	সত্যকুমার ,,	
					৯৭২	দয়াল চ'ন্দ ,,	
					৯৭৩	ব্রজকুমার ,,	
				কালিথলা	৯৭৪	পুর্ণকুমার ত্রিপুরা	টা ৫০০ প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে
					৯৭৫	মদনচন্দ্র ,,	
					৯৭৬	কিরনপদ ,,	
					৯৭৭	অন্নচন্দ্র ,,	
					৯৭৮	ঠাকুরদাস ,,	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	দাদন ঋণ			কলিথলা	৯৭৯	ছবিকুমার নয়াতিয়া	ঐ
					৯৮০	রাজাকুমার ত্রিপুরা	টাঃ ২৫০০ (দুই
					৯৮১	শ্যামকুমার ,,	হাজার পাঁচশত)
					৯৮২	তকৃতাকুমার ,,	১৯৭০-৭১ সালের
					৯৮৩	পৈলারাম নোয়াতিয়া	বরাদ্দ হইতে বিতরণ হইয়াছে।
				মোহনভোগ	৯৮৪	হরিপদ নোয়াতিয়া	
					৯৮৫	কন্যাতি দেববর্ম্মা	
					৯৮৬	জগৎচন্দ্র ,,	
					৯৮৭	রাজকুমার নোয়াতিয়া	
					৯৮৮	সুকর্ণ ,,	৫০০ টাকা
					৯৮৯	অসনী ,,	প্রত্যেককে ২০ টাকা
					৯৯০	চন্দ্রমনি ,,	হারে
					৯৯১	কালীকুমার ,,	
					৯৯২	নরেন্দ্রকুমার ,,	
					৯৯৩	ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্ম্মা	

১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	৯৯৪	নবকুমার ঠাকুর		
					৯৯৫	লিলা কুমার দেববর্মা		
					৯৯৬	শম্ভু কুমার ,,		টা: ৫০০
					৯৯৭	দেব কুমার ,,		প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					৯৯৮	ধনা কুমার ,,		হারে
					৯৯৯	মঙ্গলা সিং ,,		
					১০০০	রাজেন্দ্র ,,		
					১০০১	রোহিন্দ্র ,,		
					১০০২	রূপতি ,,		
					১০০৩	খগেন্দ্র নোয়াতিয়া		
				মোহনভোগ	১০০৪	গোলক কুমার ,,		
					১০০৫	অশনী ,,		টা: ৫০০·০০
					১০০৬	পুষ্প কুমার দেববর্মা		প্রত্যেককে ৫০ টাকা
					১০০৭	মদন কুমার ,,		হারে
					১০০৮	শুক্র ,,		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১-৭২	দাদন ঋণ			মোহনভোগ	১০০৯	শশী মোহন নোয়াতিয়া	ঐ
					১০১০	অলংকা ,,	
					১০১১	গঙ্গারাম ,,	
					১০১২	ললিত মোহন ,,	
					১০১৩	নিশী কুমার ,,	
				মোহনভোগ	১০১৪	লভিন্দ্র নোয়াতিয়া	৫০০ টাকা প্রত্যেককে ৫০ টাকা হারে।
					১০১৫	পৌষ মাণিকা ,,	
					১০১৬	জগন্নাথ ঠাকুর	
					১০১৭	ব্রজলাল নোয়াতিয়া	
					১০১৮	স্বর্ণ কুমার দেববর্ম্মা	
					১০১৯	পুথিপদ নোয়াতিয়া	
					১০২০	হেলেন কুমার দেববর্ম্মা	
					১০২১	বিক্রম পদ নোয়তিয়া	
					১০২২	সূর্য্য পদ ,,	
					১০২৩	ঠাকুর দাস ,,	মোট—১২,০০০.০০ টাকা

Unstarred Question No. 233

BY Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ অবধি প্রাক্তন মন্ত্রী ও গেজেটেড অফিসাররা ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত Poultry Farm থেকে কত টাকার ডিম, মুরগী ও মাংস credit এ (বাকিতে) নিয়েছেন, ঐ সকল মন্ত্রী ও অফিসারদের নাম ও টাকার পরিমাণ ;

২। তন্মধ্যে কত টাকা এখনো মন্ত্রী, অফিসারদের নামে বাকী পড়ে আছে (নাম ও টাকার পরিমাণ) ;

৩। এরূপ বাকী পড়ে থাকার কারণ কি ?

ANSWER

১, ২ এবং ৩। উত্তর দেওয়ার জন্য বিষয় বস্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

Unstarred Question No. 244

BY Shri Nishi Kanta Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় River Investigation এর যে অফিসটি স্থাপিত আছে তাহা কোন সন হইতে তথায় কাজ করিতেছে এবং অফিস স্থাপনের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন

কোন বৎসর Flood Protection এর ব্যাপারে কি কি অনুসন্ধান করিয়াছে।

২। এই অফিসের Staff সংখ্যা কত এবং বৎসরে তাদের বেতন খাতে কত খরচ হয়?

উত্তর

১। ডিসেম্বর ১৯৬৭ ইং সনে এই অফিসের কৃত কাজের তালিকা সংযোজনী "ক" তে দেওয়া হইল।

২। ২য় শ্রেণীর আমলা— ১ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী— ৮ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী— ২ জন
ওয়ার্ক চার্জ, ৪র্থ
শ্রেণীর কর্মচারী— ৩৭ জন

মোট ৪৮ জন

বেতন বাবত বার্ষিক খরচ

রেগুলার ষ্টাফ— ৪৮,৬৬০ টাকা
ওয়ার্ক চার্জড ষ্টাফ— ৬৬,৪৮০ টাকা

মোট ১,১৫,১৪০ টাকা

বিধান সভায় লিখিত ২৪৪ নং প্রশ্নের উত্তরের সংযোজনী—"ক"
উদয়পুর বিভাগ ইনভেষ্টিগেশন অফিসের কৃত কাজের তালিকা

১৯৬৮

১। জামজুরী হইতে বৈষ্ণবীছড়া পর্যান্ত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা,—ইনভেষ্টিগেশন।

১৯৬৯

১। ধুপাইছড়ি ঘাটে গোমতী নদীর ভাঙ্গন রোধ—ইনভেষ্টিগেশন।

২। বিশালগড়ের নিকট গোলাঘাটি বনকর অফিস ও আবাসিক গৃহ বুড়িমা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করা—ইনভেষ্টিগেশন।

৩। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য হানা নির্মাণ—ইনভেষ্টিগেশন।

৪। দাকমাঙ্গালা বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা—ইনভেষ্টিগেশন।

৫। শালগড়ার বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা—ইনভেষ্টিগেশন।

১৯৭১

১। আমতলী বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা—ইনভেষ্টিগেশন।

২। বুড়িমার ভাঙ্গন রোধ—টাকারজলা—ইনভেষ্টিগেশন।

৩। বৈষ্ণবীছড়া, দর্গা হইতে হরিহর নন্দীর বাড়ী পর্যান্ত বর্ত্তমান বাঁধের উন্নয়ন—ইনভেষ্টিগেশন।

৪। রাঙ্গামাটি বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা—ইনভেষ্টিগেশন।

৫। পোতামাতি স্লুইস গেইটের—ইনভেষ্টিগেশন।

৬। লক্ষীমতি স্লুইস গেইট—ইনভেষ্টিগেশন।

৭। বিলোনীয়া মুহুরী স্কুলের নিকট মুহুরী নদীর ভাঙ্গন রোধ—ইনভেষ্টিগেশন।

৮। হীরাপুর বন্যানীরোধ প্রকল্প—ইনভেষ্টিগেশন।

উল্লেখিত কাজগুলির অতিরিক্ত আরো কাজ—যেমন :—

১। গোমতী, মুহুরী, ফেনী, মালিকছড়া, দলাক, অপ্পি এবং অন্যান্য নদীর জল প্রবাহের তথ্য সংগ্রহ।

২। অমরপুর—নুতন বাজার ও মগারানী এলাকায় গোমতী নদী হইতে জল সেচ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ ও এই অফিসের দ্বারা করানো হইয়াছে।

Unstarred Question No. 275

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭১-৭২ সনে খোয়াই বিভাগের কতজন বেকার যুবক চাকুরীর জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দরখাস্ত করিয়াছিল ?

২। এবং কতজনকে সরকার হইতে চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে ; উপজাতি ও অউপজাতির সংখ্যা।

ANSWER

১। খোয়াই বিভাগ হইতে ১৯৭১-৭২ সনে সর্ব্বমোট ২৫৫ জন বেকার যুবক চাকুরীর জন্য ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দরখাস্ত করিয়াছিল তন্মধ্যে ৫৫ জন সরাসরি দরখাস্ত বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করে এবং ২০০ জনের নামের তালিকা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পুরণের বিজ্ঞপ্তি মূলে পাঠান হয়।

২। তন্মধ্যে ১৫৩ জনের চাকুরীর ব্যবস্থা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে হইয়াছে ; উহাদের মধ্যে ৩৮ জন উপজাতি এবং ১১৫ জন অউপজাতি।

Unstarred Question No. 276

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। চলতি বৎসর বাছাইবাড়ী হইতে গোপালনগর, চাম্পাহাওর বাজার হইতে ভাটিময়দান ও আইদাংকুর, চেবরী হইতে রাজনগর হইয়া নম্পু বৈরাগী বাড়ী পর্যন্ত যে রাস্তাগুলি আছে ঐগুলি সংস্কার হইবে কিনা ?

উত্তর

১। রাস্তাগুলি পূর্ত্তবিভাগের নহে। বর্ত্তমান বৎসরে এগুলির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা পূর্ত্ত বিভাগের নাই। রাস্তাগুলি প্রয়োজনীয় জায়গা ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ত্তবিভাগের মান অনুযায়ী হওয়ার পর পূর্ত্তবিভাগকর্ত্তৃক রাস্তাগুলির উন্নয়ন বিবেচিত হইতে পারে।

Unstarred Question No. 303

BY Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

QUESTINO

1. Number of (a) Strikes, (b) Lock-outs and closures that took place in Industries in Tripura in 1970, 1971 and 1972 (upto May)

2. The causes of those strikes, lock outs and closures ;

3. The name of the industries affected ?

ANSWER

1.	1970	1971	1972 (upto May)
a) Number of strikes	14	2	1
b) Number of lock-outs	2	2	1
c) Number of closures	Nil	1	Nil

2. "Strike" due to non-fulfilment of demands of workers in respect of increased wages, arrear wages, bonus, leave with wages, introduction of pay scale, regular employment of bustee workers and re-instatement of workess etc.

"Lock-out" due to detention of manufactured tea by the workers, disturbance of workers in the garden, due to continued go slow tactics of workers etc.

"Closures" due to shortage of raw materials.

3, 1. Mohanpur Tea Estate.

2: Tripura Match Factory.

3. Kalacherra Tea Estate.

4. Radharani Factory (Umbrella)

5. Hiracherra Tea Estate
6. Murticherra " "
7. Manuvalley " "
8. Golokpur " "
9. Halaicherra " "
10. Kalishasan " "
11. Rangrung " "
12. Sarojini " "
13. Harendranagar " "
14. Benodini " "
15. Chitrakatha Cinema Hall.
16. Industrial Estate (Carpentry, Blacksmithy etc,)
17. Kalacherra Tea Estate.
18. Mohanpur " "
19, Golokpur " "
20. Model Carpentry Unit.
21. Tripura Glass Factory.
22. Mantala Tea Estate.
23. Mahabir Tea Estate.

Unstarred Question No. 306.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরার কৃষকদের মাথা পিছু রাসায়নিক সার ব্যবহারের হার ১৯৭১ সালে কত 'হল।
২। ইহা যদি কমে থাকে তার কারণ ?

ANSWER

১। ১৯৭০ এবং ১৯৭১ ইং সনের ত্রিপুরার মোট কৃষকদের সংখ্যা জানা যায় নাই। কাজেই, মাথা পিছু রাসায়নিক সার ব্যবহারের হিসাব করা সম্ভব নহে।

২। ১৯৭০-৭১ ইং সনের তুলনায় ১৯৭১-৭২ ইং সনে মোট রাসায়নিক সারের ব্যবহার ২,৭১,২২৪ কে. জি. বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যায়।

Unstarred Question No. 311
By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭০-৭১ সালে উদয়পুর নোয়াবাড়ী থেকে দক্ষিণ কাঠালিয়া পর্যন্ত স্থানে লিফট ইরিগেশন Scheme এর জন্য Survey করা হইয়াছিল।

খ) যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত স্থানে Lift Irrigation এর কাজ কি আরম্ভ করা হইয়াছে ;

গ) যদি না হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) না।

গ) Lift Irrigation Scheme করা যাইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে।

Unstarred Question No 385

By Shri Amarendra Sarma
Shri Benoy Bhusan Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সহরাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য কোন Scheme তৈরী হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে কবে হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে তাহার বাস্তব রূপায়ন কতদূর এগিয়েছে? ঐ Scheme এ খরচের অঙ্ক কত ধরা হয়েছিল এবং কি পরিমাণ এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে?

২। ধর্মনগর সহরের পানীয় জল সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের জন্য বর্ত্তমানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। একটি প্রাথমিক (প্রিলিমিনারী) এষ্টিমেট তৈরী হইয়াছিল।
এপ্রিল ১৯৭০ ইং
প্রকল্পটি পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হইতেছে।
৫৭·১৪ লক্ষ টাকা; কোন খরচ হয় নাই।

২। জল সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের জন্যই উল্লেখিত প্রকল্পটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হইতেছে

Unstarred Question No 422

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বিশালগড় হইতে লালসিংমুড়া বাজার পর্যান্ত যে রাস্তা হয়েছে তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার জন্য কোন প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছেন কি ?

২। যদি প্রকল্প নিয়ে থাকেন, তবে তা কবে কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Unstarred Question No 483

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান খরায় ত্রিপুরায় কি পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়েছে ?

২। এই খরা পরিস্থিতিতে ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আনুমানিক প্রায় ১০৭.৫৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল ত্রিপুরায় বর্ত্তমান খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ফসল-ভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

ফসলের নাম	আনুমানিক বিনষ্টকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টারে)	আনুমানিক ফসলের ক্ষতি (মেট্রিক টনে)	আনুমানিক ক্ষয়-ক্ষতির মূল্য (টাকায়)
আউস ধান	৯,৭০৮	১২,৮৬৫	৮১,১১,৩৮০
জুম ধান	১,৬৬৭	১,৬৩৭	১০,৩২,১৩০
বরোধান	১,০৩০	১,৭৭৬	১৩,৯৩,৮০০
পাট	১৭২	২১৫	২,০৭,৩৭০
আউস ধানের চারা (বীজতলায়)	৫৪৬	১৭ (বীজ)	১৩,৬০০
			১,০৭,৫৮,২৮০

২। খরা পরিস্থিতি তথা ফসলের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য সরকার নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন :—

ক) খরা পর্যুদস্ত এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে ;

খ) খরা প্রপীড়িত লোকদের মধ্যে গ্রাটুইটাস রিলিফ, কৃষি ঋণ ও দাদন ঋণের টাকা বণ্টন করা হইতেছে ;

গ) ভর্তুকী ও ঋণ মঞ্জুরের মাধ্যমে কৃষকগণ যে সব জলসেচের পাম্প খরিদ করিয়াছেন সেগুলিও খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহায্য করিয়াছে।

Unstarred question No 492

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. Deptt. be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ছামনু-মনুঘাট রাস্তার Soling এর কাজ কখন সম্পন্ন হবে ;

২। মানিকপুর-ছামনু রাস্তা মেরামত হবে কি ?

৩। এই রাস্তাগুলির Soling এবং মেরামত বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত টাকা বাজেট করা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাস্তার প্রথম ৪ মাইলের সোলিং ডিসেম্বর/৭২ পর্যন্ত সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাকী অংশের সোলিং যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

২। হ্যাঁ।

৩। সোলিং এর জন্য ৫০,০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ঐ খাতে বরাদ্দ মোট টাকা হইতে পাওয়া যাইবে। ইহার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন হয়না।

Unstarred Question No 496

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Animal Husbandry Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা সরকারী দুগ্ধ কেন্দ্রে ১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ (মে মাস পর্যান্ত) কোন বৎসরে মোট কতজন কার্ড হোল্ডারকে কোন ধরণের কত পরিমাণ দুগ্ধ সরবরাহ করা হইয়াছে তার হিসাব ;

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৭০ এর তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে এই দুধের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ;

৩। যদি পেয়ে থাকে তবে লিটার প্রতি কত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি কি ?

উত্তর

১।

বৎসর	হোলমিল্ককার্ড হোল্ডারের সংখ্যা	টৈণ্ডারডাইজ মিল্ককার্ড হোল্ডারের সংখ্যা	সরবরাহকৃত হোল মিল্কের পরিমাণ	সরবরাহকৃত টৈণ্ডারডাইজ মিল্কের পরিমাণ
ক) ১৯৭০	২৪,৯২৫	৯,৮৭৫	৬,২৯,১৭৫.৫০ লি:	২,০৪,৭৩৯.৫০ লি:
খ) ১৯৭১	১৮,২৫৩	৫,৬৫৫	৩,৫৬,৯১৮.০০ লি:	৯৬,৬১৮.৫০ লি:
গ) ১৯৭২ (মে মাস পর্য্যন্ত)	৭৪১	২,৬৯৯	১৮,০০১.০০ লি:	৬০,৫৪৮.৫০ লি:

২। হ্যাঁ। ১৯৭০ ইং সনের তুলনায় বর্ত্তমান বছরে হোলমিল্ক প্রতি লিটার ৫০ পয়সা ও টৈণ্ডারডাইজড মিল্ক প্রতি লিটারে ২০ পয়সা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩। দুগ্ধাঞ্চলে সামরীক বাহিনীর অবস্থান, দুগ্ধজাত জিনিষের নতুন নতুন দোকানের উদ্বোধন, দীর্ঘদিন যাবত বাংলা দেশাগত শরণার্থীর অবস্থান, সীমান্ত অঞ্চলে পাক গোলাবর্ষণ, দুগ্ধ সরবরাহকারী কর্ত্তৃক দুগ্ধ সরবরাহে অক্ষমতা জ্ঞাপন ইত্যাদি কারণে ১৯৭০ ইং সনের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে দুগ্ধের মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Friday, July 7, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 7th July, 1972 at 3 P. M.

PRESIDENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, Chief Minister, four Ministers three Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, গতকল্য সন্ধ্যায় যখন আমাদের এই বিধান সভার অধিবেশন চলছিল, ঠিক সেই সময়ে আমরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, এম, বি, বি, কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং প্রাক্তন এম, পি, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাই। এই অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক সংবাদ শুনে আমরা এই সভার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেছিলাম। আজকে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করে স্মৃতিচারণ করব।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী গত ৬ই জুলাই তারিখে পরলোক গমন করেছেন। তাঁহার এই প্রয়াণে আমি এই সভার পক্ষ থেকে স্মৃতিতর্পণ করিতে চাই। স্বর্গত চৌধুরী ১৮৯৭ সালে সিলেট জেলার বামাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে ছাত্রাবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনারারী স্কুল অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯১১ সালে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ সালে দুই বছরে ৪টি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি স্নাতক হন। ১৯২০ সালে তিনি হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৯২১ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যান্ত মুরারী চাঁদ কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কর্ম্মরত ছিলেন এবং ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যান্ত তিনি মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলার অধ্যক্ষ পদে এবং তৎপরে তিনি ১৯৫৫ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত শিলচর গুরুচরণ কলেজে ও ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত কাছার কলেজের অধ্যক্ষ পদে ব্রতী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি হইল—

1. First Steps to Spoken English, 2. Purbanchol Reconsidered, 3. Les Miserables (Retold Story for Children), 4. Dream College—a report and a scheme for a rural University at Agartala.

১৯৬৭ সালে তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এবং মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত পরিভাষা কমিটির সভাপতি পদে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার এই মৃত্যু তাঁহার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের নিকট যেমন বেদনাদায়ক, তাঁহার মৃত্যু ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক, ছাত্র তথা সমগ্র ত্রিপুরাবাসীদের কাছে সমভাবে বেদনাদায়ক শিক্ষা জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

এই সভা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে দুই মিনিট কাল নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

(At this stage 2 minutes silence was observed)

Mr. Speaker—To-day, in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar - Starred Question No. 84 (Postponed).

Shri Sukhamoy Sengupta—Starred question No. 84, Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) উদয়পুর মহকুমার গর্জিবাজারের এরিয়া কত এবং উক্ত বাজার বৎসরে কত টাকায় ইজরা দেওয়া হয়?	উদয়পুর মহকুমার গর্জিবাজারের কোন নির্দিষ্ট সীমানা নাই। এই ইজরাও দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন	উত্তর
২) গঞ্জিবাজারের উন্নতিকল্পে সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা ?	না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, আমরা জানি যে প্রত্যেকটি বাজারের কোন না কোন একটা সীমানা থাকে। কাজেই এই যে গঞ্জিবাজার, এটা যেখানে অবস্থিত তার একটা পরিধি নিশ্চয় আছে অর্থাৎ তার একটা এরিয়া আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু এই গঞ্জিবাজারটি ইজরা দেওয়া হয় না, কাজেই এর সংগে সীমানার কোন সম্বন্ধ নেই। কাজেই এই প্রশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ইজরা না দেওয়ার কারণ কি ? ইহাতে কি সরকারের ক্ষতি হচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা ফরেষ্টের রিজার্ভ এর মধ্যে পরেছে সেইহেতু ইজারার ব্যবস্থা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ বানার্জি।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—প্রশ্ন নং ৪৩৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৪৩৩

QUESTION

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ অঞ্চলকে দুর্গম অঞ্চল (Inaccessiable area) ঘোষণা করা হইয়াছে।

1. ANSWER

Name of Sub-Division.	Name of Teshil
1.	2.
1. Sabroom	1. Silachhari (Part)
	2. Aliamara (Part)
	3. Manu Bankul (Part)
2. Belonia	1. Kalsi (Part)
	2. Purba Pilak (Part)
3. Amarpur	1. Gandachhara
	2. Raima
4. Dharmanagar	1. Damchara (Part)
	2. Khedachara
	3. Anandabazar
	4. Dasda
	5. Ujan Machhmara
	6. Kanchanpur
	7. Uttar Machhamara (Part)
	8. Pecharthal (Part)
5. Kailasahar	1. Chhamanu (Part)
	2 Manikpur
	3. Gobindabari
6. Khowai	1. Ganganagar.

QUESTION

২) এই ঘোষণা দ্বারা ত্রিপুরার সমগ্র দুর্গম অঞ্চলে কর্ম্মরত সমস্ত শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীরা Difficult area allowance পাইতেছেন কি না ?

ANSWER

2. হ্যাঁ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি কিসের ভিত্তিতে ডিফিকাল্ট এলাকা ঘোষণা করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—চলাচলের অসুবিধা, থাকার অসুবিধা ইত্যাদি নানাদিক থেকে বিবেচনা করে ঘোষণা করা হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—যে যে অঞ্চলগুলির কথা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন তার বাইরে কি আর দুর্গম অঞ্চল কিছুই নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেই সম্পর্কে এখনও কোন ঘোষণা করা হয় নাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—এই সম্পর্কে সরকার অনুভব করেছেন কি না যেসব Inaccessible area ঘোষণা করা হয়েছে তার দ্বারা সমস্ত ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলকে কভার করে না এবং সেগুলি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—দুর্গম অঞ্চলও যাতায়াতের পক্ষে সহজতর হয়ে যেতে পারে তখন আর দুর্গম অঞ্চল থাকবে না। যদি এরকম কোন এলাকা থাকে পরীক্ষা করে দেখা হবে নিশ্চয়ই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—যে সব এলাকা ডিফিকাল্ট এলাকা বলে উল্লেখ করা হয় এই সব এরিয়া কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। কোন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল না অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সকলেরই যেখানে অসুবিধা হয় সেই বেসিসএর উপরই এটা হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—এই যে ডিফিকাল্ট এরিয়া এটা কে ঘোষণা করেছেন।

মিঃ স্পীকার—কে ঘোষণা করছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ঘোষণা সরকার তরফ থেকেই করেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পেচারথল দুর্গম এলাকা এবং ছৈলেংটা দুর্গম এলাকা নয় কোন ভিত্তিতে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যে ভিত্তির উপর সংটাই করা হয়েছে সেই ভিত্তির উপর এটাও হয়েছে

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ভিত্তি হাউসকে জানিয়েছেন। কি কি নীতির উপর নির্ভর করে এবং কোন অথরিটি—ত্রিপুরা সরকারের কোন অফিসার বা কোন কমিটি নিয়োগ করে তাকে দিয়ে এই সমস্ত এলাকা নির্দ্ধারণ করিয়েছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার- একটা কথা মাননীয় সদস্যদের আমি পুর্বা হুই মনে করিয়ে দিতে চাই যদি আপনারা বেশী সংখ্যক সাপ্লিমেণ্টারী একটি কোয়েশ্চানের উপর করেন, আজকে আমাদের স্টার্ড কোয়েশ্চানের সংখ্যা বেশী তাহলে আমরা শেষ করতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সব কোয়েশ্চানে এক রকম সাপ্লিমেণ্টারী হবে না। এক একটা কোয়েশ্চান আছে যেখানে সাপ্লিমেণ্টারী স্বাভাবিক ভাবেই...

মিঃ স্পীকার—বেশী আসতে পারে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি প্রায় প্রতিটি কোয়েশ্চানের উপরই এত বেশী সাপ্লিমেণ্টারী আসে...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এটা এম, এল, এ,—দের পক্ষে অত্যন্ত ভাইটেল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে ডিফিকাল্ট এলাকা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে প্রস্তাব গিয়েছিল সেই প্রস্তাবে কোন কোন এলাকা ডিফিকাল্ট এলাকা বলে ঘোষণা করার কথা ছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা ১৯৭১ ইং

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সবটা মানেন নি কিন্তু সেই অরিজিন্যাল প্রস্তাবে কোন কোন এলাকার কথা প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুব রিলিভেণ্ট কোয়েশ্চান। কেন্দ্রীয় সরকার একটা ডিফিক্যাল্ট এলাকা ঘোষণা করেছেন, তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব যাচ্ছে, সেই প্রস্তাবটি কোন কোন এলাকা নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা জানতে পারব না।

মি স্পীকার—নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমরা আশা করব যেসব স্বাভাবিক সাপ্লিমেণ্টারী সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তৈরী হয়ে আসবেন (গণ্ডগোল)'

মিঃ সপীকার— কোয়াইট ট্রু।

শ্রী অজয় বিশ্বাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিফিকাণ্ট ঘোষণার জন্য সমন্বয় কমিটি বা সরকারী কর্মচারী কমিটির তরফ থেকে সারা ত্রিপুরাকে ডিফিকাণ্ট এলাকা ঘোষণা করা হউক বলে কোন চিঠি দেওয়া হয়েছে কি না।

মিঃ স্পীকার— This is not relevant. This is separate question,

Shri Ajoy Biswas—আমার উত্তরটা পেলাম না। এই রকম কোন প্রস্তাব বা চিঠি গিয়েছে কি না।

মিঃ স্পীকার -প্রশ্নটি আবার করুন।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ডিফিকাল্ট এলাকা ঘোষণার জন্য সমন্বয় কমিটি বা ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি থেকে সরকার সারা ত্রিপুরাকে ডিফিকাল্ট এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক এই রকম চিঠি পেয়েছেন কি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—আমার জানা নাই।

শ্রী বাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি লংতরাইছড়ি ডিফিকাল্ট এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে করবুক, যেখানে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছিল ঐ জায়গাটি ডিফিকাল্ট এরিয়া বলে ঘোষণা না করার কারণ কি ? করবুক জলাইয়া এই সব এরিয়া।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যদি কোন এরিয়া বাদ পরে থাকে সেই সম্পর্কে খোঁজ করে দেখা হবে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আমাদের আশ্বাস দিতে পারেন সারা ত্রিপুরা ডিফিকাল্ট এলাকা বলে কোন ঘোষণা করা হবে কি না।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন বোধ হয় উঠে না যেহেতু একটা প্রশ্ন অলরেডি হয়েছে এবং সেই ভাবে কাজ চলছে তাই এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে হয় না।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন উঠতে পারে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন...

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—আমি মাননীয় স্পীকারকে...

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—যেখানে মাননীয় স্পীকার এলাউ করেছেন সেখানে কোয়েশ্চান উঠে না এই কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বলা হয়েছে বোধ হয় উঠে না।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জি—সাব্রুমের বাগমারা, হরবাতলী, চালতাছড়া এই অঞ্চলগুলি ডিফিকাল্ট এরিয়ার মধ্যে পরছে না কেন ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যদি এই রকম কোন এরিয়া থাকে তাহালে খোঁজ করে দেখা হবে এবং সেই সম্পর্কে কিছু করা যায় কি না তখন ভেবে দেখে যাবে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছিলাম যে সমস্ত ত্রিপুরাকে ডিফিকাল্ট এলাকা বলে ঘোষণা করা হবে কি না। কতগুলি এলাকা হয়েছে আর কতগুলি এলাকা সম্পর্কে রিপ্রেজেন্টেসান যাচ্ছে এই ব্যপারে মন্ত্রী সভা বা সরকার ভবিষ্যতে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কি না বা চিন্তা করছেন কি না এই ঘোষণা সম্পর্কে। সেটি হ্যাঁ বা না। এটা প্রশ্ন উঠার কোন প্রশ্ন আসছে না।

মিঃ স্পীকার—You cannot suggest any reply.

Shri Ajoy Biswas—না, মন্ত্রী সভা কি চিন্তা করছেন আমি জানতে পারি কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্নেরও উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। যদি এই রকম কোন এরিয়া থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে খোঁজ করে দেখা হবে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সমগ্র ত্রিপুরাকে ডিফিকাল্ট এরিয়া বলে ঘোষণা করা হবে কি না এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভা বা সরকার ভবিষ্যতে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কি না বা চিন্তা করছেন কি না তা জানতে চাইছি, তার উত্তরে তিনি 'না' বা' হ্যাঁ' বলতে পারে না......

মিঃ স্পীকার—ইউ ক্যান নট সাজেষ্ট দি রিপ্লাই।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই উত্তর দেওয়া হয়েছে এইরকম এরিয়া থাকলে খোঁজ করে দেখা হবে।

শ্রী বাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ভারতবর্ষের মধ্যে নেফা, নাগা ল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে সমগ্র এরিয়াকে ডিফিকাল্ট এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে কি না, খোঁজ নিয়ে জানাবেন কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে পারি।

শ্রী পাখী ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গণ্ডাছড়া এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ডুম্বুরু ব্লকে কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা সেখানে ডিফিকাল্ট এরিয়ার এ্যালাউয়েন্স পায় না অনেকদিন থেকে তারা বঞ্চিত, এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখব কেন তারা পাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে এবং বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে কমলপুর মহকুমায় পাক-গোলাবর্ষণের ফলে মোট কতটি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়েছে এবং মোট কত হাজার পরিবার সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হইয়াছিল তাহার হিসাব।	মোট ২৭টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ১৯৭৭টি পরিবার সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হইয়াছিল।

প্রশ্ন	উত্তর
২) এ'সকল বাস্তুচ্যুত পরিবারকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বড়ীর মালিকদিগকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি না;	হ্যাঁ।
৩) দেওয়া হইয়া থাকিলে কত গুলো পরিবারকে মোট কত টাকা অর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে?	১৯৭৭টি পরিবারকে মোট ৯০,৭৪৪ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ২৭টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই পাড়ায় আরও কতগুলি বাড়ী পাক গোলাবর্ষণের ফলে ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু কোন সাহায্য পায় নাই, এই তথ্য জানা আছে কি না এবং সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এখন পর্যন্ত যতটুকু রিপোর্ট সেটা হচ্ছে এইরকম, স্পেসিফিক যদি কোন কেস্ থাকে, তাহলে খোঁজ করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—এই যে ১৯৭৭ পরিবারকে মোট ৯০,৭৪৪ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এদের প্রতিটি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত—প্রতিটি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার জানা মতে বলছি, এমন বহু পরিবার আছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অথচ সাহায্য পায়নি, এদের ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নোত্তরে আগেই বলেছি এই ধরণের কোন কেস্—পার্টিকুলার কেস্ দিলে পরে আমরা অনুসন্ধান করে দেখব এবং ব্যবস্থা করব।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—সাহায্যের হার ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় একই ছিল কি না? সাহায্য একই নীতি এবং একই হারে দেওয়া হয়েছিল কি না, সাব্রুম, কমলপুর এবং সদরে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা মোটামুটি একই রকম তবে ক্ষতির পরিমাণ বুঝে সেইভাবে সাহায্য করা হয়েছে।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—কিরকম ভাবে স্থির করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১০০ টাকা থেকে ১০০০টাকা পর্যান্ত।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—কত পরিবারকে ১০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যে সব পরিবার গৃহহীন হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ বেশী হয়েছে, তাদেরকে ১০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, তবে নাম্বারটা ঠিক বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে খবর তাতে দেখছি যে ১০০০ টাকা বাড়ীর জন্য কেউ ক্ষতিপূরণ পায়নি। তিনি নীতির কথা এখানে বলেছেন, আদৌ হাজার টাকা কাউকে দেওয়া হয়েছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—যেহেতু মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে বলেছেন, আমরা অনুসন্ধান করে দেখব এবং তারপর হাউসকে জানাব।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি গোলাগুলি বর্ষিত হয়ে প্রায়

তিন হাজারের উপর লোক কমলপুর টাউনের আশেপাশে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল এবং তারা ডোল পেতেন এবং তাদের বাড়ীঘর পাক গোলাগুলিতে ধ্বংস হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তদন্ত করিয়েছেন, সেই তদন্ত মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, সেটা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—তদন্ত না করে একথা বলা যাচ্ছেনা, যেহেতু হাউসে কথা উঠেছে, আমরা পুনরায় খোঁজ খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে এখন আশ্বাস দিলেন, তার ভিত্তিতে এটা কি আশা করতে পারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা সাহায্য পাননি, তারা এখন আবেদন করলে তাদের কথা বিবেচিত হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯১৭টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছিল এই ফীগারটা মোটামুটি আমার ধারণা মতে ঠিক ১৯১৭টি পরিবার অর্থাৎ দুই হাজার পরিবার—আমাদের হিসাব মতে ১০ হাজার লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু সাহায্য পাওয়ার বেলায় সাব্রুমের লোকেরা যে জায়গায় মাসের পর মাস রেশন ইত্যাদি পেয়েছে, কমলপুরে সেই জায়গায় মাত্র চারজন পেয়েছে এবং দুই হাজার পরিবার সাহায্য পায়নি মাত্র ২২৫টি পরিবার পেয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ? এই সাহায্য না পাওয়ার দরুণ অনেক লোক রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছে, এইসব পরিবারকে তদন্ত করে দেখে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে, যে, প্রশ্ন উঠেছে, সেই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে কি করা যায়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমায় যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেই নীতিতে কমলপুর করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—একই নীতির সরকার একই নীতিতে চলতে চান।

মিঃ স্পীকার—শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা।

শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৬।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক গোলাগুলিতে সীমনা ও মোহনপুর তহশীলের কতলোক হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাহাদের মধ্যে কতলোক আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন তার হিসাব।	সীমনা তহশীলে ২ জন নিহত, ২ জন আহত ও ২০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। মোহনপুর তহশীলে কেহ হতাহত হন নাই। ৩১ জন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।
২) এই এলাকার মোট কতজন সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন ?	২৪৭ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কত লোক আবেদন করেছেন সাহায্যের জন্য তা বলেন নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সঠিক দরখাস্তের নাম্বার বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩ স্যার।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ২৩/৪/৭২ ইং তারিখে অমরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ?	১৮,১৭,৮০০ টাকা।
২) যেসকল ছোট ভাড়াটিয়া দোকানদার এ অগ্নিকাণ্ডতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করবেন ?	খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের বিষয় বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, সাহায্যের হার বলবেন কি, কি হারে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত—১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিরকম হারে প্রত্যেককে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যেটা জানি, আমি ওখানে গিয়েছিলাম এবং দেখেছি, তিনি বলছেন সবাই ১০০ টাকা করে পেয়েছে, কিন্তু সুরেন্দ্র সরকার ৭৫ টাকা, তিনজনের পরিবার, মণীন্দ্র সরকার তিনজনের পরিবার, সে পেয়েছে ৬০ টাকা ; হীরালাল পোদ্দার, ৯ জনের পরিবার, ৩০ টাকা পেয়েছে। ১০০ টাকা কেউ পায় নাই। এই পার্থক্য হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আমাদের রিপোর্টে যেটা আছে সেটা হল যে ১০০ টাকা হারেই সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা ক্ষতিগ্রস্থ তারা সরকারের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কিনা এবং সি, আই, সিট যাতে তারা পায় তার জন্য তারা আবেদন করেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ঋণের জন্য তারা দরখাস্ত করেছেন। তাদের ঋণ দেওয়া সম্পর্কেও সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। আর ইতিমধ্যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে বাঁশ ছন দেওয়া হয়েছে, জি, সি, আই, সীট সম্পর্কে আমরা দেখছি আমাদের স্টকে যদি থাকে তাহলে সেই সম্বন্ধে আমরা বিচার বিবেচনা করব। পুনর্ব্বাসন ডিপার্টমেণ্ট থেকেও পাওয়া যেতে পারে। সেখান থেকে পেলে দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অনেক দোকানদার আছেন যাদের নিজস্ব জমি নাই, সেখানে অন্য কোন ভিত্তিতে তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যদি এই রকম কোন কেস থাকে তাদের অন্যভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চয়ই তারা পাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—ছোট ছোট ভাড়াটিয়া দোকানদারগণ যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা সাহায্য অথবা ঋণ পাবেন এই প্রতিশ্রুতি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যাহা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করা হয়েছে এবং যাদের জমি আছে বা যাদের নাই সেটা কি ধরণের ঋণ দেওয়া হবে তা দেখে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা কনক্রিট। ছোট ছোট ভাড়াটিয়া দোকানদারেরা ঋণ অথবা সাহায্য পাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সাহায্য তারা পেয়েছেন এবং সরকারের নিয়মানুযায়ী ঋণ দেওয়া হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্থ যারা তারা পেতে পারে এবং অন্যভাবে যদি দেওয়া যায়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—কতগুলি শর্ত বর্তমানে যা আছে সেই সর্ত অনুযায়ী পেতে পারেন না। কারণ সমগ্র অমরপুর শহরটা ট্রাইবেল এরিয়া। তাদের নিজস্ব জায়গা জমি নাই। তারা অন্য কোন প্রকারে ঋণ পাবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ঋণ পাওয়ার যে সমস্ত নিয়ম আছে সেই সমস্ত থাকলে নিশ্চয়ই পাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে রিফিউজীরা জয়েন্ট বণ্ডে ঋণ পেয়েছে। কাজেই জয়েন্ট বণ্ডে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেটাও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। সেটাও দেখা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—তাহলে কি আমরা এটাই বুঝে নেব যে ভাড়াটিয়া দোকানদারেরা কোন সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত- মাননীয় স্পীকার, স্যার, উত্তরটা আমি দিয়েছি। তবে বুঝতে চাইলে বুঝানো যেতে পারে। তবে শব্দগুলি কিভাবে চেঞ্জ করলে পরে বুঝানো যাবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—কথা হল, যে শর্ত আছে সেই শর্ত অনুযায়ী ট্রাইবেল রিজার্ভড এরিয়া পেতে পারে না। তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সরকার তাদের সাহায্য দিবেন না।

মিঃ স্পীকার—এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাদের দেওয়া হয়েছে এটা কি কোন সরকারী কমিটি না করে বেসরকারী কমিটি করে দেওয়া হয়েছে, না এস, ডি, ও ঠিক করেছেন কাদের কাদের দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই ধরণের ব্যাপার যখন হয় তখন সবাই সেই সময় উপস্থিত থাকেন এবং এইভাবেই তারা ঠিক করেন কাদের কি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, সেটা তারা লিখে নেন এবং সেইভাবেই দেওয়া হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—সরকার কি কোন কমিটি করেছেন, না এনকোয়ারী করে করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এনকোয়ারী করেও হতে পারে। সরকারী প্রসেস অনুযায়ী এটা হয়েছে ?

শ্রী অজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে হয় অসত্য কথা বলছেন। আমি এস, ডি, ও, এর কাছে গিয়েছি, এস, ডি ও, বলেছেন কমিটি হয়েছে। কিন্তু সরকার কমিটি করেছেন, না আদার্স কাউকে নিয়ে কমিটি করেছেন সেটা আমি জানি না।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এখানে বলা হয়েছে যে সরকার তার প্রসেস অনুযায়ী এনকোয়ারী করেছেন। এখানে যদি কমিটি করে এনকোয়ারী করে থাকেন তাহলে করেছেন। এটাও প্রসেস অনুযায়ী করেছেন।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—উনি, কমিটি হয়েছে কি হয়নি সেটা বলেন নি মাননীয় স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকার—তিনি তো বলেছেন।

শ্রী নরেশ রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ৪০ মিনিটে মাত্র ৫টা প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—সেটা আমি পূর্ব্বাহ্নেই বলে দিয়েছি। আমি হোপলেস। শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমানে ধর্মনগর মহকুমায় কি পরিমাণ খাস জমি বে-আইনী দখলদারদের কাছে আছে এবং কি পরিমাণ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?	১০,৬৯০,২৩ একর বেআইনী দখলদারদের কাছে আছে। ১৩৩০,৯২ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে পরিমাণ জমি বে-আইনী দখলদারদের কাছে আছে, তারা কতদিন এগুলি দখল করে আছেন ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—সার্ভে সেটেলমেণ্ট অনুসারে যে রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে সেই অনুসারেই এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—যারা বে-আইনী দখল করে আছে, তাদেরকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—সেটা প্রসেস করে দেখা হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—যেগুলি মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমি বা জিরাতিয়া জমি সেগুলি এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি না, জানাবেন কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—যে সব জমি খাস বলে ঘোষিত হয়েছে, সেগুলিই এখানে আছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। আমি জানতে চেয়েছি, যেগুলি জিরাতিয়া জমি, সেগুলি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—জিরাতিয়া জমির কোন অংশ যদি খাস বলে থাকে, তাহলে সেটাও এর মধ্যে ইনক্লুড আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু জানি যে সমস্ত জিরাতিয়া জমিই খাস জমি বলে ঘোষিত হয়েছে, সেজন্য আমি স্পেসিফিক হতে চেয়েছিলাম, সে এটাও এ হিসাবের মধ্যে আছে কি না? স্যার, ওয়ান মোর সাপ্লিমেন্টারী। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি এই যে খাস জমি দখল করে আছে এবং যার অধিকাংশ তারা আবাদও করেছে, কাজেই তাদেরকে এই জমি কবে পর্যান্ত বন্দোবস্ত দিতে পারেন, তার একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে সঠিক তারিখ বলা মুস্কিল। তবে আমরা এই বিষয়ে খুবই সচেতন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসেস করে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ব্রজেন্দ্রনগর তহশীল এবং কুর্ত্তি এই সমস্ত জায়গায় বহু মামলা মোকদ্দমা ঘটছে এই সমস্ত জমি নিয়ে। এবং এই সব জমি বড় বড় মহাজন ও বাইরের লোকেরা বে-আইনীভাবে দখল করে আছে এবং আগে যাদের দখলে ছিল তাদেরকে উচ্ছেদ করে সেখানে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা একটা পৃথক প্রশ্ন হলে ভাল হয়।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৬।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৬, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে জোতের অন্দরে যে সমস্ত খাস ভূমি আছে, সেগুলি জোতদারগণকে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?	এরূপ কোন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া সরকার মনে করেন না।

প্রশ্ন	উত্তর
২) যদি থাকে তবে চলতি আর্থিক বৎসরে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে কি ? এবং	প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩) কত পরিমাণ খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে ?	

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জোতদারের দখলে যে সমস্ত খাস জমি আছে, সেই সমস্ত খাস জমি কোন পরিমাণ জোতদারেরা বন্দোবস্ত পেতে পারেন, আর কি পরিমাণ জমি থাকলে দখলীয় জমির মালিক বন্দোবস্ত পেতে পারেন না, এই রকম কোন ক্রাইটেরিয়া সরকার ঠিক করেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সাধারণতঃ ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন অনুযায়ী যে সিলিং আছে, সেই সিলিং এর মধ্যে যাদের জোতের অন্দরে পড়ে, সেই সব মালিকদের সম্পর্কে এটা বিবেচনা করা হয়, যদি সেটা সিলিং এর মধ্যে হয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জোতের অন্দরে যে সমস্ত খাস জমি আছে সেগুলি জোতদারকে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে সরকার মনে করেন না, এটা একটা ভেগ উত্তর বলে আমার মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি বলছি—এজন্য প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না পরিকল্পনা করার কিন্তু পরিকল্পনা মানে তো প্লেন করা। এটা একটা এষ্টিমেট করে, প্লেন করে, একটা কমিটি করে করতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র জোতের অন্দরে খাস জমি আছে, যে প্রশ্ন একটু আগেও একজন মাননীয় সদস্য করেছেন—সেখানে জোতের মধ্যে যদি ১ কানি জমি থাকে, তাহলে অনেক সময়ে সেটা বর্ধিত হয়ে ১ কানি ২ গণ্ডা হয়ে যায়, কাজেই এই যে বর্ধিত জায়গাটা জোতের অন্দরে, এটা বন্দোবস্ত দিতে প্রয়োজনীয়তা কেন মনে করছেন না, আমি এটা বুঝতে পারছি না।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এটার জন্য পরিকল্পনা করার কোন দরকার হয় না। তার কারণ, হচ্ছে এটা ভূমি রাজস্বের আইনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি করে কি করতে হবে, না করতে হবে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কত দূর পরিমাণ এই ধরণের খাস জমি জোতদারদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ? ...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটার উত্তর তো আগেই দিয়েছেন—প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—না স্যার, সিলিং লিমিট বলতে যেটা উনি বললেন, সেটা তো এখন পর্যান্ত ঠিক করা হয় নি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—সিলিং লিমিটের মধ্যে হলে দেওয়া হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে জোতের অন্তর্ভুক্ত খাস আর বাইরের খাস জোতের এই খাস দুইটির মধ্যে সরকারের কাছে কোন প্রার্থক্য আছে কি না ? যদি পার্থক্য না থাকে তাহলে এলটমেণ্ট রুলস অনুসারে এই সব জমি বিলি বণ্টন করা হবে কি না এবং এ ক্ষেত্রেও সেই প্রায়রিটি থাকবে কি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এলটমেণ্ট রুলস অনুযায়ী বিলি বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, আমার প্রশ্নটার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বড় বড় জোতদার যারা ৩/৪ দ্রোণ জমির মালিক, সিলিং লিমিটের বাইরে যাদের এখনও জমি আছে, আর আমরা এখন অনুমান করতেছি যে সিলিং লিমিট হবে—কাজেই তাদের জোতের অন্দরে আরও বেশী পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য সরকারের আইন অনুযায়ী আবেদন করেছে—এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—ভূমি রাজস্ব আইন অনুযায়ী সিলিং লিমিট আছে এবং সেই সিলিং অনুযায়ী বর্ত্তমানেও চলছে।

শ্রী নরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সমস্ত জোতদারের জোতের অন্দরে কি পরিমাণ খাস জমি আছে এবং তার মধ্যে কতটুকু বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—কতখানি জায়গা আছে, সেটা ঠিক করে বলা মুস্কিল তবে তার পরিমাণ খুব কম নয়, এইটুকু বলা চলে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এই রকম বন্দোবস্ত যে সব জোতদার পেয়েছেন, তাতে খাস জমির পরিমাণ কত?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আমাদের যা খবর আছে—৫২ হাজার ৬৩১ জন ডেফিনিট বাউণ্ডারীর মধ্যে রয়েছে এবং তাদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে তারা কি সিলিং লিমিটের মধ্যে আছে? যেহেতু সিলিং লিমিট এখন পর্যান্ত নির্দ্ধারিত হয় নি সেহেতু তাদেরকে কি হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে?

(নো রিপ্লাই)

শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বিবেচনা করতে রাজী আছেন যে যেখানে সিলিং লিমিট বিবেচনা করবার জন্য একটা প্রস্তাব আছে, তাই এক্ষুনি পুরানো সিলিং লিমিটে যাতে বন্দোবস্ত না দেওয়া হয়, তার জন্য একটা স্থগিত ব্যবস্থা চালু করতে রাজী আছেন কি না?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—এটা সমস্যার গুরুত্ব বুঝে করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায়—প্রশ্ন নং ৫৫৭

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫৫৭

প্রশ্ন	উত্তর
বিভিন্ন ধর্মমন্দির মসজিদ নির্মাণ (construction) পুনর্নির্মাণ (reconstruction) এবং পরিচালন ব্যাপারে সরকারী কোন আর্থিক সাহায্য আছে কি না; থাকিলে ঐ সাহায্যের পরিমাণ ও ধরণ কিরূপ ?	সরকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ধর্মমন্দির, মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয় সরকার বহন করেন। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সেবায়েত, টলুয়া ইত্যাদির ও দৈনিক সেবা পূজার নানাবিধ ব্যয় বাবত ১০,০০০ টাকার বরাদ্দ আছে। মন্দিরাদির পুনর্নির্মাণ জন্য প্রয়োজন মতে টাকার সন্ধান করা হয়।

শ্রীনরেশ রায়—এই এক বছরের মধ্যে ১৯৭১—৭২ সালের মধ্যে কতগুলি ধর্মমন্দির পুনর্গঠন এবং নূতন করার জন্য দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনরেশ রায়—যে সমস্ত ধর্মমন্দির বা মসজিদ সরকারের ডাইরেক্ট পরিচালনাধীন আছে, এই রকম মন্দিরের সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এমন দুই একটি মন্দিরের নাম বলতে পারেন য মন্দিরগুলি সরকার ডাইরেক্ট পরিচালনা করছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—উদয়পুরের মাতার বাড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ী, এই রকম নারও আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া—প্রশ্ন নং ৫৭১

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫৭১

QUESTIONS

১। গত ভারত ও পাকিস্তান—(বর্তমান বাংলাদেশ) যুদ্ধের সময় সামরিক বিমান ঘাটির প্রয়োজনে তেঁলিয়ামুড়া সার্দ্দুকরীতে কত একর জমি রিকোইজিশান করা হইয়াছিল ;

২। সেই রিকোইজিশনে কত পরিবার উচ্ছেদ হইয়াছিল ; এবং সেই বাস্তচ্যুত পরিবারদিগের পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWAR

১। কোন জমি রিকুইজিশন করা হয় নাই, তবে একুইজিশন করা হইয়াছে।

২। একুইজিশন মূলে ৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। শস্যের ক্ষতিপূরণ বাবত ও গৃহাদি অপসারণ বাবত কিছু টাকা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। জমির ক্ষতিপূরণের টাকা যদিও ভারত-সরকার কর্ত্তৃক দেয় তথাপি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সুবিধার্থে ক্ষতিপূরণের টাকা এই সরকার হইতে দেওয়ার বাবস্থা করা হইয়াছে। সমস্ত অনুষ্ঠান নিয়মমত সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থ করা যাইবে। তবে এক পক্ষ কালের মধ্যেই টাকা দেওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের প্রার্থনা সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করা যাইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ এই টাকাটা সময়মত প্লেস না করায় সেখানকার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তারা জমি চাষ করতে না পারায় স্টারভেশানে আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেহেতু টাকাটা সামরিক দপ্তরের দেয় ছিল এবং তারা দিতে পারেনি বলেই আমরা অনারেবেড রেফার করেছি ব্যাপারটা এবং আমরা তা দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি যাতে জনসাধারণ উপকৃত হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—প্রশ্ন নং ৫৭৮

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫৭৮

প্রশ্ন	উত্তর
১। মেলাঘর এলাকায় মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য কোন শ্মশান আছে কি এবং মুসলমানদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট কবরখানা আছে কি?	সরকারী রেকর্ডমতে শ্মশানের কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকা দেখা যায় না। আবহমান কাল হইতেই গোমতী নদীর তীর মেলাঘরের শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কবরস্থান আছে।
২। যদি না থাকিয়া থাকে তবে এ বিষয়ে সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কি না?	জন স্বাস্থ্যের খাতিরে নির্দিষ্ট শ্মশানের স্থান নির্দ্ধারণের জন্য সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা।

শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা—প্রশ্ন নং ৫৮৬

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫৮৬

প্রশ্ন

১। সদর কমলাসাগর গাঁওসভা এলাকায় গত পাক সেলিং এর ফলে গ্রামবাসীদের বাড়ী ঘর জমির ফসল ইত্যাদি নষ্ট হওয়ায় মাননীয় সরকার তাহাদের কোনরূপ সাহায্য দানের কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন কি না?

২। যদি ঘোষণা করে থাকেন তার সেই অনুযায়ী গ্রামবাসীদের মধ্যে কতজন সাহায্যের আবেদন করেছিলেন? এবং

প্রশ্ন

৩। সরকারী তদন্তক্রমে কতজন আবেদনকারীকে সাহায্য পাওয়ার উপযোগী বিবেচনা করিয়াছেন ?

৪। এই সাহায্য কবে পাওয়া যাইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২, ৩ ও ৪। সেশিং দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইয়াছে এবং তদন্তমূলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনজনকে মোট ৭০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ক্ষতি-গ্রস্থ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত স্থলে সত্বরই সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সাহায্যের হার কি ধরণের হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ।

শ্রীসমির রঞ্জন বর্মণ—প্রশ্ন নং ৫৯০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫৯০

QUESTIONS

১। Bishalgar agricultural Produce Market তৈরী করাতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বাজারটির নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়েছে।

QUESTIONS

৩। ইহা কি সত্য যে এই বাজার বসানোর জন্য সরকার হইতে কোন প্রকার কার্য্যকরী চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

৪। সরকার কি জানেন যে আগরতলা বিশালগড় রাস্তার দুই পার্শ্বে বর্ত্তমানে বিশালগড়ের দৈনিক বাজার বসে?

ANSWERS

১) ৮৩,৩৬৪·৪৪ পয়সা।

২) না।

৩) না, ইহা সত্য নয়।

৪। হঁ্যা।

মিঃ স্পীকার—Now the question hour is over. There are eleven Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিফোর উই প্রসীড, আমি এই মাত্র খবর পেলাম বড়মুড়াতে অয়েল এবং ন্যাচারেল গ্যাস-এর কর্মচারী এবং শ্রমিক তাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটা বিরোধ চলছে, তাকে উপলক্ষ করে কিছু সি, আর, পি সেখানে পাঠান হয়েছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যিনি হোমেরও চার্জে আছেন, তাঁর কাছ থেকে একটা বিবৃতি আমরা চাচ্ছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা এইমাত্র খবর পেলাম যে আমাদের

এ্যাসেম্ব্লী হাউসের বাইরে বেকার কৃষি স্নাতকেরা আশা প্রকাশ করেছেন যে কৃষি মন্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করে উনার বক্তব্য শুনার সুযোগ পাবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি নোটিশ দিয়ে দেবেন, পরে দেখা যাবে

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এটার ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট আমরা চাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে।

মিঃ স্পীকার—আপনি নোটিশ দিন, তারপর দেখা যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এটাতো জিরো আওয়ার স্যার, আমাদের অধিকার আছে...

Mr Speaker—We are not observing any practice of Zero hour.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এটাতো সবজায়গায় ফলো করা হয়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমাদের লোকসভায় এই প্রাকটিস ছিল, কিন্তু সেটা ডিসকন্টিনিউ করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—লোকসভায় প্রাকটিস আছে, ডিসকন্টিনিউ করেননি স্যার।

Mr. Speaker—So far my information goes, they have discontinued that practice and here we are not obseeving this practice.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমার বক্তব্য ছিল। বেকার কৃষি স্নাতকরা কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, আমি কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনার মাধ্যমে তিনি যেন বেকার স্নাতকদের সাথে আলাপ করে আসেন।

মিঃ স্পীকার—আপনি নোটিশ দিন। প্লীজ টেক্ ইউর সীট। Let me finish to-days business.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উনি যেন তাদের সংগে আলাপ করে আসেন।

মিঃ স্পীকার—আপনি বসুন। আমি মাননীয় লীডার অব দি অপজিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার তিনি রিকোয়েষ্ট করেছেন এগ্রীকালচার মিনিষ্টারের কাছে, হি ইজ নট মেকিং এনি ষ্টেটমেন্ট। হি ইজ ওনলি মেকিং রিকোয়েষ্ট।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—There is a Calling Attention given notice of by Shri Tapas Dey on 5. 7. 72 to which the Minister concerned to make a statement today the 7th July, 1972.

I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Medical Department to make a statement on—

'গত ২৪শে জুন ১৯৭২ ইং তারিখে পরিমল সাহা নামক '১০ বৎসরের বালকের ভুল ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে ভি. এম. হাসপাতালে মৃত্যু সম্পর্কে।'

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এ্যাটেনশানটি হল গত ২৪শে জুন ১৯৭২ ইং তারিখে পরিমল সাহা নামক ১০ বৎসরের বালকের ভুল ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে ভি. এম. হাসপাতালে মৃত্যু সম্পর্কে।' গত ২৪শে জুন, ১৯৭২ তারিখে পরিমল সাহা নামক ১০ বৎসরের বালক ভি. এম. হাসপাতালে ভর্তি ছিল না, সুতরাং ভুল ঔষধ প্রয়োগ বা তজ্জনিত মৃত্যুর কোনও প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার। আমার যতটুকু ইনফরমেশন গত ২৪শে জুন ১৯৭২ তারিখে পরিমল সাহা নামে জনৈক ছেলে পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে ভি. এম. হাসপাতালে ভর্তি হয়, তাকে হেলমাসিডের পরিবর্ত্তে লাইসল খাওয়ানের ফলে তার মৃত্যু হয় এবং নার্স মায়া সেনকে সাসপেণ্ড করা হয়। কাজেই কোনটা সত্য?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে

আমি আগেই বলেছি যে ২৪শে জুন ১৯৭২ তারিখে পরিমল সাহা—যার কথা তিনি বলেছেন, এইরকম কোন ছেলে ছিল না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানতে চাই এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেছিল কি না যার জন্য নার্সকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল ঐ তারিখে বা তার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান সম্পর্কে ডেফিনিট হওয়া দরকার। ঐ তারিখে এই ধরণের কোন ঘটনা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি। পরিমল সাহা নামে একটি ছেলে ভর্তি হয়েছিল কি না এবং পরবর্ত্তী সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কি না। কারণ আমি যতটুকু জানি এই রকম একটি ছেলে শ্রমিকের পক্ষ থেকে এসেছিল, এবং এইরকম ঘটনা ঘটেছে, এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ—আমি হাসপাতালে যেয়ে দেখে এসেছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পত্র-পত্রিকায়ও এটা দেখেছি, এটা যদি সত্য না হয়ে থাকে, মিনিষ্টারের স্বার্থে, ডিপার্টমেণ্টের স্বার্থে, কণ্ট্রাডিক্ট করা উচিত ছিল তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম, কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন কিছু প্রতিবাদ আমরা দেখিনি। এখানে যদি প্রকৃত ঘটনাটা উপস্থিত করতেন কণ্ট্রাডিক্ট না করে তাহলে ভাল হত, আমাদের মনেও কোন রকম সন্দেহ থাকত না। কিন্তু যেভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন তার পরও আমাদের মনে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, প্রকৃত ঘটনা যদি বলে দেন, তাহলে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রকৃত ঘটনার কথা বলছি। এ্যাসেম্বলীর কোয়েশ্চানের উত্তর ডেফিনিট হয়ে দেওয়াই ভাল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—গত ২৭/৬/৭২ তারিখে দুপুর ১টা ১০ মিনিটের সময় শ্রীপরিমল

সাহা, বয়স ৫ বৎসর, পিতা শ্রীনিতাই সাহা, বনমালীপুর, আগরতলা, পেটের অসুখ ও ক্রিমি বিকারের জন্য ভি. এম. হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ব্লকের ২ নং বেডে ভর্তি হয়।

২৮/৬/৭২ তারিখে ওয়ার্ডের ডাক্তার রাম গোপাল সাহা সকালে রোগীকে ৫ চামচ হেলমাসিড সিরাপ নামক ক্রিমির ঔষধ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। ডিউটি নার্স শ্রীমতি মায়া সেন, ষ্টুডেন্ট নার্স শ্রীমতি বসমতি দেববর্ম্মার মাধ্যমে ভুল বশতঃ ১ চামচ 'লাইসল', হেলমাসিডের পরিবর্ত্তে খাওয়াইয়া দেয়। এই ভুল ধরা পরার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির জীবন রক্ষার্থে সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তাহার ফলে শিশুটির জীবন রক্ষা হয়।

৬/৭/৭২ তারিখে শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া বিধায় হাসপাতাল হইতে ছুটি দেওয়া হইয়াছে ও সে পিতা মাতার সঙ্গে বাড়ী গিয়াছে।

২৯/৬/৭২ তারিখে বিভাগীয় তদন্ত ও উপযুক্ত শাস্তির জন্য ষ্টাফ নার্স শ্রীমতী মায়া সেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীযতিন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে ঘটনা, মাননীয় সদস্য একজন তিনি কলিং এ্যাটেনশন নোটিশ দিয়েছেন, ফিক্সড ডেট উনি হয়তো বলতে পারেন নি, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি প্রকৃত ঘটনাটা আগেই বলে ফেলতেন তাহলে এই সময়টা নষ্ট হত না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন, উনি প্রকৃত ঘটনা এখানে বলেছেন।

শ্রী বাজুবন রিয়াং - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানতে পারলাম না স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয় দেখা করতে যাবেন কি না, গেলে ভাল হত।

Mr. Speaker—I have received Calling Attention Notice from the following member Shri Tapash Dey on the subject—

৪ঠা জুলাই প্রায় অপরাহ্নে সাড়ে চার ঘটিকায় প্রকাশ্য দিবালোকে উদয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে (হরা অঞ্চলে) হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।'

I have given consent to the Motion of Shri Dey to-day. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. Sen Gupta— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ আমি সংগ্রহ করেছি, সেইটুকু আমি হাউসের সামনে বলতে পারি। About mid-day of 4th July—

শ্রীতাপস দে—বাংলায় বলতে বলুন স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদস্য বাংলায় শুনতে চাইছেন। ইংরেজীতে বলার শেষে বাংলাতে বলে দেবেন।

Shri Sukhamoy Sengupta—About mid-day of July, 4 information received about a dead body of an un-identified person aged approximately 25 lying near Salgarah, Udappur, (Radhakishorepur). The body was sent to Doctor for postmortem. The Doctor said on 5.7 72 that no definite opinion could be given about the case of death. But there was no internal mark of injury. Police dog was sent on the same day but no clue could be found. The people of the neighbouring villages could not identify the dead body. The case been entered as one of un-natural death and investigation is in progress. The photograph of the body was duly taken.

শ্রীতাপস দে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; বাংলায় না বললে আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি—

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসে ইংরেজীও বোধ হয় চালু আছে, না কি ?

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—প্রশ্ন বাংলায় এলে উত্তর বাংলায় হাওয়া উচিত, আর প্রশ্ন যদি ইংরেজীতে আসে তাহলে উত্তর ইংরেজীতে হতে পারে।

মিঃ স্পীকার—দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই দি স্পীকার, নট বাই দি অনারেবল মেম্বার। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী, আমাদের হাউসে অনেক সদস্য আছেন যারা ইংরেজী জানে না। অতএব আপনি এই ষ্টেটমেণ্টটার সারাংশটুকু হাউসে বাংলায় প্রকাশ করুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার যখন বলছেন তাহলে বুঝা যায় যে ইংরেজীতে বলা যায়।

গত ৪ঠা জুলাই একটা অপরিচিত ডেডবডি শালগড়ার কাছে পাওয়া গিয়েছিল। মৃতদেহটা ডাক্তারদের কাছে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার পরদিন রিপোর্ট এসেছে যে কোন ডেফিনিট কথা তারা বলতে পারেন না এই সম্পর্কে। কিন্তু তার উপরে কোন ইনজুরির চিহ্ন ছিল না। এখান থেকে পুলিশ ডগ পাঠানো হয়েছিল তারা কেউ কোন হদিশ করতে পারে নি। এটা সম্পুর্ণটা এখন ইনভেসটিগেশনে আছে। মৃতদেহের ফটো তুলে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker—I have received notices from **Shri** Tapas Dey and Shri Kalipada Banerjce, Members desiring to raise discussion on—

১) ন্যায্য মূল্যের দোকানে খারাপ চাউল সরবরাহ করা সম্পর্কে।

(Notice given by [redacted].)
Shri Tapas Dey.

২) অতি মাত্রায় খরা প্রকোপ। (Notice given by Shri Kalipada Banerjee.)

I have admitted the notices. Discussion will be raised on the 10th July, 1972 and 12th July, 1972 respectively.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Mr. Speaker—To-day in the List of Business 7 Demands namely Demand Nos : 18—Agriculture, 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research, 19—Animal Husbandry, 20—Co-operation, 35—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments, 43—Capital Outlay on Schemes of Government Trading and 44—Appropriation to Contingency Fund are to be disposed of.

Moreover, there are 5 Demands, namely— Demand Nos : 14—Education, 21—Industires, 39—Capital Outlay on Industrial & Economic Development, 32—Stationery & Printing & 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments carried over from the List of Business for 6.7.72 Will be taken up today the 7th July, 1972.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ভাবে আগেরগুলো পোষ্টপণ্ড থেকে যাচ্ছে তাতে আমরা যেসমস্ত কাটমোশন দিয়েছি তার প্রতি ন্যায় বিচার করতে হলে আমাদের যে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি, তাকে আবার বসা দরকার। তা না হলে আমরা ঠিক বুঝতে পারব না যে আমরা কতটুকু সময় পাচ্ছি এবং বিভিন্ন জরুরী বিষয়ের উপর আমরা বলবার যথেষ্ট সুযোগ পাব কি না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন করব যে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি আবার বসান এবং বসিয়ে যে কাজ বাকী আছে সেটা আমরা কি করে করতে পারি সেটা তারা ঠিক করবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি সময়মত বসেই এই প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন এবং এই প্রোগ্রাম অনুসারে আজকে আমাদের ডিমাণ্ড শেষ করতে হবে। তবে আমার মনে হয় আজকে আমাদের শেষ করতে কোন অসুবিধা হত না, প্রত্যেক মেম্বারই আলোচনার সুযোগ পেতেন যদি তারা অতিরিক্ত আলোচনা না করতেন। এত বেশী আলোচনা হয়েছে ডিমাণ্ডের উপর এবং কাট মোশনের উপর যে আমাদের সময় আর নাই। আমি এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের পূর্ব্বাহ্নেই

একাধিকবার বলেছি যে হয়ত ডিমাণ্ড আমাদের গিলোটিন করতে হবে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা কিছুতেইআলোচনা শষ করতে চান না এবং প্রত্যেকটি কাট মোশনের এবং ডিমাণ্ডের উপর তারা ইচ্ছামত আলোচনা করেছেন। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে আপনারা সকলে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন যাতে আমরা আজকেই ডিমাণ্ডগুলোর আলোচনা শেষ করে ডিমাণ্ডগুলো শেষ করে দিতে পারি। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে ডিউরেশন এক্সটেণ্ড করে দিতে পারি যদি আপনারা আলোচনা করতে চান।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য হিসাবে আমি এখানে উপস্থিত থেকে যে আলোচনা হয়েছিল, আমার যতটুকু মনে পড়ে যে হাউস সিদ্ধান্ত নেবে সময় কতটুকু কিভাবে নেবে। তবে একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল অ্যাডভাইজরি কমিটির তরফ থেকে যে এটাকে হাউসে উপস্থিত করা হবে এবং হাউস সিদ্ধান্ত নেবে যে বাজেটের উপর, ডিমাণ্ডের উপর এবং কাট মোশনের উপর কতটুকু সময় নেবে এই সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার—বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির রিপোর্ট হাউসে পেশ করা হয়েছিল এবং হাউসের ডিসিশান নিয়েই এটা আমরা গ্রহণ করেছি এবং আপনি বলেছেন সেটাও ঠিক। আপনি বলেছিলেন যে হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিমাণ্ড পাশ নাও হতে পারে এবং আমি বলেছিলাম প্রয়োজন পড়লে হাউসের সময় এক্সটেণ্ড করা হবে এবং এক্সটেণ্ড আমি করেছি। করা সত্ত্বেও আমার অভিজ্ঞতা যে মাননীয় সদস্যরা সকলেই অধিক সময় বলতে চান।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তখন বলা হয়েছিল যে গভর্ণর বিলাতে চলে যাবেন সেজন্য আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব। আমি বুঝতে পারিনি তখনও এবং এখনও বুঝতে পারি না যে গভর্ণর বিলাতে যাবেন, না কোথায় যাবেন তার জন্য সারা ত্রিপুরার স্বার্থ কি করে ক্ষুন্ন হতে পারে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমার মনে হয় এই কথা হয় নি যে গভর্ণর চলে গেলে ডিমাণ্ড আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। চলে যাবেন এই কথা আলোচনা হয় নি। কথা হচ্ছে গভর্ণরের এ্যাসেন্ট প্রয়োজন হবে সেজন্য ১০ই জুলাই এর মধ্যে আমাদের বাজেট বিল পাশ করতে হবে। সেই কথা বলা হয়েছিল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যরা, আপনি বলেছেন ইচ্ছামত আলোচনা করেছেন। এই কথা আমি স্বীকার করি না, অন্ততঃ আমাদের ব্লক স্বীকার করে না। কেন না কে কতটুকু সময় বলবে সেই লিষ্ট আমরা দিয়েছি। গত কালকে আমি দেখলাম যে নাম দেওয়ার পরেও কেন সময় বেশী চাচ্ছেন সরকার পক্ষ, এই কথা আমি প্রশ্ন করেছি।

মিঃ স্পীকার—আপনারা এই কথা বলেছেন যে সময় নিয়েছে এই কথাটা আমি বলেছি। আপনি এই কথাটা বিকৃত করে বলছেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, কিভাবে একটা সময় পাওয়া যায়...

মিঃ স্পীকার—আপনারা সেই পথ বাৎলিয়ে দিন?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—কিন্তু পথ যে আমাদের কাছে চাওয়া হয় নি? আমরা হচ্ছি সমর্থন দেনেওয়ালা। স্যার, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে ১০ তারিখে এ্যাসেম্বলী ডাকার পর দুটো শুক্রবার পার হয়ে গেছে, যে দিনগুলিতে বেসরকারী প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারত, এগুলি অত্যন্ত ইম্পোর্টেন্ট। কিন্তু এই সুযোগটাও প্রাইভেট মেম্বাররা পেল না। আর আমি নিজের ইচ্ছা থাকলেও সময় সঙ্কীর্ণতার জন্য তেমন কোন টাইম নেই নি, কেন না, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিছু বলতে উঠলেই লাল বাতি জ্বলে উঠে...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি আপনার এই কথা স্বীকার করি না, কেন না, বলতে উঠলেই লাল বাতি জ্বলে উঠে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, আমি তো আপনার উপর কোন দোষ দিচ্ছি না। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, তা হচ্ছে আমরা যারা মেম্বার আছি, আমাদের বলতে বলতেই যেন সময় শেষ হয়ে যায়। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই বলার মতো কিছু থাকে, এবং আমরা যাতে সেটা বলতে পারি, সেজন্য আমাদের কিছু সময় দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি নিজেই কমিটি মিটিং এ বলেছিলেন

১০ তারিখে, যে সময় যাতে বাড়ানো যায় সেজন্য আপনি এই হাউসে আলোচনা করবেন এবং সময় বাড়ানোর চেষ্টা করবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এই সম্পর্কে হাউসে কোন রকমের আলোচনা হয় নি স্যার ? এবং হাউসের কোন মতামতও নেওয়া হয়নি।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—স্যার, কালকে তো স্যাটার-ডে আছে এবং কালকের দিনে যাতে হাউস হতে পারে এবং এর জন্য কোন প্রকারের সুবিধা হয় কি না, এটা আপনি বিবেচনা করে দেখতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এসেম্বলীটা এখন ৬০ জনের হয়েছে। কাজেই আগের এ্যাসেম্বলীতে আমরা যতটা সময় চালাতে পারতাম, এখন তার চাইতে কিছু বেশী সময় চালানোর দরকার। কিন্তু এটা আমরা আশা করতে পারি না, যে আমাদের কাছ থেকে ভোট চেয়ে নেওয়া হবে, অথচ আমরা কিছু বলতে পারব না। স্যার, আমি যেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের এই সেসানটা আরও বেশী সময় নিয়ে করার দরকার ছিল। কিন্তু সরকার তা না করে আমাদের যে বেসরকারী দিনগুলি ছিল, সেগুলিও সরকার বলতে গেলে প্রায় জোর করে নিয়ে নিয়েছে, অথচ সেগুলি একটা মূল্যবান দিন ছিল আমাদের কাছে। কাজেই এই ভাবে যদি ঘটতে থাকে, তাহলে আমাদের জনসাধারণের কাছে জবাবদেহি করতে হবে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—স্যার, বিজিনেস কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে সেদিন যে ডিস্কাশান হয়েছে, তখনও আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে বলেছিলাম, এখন যেটা নাকি মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, আপনার সময় আছে কি না, আমি জানি না। তখন আপনিও বলেছিলেন যে পরবর্ত্তী সময়ে বিবেচনা করা হবে। কাজেই এখন এটা আপনার উপর নির্ভর করছে।

মিঃ স্পীকার—আমার এতে কোন আপত্তি নেই, যদি এ্যাক্সটেন্‌শান করে শেষ করা যায় কি না। যা হউক আজকে তো ৮টা পর্য্যন্ত চলতে থাকুক, তারপরে দেখা যাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড যোটিন এডুকেশানের উপর যে অর্থ মঞ্জুরী চেয়েছেন, সেটা অন্যান্য ডিমাণ্ডগুলির চাইতে অনেক

বেশী –অর্থাৎ এই খাতে বেশী অর্থ মঞ্জুরী রাখা হয়েছে। আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে আজকে ত্রিপুরার এই যে সরকার, তারা শিক্ষার জন্য মন খোলা ভাবে এবং অত্যন্ত দরদী হয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা তার বাস্তব দিকটা দেখি তাহলে দেখব যে তারা আপাততঃ যে ভাবটা দেখাতে চেয়েছেন সেটার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার একটা কাট মোশান রয়েছে, সেটা হচ্ছে, উচ্চ, উচ্চতর মাধ্যমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্ত্তি সম্পর্কে। বর্ত্তমানে ছাত্র ভর্ত্তির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এটার দিকে আমরা যদি তাকাই, তাহলে আমরা দেখব, এই যে শিক্ষা খাতে বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলি থেকে বেশী অর্থ মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, আর এটার সঙ্গে বাস্তবের যে কতটা সঙ্গতি রাখা হয়েছে, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। আজকে যদি আগরতলা শহরের কথাই ধরা হয় তাহলে এই সহর গত ১০ বছরের মধ্যে কোন নূতন হাই স্কুল হয়নি, অথচ গত ১০ বছরের মধ্যে আমাদের যেমন লোক সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। আজকে যেখানে গত ১০ বছরের মধ্যে কোন হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নূতনভাবে গড়ে উঠেনি, সেখানে ছাত্র ভর্ত্তি একটা বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু আর একদিক দিয়ে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে আগরতলা শহরের মধ্যে যে সব হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার সীটের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি অথবা কোন সেকশানও বাড়ানো হয়নি অর্থাৎ এগুলির মধ্যে আগে যে ছাত্র ভর্ত্তির ক্যাপাসিটি ছিল, এখনও সেটাই রয়ে গেছে, সেই ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়নি। তাই আমরা গত কয়েক বছর থেকে দেখতে পাচ্ছি, যে অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারছে না এবং সেই ভর্ত্তি হতে না পারার জন্য তারা লেখাপড়া করার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা তো গেল আগরতলা শহরের কথা, এখন যদি গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে সেখানে এই ছাত্র ভর্ত্তির অবস্থা আরও অনেক ভয়াবহ। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আজকে উচ্চ স্কুল এবং উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। এই হিসাবে আমি যদি বলি যে সদর উত্তর অঞ্চলের মধ্যে জিরানিয়া এবং মোহনপুরকে বাদ দিলে যে বিরাট একটা অঞ্চল যেটা নাকি মান্দাই, চাছু, বড়কাঠালি প্রভৃতি এলাকা আছে, সেখানে কোন উচ্চ বা উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল পর্য্যন্ত নেই। কাজেই এই যে বিরাট একটা এলাকা, সেই এলাকার ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর স্বাভাবিক কারণেই আগরতলার দিকে আসতে হচ্ছে উচ্চ বিদ্যালয়ের ভর্ত্তি হওয়ার জন্য, একটা পরীক্ষা দিতে হবে এটা একটা দুর্নীতির ব্যাপার এবং সরকার আজ জনসাধারণকে ছাত্রদের জন্য, শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করতে না পারার জন্য, তাদের শিক্ষা সঙ্কোচিত করার জন্য তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য" আজকে এই ছাত্র ভর্ত্তি পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে এর ফলে ছাত্রসমাজকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই এই সুযোগ যাতে না থাকে এবং এই ভর্ত্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন ভাবে তৈরী হয় যার জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের এই সব টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না এবং তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি জানি বহু গ্রামের ছেলে মেয়েরা আগরতলায় ধর্ণা দিয়ে আগরতলার শোভা দেখে স্কুলের অবস্থা দেখে

তাদের ব্যর্থ হয়ে নীচের দিকে মাথা করে চলে যেতে হয় নিজের গ্রামে। এই হচ্ছে আজকের অবস্থা। অথচ এই শিক্ষা পদ্ধতিকেই বড়াই করে রুলিং পার্টির মন্ত্রী মহোদয় বলবেন ১৯৫০ সালে কি ছিল আর ১৯৭২ সালে কি না অগ্রগতি হয়েছে, যে অগ্রগতি হয়েছে সেই চিত্রটাই তুলে ধরতে চাই। আর একটি কথা বলতে চাই। চম্পকনগরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি স্কুলের জন্য দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ এলাকার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি। চম্পকনগর থেকে জিরানীয়ার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। সরকারী নিয়ম রয়েছে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর একটি হাই স্কুল দিতে হবে, কিন্তু সেইদিক থেকেও ছেলেমেয়েরা আজকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে এবং মুখ্য মন্ত্রীর কাছে তারা দরখাস্ত করেছে, আবেদন নিবেদন করেছে অথচ তা করা হচ্ছে না। এইভাবে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার ব্যবস্থা সংকোচন করার জন্য এই সরকার এই পথ নিয়েছেন কারণ এই সুযোগগুলি দিলে পরে দেশের বেকার বাড়বে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়বে মানে এই সরকারের এই ক্ষমতা নেই যে এই বেকারদের জীবিকার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের জন্য ভবিষ্যতে একটা ব্যবস্থা করে দেবে এই অপদার্থ সরকারের সেই অবস্থা নাই। আমরা এই সরকারের ২৫ বছরের শাসন ব্যবস্থায় তার শিক্ষা নীতির মধ্য দিয়ে আমরা এটাই দেখে আসছি গ্রামের লোকদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখতে হলে এই শিক্ষা পদ্ধতিই নিতে হবে। এইবার আমি কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা। ৫ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা—(Spoke in language other than English or Bengali but did not furnish a translation of his speech in English or Bengali) (উনি মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেছেন)

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা। আপনি অনুগ্রহ করে সবগুলি কাট মোশান একসঙ্গে মুভ এবং আলোচনা করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নং ১৪র উপর আমার ৫ টি কাট মোশান আছে :— "Absence of provision for a separate University & a Law College in Tripura" (2) ধর্ম্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াইতে তিনটি সরকারী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি সম্পর্কে" (3) "ত্রিপুরার তিনটি বেসরকারী কলেজকে স্পনসর্ড স্কীমে না নেওয়ায় ঐ

কলেজগুলির চরম আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে" (4) "Absence of provision for establishing a Board of Secondary Education for Tripura" (5) "Recurring Grant এবং Capital Grant দেওয়ার বর্তমান নীতির জন্য বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের ত্রিপুরার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন সেটি আমরা সকলেই অনুভব করি। সরকার বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখানে তৈরী করবেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এক নয়। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখেছি। আজকে এটাও দেখেছি। সর্বভারতীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার ব্যাপারে যে নৈরাজ্য অবস্থা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি তার থেকে সরে আসা বা মুক্তি পাওয়া আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। ত্রিপুরায় যাতে সতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় এবং এর মাধ্যমে সরকার যাতে সুষ্ঠুনীতি প্রনয়ন করেন যার ফলে আমরা যাতে এই শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেতে পারি। ত্রিপুরায় একটি আইন কলেজ হওয়া প্রয়োজন কিন্তু আইন কলেজের কোন বরাদ্দ রাখা হয় নি। ত্রিপুরার ছেলেরা বাইরে আইন পড়তে যায়। কিন্তু অনেকে সুযোগও পায় না অর্থের অভাবেও সুযোগ অনেকে নিতে পারে না। যদি ত্রিপুরায় আইন কলেজ থাকে তাহলে আইন বিভাগে যারা পড়াশুনা করতে চান এবং পরবর্তি জীবনে যারা এটাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে চান তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। সুতরাং সতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইন কলেজ এই দুটির উপর বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন ছিল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াই, সরকারী কলেজ স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনগর কাঞ্চনবাড়ী শহরে ৬০টি উচ্চ, উচ্চতর, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেখান থেকে বছরে প্রায় তিনশত ছাত্র ছাত্রী পাশ করে বেরিয়ে আসছে, আমরা দেখছি তারা সবাই বাইরে যেয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে অভিভাবকদের আর্থিক সংগতির অভাব, তারা করিমগঞ্জের চাইলাকান্দি, কৈলাশহর বা শিলচর রেখে তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়, দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত কলেজে ভর্তি হতে গেলে তারা সুযোগ সুবিধা পায়না, যার জন্য ধর্মনগরে একটা কলেজ স্থাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে ধর্মনগরের ব্যাপারে নুতন মন্ত্রী সভা জানেন, তাঁরা সেখানে যান, এবং যখন সেখানে যান, তখন সেখানে দুই চারটি কথা বলেন। ধর্মনগরের মানুষ তাঁদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন। ধর্মনগরে বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু বেসরকারীভাবে কলেজ স্থাপন করা সম্ভব নয় এটা ধর্মনগরের লোক এবারে ভালভাবে অনুধাবন করেছেন। তবুও তারা ২৬ একর পরিমিত জমি ধর্মনগরের লোক ক্রয় করতে পেরেছে এবং ধর্মনগর সহরের মাত্র ছয় ফার্লং পূর্ব্বদিকে। সরকার ইচ্ছা করলে সেখানে কলেজ স্থাপন করতে পারেন, আমার মনে হয় শিক্ষাপর্ষদ থেকে এই কলেজ সরকারী উদ্যোগে গ্রহণ করবেন। উদয়পুরের কথা আমরা সকলেই

জানি। কিছুদিন আগেও ছাত্র ধর্মঘট হয়ে গেল, বেশ কিছুদিন ছাত্র ধর্মঘট চলার পর এখন অবশ্য ধর্মঘট নেই, কিন্তু সেই নিয়ে একটা সন্ত্রাস সেখানে চলছে।

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মেম্বার স্পীক অন ইউর কাট মোশান।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—সুতরাং এই ব্যাপারে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। ঐ সন্ত্রাসের রাজত্ব বন্ধ করতে হবে। কলেজ স্থাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমি বলছি ধর্মনগর, উদয়পুরের সঙ্গে খোয়াইও কলেজ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়, বিলোনিয়া কলেজ এবং রামঠাকুর কলেজ স্পনসর্ড স্কীমে নেওয়ার কথা বহুবার এই হাউসে বলা হয়েছে, স্পনসর্ড স্কীম রুলস চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে বলে এই হাউসে প্রশ্নোত্তরে জানানো হয়েছে, তাহলে শিক্ষা বিভাগে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাদের নিয়ে যাওয়া তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা, তাদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা, সিনিয়রিটি বজায় রেখে, যত তাড়াতাড়ি তাকে স্পনসর্ড স্কীমে নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রামঠাকুর কলেজকে গ্রহণ করার নীতি যদি গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে গড়িমসি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ সেইসমস্ত কলেজগুলির আর্থিক দুরাবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি, কৈলাশহরে কিছুদিন আগেও অধ্যাপকরা বেতন পাচ্ছেনা বলে শুনা যায়, এইরকম যদি হয়, তাহলে পড়াশোনার আবহাওয়া বিঘ্নিত হয় সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।✓মধ্যশিক্ষা পর্ষত গঠনের কথা সরকার বলেছেন তারা করবেন, কারণ সেটা গঠন করা প্রয়োজন, পশ্চিম বঙ্গের উপর নির্ভরশীলতা ত্রিপুরার পক্ষে ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু মধ্য শিক্ষা পর্ষত গঠনের জন্য কোন বরাদ্দ এই বাজেটে আমরা দেখতে পচ্ছিনা। এই পর্ষৎ গঠনের জন্য আমরা প্রথমেই বলেছিলাম, এই বছরের মধ্যে যাতে এটা খোলা হয় এই দাবী আমি রাখছি। সরকার এই বছরের মধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষত গঠনের কাজ শুরু করুন, তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাশ্য, তা থেকে মুক্ত করতে পারেন কি না সেইদিকে তাঁরা এগিয়ে আসুন। বেসরকারী খাতে, আমি এই প্রসংগে উল্লেখ করছি, এই সম্পর্কে আমার যে কাট মোশান ছিল, রেকারিং কেপিটাল গ্রান্ট নীতি অনুসারে রেকারিংগ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে নাইনটি পারসেণ্ট হিসাবে এবং সেই হিসাবে কোয়াটারলি গ্রান্ট যে দেওয়া হয় তাতে শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীর বেতন এবং অন্যান্য খরচ দিয়ে তিন মাসের বেশী যায় না, যার ফলে তৃতীয় মাসে যেয়ে অসুবিধা হয়, শিক্ষকরা বেতন পান না পুরোপুরি, মেনেজিং কমিটি কিভাবে সেই টাকাটা জোগাড় করবেন, তার চিন্তার অবধি থাকে না, শুধু তাই নয়, ফাইন্যান্স ইয়ারে যেয়ে দেখছি ঐ বছরের টাকাটা হিসাব করে ঐ বছরেই যে দেওয়া হচ্ছে তা নয়; ১৯৭২ যে টাকা দেওয়া হবে

দেখছি ১৯৭৩ সালের মার্চ্চ মাসে। তাহলে দেখুন ঐ বছরের বকেয়া টাকা পেতে পেতে এক বছর গড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেই বছরে আরও বকেয়া বেড়ে যাচ্ছে এতে দেখছি স্কুলের লাইবিলিটিজ' এর পরিমাণ বাড়ছে। এইভাবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের লাইএ্যাবিলিটীজ যদি বাড়ে তাহলে স্কুল পরিচালনা করতে অসুবিধা হয়, সুতরাং আমি বলি সরকার এই ব্যাপারে এগিয়ে আসুন, গ্রান্ট নীতি পরিবর্ত্তন করুন এবং সেই বেসরকারী স্কুলগুলির আর্থিক দুরবস্থা দূর করুন। কেপিটাল গ্রান্টের ক্ষেত্রে স্কুলকে ফিফটি পারসেন্ট দেওয়ার যে নীতি, স্কুলের পক্ষে দেওয়া তা সম্ভব নয়। এই যে ফিফটি পারসেন্ট দেওয়ার নীতি তাতে স্কুলে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক স্তব্ধ হয়ে যায়। সাড়ে বার পারসেন্ট সেটা করার জন্য বেসরকারী স্কুল কমিটিগুলি সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, নন-গভর্ণমেন্ট টিচার্স এ্যাসসিয়েশানের পক্ষ থেকে এই দাবী রাখা হয়েছে, কিন্তু সরকার সেই নীতি ঘোষনা করেন নি। অনেক সময় আমরা এটা দেখছি যে যেখানে ফিফটি পারসেন্ট কেপিটাল গ্রান্ট চাওয়া হয় সেইক্ষেত্রে সহজে কেপিটাল গ্রান্ট আসছে না, এই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি।

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার, স্যার আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে। তারপর সেকেণ্ড ইন্টারিম রিলিফ যেটা সরকারী শিক্ষক, কর্ম্মচারী পেয়েছেন, সেই রিলিফ বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক কর্ম্মচারীরা পান নি, আমার মনে হয় সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখবেন। তাছাড়া সমাজ বিরোধী কার্য কলাপে যে সব গৃহ ভস্মীভূত হয়েছিল, সেইগুলির উপর স্পেশাল গ্রান্ট দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তারপর বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক, কর্মচারী তারা যাতে সাইক্লোন এ্যাডভান্স, মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্ট বিলের সুযোগ সুবিধা পায়, তার জন্য সরকার দৃষ্টি দেবেন বলে আমি মনে করি। তারপর টেকষ্ট বুক লাইব্রেরীর ব্যাপারে ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে বাজেটে, ১৫টি স্কুলে করা হবে। নন-গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলিকে কিভাবে এই ব্যাপারে সাহায্য করা হবে তা বলা হয়নি। এ ছাড়া বেসরকারী স্কুলগুলিতে বহুবিধ সমস্যা রয়ে গেছে, সমস্ত সমস্যাগুলি কথা বলতে গেলে অনেক সময় লেগে, তাই আমি এখানে তুলে ধরতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেমন ১৯৬১ সালে যে শিক্ষক কর্ম্মচারীদের পে-স্কেল রিভিশন হয়েছিল, সেই অনুযায়ী কোন কোন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক আজ পর্য্যন্ত তাদের এরীয়ার বিল পান নাই। এই ব্যাপারে শান্তিরবাজার, প্রগতি, খোয়াই নন-গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলিতে লক্ষ্য করতে পারেন। তাছাড়া কড়ইমুড়া স্কুলে একজন শিক্ষক ইল্লীগেলী ছাঁটাই হওয়ার পর আবার যখন তা উইদ-ড্র করা হয়, কিছুদিনের বেতন তাঁর এখনও পাওনা রয়ে গেছে। রামঠাকুর স্কুলেও কিছু কিছু এরীয়ার বেতন পাওনা হিসাবে এখনও রয়ে গেছে। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ শ্রেণীর যে সমস্ত কর্মচারী যাদের কণ্টিনজেন্ট ষ্টাফ বলা হয় বেসরকারী স্কুলে তাদের রেগুলারাইজ করার জন্য সরকারের নীতি গ্রহণ করতে হবে। আমরা অন্যদিকে যদি একটু দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব যে প্রাইমারী স্কুলে যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক আছেন তারা অনেকেই গ্র্যাজুয়েটের স্কেল পাচ্ছেন না। একই কোয়ালিফিকেশনের লোক প্রাইমারী

থাকুন বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলেই থাকুন তাদের যদি একই স্কেল দেন তাহলে উচ্চ শিক্ষিত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্ন স্তরে আপগ্রেড করার যে স্কুল সংখ্যা বাজেট ভাষণে দেওয়া হয়েছে সেগুলিও নগণ্য। বর্তমান সমস্যা এতে দূর হবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি ধর্মনগরে বাগিশা, নোয়াবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে যদি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করা সম্ভবপর হয় এবং আরও দুটি জুনিয়ার স্কুল করা সম্ভব হয় তাহলে কিছু অংশের সেই অসুবিধা দূর হতে পারে। এটা কেবল ধর্মনগরে নয়, প্রত্যেক সাবডিভিশনে, যদি আমরা এই জিনিষটি দেখি তাহলে আরও স্কুল আপগ্রেড করার প্রয়োজন আছে এবং কিছু স্কুল বাড়ানোর প্রয়োজন রয়ে গেছে। বর্তমান শিক্ষা নীতি যে ভাবে রচিত হয়েছে এবং বৃটিশ আমলের জের এখনও শিক্ষা নীতিতে যেভাবে থেকে যাচ্ছে তাতে আমরা দেখছি যে অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকছে। এটা আমার কথা নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা রেফারেন্স দিচ্ছি স্বর্গত মহলানবীশের ভাষায়—"By and large it is the rich people who has the opportunity ef giving their children the type of education required for influence & responsibility in the country". প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জে.বি. নায়েকের ভাষায়—"The largest beneficiaries of our system of education are boys of people in urban areas and middle and upper classes". He furtther said—"The educational development is benefitting the 'haves' more than the 'Have nots'. Time is a negotiation of social justice and planning proper. ১৯৬৬ সালে যে এডুকেশন কমিশন বসেছিল তার রিপোর্ট অনুযায়ী দেখছি যে—"Education itself is standing to increase social sagregation plus distribution". ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আজকে পাঠ গ্রহণ করা পরীক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা এবং জীবনের উপায়ে যেখানে অসংযোগ রয়ে গেছে, যেখানে আমরা দেখছি যে ভকেশন্যাল গাইডেন্স নামে একটা স্কীম আছে সেখানে কেরিয়ার মাষ্টার ট্রেনিং কোন কোন স্কুলে দিয়েছে। কিন্তু বলুন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কয়টা স্কুলে গাইডেন্স কর্ণার ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে? সেই সুযোগ স্কুলগুলি পাচ্ছে না। যদি গাইডেন্স কর্ণার ঠিকমত পরিচালিত না হয় যদি ম্যাটিরিয়ালস্ কালেকশান না হয়, যদি এইগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের উপকারে না লাগানো যায় তাহলে এটার প্রয়োজন কি? সুতরাং এই যে জব ওরিয়েন্টেড এডুকেশন বলা হচ্ছে যার ফলে পরবর্তীকালে জব স্যাটিশফেকশান আসবে সেই জব ওরিয়েন্টেশনের কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হচ্ছে? আজকেতো ক্যারিয়ার মাষ্টার ট্রেনিং উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আগরতলা থেকে বহু বছর ধরে। বার বার লিখেও আমরা এই উত্তর পাচ্ছি যে এখন ক্যারিয়ার মাষ্টার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না। তবু কিছু হত, এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার যেন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন। বিভিন্ন দিকে যে সংস্কা-

দের কথা আমি উল্লেখ করলাম তারমধ্যে প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম রচনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র সংস্কার করতে হবে। পাঠ দান, পাঠ গ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে শিক্ষার একটা বিশেষ সংস্কার সাধন করার প্রয়োজন রয়ে গেছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে এবং শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করে জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার আমূল সংস্কার করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরা বলেছেন, বার বার লেখেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি, আমাদের যে শিক্ষা, সেটা যে একজামিনেশন রিডেন হয়ে গেছে সেটা বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কোন পরিবর্তন তো আমরা দেখছি না। সাবজেকটিভ থাকবে না অবজেকটিভ থাকবে এবং কোনভাবে এর নীতি নির্দারণ করা যায় সে সম্পর্কে সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন, এটা তো আমরা জানতে পারছি না। ভারতের মাধ্যমিক কমিশনের একটা রিপোর্ট আমি পড়ছি—"The great wave of the examination tended to curb the teachers initiative to steriotype the curriculam to promote mechanical and lifeless method of teaching to discourage the spirit of examination to place the stress wrong and for un-important things in education." সেই কমিটির রিপোর্ট বের হওয়ার পর বহু বছর কেটে গেছে। জওহরলাল নেহেরু যেখানে বলেছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে, সেই পরিবর্তন আজ কোথায়? শিক্ষা ক্ষেত্রে তো আমরা এটা লক্ষ্য করতে পারছি না। আমরা লিটারেসীর কথা বলছি। লিটারেসীর কেন প্রয়োজন? মেকানিক্যাল লিটারেসীর প্রয়োজন নাই। লিখতে জানা পড়তে জানা, নামটা সই করতে পারে, দুই একটা অক্ষর লিখতে পারে আমরা এটাকেই বলছি লিটারেসী। ইট ইজ নট মেকানিকেল লিটারেসী। সেই মেকানিক্যাল লিটারেসীর প্রয়োজন কি? সেই লিটারেসীর প্রয়োজন আছে অ্যাগ্রিকালচার সহ যে বিভিন্ন অকুপেশন আছে সেইদিকে যথাযথভাবে যাতে অ্যাডজাস্ট করা যায়। লিটারেসীর লক্ষ্য সেই। কিন্তু ভারতে সেই লিটারেসীর লক্ষ্য কখনও তো সম্পূর্ণ হয় নি। আমরা প্রতি বছর বলছি যে লিটারেসীর হার বাড়ছে। কিন্তু কিভাবে বাড়ছে? বাড়ছে অনলী থ্রু মেকানিক্যাল লিটারেসী। সুতরাং শিক্ষা নীতির মধ্যে একটা গলদ রয়ে গেছে। তাই আমি দাবী করছি যে ত্রিপুরার জন্য পৃথকভাবে চিন্তা করুন। শিক্ষাকে রক্ষা করুন। যে নৈরাজ্য অবস্থা এসেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি সেই নৈরাজ্যকে ষ্ট্যাম্প আউট না করা যায় তা হলে এই শিক্ষার ফল ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে সবাই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I would call on Shri Anil Sarkar.

শ্রী অনিল সরকার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কাটমোশনটা হল,—

'Absence of provision for compulsory Primary Education'. ১৯৫০ সালে যখন সংবিধান তৈরী হয় তখন এর মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের অশুল্ক এবং বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। আজকে সেই ঘোষণার পর দুই দশকের বেশী চলছে। ১৯৭২ সনে আমরা যখন এ দেশের শিক্ষা জগতের দিকে তাকাই তখন দেখি এ দেশে শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। ৩৯ কোটি লোক নিরক্ষর এবং পৃথিবীতে যে জনসংখ্যা আছে তার শতকরা ৫০ জন ভারতবর্ষ থেকে সাপ্লাই হয়। ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা জানি না তারা পুরাতন অভ্যাস বশতঃ বলবেন কিনা যে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যা দেখছি সেটা আমরা বৃহত্তম নিরক্ষরেরও অধিকারী। জানি তাতে তাদের লজ্জা হবে না। ইংরেজ এদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তার শ্রেণী স্বার্থে যে এদেশে একদল লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হয়ে চলবে এবং দেশে কঁচা মালের মত সস্তায় শ্রমিক যোগাড় করা যায় তাদের যদি নিরক্ষর রাখা যায় তা হলে তাদের শোষণ করা যাবে, ক্ষেতে কলকারখানায় খাটানো যাবে। ইংরেজ চলে যাবার পর এ দেশের যে শাসকগোষ্ঠী তার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে শুধু রাজার বদলে উজীরের চেহারায়। চামড়ার একটু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক যে সমাজব্যবস্থা তার কোন পরিবর্তন হয় নি। আজকে এখানেও শোষণের ব্যবস্থা চলেছে। বড় লোকদের বড় করা জমিদার বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং দুটো জিনিষের মধ্যে আছে। একটা হল যারা এদেশে শিক্ষিত হবে তারা যাতে, উনারা যে শোষণ করবেন সেই শোষণের গোলামী করে যায়, একদল দালাল তৈরী হয়, তার শাসকগোষ্ঠীর সংকটের দিনে তার কলকারখানায় তার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সস্তায় যাতে মজুর পাওয়া যায় যেটা আমরা দেখেছি শরণার্থী শিবিরে। গ্রেজুয়েট ছেলে বি, এ, পাশ করার পর সে ১০০ টাকা মাইনে চাকুরী করতে পারে, আবার একজন ক্লাশ ফোর পিওন, সেও ১৫০ টাকা পাচ্ছে। অর্থাৎ সস্তায় মজুর সংগ্রহ করার জন্য যাতে একটা বিরাট অংশের লোককে অশিক্ষিত রাখা যায়, তাতে তাদের সুবিধা, এটা আমরা সারা ভারতের ক্ষেত্রেই দেখছি। কাজেই শিক্ষার জন্য যে খরচ, হচ্ছে ১·৫৫ পয়সা আর জাতীয় আয়ের শতকরা ২·৯ পয়সা, এই দেশের বিড়ি সিগারেটের জন্য এর চাইতে অনেক বেশী খরচ করে, এদেশে এটা হবেই। এরপরেও আমাদের অর্থমন্ত্রী এখানে গর্ব করে বলেছেন যে আমাদের স্কুলে মাত্র ১৮ জন স্কুলে যাচ্ছে না। জানি না, এটা সম্পর্কে তিনি তার আমলাদের উপর কতটা নির্ভর করেছেন। কার্যক্ষেত্রে যদি গ্রামে যান, তাহলে দেখবেন যে সেখানে শতকরা ১৮ জন ছেলে স্কুলে যায়না। জানি ২/৭ বছর আগে কমলপুরের শিক্ষকেরা এই ব্যাপারে তদন্ত করেছিলেন এবং তারা সেখানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষদের কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছিলেন তারা বলেছেন সেখানে স্কুলের ছেলেরা যেখানে নাকি ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যান্ত বয়সের ছেলেরা শিক্ষা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে, সেখানে তাদেরকে দেখছি যে তারা রাখালী করে। তার কারণ হল আমি যদি একটা ছেলেকে স্কুলে পড়াই, তাহলে তাকে খাওয়াতে হবে, এই সব হিসাব করলে দেখা যাবে যে তার পিছনে আমাকে

মাসে ৩০ থেকে ৫০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, কিন্তু সে যদি রাখালী করে, তাহলে আমাকে খাওয়াতে হবে না এবং উল্টোতার বিনিময়ে এ'ছেলের কাছ থেকে রোজগার আসছে। কাজেই এই দেশের গরীব মানুষেরা চিন্তা করে, তাকে পড়াশুনা শিখিয়ে কি হবে, বরং তাকে রাখালীর কাজে দেওয়াই ভাল। তাই আমরা আজকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখছি যে একজন শিক্ষা মন্ত্রী আসেন আর কোমড় বেধে ঘোষণা করেন, আমি এই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে ফেলব, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, এ' শিক্ষা মন্ত্রীর টার্গেট ডেট শেষ হবার আগেই, তিনি ইস্পাত মন্ত্রী হয়ে যান। জানি না ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীও হয়তোবা লৌহ মন্ত্রী হয়ে যাবেন। এখন তারাই আবার ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১১ বছর পর্য্যন্ত সবাইকে শিক্ষিত করে তুলবেন এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু করবেন এবং ১৯৮০ সালের মধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের সবাইকে শিক্ষিত করে ফেলবেন। কিন্তু আমরা গত ২৫ বছর তাদের ঐ একটা প্রতিশ্রুতির কথা শুনে আসছি এবং দেখেছি প্রতিটি প্রতিশ্রুতিকে তারা কার্য্যতঃ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কাজেই অত্যন্ত দুঃখিত সংবিধানের মূল একটা কথা, যেটা নাকি এই দেশের গরীব মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, শিক্ষার সুযোগ তারা পাবে এবং শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে এবং এই শিক্ষা তাদের জন্মগত অধিকার, তারা কিছুতেই রাখালের কাজ করতে পারে না ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে, বাধ্যতামূলক ভাবে তারা স্কুলে যাবে। কিন্তু এই দেশে যারা সমাজতন্ত্র আনবে বলে বলেছেন এবং এই দেশের সবাইকে শিক্ষিত করবেন বলে বলেছেন সেখানে আমরা দেখছি যে কিউবাতে, এই কিউবার কথা আজকেও আমাকে বলতে হচ্ছে যে সেখানে ১৯৫৮ সালের বিপ্লবের পর এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমি সিংহলে দেখেছি যে সেখানেও ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। এমন কি আমাদের দেশের চাইতে বেশী করেছে ঐ বার্মা এবং পাকিস্থান এবং অন্যান্য আফ্রো-এশিয়ান কাণ্ট্রিগুলি যেগুলি নাকি আমাদের চাইতে অনেক বেশী ব্যাক-ওয়ার্ড। অথচ আজকে আমরা যারা সমাজতন্ত্রের বড়াই করছি, এবং সমাজতন্ত্র নিয়ে আসছি, এটা হুড় হুড় করে আসছে, আজকে তাদের বাজেটের মধ্যে দেখছি যে বিড়ি সেগেরেটের জন্য যে পয়সা খরচ হয়, তার চাইতে শিক্ষার খাতে কম খরচ হয়। আমরা দেখছি যে সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু খরচ করা হচ্ছে ২.৮৮ পয়সা আর সেখানে ম্যালিটারীর জন্য খরচ করা হচ্ছে ১৮.৫৮ পয়সা। কাজেই সারা ভারতের মধ্যে যে চক্রান্ত চলছে, সেটা হচ্ছে এই দেশের মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে যাতে শিক্ষার সম্প্রসারণ না হয়, যেমন ইংরেজ তার কলোনিয়েল স্বার্থে এই দেশের শিক্ষাকে সংকোচিত করে রেখেছিল, শিক্ষার জগতে একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করতে চেয়ে। এবংও ভারতবর্ষের বুর্জ্জোয়া জমিদার, শাসক শ্রেনী স্বার্থে আজকে দেশের এই শাসক গোষ্টি, তারা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকারে এই দেশের সমস্ত মানুষে কাছে শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়া জন্য কোন প্রচেষ্টা তাদের নেই। কাজেই আজকে আমি দেখছি এই ত্রিপুরারাজ্যে নুতন মন্ত্রী তারা অনেক নুতন নুতন কথা বলছেন ঠিকই, এবং তারা যে পরিমাণ প্রতিশ্রুতি ইলেকশানের

সময়ে দিয়েছিলেন, তাতে আশা করেছিলাম যে এই নূতন মন্ত্রী সভা, সিংহ মন্ত্রী সভার যে ষ্টাইল শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্ততঃ মানুষের কাছাকাছি এই শিক্ষাকে এনে দেবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারেন নি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅক্ষয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪ র উপর যে কাট মোশান এনেছি, সেটা হচ্ছে-শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সম্পর্কে। এই বছর প্রায় ৩০০ শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেই নিয়োগের মধ্যে আমরা দেখেছি যে সরকার অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলেছেন, এই যে ৩০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, এই শিক্ষক যারা চাকুরী পাবেন, তাদের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ করা হবে। তারা বলেছেন, যে পরিবারে কেউ চাকুরী করে না, যে পরিবারে প্রভার্টি আছে, কেউ চাকুরীজিবী নাই, সেখান থেকেই এই সব শিক্ষককে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখেছি যে এই সরকার আজ অবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলি যেভাবে ভঙ্গ করেছে তাদের এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। তাই আমি বলতে চাই, সরকার যেটা বলেছিলেন যেসব ছেলে ১৯৭১ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করেছে এবং থার্ড ডিভিশানে পাশ করেছে, তারাই এবার শিক্ষকতার চাকুরী পেয়েছেন। যেমন নির্মল দে, বিজন দে, তারা একই পরিবারের লোক অথচ তাদের দুইজনকেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে। নৃপেন রায়, প্রসন্ন রায় ভালাহালি, এরাও একই পরিবারের লোক, এদের ও চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জয়ন্তী সিংহ, নিলিমা দত্ত, গীতা দেব রায়, দীপালী বর্মন এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সরকারী কর্মচারীর রিলেটিভ যাদের পরিবারের ১ জন, ২জন কিম্বা ৩জনই সরকারী চাকুরী করছেন। তাহলে এই ঘটনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে সেখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নীতি নির্ধারিত হয় নি। সেখানে কেউ যদি চাকুরী করে, তাহলে তার পরিবারের লোককে দেওয়া হবে না এই যে সরকারী সিদ্ধান্ত এটা যেমন মানা হয় নি, তেমনি আবার মার্ক সীটের উপর বা রেজাল্টের উপর নির্ভর করেও চাকুরী দেওয়া হয় নি এবং থার্ড ডিভিশনে পাশ করা ছেলেকে পর্য্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে একই বাড়ীর দুইজন চাকুরী পেয়েছে, তাই সামগ্রিকভাবে সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতি নিয়েছেন, মুখ দেখে দেখে, বেঁছে বেঁছে, এ' তেলা মাথায় তেল দেওয়ার এই নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। আমরা বলেছি যে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু নীতি নিতে হবে সরকারকে। সে নীতি হচ্ছে যখন আমরা দেখছি যে চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দাবী আছে, কারণ একটা ছেলে গ্রেজুয়েট হবে এবং গ্রেজুয়েট হবার পর তার বাড়ীতে যদি কেউ চাকুরী করে, তাহলে সেই ভদ্রলোক রিটায়ার্ড না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে এ' ৭০/৮০ বছর বয়স হয়ে যাবে সে চাকুরী পাবে না, এই নীতি নিশ্চয় হতে পারে না। কিন্তু সরকার কেন চাকুরী দিতে পারছে না, এটা হচ্ছে স কারেরই

একটা ব্যর্থতা। সরকারের অর্থনৈতিক যে নীতি, সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, অথচ তাদের ধনতান্ত্রিক নীতি, সেই নীতির জন্যই আজকে দেশের মধ্যে বেকারের সমস্যা বাড়ছে, তারা সেখানে বেকারদের চাকুরী দিতে পারছে না। এর ফল স্বরূপ যারা গ্রেজুয়েট হয়ে অনেক দিন ধরে বসে আছে, সরকারের এই নীতি ঠিক নয়। যখন চাকুরীর ক্ষেত্রে কম সংখ্যক পোষ্ট আছে, তখন দেখা যাচ্ছে চাকুরী ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক চাকুরী চাই, অথচ পোষ্ট কম আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয় একটা নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কেন না, এই শিক্ষক নিয়োগের সময় আমরা দেখেছি যে ৩০০টি চাকুরীর জন্য ১৬ হাজার দরখাস্ত পরেছিল। সেই ১৬ হাজার দরখাস্তের মধ্যে এমন সংখ্যক পরিবার ছিল যে পরিবারে একজনও চাকুরী করে না, তাদের অনাহারে থাকতে হয় কাল তাদের কিভাবে চলবে সেই ব্যবস্থা ছিল না। তাদের ছেলে মেয়েরা ৫ বছর ৬ বছর ৭ বছর যাবত বি. এ. বা বি. এস. সি. পাশ করে বসে আছে। সুতরাং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি সেখানে কি দুর্নীতি চলেছে। আজকে দেখছি বিভিন্ন বিধান সভা কেন্দ্রে শাসক গোষ্ঠির লোকেরা গিয়ে বলছে তোমরা লিষ্ট দাও, কোথাও কোথাও ঐ যুব কংগ্রেসের লোক এবং এম. এল. এ.রা গিয়ে তাদের লিষ্টি সংগ্রহ করেছেন একদিকে সরকারী নিয়োগের নীতির কথা বলছেন যারা অনেকদিনের বেকার তাদের প্রোভাটি ইত্যাদি দেখে চাকুরী দেওয়া হবে আর সরকার পার্টির লোক গিয়ে তাদের লিষ্ট সংগ্রহ করছে এটা আজকে জনতার কাছে অস্পষ্ট লাগছে। তাদের দাবী সরকারকে ভবিষ্যতে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতি মানতে হবে—যারা অনেকদিন ধরে বেকার এবং যাদের পরিবারে কেউ চাকুরী করে না তাদের চাকুরীর ব্যাপারে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে সেই রকম দুর্নীতি ভবিষ্যতে যাতে না হয় এই দাবি আমি রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস।

শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, নন গভর্ণমেণ্ট আর্টস কলেজগুলিতে গ্রাণ্টের অপ্রতুলতা সম্পর্কে আমার এই কাট মোশান। যদিও নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজে বরাদ্দের অপ্রতুলতা সম্পর্কে আমার এই কাট মোশান। তবু এই সঙ্গে মোটামুটি ভাবে উচ্চ শিক্ষা এবং তার সাথে সাথে প্রাইমারী শিক্ষার বিষয় বস্তুটাও কিছু পরিমাণে আসে এবং তা আলোচনা না করলে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া মুশকিল হবে। কলেজ সম্পর্কিত এবং নন গভর্ণমেণ্ট কলেজ সম্পর্কিত বরাদ্দের অপ্রতুলতা একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। অনেক সময় বরাদ্দকৃত টাকাও ঠিক মত খরচ হবে কিনা, ইম্প্লিমেণ্টেশানের গ্যারাণ্টি এটাও একটা দেখার এবং আলোচনার বিষয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রাইমারী এডুকেশান সম্পর্কে অনেক আলোচনার বিষয়বস্তু আছে এবং প্রাইমারী এডুকেশান সম্পর্কে অনেক বক্তব্য বিষয় আছে। আমি এই সম্পর্কে আলোচনায় যাচ্ছি না...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি provision for grants to Non Government Arts Colleges এই সম্পর্কে বলুন।...

শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস—আমি একটু জিনিষটাকে বলতে চাচ্ছি মাননীয় স্পীকার স্যার; বক্তব্যটাকে একটু ক্লিয়ার করার জন্য। আমার বক্তব্য হল সংকট থাকা সত্বেও এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইমারী এডুকেশানের কিছুটা প্রসার ঘটেছে তা সত্য এবং যেহেতু প্রাইমারী এডুকেশানে প্রসার ঘটেছে সেই কারণে সংকট কেন্দ্রীভূত হচ্ছে হায়ার সেকেণ্ডারী এবং হায়ার এডুকেশানে। কাজেই আজকের দিনে নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজ সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং নন-গভর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির মধ্যে যেহেতু সংকট কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই বিষয়গুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি নিতান্ত জরুরী ভাবে আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আজকে একটি প্রাইমারী স্কুলে ঘরের চাইতে আজকে একটা কলেজে অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের একটা কমন রুমের দাবি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি সরকার মনে করেন এই সমস্ত দাবি আন-নেসেসারী ডিষ্টার্বেন্স তাহলে আমি মনে করব এই ধারনা ভুল। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই বিধানসভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে—বিলোনীয়া কলেজকে সরকারী ভাবে গ্রহণ করবেন কি না, করার পরিকল্পনা আছে কি না। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে তা গ্রহণ করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন—প্রথম প্রশ্নের উত্তর না, ২য় প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন উঠে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটি করার অন্য কারণ ছিল। যে কর্মচারী এই কলেজকে স্পন্সর্ড গ্রহণ না করিয়ে বাতিল করেছে তার নাম বা পিতার নাম বা প্রপিতামহের নাম এই সমস্ত সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান করার জন্য এই প্রশ্নটি করি নাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে বিলোনীয়া কলেজের যে সঙ্কট আছে, এই কলেজ সম্পর্কে সরকারের কি পরিকল্পনা আছে, এই কলেজকে যদি গ্রহণ করা হয় কবে থেকে করা হবে। সরকারের কি পরিকল্পনা বা সমস্যা আছে এবং বিলোনীয়ার জনসাধারণের কি করনীয় আছে এবং সরকারের সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণ নিশ্চয়ই চিন্তা করবে, করা দরকার। সেই দিক থেকে চিন্তা করেই আমি এটি উত্থাপন করেছিলাম। মাননীয় স্পীকার আমি বিলোনীয় কলেজ সম্পর্কে এই কথা বলতে চাই বিলোনীয় কলেজে অনার্স এবং সাইন্স না থাকার কারনে বিলোনীয় কলেজে যে সমস্ত ছাত্র পড়ার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ছিল আজকে তারা তা নিতে পারছে না। আজকে অনার্স এবং সাইন্সের ছাত্র বেশী থাকে কমার্স এবং আর্টসের ছাত্র সংখ্যা কম। কাজেই বিলোনীয়া, উদয়পুর এবং অন্যান্য এলাকায় যেমন—কৈলাসহর, আগরতলার রামকৃষ্ণ কলেজ সরকারের গ্রহণ করা সম্পর্কে বলুন যে সমস্ত সমস্যা আজকে আসছে এই সব হায়ার এডুকেশন সম্পর্কেও সেগুলি সঠিক ভাবে সমাধান হওয়া দরকার। ধরুন একটা পরীক্ষার হলে ছাত্র এবং শিক্ষকে একটি গোলমাল হল সেখানে গোলমাল কারা করল এখন সরকার যদি মনে করে থাকেন এই গোলমাল সৃষ্টিকারীরাই মেজরিটি তাহলে ভুল করবেন। সরকার সেখানে একমাত্র এই

গোলমাল সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে পুলিশকে ছাড়া আর কাউকেই দেখবেন না। আমি মনে করি ছাত্র এবং শিক্ষক যৌথ আলোচনা আহ্বান করে তারা সমস্যাটাকে মেটাতে চায় তাহলে আমি মনে করি সরকারের সেখানে পুলিশকে এগিয়ে না দিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের যৌথ আলোচনা দ্বারা সেটিং সমাধানের স্কোপ দেওয়া দরকার। এই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারন ঘটনা যেখানে উৎপত্তি সেখানেই ঘটনার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এই জন্য সমস্যার সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার পুলিশকে বিবেচনা করা উচিত নয়। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি আজকে এডুকেশান করে বিশেষ হায়ার এডুকেশান সম্পর্কে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং সেই সম্পর্কে সব কিছুই বলার স্কোপও নাই। অন্ততঃ পক্ষে এই সমস্যাগুলি, এই সমস্ত বিষয়গুলি যাতে সঠিকভাবে আজকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় গোলমাল এড়ানো যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ করতে চাইনা, বিলোনীয়া, উদয়পুর কলেজ খুলে এবং অন্যান্য কলেজগুলি স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে গ্রহণ করে, বিশেষ করে বিলোনীয়াতে অনার্স ক্লাশ এবং সায়েন্স বিভাগ খোলার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের বেশী বলবেন না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমান্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশান, এই খাতে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, তা সমর্থন জানাই এবং কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হয় নি একথা আমি বলি না। যথেষ্ট স্কুল কলেজ খোলা হয়েছে, গ্রামে, গ্রামান্তরে স্কুল খোলা হয়েছে, সেটা আমি স্বীকার করি এবং তার জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা কেউ কেউ—আমি নামও উল্লেখ করতে পারি, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু একটা জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন, আমি জানি বলে বলছি, তিনি যে হাউসের দৃষ্টি অন্যদিকে আনতে চাইছেন, সেইজন্য আমি বলছি, যদিও বিষয়টি একটি ছোট্ট কথা, তিনি মান্দাই, কোবরা খামারবাড়ী, চাঁচু এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে একটাও উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল নেই বলেছেন, এখানে বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে কাউকে এ্যাটাক করে তিনি বলেছেন, তিনি চাইছেন সেখানে একটা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হউক, কিন্তু তিনি যে জায়গার কথা বলেছেন, আমি তাঁর স্মরণে আনতে চাই যে মান্দাই কোবরা খামারবাড়ী সেখানে একটি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল আছে সেখানে ক্লাশ এইট পর্যন্ত আছে। বিলোনীয়াতে বীণাপাণি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল আছে, কাজেই একথা বলা ঠিক নয়,

এটা বলা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না, যেখানে যেটা আছে, সেটা অস্বীকার করা ঠিক হবে না, যেখানে নেই, সেটা স্টেটিসেট করা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহাশয় বলেছেন যে ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত কম শিক্ষা খাতে। কিন্তু তিনি নিজে দেখেছেন কি না বাজেট আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না, শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে—৬ কোটির বেশী কয়েক হাজার টাকা, কাজেই আমাদের এই বাজেটে অন্যান্য খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তুলনামূলকভাবে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশী চাওয়া হয়েছে, কাজেই ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত কম হয়েছে বলা ঠিক নয়। অনিল সরকার মহাশয় আরেকটা কথা বলেছেন কংগ্রেস রাজত্বে মানুষকে নিরক্ষর করে রেখে, তাঁদের কাঁচামালের মত ব্যবহার করতে চায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে গ্রামাঞ্চলে বি. এ. পাশ ছেলেরা কাজের সুযোগ সুবিধা না পেয়ে বাংলাদেশের দুর্যোগের সময় ৫০ টাকা মাহিনায় ভলান্টিয়ারের কাজও করেছেন। যদি কংগ্রেস সরকার নিরক্ষর করে রাখতে চাইত তাহলে আজকে বি. এ. পাশ ছেলেরা ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করতে আসতনা। কাজেই আজকে যে হারে পাশ হয়ে আসছে তাদের কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা নেই বলেই তারা আজকে এই চাকুরী করতে আসছে এবং এইদিকে আমি মাননীয় সদস্য এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শিক্ষাখাতে ডিম্যাণ্ডের উপর কয়েকটা কথা বলার আছে। এবার শিক্ষা খাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুল ঘর তৈরী হচ্ছে. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নূতন নূতন স্কুল ঘর প্রতি বৎসর তৈরী হয়, এবারকার বাজেটেও ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, নূতন স্কুল খোলা হবে, কিন্তু এখানে আমি সাজেশন রাখছি যে স্কুল খোলা হউক গ্রাম, গ্রামান্তরে, দুর্গম অঞ্চলে, পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চলে কিন্তু শুধু খুললেই চলবে না। আমরা দেখছি যে কয়েক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে কত স্কুল হয়েছে কিন্তু সেগুলি মেণ্টেন করা, বা সেখানে ঠিক ঠিক মত ছাত্র আসে কিনা, লেখাপড়া করে কি না এবং শিক্ষকরা লেখাপড়া করান কি না, অথবা লেখাপড়া শিখবার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা আছে কি না সে দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। কোন কোন জায়গায়—কেন আমি বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি বলে দুঃখিত অভিরাম বাবুর এলাকা, তাঁর এলাকার কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে স্কুল ঘর আছে, শিক্ষক আছে, ছাত্র নেই। লেলাবাড় মৌজাতে স্কুল ঘর আছে, সিংগল টীচারস স্কুল, টীচার আসেন, ছাত্র নাই। কেউ কেউ বলছে মাষ্টার এখন তুমি যাও, এখন ছেলেরা স্কুলে যেতে পারবে না, কয়েকদিন পরে এস। সরকার আমাদের সুযোগ দিয়েছে, আমি লেখাপড়া শিখতে চাই, কিন্তু ছাত্র পাঠানো, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, শুধু সরকারী চেষ্টায় সেটা হবেনা, আমরা যারা আছি, তাদের মিলিত চেষ্টায় সেটা হতে পারে। আমি একথা বলতামনা' একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একথা বললাম। আমাদের স্কুল ঘর আছে, শিক্ষক আছে, ছাত্ররা আসছেনা, সে বাঙ্গালীই হউক, আর আদিবাসীই হউক, তারা যাতে স্কুলে আসে সেই চেষ্টা আমাদের করা উচিত। কারণ শিক্ষকরা মাসের শেষে বেতন পাবে তার বিনিময়ে সে যাতে শিক্ষকতা

করতে পারেন, তার চেষ্টা আমাদের প্রত্যেকের থাকা উচিত, তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, আমি দেখছি এখনই সবুজ বাতি জ্বালানো হয়েছে আমার সময় কি শেষ হয়ে গেছে।

আমার আরও কয়েকটি কথা এখানে বলার আছে, সেইগুলি হল স্কুল ঘর তৈরী করা সম্পর্কে। ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে আড়াই হাজারের বেশী স্কুল ঘর তৈরীর ব্যাপারে খরচ করতে পারে না—আমি কন্সট্রাকশান অব প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং সম্পর্কে বলছি। কিন্তু সেখানে কি দেখা যায়, তারা কি করে একটা স্কুল ঘর যদি কোন গ্রাম দেশে করতে হয় বা রিপেয়ার করতে হয়, সেখানে আড়াই হাজার টাকা যদি খরচ করতে হয় তাহলে টেণ্ডার কল করে করতে হয়, নিয়ম আছে, টেণ্ডার কল না করে যদি টাকা খরচ করা হয়, তাহলে অনেক সময় অডিট হবে, সমালোচনা হবে যে পক্ষপাতিত্ব করে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে, কাজেই টেণ্ডার কল করে দেওয়া হয়। কিন্তু তার সমস্যাটা কোথায়, তার সমস্যা হচ্ছে বরাদ্দকৃত টাকা থেকে যায় অনেক ক্ষেত্রে, স্কুল ঘর হয় না। কেন হয় না টেণ্ডার কল করে লোয়েষ্ট টেণ্ডারকে হয়তো কাজের অর্ডার দেওয়া হল, কিন্তু কাঁচা মাল, পোষ্ট, কাঠ, ছন তরজা, বাঁশ এই সব জিনিষ বাজারে তারা কিনতে পারে না, কাজেই লোয়েষ্ট টেণ্ডারারকে নিয়মানুসারে দেওয়ার ফলে, সে সেই কাজটা করতে পারল না, সে দেখল যে বাজারে এই দরে জিনিষ পাওয়া যায় না, তার যে সিকিউরিটি মানী সেটা ফরফিটেড হয় কিন্তু তা করলে কি হবে, সে দেখবে যে আমার ৫০ টাকা হয়ত লোকসান হচ্ছে, আর বাজার দরে ঐ সমস্ত মালপত্র কিনে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে তার লোকসান হবে প্রায় পাঁচ শত টাকার মত, কাজেই সে কাজ হয় না, ফারদার টেণ্ডার কল না করে সে কাজ করানো আর সম্ভব হয় না। কাজেই সেইদিকে সরকার—ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট এবং এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের যোগসাজসে কি করে এটা সুরাহা করা যায়, ডিরেক্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা খরচ করে করা যায় কি না, অথবা স্কুল কমিটিগুলি যে আছে, তার মাধ্যমে পি, ডবল্যু, ডি সিডুাল রেট যে আছে, সেই রেটে করতে দেওয়া হউক, এই অনুরোধ আমি রাখছি। তা না হলে বরাদ্দকৃত টাকা থেকে যাবে, স্কুল ঘর কন্সট্রাকশান হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের নিয়ম হচ্ছে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে তাড়াহুড়া করে বলতে হচ্ছে সময় নেই বলে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এর নিয়ম হচ্ছে প্রতি বৎসর আমাদের শিক্ষা বিভাগে যে লোক নিয়োজিত হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব দিক দেখে নীতি গ্রহণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে—অন্য কোন কোন সদস্য উল্লেখ করেছেন আমি পুনরুক্তি বেশী করতে চাই না, আমি সংক্ষেপে বলছি আমার সাজেশন হচ্ছে যে সিনিয়রিটি কাম পোস্তারটি এই নীতি গ্রহণ করলে পরে আমাদের সমস্যা কিছুটা সমাধান হতে পারে। রাতারাতি সমস্ত বেকারকে আমরা চাকুরী দিতে

পারব না, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব না, কিন্তু যেটুকু সংখ্যা আমরা নিয়োজিত করতে পারি, সেটা সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমে করতে পারি, সকলে যেটা এ্যাপ্রিশিয়েট করে, সেইরকম নীতি নিয়োগ ক্ষেত্রে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কাজেই আমার সাজেসন হচ্ছে পোভার্টি কাম সিনিয়রিটি—যারা অনেকদিন আগে পাশ করে বসে আছে এবং গরীব তাদের কিন্তু তথাপি যে কয়জনকে পারি, যেটুকু সংখ্যক পারি আমরা নিযুক্ত করতে পারি একটা সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমে যাতে অন্ততঃ সকলে যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেই রকম একটা নীতি অন্ততঃ আমরা নিয়োগ ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারি। সেটা হল পভার্টি কাম সিনিয়রিটি। যারা অনেকদিন আগে পাশ করে বসে আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সাজেশান রাখছি। আর একটা কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রায়রিটি কথা যেটা বলেছেন মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা, তাঁর কাটমোশনের মাধ্যমে অনেক কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমি মনে করি তাঁর যে কতগুলি কথা আছে, সেগুলি যুক্তিপূর্ণ কথা। সেই দিকে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার কাটমোশনকে সমর্থন করছি না। কিন্তু তিনি কাটমোশন মুভ করতে গিয়ে যে কয়েকটা মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন, সভাকে অস্বীকারের কোন মানে নাই, সেটাকে আমি সমর্থন করি যে প্রায়রিটি ক্ষেত্রে সরকারের একটা নজর দিতে হবে। সেটা বোর্ডিং হাউস নির্মাণের সম্পর্কে। সেটা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই জন্য বলছি যে ট্রাইবেল বোর্ডিং যেটা সিডিউল কাষ্টের এবং সিডিউলড ট্রাইবের জন্য দেওয়া হয় সেখানে সীট সংখ্যা এত কম যে ৫ মাইলের মধ্যে বা আট কিলোমিটারের মধ্যে কোন রকম উচ্চশিক্ষার স্কুল না থাকার দরুণ ছাত্ররা দূর থেকে এসে পড়তে পারে না বলে ট্রাইবেলদের বোর্ডিং দেওয়া হয়। কিন্তু সেই বোর্ডিংএ সীট সংখ্যা এত কম যে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আনপার্লামেন্টারী হবে মনে হয় চুলকানির মত অবস্থা। একটু চুলকিয়ে দিলাম। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের যদি ষ্টাইপেণ্ড বেশী না দেওয়া হয়, যেটুকু দেওয়া হয়েছে সেইটুকু দিয়েও যদি সীট সংখ্যা বাড়াতে পারি তাহলে বেশী সংখ্যক গরীব এবং দূরবর্তী এলাকার ছাত্ররা লেখা পড়ার সুযোগ পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর বেশী বলার নাই। কাজেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ আছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker—I would now call on Hon'ble Deputy Minister, Shri Sailesh Chandra Some to give the reply to the debate.

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এডুকেশনের বাজেটের উপর আলোচনা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৮ জন মাননীয় সদস্য এক ডজন কাটমোশন এনেছেন। এ সম্পর্কে

অনেক কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি বাজেটের মধ্যে যে প্রভিশান রয়েছে এবং তাতে যে কাটমোশনগুলি এসেছে তার মধ্যে আমি এই কাটমোশনের কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাই না। প্রথমতঃ স্টাইপেণ্ড সম্বন্ধে এবং স্কলারশিপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, অন্ততঃপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় স্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপের প্রভিশান ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী রেখেছি, আনুপাতিক হারে আমি বেশী রেখেছি তা পাওয়ার অসুবিধা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেকথাও যথার্থ নয়। কেননা বিধি অনুসারে যারা পাওয়ার যোগ্য এমন একটি নজীর আমাদের কাছে নাই যে যারা পাওয়ার যোগ্য তারা বঞ্চিত কেউ হয়েছে। সুতরাং স্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপ স্কীম অনুযায়ী যারা সেটুকু দাবী করে, প্রাপকগণ সকলেই পেয়েছেন। একটা লোককেও সেখানে বঞ্চিত করা হয় নি এবং এ সম্বন্ধে যখনই কোন প্রস্তাব এসেছে সরকারের কাছে, দুই মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয় এবং তাকে সে সাহায্য দেওয়া হয়। শুধু দেওয়া হয় যে তা নয় এবং সারা বৎসরের গ্র্যান্ট তাদের ঐ দুইমাস সময়ের মধ্যে স্যাংশান দেওয়া হয় বারে বারে যাতে স্যাংশানের দরকার না হয় তার জন্য। আর রিনিউয়ালের প্রশ্ন যখন পরবর্তী সময়ে আসে তখন আমরা দেখেছি যে সরকার তার প্রচলিত বিধি অনুযায়ী শুধু আর্থিক বছরের জন্যই নয় আগামী ভাবে সমগ্র সময়ের জন্য তাদের সমস্ত মঞ্জুরীটা দেওয়া হয়। এইজন্য স্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে এবং যে কাটমোশন বলা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাই না এবং তার মধ্যে আমরা কোন ত্রুটি দেখি না। কারণ আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে এটা স্পষ্টভাবে বলেছি যে এর মধ্যে কাটমোশন আসার কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ সেগুলি যথাযথভাবে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আর একটা কাটমোশন এসেছে। এ সম্পর্কেও যে আলোচনা হয়েছে আমি তা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে শুনেছি কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা অন্ততঃপক্ষে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় হয়েছে। কারণ বয়স্ক শিক্ষার জন্য এ ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩২৬টা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং সর্বভারতীয় মান অনুযায়ী আমরা অন্ততঃপক্ষে অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছনে পরে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথা তালিকার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ যদি করা যায় তাহলে দেখা যাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যখন বয়স্ক শিক্ষার হার ২৯.৩৫ পারসেন্ট তখন ত্রিপুরারাজ্যে আমাদের বয়স্ক শিক্ষার হার ৩০.৮৬। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের গড় তুলনায় বয়স্ক শিক্ষার হার যেটুকু আছে তার চাইতে ত্রিপুরার হার বেশী। সুতরাং ত্রিপুরায় যে ব্যবস্থা করছি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় তা অপ্রতুল নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে যে কাটমোশন এসেছে তার কোন যুক্তি দেখতে পাই না, আমি অন্ততঃ তাই মনে করি। তৃতীয়তঃ একটা কাটমোশন এসেছে উচ্চতর এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে যে এইগুলির অপ্রতুলতা। বাজেটকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে নূতন স্কুল স্থাপন এবং আরও স্কুলকে আপগ্রেড করা সম্বন্ধে এই বাজেটের মধ্যে প্রভিশন রয়েছে। বিগত বর্ষে এবং অন্যান্য বর্ষেও এই বৃদ্ধি চলে আসছে এবং অন্ততঃপক্ষে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী যতগুলি রাজ্য আছে, বিশেষ করে আসাম ইত্যাদি, তার সংগে যদি আমরা তুলনামূলকভাবে বিচার করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে যত দ্রুততার

সঙ্গে শিক্ষা সম্প্রসারণ হচ্ছে অন্যান্য রাজ্যে তত নয়। সুতরাং শিক্ষার দিগন্তকে আমরা উন্মোচিত করতে চাই, তাকে সংকোচিত করতে চাই না। ভাবীকালের মানুষ যারা তারা শিক্ষার দিক থেকে বঞ্চিত না হোক সেই চিন্তা সরকার করে আসছেন এবং তার অর্থনীতি, তার জন্য একটা বিরাট অংশ অন্যান্য কাজ থেকে সঙ্কোচন করেও ব্যয় করা হয় শিক্ষার জন্য যাতে আমাদের আগামী দিনের মানুষ যারা তারা মানুষের পরিপূর্ণ অভিধানে শিক্ষিত হতে পারে, দেশের সুনাগরিক হতে পরে। সুতরাং উচ্চতর বিদ্যালয় আমরা করেছ এবং এবারও পরিকল্পনার মধ্যে অনেকগুলি স্কুলকে আপগ্রেড করার নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্কুলের প্রচেষ্টা রেখেছি এবং বাজেট অংক দেখলেও তারা বুঝতে পারবেন। সতরাং এই কাটমোশনের আসার এখানে কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর একটা কাটমোশন এসেছে যে প্রাইমারী স্কুলে উপজাতি ভাষা শিক্ষার সুযোগের অভাব সম্পর্কে। এটা অত্যন্ত মূল্যবান একটা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে এবং এর অবতারণা করে সরকারকে তার বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে বলার একটা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী উপজাতীয় ভাষায় যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুযায়ী প্রতিটি উপজাতি ছেলেমেয়ে যাতে সুযোগ পায় এই সম্পর্কে সরকার সচেতন এবং সরকার সচেতন বলেই এই সম্পকে যথেষ্ট পরিমান পরীক্ষা নিরীক্ষা বিচার বিবেচনা করে তারা চলেছে এবং তার থেকে তারা ক্ষান্ত হননি। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একমাত্র মিজো ভাষা লিখিত ভাষা হিসাবে আছে এবং যার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করা সম্ভব এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও মিজো অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যে সেই ভাষায় শিক্ষা দান চলছে এবং অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে ত্রিপুরী ভাষা ককবরক সবচাইতে বেশী সমাদৃত এবং অধিকতর গ্রহণীয় বলে মনে হয় উপজাতি ভাইদের কাছে। সুতরাং এই ভাষা উন্নয়নের জন্য এইগুলিকে যাতে একটা লিখিত ভাষায় রূপ দেওয়া যেতে পারে যার মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনা চলতে পারে, এজন্য ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট পরিমাণে এয়াকিবহাল এবং এজন্য তারা ত্রিপুরার পাঠ্য পুস্তক কমিটি নামে একটা গঠন করেছেন এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যারা এই সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত এবং যারা এই সম্পর্কে যথেষ্ঠ পরিমাণ ইন্টারেষ্টেড। সুতরাং এই কমিটি সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে দেখেছে যে তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একটা ভাষা রচনা করা দরকার। যদি ষ্টাণ্ডার্ড ভাষা রচনা না করা হয় তাহলে একটা অবৈজ্ঞানিকসম্মত পদ্ধতিতে যদি আদিবাসী ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয় তাহলে ভুল পথে তাদের পরিচালিত করা হবে। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই ভাষাকে যথাযথ উন্নতি করে তার মধ্য দিয়ে সাহিত্য এবং পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রচনা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের যে সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান লেঙ্গুয়েজ, মাইশোর, তাদের কাছে লেখা হয়েছে এবং তারা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর একটা পলিটিক্স প্রাইমার নামে একটা বই করেছে সেটাও যথেষ্ট পরিমাণে না হওয়ার দরুণ গ্রামার ও অন্যান্য

বিষয়ে যাতে বিজ্ঞান সম্মতভাবে এই ভাষাকে উন্নত করা যায় এবং তার দ্বারা বই ইত্যাদি রচনা করা যায় এবং সেই বই-এর মাধ্যমে যাতে তাদের শিখানো যায় তার জন্য তাদেরকে আবারও অনুরোধ করা হয়েছে এবং তারা সেগুলি দেখছেন। এছাড়া ...

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Dy. Minister to sum up his speech.

শ্রীশৈলেশ সোম—স্যার, তারা এই হাউসে যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া থেকে আমি তাদেরকে ডিপ্রাইভ করতে চাই না। কারণ সরকারের যে প্রচলিত বিধান আছে, সেই মত তাদেরকে সেগুলি জানিয়ে দিতে চাই এবং আমি এখানে কোন সত্যকে গোপন না করে তাদেরকে সেগুলি অবহিত করতে চাই। সুতরাং আমরা শিক্ষা বিভাগ থেকে একটা ত্রিপুরী ব্যাকরণ, ত্রিপুরী ভাষায় একটা বাংলা ও ইংরেজী অভিধান এবং একটি ত্রিপুরী প্রাইমার ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রেখেছি। আর অংক শাস্ত্রের মধ্যে ত্রিপুরী ভাষায় অনেক ডিফিকাল্টিস রয়েছে। কারণ ২০ উপর সংখ্যা পদ্ধতি গণনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রচলিত নাই এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকার দরুণ আমরা অংক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে পারি নাই। এছাড়া আমরা যথেষ্ট পরিমান শিক্ষককে এই ত্রিপুরী ভাষাতে শিক্ষিত করে তুলেছি, যারা ত্রিপুরী ভাষা জানে এই রকম শিক্ষককে ২০০টি স্কুলে দিয়ে তাদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৬নং যে কাটমোশন এসেছে, সেটা হচ্ছে একটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটা আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আগে থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কথাবার্ত্তা না থাকায়, আমরা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই জন্য যথেষ্ট পরিমানে অর্থ বরাদ্দ রাখতে পারিনি। তবু আমরা চেষ্টা করে চলছি, শিক্ষার দিগন্তকে আমরা সংকোচিত করতে চাই না বরং তাকে আমরা প্রসারিত করতে চাই এবং এই কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবানলের মধ্যে আমাদের এই প্রান্তের ছেলেরা শিক্ষার সুযোগ থেকে অনেক খানি বঞ্চিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে এই জন্য যে এক সালের পরীক্ষা অন্য সালে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে অনেকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উৎসাহের অভাব রয়েছে যার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেরা যদি লেখা পড়া শিখে, তাহলে তাদের সেটা সংকুচিত হয়। আমরা দেখেছি ইদানিং কালে মাহিন্দ্র এ্যাণ্ড মাহিন্দ্র কোম্পানীতে যে সব ইঞ্জিনীয়ার নেবেন, তাদের নিয়োগ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের অনেকটা দূরে রাখা হয়েছে এবং এটা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়ও তা হয়েছে। সুতরাং আমাদের এই প্রান্তের ছেলেমেয়েরা সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে চাকুরীর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হলে, তাদের নিজেদের শিক্ষা লাভের জন্য

সতন্ত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। এবং সেজন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে ভারত সরকারের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সেটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ ইউনিভারসিটিতে পরিনত করা যায় কিনা আর তারই সংগে সংগে সম্ভাবনা খুঁজে দেখছি যে এমনি ভাবে এখানে একটা আইন মহাবিদ্যালয় করা যায় কিনা। সুতরাং এই সম্পর্কে যে কটি কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেটার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে আর একটা কাট মোশান রাখা হয়েছে, ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াইতে এক একটা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা সম্পর্কে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৬টি মহাবিদ্যালয় আছে, সেগুলির ৪টি হচ্ছে আগরতলাতে, ১টি বিলোনীয়াতে আর একটি হচ্ছে কৈলাশহরে এবং এগুলিতে মোট ৭,৪৩৩ জন ছাত্র পড়াশুনা করছে। সুতরাং এই কলেজগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করে শিক্ষার সুযোগ যাতে মফঃস্বলের ছেলেরাও পায়, তার ব্যবস্থা করতে আমরা চেষ্টা করে চলছি। তাছাড়া ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস করার মত পরিকল্পনা যখন আমরা শুরু করেছি, তখন এই ৪/৬টি কলেজ দিয়ে একটা ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস চলতে পারে না, তারজন্য এই কলেজগুলিকে যথাযথভাবে স্ট্রেংথেন করার পর আরও কলেজ, যাতে হতে পারে সেই চিন্তাও আমাদের মধ্যে আছে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কথা উঠেছে সেই সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবহিত এবং সেটা সম্পর্কে আমরা চিন্তাও করছি। সুতরাং এই সম্পর্কে কোন কাট মোশান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি বেসরকারী কলেজকে স্পনসর্ড স্কীমে নেওয়ার কথাও উঠেছে এবং এই সম্পর্কে কাট মোশানও এসেছে। এই কলেজগুলিকে স্পনসর্ড স্কীমে নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত, কিন্তু স্পনসর্ড স্কীমের যে সর্ত আছে, এই ৩টি কলেজ সেগুলি পূরণে অক্ষম। তবু এই স্পনসরড স্কীমের সর্ত গুলি পালনে অক্ষম হওয়া সত্বেও আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই কলেজগুলি স্বাবলম্বী হয় এবং স্পনসরড স্কীমে যেতে পারে, সেজন্য তাদেরকে শতকরা ১০০ টাকা অনুদান দিচ্ছি এবং শতকরা ১০০ টাকা অনুদান দেওয়ার পর আমরা আশা করছি যে কলেজগুলি সেই সব সর্ত পালনের লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে এবং তখনই আমরা সেগুলিকে গ্রহণ করব। সুতরাং এই সম্পর্কে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে, তার মধ্যেও কোন যুক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর হচ্ছে ত্রিপুরাতে একটা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠন করা সম্পর্কে এবং এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে এই হাউসে অনেক বক্তব্য রাখা হয়েছে, প্রশ্ন উত্তরের সময়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে এটা আমাদের চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে না থাকলেও আমরা চেষ্টা করছি, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মতই একই কারণে এই মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রয়োজন রয়েছে, পরীক্ষা ইত্যাদির গণ্ডগোলের জন্য। সুতরাং একটা পর্ষদ গঠন করলেই চলবে না, তার জন্য একটা নূতন সিলেবাস এর দরকার, গাড়ী ঘোড়া অনেক কিছুর দরকার আবার এই সব করার জন্য একটা সময়ের ও দরকার আছে। তবে আমরা এর জন্য অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করছি এবং ড্রাফট রুলস তৈরী করবার জন্য কারণ এই বছরের মধ্যে সেটা হবে কি,

হবে না সেজন্য সমস্ত আইন কানুন দেখতে হবে এবং পরে যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে সেটা ধরা যেতে পারে। সুতরাং এই সম্পর্কেও কোন কাট মোশান রাখার যুক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে আর একটা আছে রেকারিং গ্রেণ্ট এবং ক্যাপিট্যাল গ্রেণ্ট দেওয়ার নীতি সম্পর্কে। কিন্তু এই সম্পর্কেও সরকারের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। সরকার সব বেসরকারী স্কুলকে রেকারিং এবং নন-রেকারিং গ্রেণ্ট দিয়ে আসছে এবং সেজন্য নীতিও নির্দ্ধারিত করা আছে। সরকারী শিক্ষক যারা আছেন, তাদের বেতনের শতকরা ৯০ শতাংশের এক তৃতীয়াংশ তারা অন্যান্য গ্রেণ্ট হিসাবে পেয়ে থাকেন, যেটার পরিমাণ গিয়ে সর্ব সাকুল্যে দাঁড়ায় ১২০ শতাংশ। তাছাড়া বিল্ডিং ইত্যাদির জন্যও শতকরা ৫০ ভাগ গ্রেণ্ট দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, অউন্নত যে সমস্ত এলাকা, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যেও সরকার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্য্যন্ত গ্রেণ্ট হিসাবে দিয়ে থাকেন, যাতে করে ঐ সব স্কুলগুলি যথাযথভাবে তাদের নিজস্ব অসুবিধাগুলি দূর করে সেই সব এলাকায় শিক্ষার বিস্তার করতে পারে। সুতরাং এই সম্পর্কেও কাট মোশান রাখার কোন যুক্তি নেই। তারপরে আর একটা প্রশ্ন উঠেছে কম্পলসারী প্রাইমারী এডুকেশন সম্পর্কে। এটা করার জন্য আমরা সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি। আমরা প্রস্তুত হচ্ছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষা বিভাগেরও কিছু কিছু আইন করার আছে। যখনই শিক্ষাকে কম্পলসারী করা হবে, ৬ থেকে ১১ বছরের বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য, তখন সেই শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে না, তাদের জন্য পেনেল্টির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের জন্য আর্থিক সংস্থানও বেশী পরিমাণে করতে হবে। সুতরাং এই সমস্ত আইনগত ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা যার জন্য তারা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে পারে না, তাদের জন্য আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা, থেকে আরম্ভ করে সমস্তটার পরিপূর্ণতা নিয়ে আমরা আশা করছি যে আগামী ১৯৭৫ সালের মধ্যে কম্পলসারী প্রাইমারী এডুকেশন চালু করতে পারব। কাজেই এখানেও কাট মোশানের কোন প্রশ্ন আসে না। শিক্ষার নিয়োগ নীতি সম্পর্কে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করা হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি অনুমোদিত হয়েছিল। সেই অনুমোদিত ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে স্পেসিফিক কয়েকটা উদাহরণ মাননীয় সদস্য দিয়ে ছিলেন এবং এর মধ্যে কিছুটা সত্যতাও আছে এবং সত্যতা আছে বলেই আমি প্রতিটি সাবডিভিশানে তিনি জন নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করি ঐগুলি দেখবার জন্য। যারা প্রোফর্মা ফিলআপ করবার সময় অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে ছিল তাদের চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। একই পরিবারে দুজন চাকুরী পাক বা যারা সমবুদ্ধিশালী তারা চাকুরী পাক— নীতিগত ভাবে আমি বলছি সিনিয়রিটি ও পোভার্টির উপর ভিত্তি করে চাকুরী দেওয় হয়েছে। আর যারা ঐ ভিত্তিকে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে চাকুরী পেয়েছে আমি তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে করেছি আরও চলছে। সুতরাং এই সম্পর্কে কাটমোশানের কোন প্রয়োজন নাই। আর একটি কথা আসছে যে কলেজগুলিকে

অনুদান দেওয়া সম্পর্কে। সেই সম্পর্কে শতকরা ১০টি পৌনপনিক এবং শতকরা ৫০ নন-রেকারিং গ্র্যান্ট কলেজগুলিকে দেওয়া হচ্ছে। এবং এইগুলি তারা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। কোন কোন কলেজে আমি শতকরা ১০০ ভাগেই গ্রান্ট দিয়ে চলেছি। সুতরাং ত্রিপুরা সরকার এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে, মাননীয় সদস্য দেখবেন শতকরা ১০০ ভাগই আমরা অনুদান দিয়েছি। সুতরাং এই কাটমোশানের কোন প্রয়োজন পরে না। সুতরাং সমস্ত কথার আলোচনার পরেও আমি এই কথাই বলব যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির উপর কাটমোশন আছে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ শিক্ষা বিভাগ করেছে এবং করতে চলেছে। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য তারা ব্যবস্থা রেখেছেন তামার মনে হয় সেটি যথোপযোক্ত বলেই মাননীয় সদস্যরা এই সম্পর্কে আলোকপাত করেননি বা কাটমোশান আ নেনি। গড়পরতা শিক্ষার ব্যয় যা ত্রিপুরাতে হয়েছে সারা ভারতের সেটি হচ্ছে বৃহত্তম। কাশ্মীরের পরেই গড়পরতা ত্রিপুরার মধ্যে বেশী হয়েছে গড়পরতা ৪২ টাকা। মিউজিয়াম যেখানে তৈরী হয়েছে তার জন্য ব্যয় হয়েছে এবং আরও উন্নতি করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুস্তক প্রকাশন বিভাগ—তার মধ্যে মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত করা হয়েছে আরও হচ্ছে। এবং অনেকে প্রশংসা লাভ করেছে। এ ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষনের ব্যবস্থাও রয়েছে (গণ্ডগোল) আপনারা গভর্ণমেণ্ট প্রেসের মধ্যে দেখতে পাবেন। মাননীয় সদস্যরা যদি দেখতে চান তাহলে নিশ্চয়ই দেব কেন দেব না। সেখানকার মান উন্নত করার জন্য আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। আপনারা জানেন সর্ব্বভারতীয় শিল্পীতে অনেক পুরস্কার ত্রিপুরা থেকে লাভ করেছে। আমাদের একটি ছেলে রাশিয়া থেকে পারিতোষিক নিয়ে এসেছে। আমাদের একটি ছোট মেয়ে জাপান থেকে পারিতোষিক নিয়ে এসেছে খেলাধুলায় চরম উতকর্ষতা দেখিয়ে। তাছাড়া ষ্টেডিয়াম নির্মানের জন্য এই বাজেটের মধ্যে কিছু ধরা হয় নাই। আমরা চিন্তা করছি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে আমরা অর্থ সংস্থান করতে পারি কিনা। ষ্টেডিয়ামের জায়গা দেখা হচ্ছে এবং আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে তার জন্য চেষ্টা করছি। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রকে শিক্ষা দিগন্তকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই। আমি মনে করি এই কাট মোশানগুলি যেগুলি আনা হয় তার মধ্যে কোন লজিক নাই শুধু মেজিকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—অনারেবল ডেপুটী মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—The discussion on Demand for Grant No. 14—Education is over. Now I am putting the Cut Motions to vote one after another.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on by Shri Bajuban Riyan that—"ষ্টাইপেণ্ড ও স্কলারশিপের স্বল্পতা বিলিবণ্টনের বিলম্ব সম্পর্কে"।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuse on by Shri Niranjan Deb that :—"বয়স্কদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের নীতি সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Shri Abhiram Debbarma to discuss on "উচ্চ, উচ্চতর মাধ্যমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিসম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the house is that the demand be reduced to Re. 1/- by Sri Kalidas Debbarma to discuss on :—"প্রাইমারী স্কুলে উপজাতি ভাষায় শিক্ষার সুযোগের অভাব সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Amarendra Sharma to discuss on :—"Absence of provision for a separate University a Law College in Tripura".

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/-

by Amarendra Sharma to discuss on "ধর্মনগর উদয়পুর এবং খোয়াইতে তিনটি সরকারী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost (interruption) (বিরোধী পক্ষ থেকে ডিভিশান দাবী করা হয় এবং তাহা ৩০—১৮ ভোটে বাতিল হয়ে যায়)

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Shri Amarendra Sharma to discuss on "ত্রিপুরার ৩টি বেসরকারী কলেজকে স্পন্সর্ড স্কীমে না দেওয়ায় ঐ কলেজগুলির চরম আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Non the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Shri Amarendra Sharma to discuss on "Absence of provision for establishing a Board of Secondary Education for Tripura".

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Shri Amarendr Sharma to discuss on "Recurring Grant এবং Capital Grant দেওয়ার বর্তমান নীতির জন্য বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- by Shri Anil Sarkar to discuss "Absence of provision for compulsoy Primary Educatien".

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Rs, 100/- by Shri Ajoy Biswas to discuss on "শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে" ।

Then it was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Rs. 100/- by Shri Jitendra Lal Das to discuss on 'Inadequacy of provision for grants to Non-Government Arts Colleges".

Then it was put to voice vote and lost.

Now I am putting the demand to vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,57,23,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,93,76,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1961, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No 14, Major Head 28, Education.

Then it was put to voice vote and passed.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 45,85,000 [inclusive of the sum of Rs. 16,63,000 authorised by the President under

sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the changes which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 21, Major Head '35'—Industries.

Mr. Speaker—Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 35,06,000 [inclusive of the sum of Rs 20,00,000/- authorised by the President under sub-section 1 (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act. 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 38, Major Head '96'—Capital outlay on Industrial and Economic Development.

Mr. Speaker—There are several Cut Motions on Demand No. 21. One is of Shri Anil Sarker. I would request Shri Anil Sarker to move his Cut Motion.

Shri Anil Sarker—Mr. Speaker, Sir, আমার কাট মোশান হচ্ছে—"Inadequate provision for setting up of new Industrses."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে চার কোটি এবং ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৩১ হাজারের উর্দ্ধে এবং আজকে ভারতবর্ষে যাদের অধিকার এবং ভবিষ্যত সবচেয়ে বঞ্চিত, তারা হচ্ছে বেকার, রাষ্ট্রের ব্যবস্থার কাছে তারা এইটুকু চায়—কাজের অধিকার এবং বেঁচে থাকার অধিকার। তাদের কাজ দিতে হবে। কাজ দিতে গেলে এটা এমন একটা জিনিষ নয় যে গাছে বীচি ছড়িয়ে দিলেই হয়ে গেল, এর জন্য চাই কল কারখানা। ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য, আয় কম এটা আমরা মানি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে এই জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, এখানে কল কারখানা কিছু নেই, যোগাযোগের কোন সুব্যবস্থা নেই, এখানকার যুবকদের ভবিষ্যত কি ? দিনের পর দিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করছি তারা যেমন সমাজ ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিকে, শিল্প শিক্ষায়, অর্থনীতিতে অনগ্রসর মানুষকে যেমন তার শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমন দেখা যায় আজকে কংগ্রেসের ২৫ বছর রাজত্বের পরেও আমরা দেখছি যে জিওগ্রাফিক্যালি কোন অঞ্চলকে

অনেকটা কলোনিয়াল স্টাইলে, অর্থাৎ ত্রিপুরাকে শোষণ করা হচ্ছে। আমরা দেখছি বাইরে থেকে আমলা আসছে, বাইরে থেকে লোকজন আসছে, এসে তারা এখানে চাকুরী করছেন এবং এখানকার উন্নতি করার জন্য কি চিন্তা তারা করছেন আমরা জানিনা, কিন্তু তাদের বার্ধক্যের চিন্তা এবং তাদের দামী গাড়ী এবং ছড়ি সংগ্রহ করার জন্য ত্রিপুরার অর্থনীতিকে ব্যবহার করছেন। আজকে এই নুতন মন্ত্রীসভার কাছে দাবী করছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ হাজার বেকারের জন্য, আগামী দিনে তাদের চাকুরী দেওয়ার জন্য কল কারখানা গড়ে তুলা হউক। আমরা দেখছি এখানে তৈল খনি যদি খনন করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে কিন্তু আজকে সেখানে দেখছি যে বাইরে থেকে লেবার আনা হচ্ছে। আসাম এবং ওড়িষ্যায় সাধারণ একটা দফতরীর চাকুরীর জন্যও আসাম গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে উত্তর প্রদেশ, ওড়িষ্যা থেকে আমাদের এখানে যাদের রিক্রুটমেণ্ট করা হচ্ছে, তাদের ট্রান্সফার করে আনা হচ্ছে, এখানকার বড়মুড়ায় যে তেল খনির মাধ্যমে অর্থনীতি গড়ে তুলা। বেকারদের চাকরীর যে সম্ভাবনা ও, এন, জি, সি, এর মাধ্যমে ছিল সেটাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আজকে ডুম্বুর প্রজেক্টের মাধ্যমে যে সম্ভাবনা ছিল সেটাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আজকে শিল্পের জন্য নূতন প্ল্যানে তারা ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করবেন এবং নন্-প্ল্যানে ২৯ লক্ষ টাকা। মোট তাদের ৪৫,৮৫,০০০ টাকা। গতবারও বাজেট সেসনে বলা হয়েছিল যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্পনসর্ড যে জয়েণ্ট ইনষ্টিটিউশন্যাল ষ্টাডি টিম, তারা ত্রিপুরার অর্থনীতি এবং শিল্পের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন যে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং ভৌগলিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন। এখানে পরিবহণ ব্যবস্থা অগ্নিমূল্য এবং কাঁচামাল দুর্মূল্য এবং বিভিন্ন কারণে এখানে যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয় তাহলে এখানকার যে সেণ্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি সেটা থেকে এখানকার শিল্পকে মাফ দিতে হবে এবং এখানকার ইনডাষ্ট্রি শুধু প্রাইভেট সেক্টার দিয়ে হবে না। এখানে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমরা জানি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মনোপলি ক্যাপিটেলিষ্টকে কন্ট্রোল করা হয়। এখানে প্রাইভেট উদ্যোগকে কার্টেল করে সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রিয় মালিকানা আনা হয়, সমাজতন্ত্রের মধ্যে সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ত্রিপুরার যেহেতু বাজার ছোট, যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নাই সেইহেতু ভারতবর্ষের যারা বড় বড় কলকারখানার মালিক, টাটা, বিড়লা তারা ভাবে এখানে বড় বাজার পাওয়া যাবে না এবং আমরা এখানে কাগজের কল করব না। আমরা এমন একটা জায়গায় কাগজের কল করব যেখানে একটা বড় বাজার পাওয়া যাবে। এখানে কাঁচের কল হতে পারে। এখানে বস্তায় বস্তায় বালি দিল্লী গেছে এবং সেজন্য প্রাক্তন মন্ত্রীরা টি, এ, গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে কাগজের কল হল না। কারণ ত্রিপুরায় যারা শিল্প করে তারা ভাবে, ত্রিপুরার মত জায়গায় যদি কল করি তাহলে আমার মুনাফা হবে না। অথচ ত্রিপুরার বেকারদের চাকরী দেওয়া, ত্রিপুরার কলকারখানাকে গড়ে তোলা, এটা জাতীয় সমস্যা এবং সমাজতান্ত্রিক সরকারের নীতি। এখানে ব্যাকওয়ার্ড

অঞ্চল যেটা আছে সেটাকে ব্যাকওয়ার্ড অঞ্চল বলে ঘোষণা করে সেখানে সরকারী উদ্যোগে কলকারখানা করা উচিত এবং বলা হয়েছে সেখানে ষ্টাডি টিম করেছে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত জায়গা শিল্পে অনুন্নত আছে তাদের চাইতেও ত্রিপুরার অগ্রাধিকার বেশী গণ্য করা দরকার। আগের মন্ত্রীরা বলেছেন যে আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে পারসু করেছি এবং বিশেষ করে আমরা কনভিন্স করতে পেরেছি। কিন্তু এবারও নূতন মন্ত্রীসভা শিল্প অনুসন্ধান করতে ৭০,০০০ টাকা খরচ করবেন বলেছেন এবং ১৬ লক্ষ টাকায় এখানে একটা শিল্প হতে পারে না। হয়ত কেউ কেউ শিল্পের জন্য লোন নিবেন। আমরা দেখেছি গত ২৫ বছর যে কিছু টাউট শিল্পের জন্য লোন নিয়েছে। কিন্তু এই জায়গায় বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করে নি। অর্থাৎ লোন নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী মাছের ব্যবসা করেছেন, হয়ত বা শুটকীর ব্যবসা করেছে। কাজেই আবার তাদের যে নূতন প্ল্যান তাতে শিল্প ঋণ দেওয়া হবে। এখানে বলা হয়েছে তারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন পাট কলের জন্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস কোন উদ্যোগ এখানে আসতে পারে না। সেখানে পরিবহণ ব্যবস্থা নাই সেখানে একটা পাটকল যন্ত্রের কোটি কোটি টাকা ইনভেষ্ট করবে কিন্তু যদি সরকার ত্রিপুরার কথা ভাবেন, এখানকার পাট দিয়ে এখানকার তুলা দিয়ে সুতো কল হতে পারে। এখানকার তুলা দিয়ে যদি বাংলা দেশের কুমিল্লায় সুতোকল হতে পারে। সীতাকুণ্ডে চটকল ইত্যাদি হতে পারে, তাহলে আমার ত্রিপুরাতেও হতে পারে। কিন্তু মূল সমস্যাটা হল বেকার সমস্যা। আজকে পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি কুটির শিল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত এবং সবচেয়ে বেশী ব্যাকওয়ার্ড। ওরা বলছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার চাইতে ত্রিপুরার শিক্ষিতের হার বেশী। কিন্তু যেখানে শিক্ষিত বেকার বেশী সেখানে সমস্যাও অনেক বেশী। কারণ শিক্ষার পরেই তার চাই কাজ। সেই অ্যাংগ্রি জেনারেশান তৈরী করা হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা শিল্পের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত। ক্ষুদ্র শিল্প ঋণের জন্য মহারাষ্ট্রকে ২৫ পারসেণ্ট দেওয়া হয়েছে, তামিলনাড়ুকে ১১ পারসেণ্ট দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গকে ৯ পারসেণ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসাম উড়িষ্যা, এইগুলিকে দেওয়া হয়েছে ১ পারসেণ্ট। আর ত্রিপুরাকে কত পারসেণ্ট দেওয়া হচ্ছে আমরা জানি না। কাজেই মন্ত্রীদের উচিত ছিল সেই কেন্দ্রকে চাপ দেওয়া যে আমার ত্রিপুরার যুবকদের জন্য এখানে কলকারখানা গরে তুলতে হবে। কাজেই নূতন মন্ত্রীসভার যে বাজেট সেই বাজেটের মধ্যে নূতন শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে অর্থ এটা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং এই অপ্রতুলতার জন্য আমি দায়ী করছি মন্ত্রীসভাকে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাকওয়ার্ড ষ্টেটকে, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিকে যারা অর্থনৈতিক হিসাবে অনুন্নত তাদেরকে শোষণের জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সমাজ ব্যবস্থা আছে, আজকে তার শিকার হিসাবে, তার দালাল হিসাবে শাসক গোষ্ঠী সেই পথ বেছে নিয়েছেন। কাজেই তারা শিল্পের জন্য যে আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছু গড়ে তুলতে পারবেন না যতটুকু তারা বলছেন। তারা শুধু জনসাধারণের কাছে চমক সৃষ্টি করছেন। বিগত মন্ত্রীসভা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এই মন্ত্রীসভা ও সেই ব্যর্থতার পরিচয় দিতে বাধ্য হবেনা এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। আপনার দুটো কাটমোশন একসঙ্গে মুভ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১—ইণ্ডাষ্ট্রীর উপর আমরা দুটো কাটমোশন আছে। একটা হচ্ছে—রেশম শিল্প উন্নয়ণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি। আর একটা হচ্ছে—Development of Cottage and small scale Industries. প্রথমেই বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে যে ছোট ছোট শিল্প আছে তার মধ্যে রেশম শিল্প একটা এবং এই রেশম শিল্প ত্রিপুরাতে হতে পারে এবং কিছু শ্রমিককে, কিছু বেকার যুবককে এইখানে কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কাজ দেওয়ার ইচ্ছা এই সরকারের না থাকার জন্যেই আজকে রেশম শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত জর্ণ দশা। একটা উদাহরণ আমি দিতে চাই। চম্পকনগরে একটা রেশম শিল্প কেন্দ্র আছে। দীর্ঘদিন যাবত সেখানে দালান ইত্যাদিও আছে এবং ২।৪টা ব্যারণ গাছও আছে এবং বেশ কিছু জমিও রেখে দিয়েছে রিকুইজিশান করে। বিরাট একটা কর্মকাণ্ড, দেখলে মনে হয় যে এই শিল্পের মধ্যে অনেক কিছু আছে যেহেতু দালান বাড়ী করে বসে আছে। গিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এই শিল্পের মধ্যে অনেক কিছু হচ্ছে। কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখলে কি দেখি? এই শিল্পকে যারা প্রসার করবে, উন্নত করবেন এমন শ্রমিক মাত্র ৮ জন কাজ করে। কিন্তু এরাও নিয়মিত শ্রমিক নয়। এরা হচ্ছে পেড লেবার। তারা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে লেবার অফিসার, ইণ্ডাষ্ট্রীর ডিরেক্টার থেকে আরম্ভ করে সবাইকে নিয়োগ পত্র দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের নিয়োগ পত্র দেওয়া হল না, পেড লেবার হিসাবে আছে। এই সমাজতান্ত্রিক সরকারের কাছ এটা তুলে ধরতে চাই যে এই শ্রমিকেরা কত দিন যাবত কাজ করেন। গণেশ মজুমদার ১০ বছর ধরে বলরাম মজুদার ৯ বৎসর ধরে কাজ করেছে। এমনি করে ৮ জন শ্রমিক কেউ ৭ বৎসর, কেউ ৫ বৎসর ধরে কাজ করে চলেছে। অথচ তাদের নিয়োগ পত্র দেওয়া হচ্ছে না। ওরা বিভিন্নভাবে দরবার করেছে। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রবাবুর কাছেও ওরা এসে গেছে, আশ্বস পেয়েছে। লোক সভার নির্ব্বাচনের সময়েও যখন মুখ্যমন্ত্রী চম্পকনগর যান তখন এই শ্রমিকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল তাদের নিয়োগ পত্র দেওয়ার জন্য এবং তাদের নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকার করার জন্য। তখন তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটা করা হবে। আজ তিনি বিদায় নিয়েছেন মন্ত্রীসভা থেকে। কিন্তু এই মন্ত্রীসভাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শচীনবাবু যেভাবে কথা দিয়ে কথা রাখেন নি বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাও কি সেই পথ ধরবেন? তারপর কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইভাবে শিল্পগুলি গড়ে তুলতে চাইছেন। এই হচ্ছে গরীবী দৌড়ানেওয়ালা সরকারের সমাজতান্ত্রিক চেহারা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাট মোশনের সমর্থনে আমি ২।১টা কথা বলছি। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি ভেবেছিলাম যে যাদের কাট মোশন আছে তারা আগে বলে নিলেই ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তাহলে পরে আমি বলব।

মিঃ স্পীকার—আর একটা কাট্ মোশন আছে শ্রীঅজয় বিশ্বাসের।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, আমার কাট মোশন হচ্ছে—"**Mismanagement in Industrial Estate of Arundhutinagar and Udaipur.**" ত্রিপুরা সরকার আজ অবধি কোন বড় বা ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি ত্রিপুরায় করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আমি জানি না ফেমিলি প্ল্যানিং যে স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের আছে ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োগ হয়েছে কিনা, কেন না ২৫ বছর পরেও এখন অবধি কোন ইণ্ডাষ্ট্রি ত্রিপুরা সরকার জন্ম দিতে পারল না। আর যেটুকু জন্ম দিয়েছে সেগুলির যে মুমূর্ষু অবস্থা সেটা দেখলেই বুঝা যায় এবং এই ফ্যাক্টরীগুলি বেশীদিন টিকবে বলে মনে হয় না এবং এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট এটা ইণ্ডাষ্ট্রির যে ডাইরেক্টার তার অধীনে। এই ত্রিপুরা সরকার ইনডাষ্ট্রির জন্ম না দিতে পারলেও কিন্তু ডাইরেক্টারের জন্ম এই নতুন সরকার দিয়েছেন--এখানে ২জন ডাইরেক্টর হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে, স্যার, সেটা হচ্ছে কৃষকের অনেক জমিজমা ছিল, কিন্তু তার কোন ছেলেপুলে হয় না অনেক দিন ধরে। ছেলে হবে হবে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সে একটা ঘোড়া কিনে ফেল্লো, কিন্তু সেই ঘোড়া কেনার পরও তার কোন ছেলে হয় না, কিন্তু তাকে সেই ঘোড়াকে খাওয়াতে হচ্ছে এবং সেই ঘোড়াকে খাওয়াতে গিয়ে তার যে জমিজমা ছিল, সেগুলির সবই তাকে বিক্রী করতে হলো। তাই মনে হচ্ছে আমাদের এই সরকারকে সেই ঘোড়া রোগে ধরেছে। আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের এই নতুন সরকার সেই ঘোড়া রোগকে সারাবার হয়তো চেষ্টা করবেন কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে ঐ ঘোড়া রোগ তাদেরকে বেশ করে ধরেছে এবং তারা এই ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য দুইজন ডাইরেক্টার বানিয়েছেন। তাই আমি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট সম্পর্কে বলতে চাই যে সেখানে এককালে প্রায় ৪০০শত শ্রমিক কাজ করত, আজকে আমরা এখানে দেখছি যে এখন ১০০ থেকে ১২০ জন শ্রমিক মাত্র কাজ করছে। কাজেই আমরা যে ইণ্ডাষ্ট্রি করব এবং সেখানে বেশী বেশী করে শ্রমিকদের নিয়োগ করব এবং সেগুলিতে অনেক জিনিষ উৎপাদন হবে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রির চাহিদা আছে এবং এগুলিতে বিভিন্ন ধরনের জিনিষ উৎপাদিত হতে পারে। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে যেখানে আগে ৪০০ শত শ্রমিক কাজ করত, এখন সেখানে মাত্র ১২০ জন শিল্প শ্রমিক কাজ করছে। কেন আজকে ঐ সব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেটগুলির দুরাবস্থা? সেটা যদি আমরা আজকে দেখতে চাই, তাহলে ঐ ঘোড়ার রোগের

দিকে আমাদের তাকাতে হবে এবং সেখানে ঘোড়ার রোগটা কি ? এখানে এই ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে সেখানে ওয়ার্কার্সরা কাজ করতে চায়, তারা বলে যে আমাদের র-মেটিরিয়েলস্ দাও, আমরা দুই হাত ভরে উৎপাদন করব। কিন্তু এই সরকার সেই র-মেটিরিয়েলস্ দিতে পারছেন না। আমি এখানে গত বছরের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে র-মেটিরিয়েলস্ কেনার ক্ষেত্রে যেখানে ফাইল গেল ঐ ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারের কাছে সেই ফাইল ৬ মাস তার কাছে পড়ে রইল, তারপরে অবশ্য সেই ফাইল ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার দয়া করে ছেড়ে দিলেন এবং ছেড়ে দেওয়ার পর সেই ফাইল ফাইনান্স সেক্রেটারীর কাছে গেল, সেখানেও ঐ ফাইল তার কাছে ৬ মাস পড়ে রইল। অর্থাৎ র-মেটিরিয়েলস্ কিনতে দুই অফিসারের কাছে ৬ মাস ৬ মাস করে ১২ মাস পার হবার পর যখন রমেটারিয়েল্‌সের জন্য টেণ্ডার অর্ডার দেওয়া হল তখন পার্টি বল্‌ল যে আমরা ১ বছর আগে যে রেট দিয়েছি এখন তো সেটা বেড়ে গিয়েছে, টেন পার্সেণ্ট রেট আমাদের বেশী দিতে হবে। এই রকম একটা অরাজকতা ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে চল্‌ছে। এরপর তারা আবার দুইজন ডাইরেক্টার বানিয়েছেন। এরপরে আমরা দেখছি পুকুরচুরি, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে যে চুরি হচ্ছে সেটা ঐ পুকুর চুরিকেও হার মানিয়ে দেয় বলে আমার মনে হচ্ছে। সেখানে স্পেসিম্যান অনুযায়ী চামড়া কেনা হচ্ছে, স্পেসিমেন অনুযায়ী জিনিষ কেনা হচ্ছে অথচ সেই স্পেসিম্যান অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে না। এই তো কিছুদিন আগে এই সম্পর্কে যখন হাতেনাতে ধরে দেওয়া হল, আমরা দেখলাম যে যাকে ধরানো হল, যেখানে হাজার হাজার টাকার জিনিষ নিয়ে গোলমাল এখন পর্য্যন্ত শাস্তির কোন ব্যবস্থা হয় নি, সে বেশ বহাল তবিয়তে আছে। এরপরেও আমরা দেখছি যে সমস্ত জিনিষ কেনার দরকার নাই, সেগুলি আরও বেশী বেশী করে কেনা হচ্ছে। যেমন এ্যাসিড অথবা খড় গাদা গাদা কেনা হচ্ছে। এসিড কোন কাজে খুবই কম লাগে কিন্তু সেটা কেনা হচ্ছে ৫/৬ গুণ বেশী করে। তারপরে ফার্ণিচার, ফার্ণিচার বিনা পয়সায় অফিসারদের বাড়ীতে যায়। তখন মাননীয় উপরাজ্য পাল ছিলেন ডায়াস, ওয়ার্কাসেরা সেখানে সাক্ষী দেবে, সেই ডায়াসের বাড়ীতে বিনা পয়সায় ফার্ণিচার পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এখন সেই ফার্ণিচার আর ত্রিপুরাতে নেই। সুতরাং ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে এই অবস্থা চলছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মিঃ ডায়াস ছিলেন লেঃ গভর্ণর, এবং তিনি এখন এখানে নেই। কাজেই আপনি উনার নাম করে...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আচ্ছা, তাহলে আমি লেঃ গভর্ণর হিসাবেই বলছি, এভাবে আজকে ইণ্ডাষ্ট্রি করার কথা নয়, সেখানে যে লোক কাজ করছে, তাদের আজ ১০ বছর ধরে পার্মেনেণ্ট করা হচ্ছে না বরং তাদের বছর বছর নিপীড়ন করা হচ্ছে, অথচ পার্মেনেণ্ট করা হচ্ছে না, তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অভাব অভিযোগ আছে, সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে। এই ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে যে ইউনিটগুলি আছে, সেগুলিতে যারা কাজ করছে, তাদের ক্ষেত্রেও ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে,

কিন্তু কার্য্যতঃ সেটাও তাদের হচ্ছে না। এই অরাজক অবস্থা আজকে আমরা অরুন্ধুতীনগর এবং অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই অবস্থার একটা অবসান হবে বলে আমরা আশা করেছিলাম, যখন নূতন মন্ত্রী সভা এসেছে। নূতন মন্ত্রী সভা শচীন বাবুর আমলের অনেক কথা তারা বলেন যে ঐসব শচীন বাবু করেছে, আমরা নূতন পোষাক পরে নব হয়ে এসেছি। কিন্তু এই নব এর কীর্ত্তি কলাপও আমরা দেখেছি যে ডাইরেক্টার এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে একটা নূতন দৃষ্টান্ত ঐ শচীন বাবুর থেকে রাখবেন, এটা তাদের কার্য্যকলাপ থেকে মনে হচ্ছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— স্যার, আমি আমার বিক্তব্য ভাল ভাবে রাখার জন্য কয়েক মিনিট সময় আপনার কাছে চাচ্ছি। আপনি যদি ৫ মিনিট পর লাল বাত্তি জালিয়ে দেন, তাহলে আমার বক্তব্য রাখতে অসুবিধা হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই যে কাট মোশান রেখেছি, এটা নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার জন্যই রাখি নি। শিল্প না থাকার সমস্যা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ভাইট্যাল সমস্যা এবং এটা ত্রিপুরার একটা জাতীয় সমস্যা। কাজেই শুধু মাত্র নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে আমি এই কাট মোশানটি এখানে উত্থাপন করি নাই। ত্রিপুরার সমস্যাটা এত জটিল, তার কারণ হল এই যে ত্রিপুরা, এমন একটা রাজ্য, সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এমন একটা পরিস্থিতি পাওয়া যাবে না, যার লোক সংখ্যা গত ২৫ বছরে ৪ গুণ বেড়েছে। কাজেই এমন একটা এ্যাবর্ণম্যাল কণ্ডিশান এই রাজ্যের উন্নতির জন্য এবং রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রচণ্ড বেগ পাইতে হয়, সেই সম্পর্কে আমিও সম্পূর্ণ সচেতন এবং আমি সরকারকে এদিক দিয়ে সমালোচনা করতে চাই না। আমি সমালোচনা করছি এদিক দিয়ে যে একটা এ্যাবনর্মাল কণ্ডিশনের মধ্যে রাজ্য চলছে, সেই রাজ্যকে অন্ততঃ নরম্যাল ওয়েতে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। কাজেই তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি এদিক দিয়ে আকর্ষণ করবার জন্য, আমি এটার আলোচনা করছি। ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে এবং শিল্পের ব্যাপারে যে টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে মনে হচ্ছে। অথচ ত্রিপুরার যে সমস্যা এটা একটা জটিল সমস্যা। তার কুটির শিল্প সম্পর্কে আমি এখানে কয়েকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ লোকের বাস। এখানে বিড়ি শিল্প সম্পর্কে যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ লোক বিড়ি খায় এবং এই ১০ লক্ষ লোক যদি প্রতিদিন এক পেকেট করে বিড়ি খায়, তাহলে দিনে কম পক্ষে ২ কোটি ৫০ লক্ষ বিড়ি কনজিউমড হবে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং এক একটা শ্রমিক যদি দৈনিক ১ হাজার করে বিড়ি তৈরী করতে পারে, তাহলে ত্রিপুরাতে বিড়ির যে ডিমাণ্ড, সেটা পুরণ করবার জন্য ২৫ হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিড়ির শিল্প এর সম্ভাবনা সম্পর্কে খুটিয়ে দেখার জন্য আমি আমাদের মন্ত্রীসভা এবং সরকারকে অনুরোধ করব যে কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক এখানে বিড়ি বানায়।

আমরা তো কলকাতার রাস্তায় দেখি যে শত সহস্র লোক বিড়ি বানায় এবং বিক্রি করে। ৫ টাকা পুঁজি হলে একটা লোক বিড়ি তৈরী করতে পারে এবং আমি বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি বিড়ি বানাবার জন্য স্কোপ দেওয়া হয় তাহলে শত শত গ্রেজুয়েট ৫ টাকা পুঁজি নিয়ে এই বিড়ি বানাতে আরম্ভ করবে। কারণ কোন চাকুরী নেই সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল। কাজেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমার বাজেট বক্তৃতায় আমি পূর্বেই বলেছি যে শুধু ত্রিপুরা নয় ভারতবর্ষের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজি এমন এক প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, এই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কব্জি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে না দিতে পারলে ভারতবর্ষের সামাজিক অগ্রগতিকে আর অগ্রসর করা যাবে না। আজকে যদি বাইরের বিড়ি, সর্বভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিড়ি এখানে না আসে যে বিড়ি এখানকার ছোট ছোট বিড়ি শিল্প প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি না করতে পারে, তাহলে এখানে তুলনামূলকভাবে বিড়ি শিল্প গড়ে উঠতে পারে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর লোকদের কর্ম সংস্থান হতে পারে এবং নিজেরাও ৫।১০ টাকা পুঁজি দিয়ে গ্রামে শহরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বহুলোক এই কর্ম সংস্থানের অভাবের দরুণ এবং বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে এই বিড়ি তৈরী করে নিজেদের জীবিকা আংশিকভাবে নির্বাহ করতে পারে। তাই আমি এই ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব, যেটা আমি লক্ষ্য করছি মাননীয় বিরোধী পক্ষের, সি. পি. এম দলের মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরাকে কলোনীর মতো শোষণ করা হচ্ছে। তিনি যদি এটা শ্লীপ অব টাঙ্গ বলেন, তাহলে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু যদি সিরিয়াসলী বলে থাকেন, তাহলে আমি বলব যে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যই কলোনী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটা আমি স্বীকার করি না এবং তার এই বক্তব্য মোটেই ঠিক নয়। কাজেই কলোনীয়েল সীষ্টেমের ক্ষেত্রে নয়, এটা সর্বভারতীয় ব্যবস্থার মধ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সর্বত্র সমানভাবে দাপট চালাচ্ছে। যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকেন, পশ্চিম বঙ্গের গতকালকার বিধান সভার মধ্যে, সেখানে সি, পি. আই এবং কংগ্রেসের বহু সদস্য প্রচণ্ডভাবে এক চেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলেছেন যে একচেটিয়া পুঁজির কব্জি ভেঙ্গে না দিতে পারলে পশ্চিম বঙ্গের অগ্রগতিও সম্ভব নয় কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য বলব। কারণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তারা ছোট শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে এবং এই বাধা অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন যুক্তি বা পরামর্শ যদি করা যায় এই একচেটিয়া মালিকদের যদি এই কথা বলে আপত্তি করা যায় যে তোমরা বাইরে থেকে বিড়ি না এনে অন্ততঃ এইখানে বিড়ি শিল্পকে চালু করার জন্য চাপ দেওয়া যায় তার জন্য আমি দাবী করব। দুই নম্বর বক্তব্য হচ্ছে শঠি ফুড সম্পর্কে। আমাদের এখানে প্রচুর শঠি এবং বার্লি কনজিউমড হয় কাজেই এই শঠি ফুড শিল্পকে চালু এবং উন্নত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এই জন্য আমি দাবী রাখছি। আমাদের হাসপাতালগুলিকে যদি এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে ক্যামিকেল টেষ্টেটিকে এই রকম কোন শঠি যদি বাজারে কেউ উপস্থিত করতে পারে তাহলে হাসপাতালগুলিতে বার্লির পরিবর্তে স্থানীয় শঠি ফুড কিনা হবে। তাহলে

আমার মনে হয় গ্রামের অনেক বেকার এই শিল্পের দিকে এগিয়ে আসবে যা বাপির মতই কাজ করে এই রকম শঠি ফুড উৎপাদন করতে এগিয়ে আসবে। আমি এই সম্পর্কে বিলোনীয়ার জনৈক শঠি উৎপাদনকারীর নাম উল্লেখ করছি উনার নাম শ্রীবিনোদ বিহারী পোদ্দার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যদি কোন সময় বিলোনীয়ায় যান পরিদর্শন করেন তাহলে দেখতে পাবেন সে বাড়ীতে চারা লাগিয়ে বিনা সাহায্যে বছরের পর বছর শঠি ফুড উৎপাদন করে আসছে। সরকার এই শিল্পকে সরকারী ভাবে গ্রহণ করতে পারেন কি না এবং সারা ত্রিপুরায় সেই শঠি ফুড উৎপাদন এবং শঠি মার্কেট সৃষ্টি করে আমাদের হাসপাতালগুলিতে এই শঠি ফুড চালান যায় কিনা, এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে এই ইণ্ডাষ্ট্রীটাকে গ্রো করা যায়। ৪ নম্বর বক্তব্য হচ্ছে শিল্প সম্পর্কে স্কীম। আমাদের সরকার এখানে ঘোষণা করেছেন পাট এবং কাগজের কল স্থাপন করা হবে। কিন্তু পাট এবং কাগজের কলের বরাদ্দ নাই। তারা বলেছেন তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি পুঁজিপতিকে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই প্রাইভেট পুঁজি ধনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে ম্যাকসিমাম প্রফিটের ক্ষেত্রেই ওরা পুঁজি নিয়োগ করে। বিড়লা কোঃ হউক আর যে কোন কোম্পানীই হউক তারা কোন জায়গায় পুঁজি নিয়োগ করার আগে প্রথমেই চিন্তা করবে এবং তারা ম্যাক্সিমাম প্রফিট যেখানে পাবেন সেইখানেই পুজি নিয়োগ করবেন। কাজেই এই রাজ্যের অবস্থানের দিক থেকে রেলওয়ে ইত্যাদি সমস্ত যোগাযোগের দিক থেকে অনগ্রসর কাজেই এখানে ম্যাক্সিমাম প্রফিটের আশা খুবই কম। যেখানে তাদের পুঁজি খাটানোর উপযুক্ত জায়গা সেখানেই শিল্পপতিরা প্রাইভেট ক্যাপিটেল নিয়োগ করবে। সুতরাং এটা অত্যন্ত ক্ষীণ আশা। কাজেই যদি পাট এবং কাগজের কল আমাদের ত্রিপুরায় করতে হয়, ত্রিপুরায় হাজার হাজার বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সরকারের করতে হয়, তাহলে সরকারের স্টেট সেক্টারে অর্থাৎ পাবলিক সেক্টারে পুঁজি নিয়োগ করেই পাট এবং কাগজের কল করতে হবে) এবং সেই ভাবে যদি সরকার অগ্রসর না হন তাহলে কয়েক বছর পরে দেখা যাবে এই স্কীমটা শেষ হয়েছে। কারণ প্রাইভেট ক্যাপিটেলের উপর নির্ভর করে পাট এবং কাগজের কল করে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। প্রাইভেট ক্যাপিটেল তার মুনাফার দিকে লক্ষ্য করে তার টাকা খাটাবে আর সরকারের প্রয়োজন ত্রিপুরার ডেভেলাপমেণ্ট তথা ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান করা তাই আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল স্কীমটা অত্যন্ত জরুরী এবং তাকে জরুরীকালীন অবস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করা দরকার। এটাকে আবার আমি বলছি এবং নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীতার জন্য বলছি না এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এবং সর্বাধিক থেকে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পগুলি কার্য্যকরী করার জন্য বিড়ি এবং শঠি শিল্পের অবগতির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কাট মোশানের উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই যে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট তার উপর দুই একটি কথা বলতে চাই। আমাদের ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে উঠবে কি না সেটি শুধু ত্রিপুরার উপরই নির্ভর করে না। কারণ ভারতের একটি অংশ ভারত সরকারের নীতির দ্বারাই পরিচালিত হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ২১ তার উপর দুই একটি কথা বলতে চাই। আমাদের ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে উঠবে কি না সেটা ত্রিপুরার উপর নির্ভর করেনা, এই ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা অংশ, ভারতবর্ষের নীতির দ্বারা ত্রিপুরা পরিচালিত, কাজেই এখানে আমি যা বলব তার অর্থ এই নয় যে এই সরকার-ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার শিল্পে অগ্রগতি করতে পারবেন সেই আশা পোষণ করে আমি বলছিনা। আমাদের সমস্যাটি কি সেটা একটু তুলে ধরতে চাই। আমরা ছোট বেলায় গ্রামে মেলা দেখেছি, মেলাতে কামাড়, কুম্ভকার আসে, তাঁতী আসে, কাষ্ঠ শিল্পী আসে, যারা যাত্রা গান করে, তারা আসে, যারা ছড়া লেখে তারা আসে এবং এক মাস ধরে মেলা চলে। গ্রামের কৃষক আসে, তারা সারা বছরের জিনিষ সেখানে কেনে। এটা সহজ কথা, যদি কৃষকের পকেটে পয়সা থাকে, মেলা একমাস চলবে, যদি পয়সা না থাকে, তাহলে চারদিনও চলেনা। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের চেহারা কি? আজকে সমস্ত কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেছে এবং কৃষক নিঃস্ব হওয়াতে যারা গ্রামের শিল্পী, সমস্ত শিল্প ছেড়ে দিয়ে তাদের চলতে আসতে হয়েছে, দাঁ, কোদাল নিয়ে ঐ বটতলা লেবার মারকেটে, রাস্তার মাটি কাটার জন্য, এই হচ্ছে বাস্তব চেহারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যগণ আপনারা তাদের জিজ্ঞাসা করুণ এরা কারা? কেউ হয়তো তাঁত চালাচ্ছিল, তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে পাবেন কামার লোহার কাজ করছিলেন, লোহার দাম বেড়ে যাওয়া কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে, কেউ হয়তো কাষ্ঠ শিল্পী, কাঁচা মাল নেই, তাঁতিদের সুতা কিনবার পয়সা নেই, যন্ত্রপাতি কেনবার পয়সা নেই, অন্যদিকে কেনবার লোক নেই। সেই যে কৃষক যারা কিনবে, তারা আজকে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের শিল্পের যে চেহারা দেখছি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা দেখছি শিল্পের উৎপাদন ক্রমশঃ কমছে, সেই পরিস্থিতি আমাদের ত্রিপুরাতেও। আমরা কি দেখছি আমরা ২৫ বছরে কোন ইংফ্রাস্ট্রকচার করতে পারিনি, একটা রেল লাইন নেই, বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, কয়লা নেই, আমাদের এখানে শিল্প গড়ে তুলবার জন্য বাইরে থেকে শিল্প পতিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা কেন আসবে? এর আগেও আমাদের জানানো হয়েছে তারা কুমারঘাট জমি নিয়েছে সুতার কল করবেন, লাইসেন্স নিয়েছেন তারপর তাদের আর কেউ খবর জানেনা। বিলোনীয়াতে সেখানে বিরলা কোম্পানী, তারা প্লাইউডের কারখানা করবেন, অনেক কিছু আলোচনা হয়েছিল, তারপর তাদের খবর আর কেউ জানেনা, কেন তারা এখানে শিল্প করতে আসবে যেখানে পশ্চিম বঙ্গের মত জায়গায় ছোট মাঝারী

শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরার মত জায়গায় যেখানে রেল লাইন নেই, মেটেরিয়্যালস আনা কঠিন, যেখানে কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা নেই, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুৎ নেই, সেখানে শিল্প গড়তে কেন আসবে, শুধু মাত্র টাকা নেওয়ার জন্য আসবে যারা কংগ্রেসের কিছু কিছু পেটোয়া লোক তারাই এখানে শিল্পের নাম করে টাকা নিতে আসবে যেটা আমরা আজকে পশ্চিম বঙ্গে দেখছি ইনডাষ্ট্রিতে একটা কথা ঢুকানো হয়েছে সিক ইনডাষ্ট্রীর অর্থাত শিল্পের অসুখ করেছে, কল কারখানা চলতে পারছেনা, গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ, ৫০ লক্ষ টাকা তাদের দিয়ে দিচ্ছেন এই হচ্ছে অবস্থা। আমাদের এখানকার একজন বন্ধু বলেছিলেন ভীষণ একচেটিয়া পুঁজীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সেটা আমরা দেখছি শুধু পশ্চিম বঙ্গে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বড় বড় শিল্পপতিদের কলাবরেশানে, কেপিটেল'এর জন্য ইনভাইট করা হচ্ছে, নূতন আরেক শিল্পনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে যেটা জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৮ সালে বলে গেছেন সেটা শিকায় তুলে দিয়ে শিল্প পতিদের হাতে শিল্প গড়বার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে আজকে লোহার যে দর হয়েছে, কামার বলছে আমি লোহা কিনতে পারছিনা, অতএব আমার কামারের কাজ উঠে গেল, তাঁতী বলছে আমার সূতার জন্য তাঁত বন্ধ হয়ে গেল। তার অর্থ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজীপতিদের হাতে সমস্ত শিল্পের ক্ষমতা চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে সমগ্র ভারতবর্ষের চেহারা, কংগ্রেস সরকারের নীতি। সেই জায়গায় ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে তুলে বেকারদের সমস্যা সমাধান করা হবে এইসব অত্যন্ত বাজে কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার বিড়ির কথা বলা হচ্ছে আমি এখানে অনেক দেখতে পাচ্ছি যারা ঘানি চালতে, ঢেকী চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের অনেকের চেহারাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কি হয়েছে তাদের, কেন উঠে গেল। এখানে ৪১টি ইনডাষ্ট্রিয়াল সেণ্টার ছিল, এক একটি সেণ্টার এক লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। এখানে সেইরকম লোক আছে যিনি টাকা নিয়েছেন অয়েল মিল করবেন বলে কিন্তু করেননি, উদয়পুর থেকে সেই ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত আছেন, যিনি বলেছেন ৫০ জন লোক নিয়োগ করবেন, কোথায় সেই টাকা, কোথায় সেই লোক নিয়োগ। রিফিউজীর নাম করে কোটি কোটি টাকা খাওয়া হয়েছে কিন্তু কোন শিল্প গড়ে উঠে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এখানে শিল্প গড়ে তুলবেন। কিন্তু যেসব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেটগুলি ছিল, তাদের অবস্থা কি হয়েছে? যদি এইগুলির কথা বলতে হয়, তাহলে আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলেও আমি বলে শেষ করতে পারব না। উদয়পুরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ষ্টেটে কয়েক লক্ষ টাকা খরচে পাওয়ার লুম বসান হয়েছে, কিন্তু সেই পাওয়ারলুম চলল না, বাংলাদেশ থেকে লোক এনে পাওয়ারলুম চালু করলেন, এতদিন চলল না, এখন চলল কি করে? আবার সেটা বন্ধ হয়ে আছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেটে একজনকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেই আবার আরেক জনকে ভাড়া দিয়েছে, আসল মালীককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকজন ফরেষ্ট থেকে বিনা মাশুলে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ সংগ্রহ করে, টাকা লুট করে সমস্ত এখন বন্ধ করে দিয়েছে, এক পয়সাও ভাড়া গভর্ণমেণ্টকে দেননি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট নাম দিয়ে একটা করপোরেশন করা হয়েছে, এক ভদ্রলোক ষ্টেনলেস ষ্টীলের বাসন পত্র করবেন বললেন, কিন্তু সেইসব

জিনিষ কোথায় বিক্রী হচ্ছে আমি জানতে চাই, সেগুলি বাহিরে চালান দেওয়া হচ্ছে, এখানে এক পয়সার জিনিষও বিক্রী করেন না, শ্রমিককে কথায় কথায় ঠকাচ্ছে, কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এখানে ম্যাচ ফ্যাক্টরী, গ্লাস ফ্যাক্টরী অন্যান্য যে ফ্যাক্টরী, এই সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। এখানে আনারস হয় মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই আনারস অসট্রেলিয়া থেকে খেতাম, এখানে চমৎকার আনারস হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আমরা এখানে একটা কারখানা করতে পারিনি। কৃষক ১৫ পয়সা তার আনারসের দাম পায় না, এখান থেকে ট্রাক করে যদি কলিকাতা আনারস নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অনেক খরচ, তারা এক পয়সাও লাভ করতে পারে না, তারা কি করতে আনারস করবে? তারা বাগান কে বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে, কি হবে এই আনারস করে। এতে শুধু শিল্পকে ধ্বংস করা হচ্ছে না, কৃষককে তার গলা কেটে দেওয়া হচ্ছে। কৃষক যদি ১৫ পয়সা আনারসের দাম না পায়, তাহলে সেই আনারস করে কি করবে। আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার কৃষকের গলা কেটে শিল্পের অগ্রগতির কথা বলা হচ্ছে, শিল্পের গান গাওয়া হচ্ছে। শতকরা আমাদের ৭০ থেকে ৮০ জন কৃষক, ১৫ পয়সা আনারস বিক্রী করে পায় না, ২০ টাকা পাট বিক্রী করে পায় না, ৩০।৪০ টাকায় কারপাস বিক্রী করতে হয় এবং সেই সমস্ত কার্পাস থেকে যখন সুতো আসে তার দাম অগ্নিমূল্য। গ্রামের উপজাতি মেয়েরা যারা অবসর সময়ে তাঁত করে, সেই সমস্ত তাঁত ৪০ হাজার তাঁত বন্ধ হয়ে গেল। যদি সেইসব মেয়েরা তাঁত চালু করতে পারত, তাহলে কৃষির সঙ্গেসঙ্গে তাদের কিছু আয়ের পথ হত। সমস্ত দেশকে ধ্বংস করে তারপর শিল্পের গান গাওয়া হচ্ছে। নিজেদের একদল পেটুয়া লোককে পোষণ করার জন্য এই শিল্পের কথা বলা হচ্ছে, শিল্প নীতি এটা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার যারা মাটির কাজ করে, তারা একটা চাকা তৈরী করতে পারেনা, কারণ সেটা তৈরী করতে তিন শত টাকা লাগে, সেই তিনশত টাকা সরকার দেয়না, ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণ করেছেন। আমি সেই ব্যাঙ্কের মেনেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম মশায়, কত টাকা কৃষককে লোন দিয়েছেন, আর শিল্প পতিদের কত টাকা লোন দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মুখ কাঁচুমাচু করে আমাকে বল্লেন আমি সাত হাজার টাকা কৃষককে দিয়েছি, আর দেড় লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীদের দিয়েছি, সেইসব ব্যবসায়ী যারা বাংলাদেশের সংগে চোরা কারবার করে, বড় বড় ব্যবসায়ী মাছের ট্রাকে করে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে আসছে এবং সেই ট্রাকে চোরাকারবার চালাচ্ছেন, তাদের টাকা দিয়েছেন জাতীয় গভর্ণমেন্টের কিছু পেটুয়া লোক, যাদের দিয়ে জাতীয় সরকার সমাজ-তন্ত্র কায়েম করছেন, সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের—যারা ইন্দিরা গান্ধীর আঁচল ধরে ধরে লড়াই করেছেন, তারাই সেই সমস্ত লোন পাচ্ছে। আমাদের এল. আই. সি'র টাকা কোথায় যায়? ৪০ হাজার টাকা প্রতিমাসে এল. আই. সি. আমাদের ত্রিপুরা থেকে নিয়ে যায়, সেই টাকা কেন ত্রিপুরা রাজ্যে আসেনা, এক পয়সা কেন ইনভেস্ট করা হয় না ত্রিপুরায়, সেটা আমরা জানতে চাই, আমরা জানতে চাই কেন এইসব কুটীরশিল্প ব্যাংক থেকে টাকা পাবে না?

আমার ত্রিপুরায় একটি বারও কেন ১,০০০ টাকা তারা ইনভেস্ট করে না আমরা জানতে চাই। আমরা জানতে চাই কুটির শিল্পের টাকা কেন তারা ব্যাঙ্ক থেকে দেয় না। আপনারা মাননীয় সদস্যরা জানেন কি না জানি না কিছু দিন মুচি লোন দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম একটা সারকুলার দিয়ে দিলেন যে মুচি লোন দাও। এটা এখানে আসে নি। এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এসেছে। রিক্সাওয়ালাদের জন্য আমি ব্যাঙ্কের সংগে আলাপ করলাম। তারা বলে যে আমরা রাজী আছি। আপনি রিক্সার লাইসেন্স বের করে দিন আমরা দিচ্ছি। লাইসেন্স তো আগরতলায়, কৈলাসহরে তো লাইসেন্স নাই, খোয়াইতে তো লাইসেন্স নাই। এক রিক্সার চালক কি লাইসেন্স করতে পারে। ৩|৪ টাকা করে সারাদিন পরিশ্রম করে সে যে পয়সাটা পায় কি করে সে এটা দিয়ে লাইসেন্স করে। কিন্তু করতে হবে। না হলে কংগ্রেসের বন্ধুদের পয়সাটা যে মারা যায়। যারা ৩০ খানা, ৪০ খানা, ৫০ খানা রিক্সার লাইসেন্সের মালিকানা নিয়ে যারা বসে আছে একচেটিয়া করে, যেমন টাটা বিড়লা বসে আছে। কাজেই ছোট ছোট একচেটিয়াও তো আছে। ত্রিপুরায় তো টাটা বিড়লা নাই। কিছু একচেটিয়া তারা করে নিতে চান সমস্ত রিক্সাগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে। সমস্ত তাঁতগুলো তাদের হাতে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের ব্যাধি। এই ব্যাধি সম্পর্কে আমরা আশা করছি না যে এর কোন পরিবর্তন এই কংগ্রেসী সরকার দ্বারা সম্ভব হবে এবং এই পরিবর্তনের জন্য জনসাধারণকে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী এখানে ইণ্ডাষ্ট্রীর যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন এটা আমি সমর্থন করছি। আর যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলি আমি সমর্থন করছি না। করতে পারছি না এই কারণে যে যেমনি অরুন্ধুতিনগর, যেমন উদয়পুর ধ্বজনগর, তার স্কীমটা ছিল সেখানে বিভিন্ন ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রী হবে। সেই সব লোকদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। বিভিন্ন ধরণের কাঠের কাজ, কুমারের কাজ, তাঁতের ইত্যাদি এবং তারা সরকার থেকে ষ্টাইপেণ্ড পাবে, পেয়ে কাজ শিখবে। যে কাজ শিক্ষা করবে, সেই কাজের মজুরী হিসাবে তারা প্রফিটের অংশ পাবে। এই বোধ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ছিল স্কীম। আরও ছিল যদি কোন প্রাইভেট সেক্টারে ইণ্ডাষ্ট্রী করে তার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ইণ্ডাষ্ট্রী থেকে দিবে। এই সরকারের যে ব্যবস্থা ছিল সেটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমি কিছুটু সাজেশান রাখব। বিরোধী পক্ষ থেকে তো সাজেশান দিতে পারলেই না বরং বিড়ি বন্ধ হল কেন, কামার বন্ধ হল কেন এবং পুঁজিবাদের উপর আক্রমণ করে বিরোধী সদস্য বলেছেন। সেজন্য আমি কিছু ক্লীয়ার করতে চাই, আমার উপর আক্রমণ হয়েছে। ত্রিপুরা

রাইস এণ্ড অয়েল মিল সম্বন্ধে অনেক আক্রমণ হয়েছে। তবে আমি বলতে চাই যে এখনো এই ত্রিপুরা রাইস অ্যাণ্ড অয়েল মিল আছে এবং এটাকে বাড়াবার চেষ্টা করছি এবং শ্রমিক আমার এখানে আছে এবং শ্রমিকেরা কাজ করছে। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে অনেক কথা হল। প্রথমতঃ ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গেলে এখানে রেল লাইন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং ইণ্ডাষ্ট্রী করতে গেলে এখানে এই হাউসে মাননীয় সদস্য ভাষণ দিয়েছেন কি করতে হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রী করতে হবে। বিরোধী সদস্যরা যুক্তি দিয়েছেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, বাজার নাই ইত্যাদি। এটা ঠিক। কিন্তু এই কথার মূলেই তো এই হাউসে মিনিষ্টার অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছেন যে সব দিক দিয়ে আমরা বিবেচনা করছি। আর এই কথা তারা বলে নাই যে ত্রিপুরায় বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি হয়ত সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রি করা সম্ভব এটা আমরা স্বীকার করি। তাহলে আমাদের আসতে হয় ইলেকট্রিক এর ব্যাপারে। সেইদিকে যদি সরকার নজর দিত তাহলে ত্রিপুরায় ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রি দাবী করতে পারত এটার কোন ভুল নাই। কারণ ত্রিপুরায় বহু তাঁত আছে যার ফলে তারা কাপড় তৈরী করতে পারে। যদিও কথা আছে তাঁতীকে সাহায্য করবে কিন্তু আমি বলব যে এই সাহায্যটা পাবে না। কেননা আজকে উন্নত ধরণের কাপড় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটা পলিসি এখানে রাখা হয় যদি সুতাটা সমবায়ের মাধ্যমে হয়, হয়ত সমবায় সমিতি সেগুলি পরিচালিত যদি করে, গ্রামীণ যে কাজ, কারণ বিভিন্ন রাজ্যে দেখেছি যে ঘরে ঘরে ছোট ছোট দুই চারটা তাঁত আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার আছে। গ্রামের তাঁতীরা অফ টাইমেও নিজেরা তাদের কাপড় তৈরী করেও বাজারে বিক্রী করে। আসামের ইলেকট্রিসিটি কয় বছর আসার কথা ছিল আর আজকে কয় বছরে গিয়ে পড়ল এই সম্বন্ধেও যেন একটু নজর দেন। কারণ পাওয়ার না হলে ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া এখানে যে শটিফুড সম্বন্ধে একটা বক্তব্য আছে যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা দিয়ে যখন আমরা যাই তখন বিভিন্ন জায়গায় শটিফুড আছে দেখতে পাই। হাজার হাজার বস্তা শটিফুড আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানী করে থাকি। এই দিকেও একটু নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর একটা জিনিষ আছে সেটা হল কাপড় কাঁচার সাবান। সেই ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে আগরতলায় এক ভদ্রলোক তৈরী করছে এবং উদয়পুরেও কিছু সাবান তৈরী করা হচ্ছে। সাবান আমরা বাইরে থেকে আমদানী করি। কিন্তু সরকার যদি সাবসিডি দিয়ে তাদের যে কষ্টিক সোডা এইগুলি আমদানী করে তাদের যদি উৎসাহিত করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে গ্রামে গ্রামে বা ছোট ছোট বাজারে এইসব ইণ্ডাষ্ট্রী করা সম্ভব। তাছাড়া সরকার আর একটা দিক দিয়ে নজর দিতে হবে যে পুরান আমলে যে সাহায্যটা তারা দিয়েছেন এটা খুব কম এবং আমার বন্ধুরা বলেছেন সত্যি যে সেই টাকা দিয়ে হয় না। তার একটা মালামাল হয়ত অচল হয়ে গেল, তখন তাঁর পুঁজি নিয়ে টান ধরে। ফলে তাঁর ইণ্ডাষ্ট্রী এখানেই বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমি এই সেসানে রাখছি যে ইণ্ডাষ্ট্রি হয়ত টাকা কম রেখেছেন এর মধ্যে কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি দিয়ে বিশেষ কিছু থাকবে কিনা জানি না। তবে বিড়ি ইণ্ডাষ্ট্রি, তাঁত ইণ্ডাষ্ট্রি এবং ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রী যা গড়ে উঠবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাননীয় মন্ত্রীরা কথা

দিয়েছেন। সেটাই যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং পাওয়ার যাতে আমরা তাড়াতাড়ি পাই, প্রজেক্ট কবে হবে সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে আসাম থেকে যেন তাড়াতাড়ি পাওয়ার আনা হয়। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। তবে ত্রিপুরায় বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রী মন্ত্রীরা বলেছেন হবে। তবে এর আগেও আমি জানি উদয়পুরে টালি ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য খাদি বোর্ড থেকে তাদের ট্রেনিং দেওবার জন্য লোক গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং কুমারের অসুবিধা কি, হয়ত সাধারণ একটা ঘরের জন্য, সাধারণ একটা চাকার জন্য হয়ত তারা আটকিয়ে যাবে, এইগুলি যাতে পরীক্ষা করতে গেলে বার মাসে পায় না, সেটা যাতে হয় আর কি। আপনার মোমবাতি যে একটা ইণ্ডাষ্ট্রী, সেই মোমবাতি আজকালকার বাজারে এক একটা ২০/৩০ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। এদিক দিয়ে যদি ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট এই যে মোমবাতির ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য প্রয়োজনীয় কেরশিন এবং অন্যান্য জিনিষ যেটা লাগে, সেটা যদি তাদের রীতিমত সাপ্লাই করে, তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্য কিছু দিনের মধ্যে এই ইণ্ডাষ্ট্রিতে উন্নতি করতে পারবে। এরপরে আমার ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট সম্পর্কে আমি বলব, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার মেসিনারী আছে, আমি আগে সেখানে অনেকবার গিয়েছি এবং সব কিছু দেখেছি। কিন্তু সেখানে একটার সঙ্গে আর একটার কানেক্শান না থাকায় বিধায়, ৬০/৭০ হাজার টাকার মেসিনারী এমনিতেই পড়ে থাকে, এতে করে অনেকগুলি মেসিনারী এখন ঝংকারে ধরেছে। কেন হচ্ছে অমি যেটা বুঝি, সেটা হচ্ছে জিনিষপত্র এবং কারিগর ইত্যাদির অভাবে এই অবস্থা সেখানে চলছে। কাজেই এই অবস্থার একটা পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন করে সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে চালু হতে পারে, সেজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার এবং তা যদি করা হয়, তাহলে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিতে অনেক জিনিশ উৎপাদন হবে এবং সেগুলি বাজারে বিক্রি করে আমাদের সরকার ক্রমশঃ লাভবান হবে। আর পশ্চিম বঙ্গের কথা যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে সেখানে ইনডাষ্ট্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমাদের এখানে যাতে বন্ধ না হতে পারে, সেজন্য আমরা দলাদলি না করে এবং শ্রমিকদের উস্কিয়ে দিয়ে হরতাল বা ষ্ট্রাইক ইত্যাদি না করে, শ্রমিক মালিকের ঝগড়া না লগিয়ে দেয়, তাহলে আমি মনে করি আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী যেটা উনারাও বলেছেন যে আমার নবরূপ ধারণ করেছি, তাতে ইন্ডাষ্ট্রীর আমরা কিছু না কিছু উন্নতি করতে পারব। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থণ করে এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি ডিমাণ্ড সম্পর্কে অনেক কাটমোশন এসেছে এবং বিরোধীপক্ষের মাননীয় নেতা এই সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করেছে। এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধীপক্ষের নেতা প্রশ্নটা আগেই এনেছেন, কাজেই সম্মানটাও তারই বেশী। উনি জেনারেল ওয়েতে বলতে গিয়ে হয়তো যেভাবে আরম্ভ করেছিলেন, সেটা বোধহয় পরিস্কার

করে বলতে চান কি না বা বলতে পারেন নি। এর জবাব দিতে গেলে, জবাবের প্রশ্ন নয়, আমরা সাধারণতঃ একটা ব্যবস্থা চিন্তা করছি, হয়তো প্রশ্নটাকে আমরা সেদিক থে'কে বিচার করে দেখতে চাই। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার যে বক্তব্য, এটা প্রায় নৈরাশ্যবাদের বক্তব্য, অনেকটা ফ্রাষ্ট্রেশন বলা যেতে পারে, কিসের থেকে এই ফ্রাষ্ট্রেশন, এটা এনালাইসীস করার আমার দরকার নেই। তবে আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই যদি দলগত সমালোচনার প্রশ্ন উঠে থাকে, তাহলে দলগতভাবে আমরাও কি এই প্রশ্ন করতে পারি না ? স্বাধীনতার পর আজকে ভারতীয় কংগ্রেসের যে রূপান্তর ঘটেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার দলের নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যেখানে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে একটা কলোনীর মত করে ভাগতে শুরু করা হয়েছে, অন্ততঃ প্রকাশ্যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, এই যে রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন আমাদেরও কিছু হয়েছে ক না, সেকথা আমি বলতে চাই না। মাননীয় বিরোধীপক্ষের নেতার বক্তব্য এত পরিষ্কার এবং তাদের দলের ঘোষিত যে নীতি তার মধ্য থেকে আমাদের যে ধারণা হয়েছে যে সেটারও রদবদল হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মধ্যেও একটা পরিবর্ত্তন দিনের পর দিন হয়ে যাচ্ছে, যার সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের দলীয় নীতিও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কাজেই অনেক জিনিষ যা ১৯৪৭ সনে এ্যাক্সপেক্ট করিনি, সেটা আজকে ১৯৭২ তে বা তার মাঝখানে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেটা তাদের কাছে আন-এ্যাক্সপেক্টেড। যে থিওরীর কাঠামো সেই কাঠামোর বাইরে তারা যেতে পারে না, তারা তাদের কাঠামোকে দেখেছেন অথচ এ' কাটমো দিয়ে বিচার করে চলতে পারেন না। কাজেই তাদেরও কাঠামোর পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীতির পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছে এবং দলীয় ঘোষনারও পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছে। জানি না এটা তাদের মানবিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ কি না, না এটা সাধারণ মানুষেরর জন্য তাদের আন্তরিক পরিবর্ত্তন নয়। আমরা কারো ভিতরের কারবার করি না? কাজেই আ'মরা তাদের সেইকথা বলতে পারি না। একটা জিনিষ এবং এটা বাস্তব সত্য যে ভারতবর্ষের রূপান্তর ঘটছে, পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং পরিবর্ত্তন হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের আমলে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টই করছে এবং এর জন্য যেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার, সেটাও এ' কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টই সব জায়গাতে করছে। আজকে যদি ফরেইন ক্যাপিটেলের প্রশ্ন এসে থাকে, তাহলে এমন একটা ইন্‌ষ্টেন্স কি পৃথিবীর বুকে আছে যেখানে ডেভেলাপিং কান্ট্রি ফরেইন ক্যাপিটেল বাদে তাদের দেশকে গড়ে তুলছে। ফরেইন ক্যাপিটেল আসতে দেব না, ফরেইন ক্যাপিটেলকে আমরা ইনভাইট করব না আমাদের ডেভেলাপমেণ্টের কাজের জন্য, আমি জানি না এমন কোন দেশ আ'ছে কিনা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এটা আমার জানা নেই। আমি খুশী হতাম যদি সেই নাম আমার জানা থাকতো। আমি জানি না বলেই, সেটা এখানে বলতে পারছি না এবং সেজন্য একটা সন্দেহ পোষণ করছি। হতে পারে সেই ক্যাপিটেলটা কি ভাবে ইউটিলাইজ্‌ করা হবে? প্রশ্নটা সেখানেই আসতে পারে। কিন্তু ফরেইন ক্যাপিটেল সম্পর্কে ইন-জেনারেল ওয়েতে এটা বলা যায় না, সেখানে শুধু ইউটিলাইজেশনের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সেখানে বক্তব্যের

মধ্যে একটা ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন হতে পারে কিন্তু ফরেইন ক্যাপিটেলের প্রয়োজনীয়তা, একটা ডেভেলাপ, কান্ট্রির হবে না, এটা হতে পারে না। আর যারা বলেন যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা কলোনী, বিশেষ করে একটা ষ্টেট এ্যাসেম্বীতে বসে এই কথা বলা যায় কিনা বা বলা ঠিক কিনা সেটা আমাদের জানা নেই। কোন দিক থেকে বিচার করে এটাকে কলোনী বলা হল এবং কলোনীয়েল এ্যাসেম্বীতে বসে যে আমরা আলোচনা করছি, এই রকম কোন কিছু আমার জানা নেই। অন্ততঃ মাননীয় সদস্যদের কারো বক্তব্যের মধ্যে আমরা এই কথা পায়নি, যেটা আজকে আমরা প্রথম শুনলাম......কাজেই কলোনী সম্পর্কে ধারনটা যে কি এবং যে ভারত কলোনী ছিল স্বাধীনতা পাওয়ার পরে সেই ভারত ১৯৭২ইং সালে কলোনী নাই। কলোনীর যে ডেফিনেশান কি, কলোনী কাকে বলে, আমার মনে হয় কোথাও তার মধ্যে কারো না কারোর ভুল থাকতে পারে। সেটি যদি সংশোধন করার কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা তাহা করব নিশ্চয়ই, এটা সংশোধিত হওয়া দরকার। কারণ এটা যদি নীতিগত ভাবে আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরই নীতির দ্বারা তারা যদি গাইডেড হয়ে থাকে তাহলে এ কথা বলা চলে না। ইণ্ডাষ্ট্রি ডেভেলাপমেণ্ট সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের যদি প্রশ্ন উঠে তাহলে সেখানে আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে অনেক জায়গায় একমত হতে পারি। এখানে আমি এই কথা বলছি না, আমরা সব করে ফেলেছি, আমাদের এখানে সব ইণ্ডাষ্ট্রি হয়ে গিয়েছে, আমরা সব চেষ্টা রেখে ফেলেছি এই কথা যদি বলা হয় তাহলে আমরা বলব এই ভাবে চিন্তা করি নি। আমাদের হয় নি অনেক জিনিষ। হয়নি, করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি এক্সপেক্ট করি ইণ্ডাষ্ট্রি হবে না তাহলে আমাদের এখানে বসে আলোচনা করার দরকার নাই। আমরা যার যার বাড়ীতে বসে চীৎকার করতে পারি এবং পার্টি মিটিংএ গ্রামে বা যেখানে খুসী আমরা বক্তব্য রাখতে পারি, এখানে আলোচনার দরকার নাই। এখানে আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাটাকে দেখে, ত্রিপুরার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে, কি ভাবে এর প্রতিকার করা যায়, সবাই মিলে চেষ্টা করা যায় কি না, সেজন্য আমরা এখানে বসেছি। আমরা জানি আমাদের লিমিটেশান কোথায় আমি বারবার বলছি আমাদের লিমিটেশান কোথায় তাও আমরা যেমন জানি তেমনি আন্তরিকতা আছে সেটাও বলেছি যে আমরা চেষ্টা করব। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উঠেছে আমি বলছি জুট মিলের কথা, জুট মিল পাবলিক সেক্টারে হবে না প্রাইভেট সেক্টারে হবে না জয়েণ্ট সেক্টারে হবে সেই সম্পর্কে এপ্লিকেশান ইনভাইট করা হয়েছে। তবে যদি সরকারী নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে— যথাসম্ভব আমরা প্রাইভেট ক্যাপিটাল এনকারেজ করতে চাই তার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কন্ট্রোল যাতে রাখা যায় তার ব্যবস্থাও আমরা করব এবং সেটি হচ্ছে জয়েণ্ট সেক্টার— সেখানে ৫১,৪৯ পারসেণ্ট শেয়ার আমাদের থাকবে যাতে আমাদেরটা তাড়াতাড়ি গড়ে উঠে। আমাদের এখানে যদি সেই প্রশ্ন উঠে, আমাদের এখানে সেই experience নাই, যে অভিজ্ঞতা দরকার যার দ্বারা একটি ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি। কাজেই সব দিক বিচার বিবেচনা করে যা ভাল হয় সেইভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। পেপার মিল সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি এখনও

বলছি পেপার মিল করার জন্য ফিজিবিলিটি কি আছে না আছে সেগুলি আমাদের দেখতে হবে। আর ইণ্ডাষ্ট্রির বাজেটে বরাদ্দ নাই বাজেটে দেখা যাবে যে বিভিন্ন হেডে বিভিন্ন দিক থেকে যে টাকা ধরার ব্যবস্থা আছে একটা জায়গায় Capital outlay on Industries & Economical progress & Economical Developmentতাতেও টাকা ধরা আছে। কাজেই টাকার কোনদিকে অভাব আছে এই কথা আমি বলতে পারিনা। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য এটাকে যদি এই বছর আরম্ভ করতে পারি তাহলে এই বছরে টাকার অভাব হবে এইকথা বুঝা যায় না এবং বাজেটে যে হেড আছে সেখানে টাকা ইনক্লোড করার ব্যবস্থার রয়েছে কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ার জন্য আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ইণ্ডাষ্ট্রি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তার জন্য কতগুলি কণ্ডিশান থাকে সেই কণ্ডিশানের মধ্যে একটি কথা সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন সময়ে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশানের দিক, আর একটি হল ইলেক্ট্রিসিটি অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে এবং এই সম্পর্কে বহু আলোচনাও হয়েছে। আমাদের অসুবিধা কোথায় তাও আমি বলেছি এবং কি করে এই অসুবিধাগুলি দুর করা যায় তাও আমি আলোচনা করেছি এবং সেইভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি কারণ আমরা জানি প্রাথমিক স্তরে এই দুটো জিনিষ দরকার। কমিউনিকেশনের জন্য আমি এই হাউসেই বলেছি যে রেল লাইন যাতে এক্সটেনশান হয় এবং তার জন্য যতটুকু করার দরকার আমাদের দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে মিনিষ্ট্রীকে বুঝাবার চেষ্টা করছি এবং আমরা লেগে রয়েছি। আমি এইকথা বলছি না আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আমরা নৈরাশ্যবাদে ভুগি না, আমরা ফ্রাশট্রেটেড হই না আমরা চাই যে আমাদের কাজটা করিয়ে নিতে হবে আমরা কাজটা করে নিতে চাই। সেই দিক থেকে আমরা জিনিষটাকে বিচার বিবেচনা করি এবং মাননীয় সদস্যরা এই দিক থেকে এই কন্সট্রাকটিভ দিক থেকে যেসব আলোচনা করেছেন এই আলোচনায় আমাদের মনে থাকবে এবং আমরা সেইভাবে আমাদের কাজকে ভবিষ্যতের দিক থেকে যে ধরণের ভুলই হউক বা আর যে ধরণের রেকলেসনেসই হউক সেটা আমরা কি করে সংশোধন করে ত্রিপুরাকে অগ্রসর করে নিতে পারি ইণ্ডাষ্ট্রির দিকে কিছুটা এডভান্স করে আমাদের বেকারসমস্যার সমাধান করতে পারি তারজন্য চেষ্টা আমরা করব। আর চুরি সম্পর্কে আমি বলব চুরি শুধু কেইপগোট চুরি করলেই চোর হয় না। শ্রম চুরি, শ্রম চুরিটাও চুরি। যারা শ্রম চুরি করে তারাও চুরি করে। তারা জাতিকে ফাঁকি দেয়। জাতির সমাজতন্ত্র কোন দিনই গড়ে উঠবে না যদি শ্রম চুরি থাকে। আজ দেশের শ্রম চুরি চলছে যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক দেশ। যেহেতু এখানে ইউনিয়ন করা যায় বক্তৃতা দেওয়া যায় শ্লোগান দেওয়া যায় যা খুশী করা যায় যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক দেশ। স্বাধীনতার পর এটা স্বীকৃত, নইলে অন্য কোন দেশে যে দেশের কথা স্মরণে আসছে না যে এই ধরণের শ্রম চুরি চলছে। অন্যান্য দেশে এই ধরণের অবস্থা কেন খুশী মত কথা বলার সুযোগ আছে বলে আমি জানি না এখন পর্য্যন্ত আমার জানা নাই। যাই হউক ...

মিঃ স্পীকার—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীসুমথময় সেনগুপ্ত—আমি সেই বৃহত্তর প্রশ্নের মধ্যে আমি যেতে চাই না। যেহেতু মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা সামগ্রীক দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে তিনি আরও বড় করে দেখতে গিয়েছিলেন সেজন্য আমি কিছুটা আলোচনার মধ্যে আসছি নইলে আমি ত্রিপুরার মধ্যেই থাকতে চাই ত্রিপুরাকে নিয়েই থাকতে চাই। এই বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—Discusstion on Demand for Grant No. 21 & 50 is over.

Now I am putting the Cut Motions to vote first one after another.

Now I am putting the Cut Motion moved by Shri Anil Sarkar on Demand for Grant No, 27 to vote.

The question before the House is that the Demand be reduccd to Re, 1/- to discuss on—

"Inadequate provision for setting up of new Industriee".

The Cut Motion was negatived by voice vote.

Mr. Speaker –Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deh Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re, 1/- to discuss on—

"রেশম শিল্প উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি।"

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the another Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Development of Cottage and small scale Industries".

The Cut Motion was negatived by voice vote.

Mr. Speaker—There is another Cut Motion of Shri Ajoy Biswas. Now I am putting the Cut Motion to vote,

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"Mismanagement in Industrial Estates of Arundhutinagar and Udaipur."

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Sperker—Cut Motion of Shri Jitendra Lal Das.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"Inadequacy of provision for setting up of Industries",

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 45,85,000 [inclusive of the sum of Rs. 16,93,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re.organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in caurse of payment during the year ending on the 31st day of March. 1973 In respect of Demand No. 21-Industries.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Sp aker—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 38. I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 35,06,000 [inclusive of the sum of Rs. 20,00,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 38-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker—Now I would request Hon'ble Finance Minister Shri D. K. Choudhury to move his Demand Nos, 32 and 45 together.

Shri D, K. Choudhury—Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 21,69,000 [inclusive of the sum of Rs. 4,18,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 32:Major Head '68'—Stationery and Printing.

Demand No. 45—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 50,76,000 [Inclusive of the sum of Rs, 8,03,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 45 Major Head 'Q'—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, এখন রাত্রি ৭—২২ মিনিট। আমরা গতকল্য লিষ্ট অব বিজনেসে যে ডিমাণ্ডগুলি ছিল, তা এখনও শেষ করতে পারিনি, আজকেরগুলি এখনও ধরতে পারিনি। তবে আজকে আমাকে ৭—৩০ মিনিটের মধ্যে গিলোটিন করে ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নিতে হবে। আপনারা যদি চান, তাহলে এক ঘণ্টা আমি হাউস এক্সটেণ্ড করতে পারি।

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ঘণ্টা এক্সটেনশন করে সবগুলি ডিমাণ্ডের উপর সকলকে যদি বলবার সুযোগ দিতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ নট পসিবল।

শ্রী ডি, কে; চৌধুরী—ইফ নট পসিবল, তাহলে স্পীকার মহোদয়ের পসিবল'এর মধ্যে যা আছে, তাই করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমি প্রস্তাব করছি ডিম্যাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার—২০'এর উপর যে কাট মোশান আছে, তার উপর বলতে দিয়ে আর বাকীগুলি গিলোটিন করা হউক।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, বিরোধি দলের নেতার সাজেশন অনুসারে আমি ডিম্যাণ্ড নম্বার ৩২ এণ্ড ৪৫'এর উপর গিলোটিন দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কার্লকের যেগুলি আছে, সেইগুলি শেষ হয়ে গেছে কি ?

মিঃ স্পীকার—না, এখন যে ৩২ এণ্ড ৪৫ মুভ করলেন, সেগুলি কালকের।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কালকের ডিম্যাণ্ডগুলি শেষ হয়ে যাক্, আজকের ডিমাণ্ড নাম্বর ২০'র উপর বলতে দিয়ে আর বাকীগুলি গিলোটীনে দিন।

মিঃ স্পীকার—আপনি কি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩২ এণ্ড ৪৫'র উপর বলতে চান ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার—সময় কোথায় পাবেন।

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনাদের যেমন বলবার সুযোগ দেবেন, আমাদের দিকেও বলতে দিতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হাফ এন আওয়ার এক্সটেণ্ড করলে হবে কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এক ঘণ্টা যদি এক্সটেণ্ড করা হয়, তাহলে রুলিং পার্টির সকলকে বলতে দিতে হবে—যারা বলতে চান। তা না হলে উনি চান যে ৭-৪৫ মিনিট পর্যন্ত ডিসকাশন করে গিলোটিন করা হবে।

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী—আটটার পর সময় দেওয়া হলে, আমাদের দিকেও বলতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—অজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আটটার পরে কি এক ঘণ্টা একসটেনশান করেছেন?

মিঃ স্পীকার—না করিনি, আপনারা যদি চান তাহলে দিতে পারি বলেছি তা না হলে ৭-৪৫ মিনিটের পর গিলোটীন করব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩২'র উপর আমার একটা কাট মোশান আছে সেটা হচ্ছে—'সরকারী প্রেসে কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় একটা সরকারী প্রেস আছে এবং সেই প্রেসে অন্ততঃ ১৯৬১ সালের পর থেকে আমি বলতে পারি, আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে বসে যারা রাম রাজত্ব করতে চান, সেই রাম রাজত্ব অন্ততঃ এই প্রেসের ক্ষেত্রে কায়েম করেছেন, সেটা আমি বলতে পারি! এই প্রেস সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে ১৯৬১ সালে বর্তমান যে প্রেস সুপারীনটেনডেণ্ট এই প্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তারপর প্রেসের সব ব্যাপারে সেখানে একটা অরাজক অবস্থা চলছে, অরাজকতা বললে কম বলা হয়, চুরীর রাজত্ব চলছে, যে চুরীর রাজত্ব আমরা দেখছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতে নাতে ধরা পড়েছে, আমি তার কতগুলি উল্লেখ করতে চাই। প্রেসের টাইপ কেনার ব্যাপারে, বড় অঙ্কের যেগুলি সেখানে সাধারণতঃ যে নিয়ম—ডিরেক্টার জেনারেল অব সাপ্লাই এণ্ড ডিসপোজাল—এর মাধ্যমে কিনতে হয়, অর্থাৎ সোজা কথা ডি, জি, এস এ্যাণ্ড ডি, -র মাধ্যমে কিনতে হয়, সারা ভারতবর্ষে এই নিয়ম চলে আসছে কিন্তু আমি দেখছি উনি প্রেসে আসার পর আজ পর্য্যন্ত যত টাইপ কেনা হয়েছে, তিনি পৃথক পৃথক ভাবে একটি মাত্র কোম্পানী থেকে কিনেছেন সেটার নাম ইউরেখা টাইপ ফাউন্ড্রি এবং কেনার একটি লিমিটেশন আছে, যদি ১০ হাজার বা ১৫ হাজারের উপর যদি কিনতে হয়, তাহলে ডি, জি, এস এ্যাণ্ড ডি মারফত সেটা কিনতে হয় কাজেই তিনি এই লিমিটেশনের নীচে ভাগে ভাগে বার বার একটা কোম্পানী থেকে কিনেছেন।

তিনি ঐ কোম্পানী থেকেই কিনেছেন। এবং ঐ ৬১ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত বার বার কোন একটা কোম্পানী থেকে কেনা হয়েছে। টেণ্ডার যদি দেওয়া হয় তবু দেখা গেছে যে ঐ কোম্পানী পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখেছি যে অনেক টাইপ না কিনে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেনা হয়েছে বলে। যখন গত মে মাসে ভেরিফিকেশান করা হল প্রেসে সেই ভেরিফিকেশনের সময়ে আমরা দেখতে পেলাম যে ১৬ হাজার কে, জি, টাইপ স্টকে নাই অথচ তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং ঐ কোম্পানী থেকে নিশ্চয়ই টাকা নিয়েছেন। ১৬ টাকা কেজি হিসাবে যদি ধরা হয় তাহলে আমরা হিসাব করেছি যে সেই ১৬ হাজার কে, জি, টাইপের দাম হবে ২,৫৬,০০০ টাকা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার টাইপ না কিনেও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে কেনা হয়েছে বলে। সেই ২,৫৬,০০০ টাকা কার পকেটে গেছে? অথচ কোন রকম ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয় নি। ১২ লক্ষ টাকার মেসিন কেনা হয়েছে। তার কোন টেণ্ডার করা হয় নি। এখন যেখানে ১২ লক্ষ টাকার মেসিণ কেনা হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা মনে করব যে সেই মেসিন ডি, জি, এস, অ্যাণ্ড ডি, এর যে এক্সপার্ট আছে সে বলতে পারে সেই মেসিনের কত লন্‌জিভিটি। অথচ টেণ্ডার ছাড়া তার মাধ্যমে ছাড়া কেনা হয়েছে। মেসিন কেনার সময় একজনকে এই ব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়ার কথা আছে, বিদ্যুৎ আছে কিনা সেই সমস্ত দেখা হবে। সে সমস্ত দেখা হয় নি। আর একটা জিনিষ, চীফ কমিশনার ছিলেন, উপরাজ্যপাল ছিলেন, তারা বার বার নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়া হবে। কিন্তু একটা ছেলেকেও ট্রেনিং দেওয়া হয় নি। সমস্ত বাইরে থেকে আনা হয়েছে। এটা আমরা দেখেছি। তাছাড়াও এই সমস্ত মেসিন কেনার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ২০ পারসেণ্ট কমিশন পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু আমরা দেখেছি ডি, জি, এস, অ্যাণ্ড ডি, এর মাধ্যমে কেনা হয় নি সেই হেতু সেই কমিশন আমরা পাই নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটু সময় চাইছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি আরও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই যে আমি দেখেছি উনি কিভাবে পাচার করেছেনে টাইপ। সেটা শুনলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। সেখানে আমরা দেখেছি ভেরিফিকেশান হল। সেখানে দেখা গেল দুই হাজার কে, জি টাইপ ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু সেগুলি বিক্রি করা হল না। পরে যখন বিক্রি করা হল, সেখানে ৩,৮০০ কেজি টাইপ তিনি বিক্রি করলেন। কার কাছে বিক্রি করলেন, সেই যার কাছ থেকে কেনা হয়েছে সেই ইউরেকা ফাউণ্ডারী কোম্পানীর কাছে। নূতন টাইপ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি গত জুলাই মাসে ৭১ সালে সেখানে আমরা দেখলাম যে ভেরিফিকেশন ছাড়া যে এটা অযোগ্য কিনা ঐ যে আগে কেনা টাইপ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তা ছাড়াও ২,৩০০ কে, জি

টাইপ সেখানে বিক্রি করা হল। এইসমস্ত ব্যাপার এনকোয়ারী করা হয়েছে এবং এটা আরও অবাক ব্যাপার যে ঐ যে অফিসার ৯,০০০ টাকার একটা চেক পার্সোন্যাল নামে আছে সেটা যখন এনকোয়ারী হয় তখন তারা দেখেছেন। কি স্বার্থে কার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ৯,০০০ টাকা ফেরত দেওয়া হল সেই কোম্পানীকে। কেন ৯,০০০ টাকার চেক সেখানে এসেছিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে। এর পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি হাজার হাজার টাকার জিনিষ সেখানে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, এমপ্লয়ীরা ধরেছে। কো-অর্ডিনেশান কমিটি থেকে আমরা চিঠি দিয়েছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না এবং ঐ সুপারিন্টেনডেণ্টের ক্ষেত্রে ঐ প্রেসে আমরা দেখেছি ১০ টাকা চুরির জন্য সাসপেণ্ড হয়। কিন্তু হাজার হাজার টাকা চুরি হচ্ছে, সেই হাজার হাজার টাকা চুরি করেই কেন এখনও তাকে সাসপেণ্ড করা হয় না। কেন এই সমস্ত চুরির কেসগুলি সমস্ত ফাইল সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমি বলেছিলাম যে রাম রাজত্ব যদি কোন কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা ঐ প্রেসে হয়েছে। আমি আশা করব যে গত মার্চ মাসে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এসে যে অর্ডার দিয়েছেন যে সমস্ত সাসপেণ্ডেড এমপ্লয়ী যারা আছে তাদের যেন পুনর্নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আজ এক মাস হয়েছে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অর্ডারের কোন পাত্তাই দেওয়া হয় নি। সুতরাং আমি আশা করব এই যে চুরির রাজত্ব এই যে দুর্নীতি সেটা প্রেস থেকে দূর হবে, এটা আমি দাবী করব।

Mr. speaker—The Finance Minister may reply.

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস মহাশয় যে কাটমোশন এনেছেন সেই সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলছি এই কথা যে আমাদের যে ত্রিপুরায় একটা প্রেস আছে সেই গভর্ণমেণ্ট প্রেসের মধ্যে রাম রাজত্ব চলেনি, এখানে রাম রাজত্বের প্রশ্ন আসে নি, কারণ আজকে প্রেসে যে ঘটনা চলছে হয়ত তিনি ব্যাক্তিগত-ভাবে কাউকে দায়ী করতে চাইছেন। কিন্তু আমি জানি প্রেসের মধ্যে অনেক দিন যাবত ঘটনাগুলি ছিল কারণ আমরা যখন পূর্বেও এই বিধান সভার সদস্য ছিলাম তখনও আমরা আলোচনা করেছি। আজকে কর্মচারীদের মধ্যে যে দুর্নীতি ছিল, অফিসারদের মধ্যে যে দুর্নীতি ছিল সেইগুলি মিলে একটা সুন্দর রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজকে, তিনি শুধু এক পক্ষের কথাই বলে গেলেন। কিন্তু যদি দুই পক্ষের কথাই বলতেন তাহলে বুঝতাম যে সত্যিই তিনি একটা সুন্দর রাজত্বের সৃষ্টি করতে চান। কারণ আমি জানি অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে করেছেন তাদেরও আছে, যার নামে করেন নি তাদেরও আছে। তাদের যে অভিযোগ সেটা আমরা তাড়াতাড়ি মল্লযুদ্ধ করে তার সমাধান করতে পারি না। এ, জি, আছে, তারা হিসাবপত্র দেখে রিপোর্ট দিচ্ছেন। সেটা আমরা ভুল হচ্ছে কি না দেখছি।

দেখে প্রয়োজন হলে আমরা কারবার বন্দোবস্ত করব এবং এখানে তিনি জানেন ভিজিলেন্স গিয়েছে। এতগুলি কথা তিনি জানেন। জানা সত্ত্বেও এই কথা তো তিনি বলেন যে সরকার এই স্টেপ নিয়েছে। তিনি বললেন যে ১৯৬১ সাল থেকে যেটা ঘটেছে, তার নূতন করে যেটা ঘটতে চলেছে। তার কথা কিন্তু তিনি ব্যক্ত করলেন না। সভা মাত্ করবার জন্য শুধু তিনি এক তরফা দোষ দিয়ে চলে গেলেন। তবু এইকথা আমি বলতে পারি যে আজকে তিনি যত বড় কর্মচারীই হোন না কেন, হোন না তিনি প্রেস সুপারিন্টেনডেন্ট, আর নিম্নতম কর্মচারীই হোক ত্রুটি যদি পাওয়া যায় তাহলে কেউ এই সরকারের হাত থেকে রক্ষা পাবে না এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। উনি প্রেস সুপারিন্টেনডেন্ট আর উনি নিম্নতম কর্মচারী যেই হউক না কেন, যদি ত্রুটি করে থাকেন, তাহলে তার কোন মতেই রেহাই পাবেন না, এই আশ্বাস আমি এই হাউসকে দিতে পারি।

Mr. Speaker—Discussion on Demand for grant Nos. 32 and 45 is over. Now, I am putting to vote the cut motion first and then demand one after another.

Now the question before the House is the motion moved by Shri Ajoy Biswas that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—সরকারী প্রেস কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে' was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now, I am putting to vote the main demand for grant No. 32.

The question before the House is that the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 21,69,000/- [inclusive of the sum of Rs. 4,18,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-Organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect af demand No. 32—Stationery, was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—As the cut motion, on Demand for grant No 45 has not been

moved by the member concerned, I am putting the main demand to vote.

Mr. Speaker—The question before the house is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 50,76,000/- [inclusive of the some of Rs. 8,03,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organiation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 45—Loans and Advances by the State/ Union Territory Governments, was put to voice and passed.

Mr. Speaker— I think, to ring the Gulloline Bell is not necessary, as I am going as per decision of the House. Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move rest of the Demands together.

Shri Debendra Kishore Choudhury— (i) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,52,16,000/- [inclusive of the sum of Rs. 28,42,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation Act, 1971 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1973 in respect of Demand No. 18—Agriculture Major Head 31

(ii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 18,29,000/- [inclusive of the sum of Rs 10,67,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 Eastern of the North Areas (Re-organisation)Act, 1972 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972 be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in

respect of Demand No. 37—Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement & Research Major Head—95 !

(iii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 57,68,000/- [inclusive of the sum of Rs. 16,67,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971], for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the yeer ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 19—Animal Husbandry—Major Head—33

(iv) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 17,17,000/- [inclusive of the sum of Rs. 5,22,000/- authorised by the Presidet under sub-sectio (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 In respect of Demand No. 20 – Co-operation 'Major Head 34 !

(V) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sum of Rs. 38,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March 1973 in respect of Demand No. 35—Other Misc. Compensation & Assignments 'Major Head—76 !

(vi) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg

to move that a sum not exceeding Rs. 4,34,22,000/- (inclusive of the sum of Rs. 1,55,54,000/- authorised by the President under Sub-Section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972), be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 43—Capital Outlay on Schemes of Government Trading 'Major Head 124.'

(vii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 44—Approprlation to the Contingency Fund, Major Head 125.'

Mr. Speaker—There are two cut motions on Demand For Grant No. 18. As the members could not move the cut motions, due to guillotine they have fallen through. Now, I am a putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,52,16,000/- (inclusive of the sum of Rs. 28,42,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Estern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 18 Agriculture, was put to voice vote and passed.

There is no cut motion on Demand for Grant No. 37. Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'blh Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 18,28,000/- [Inclusive of the sum of

Rs 10,67,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement & Research, was put to voice vote and passed.

There are two cut motions on Demand for Grant No. 19. As the membres could not move the cut motions due to guilotine they have fallen through. Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 57,68,000/- [inclusive of the sum of Rs. 16, 67, 000/-authorised by the president under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray tha charges will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 19—Animal Husbandry, was put to voice vote and passed.

There are two cut motions on Demand for Grant No 20. As the members could not move the cut motion due to guilotine they have fallen through. Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 17,17,000/- [inclusive of the sum of Rs. 5,22,000/- authorised by the President under sub-secton (1) of Section 44 of the Nroth Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of

March, 1973 in respect of Demand No. 20—Co-operation, was put to voice vote and passed.

Now I am putting the Demand for Grant No. 35 to vote.

The question before House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sum of Rs. 38,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the Ist April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 35—Othe Miscellaneous, Compensation and Assignments.

The Demand was put to voice vote and passed.

There is one Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma on Demand for Grant No. 43 which has not been moved so the Cut Motion falls through. Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 4,34,22,000/- [inclusive of the sum of Rs. 1,95,54,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1973 in respect of Demand No. 43—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

The Demand was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 44. I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 44—Appropriation to the Contingency Fund.

The Demand was put to voice vote and passed.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Introduction of the Tripura Appropriation Bill, 1972

(Tripura Bill No. 4 of 1972).

—):(—

Mr. Speaker—Next Business of the House, the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) to be introduced in the House. I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri D. K. Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972).

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) be granted.

The leave to introduce the Bill was granted by voice vote.

(Secretary read out the long title of the Bill at this stage)

I shall call on Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972).

Shri D. K. Choudhury—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972).

Mr Speaker—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) be introduced.

The Bill was introduced by voice vote.

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

The House stands adjourned till 3 P. M. on Monday the 10th July, 1972.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—"A"

STARRED QUESTION NO. 151

By—Shai Kali Pada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister in charqe ofthe Revenue Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। দুই বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত সাব্রুম বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত হইতেছে না কেন ; এবং

২। কবে এই কাজে হাত দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। কার্য্যানুষ্ঠান চলিতেছে।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 176.

By—Shri Sunil Chandra Datta.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

ক) ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় গত আর্থিক বৎসরে কি সংখ্যক সংশিত মোকদ্দমা ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে রুজু করিয়াছেন।

খ) কমলপুর মহকুমায় এই প্রকার সংশিত মোকদ্দমার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ১৫৩০টী সংশিত মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন।

২) ৪৬২

STARRED QUESTION ON. 177.

By—Shri Sunil Ch. Dutta.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত পাক ভারত যুদ্ধে পাক গোলাবর্ষণের ফলে সমগ্র ত্রিপুরার কতজন নাগরিক আহত এবং কতজন নাগরিক নিহত হইয়াছিল ?

২। তন্মধ্যে কমলপুর বিভাগে কতজন আহত ও কতজন নিহত হইয়াছিল ?

৩। আহত ও নিহত পরিবারবর্গকে কি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল ?

৪। হইয়া থাকিলে কি হারে দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

৫। সাহায্যার্থে, কমলপুর বিভাগে কতটাকা এ পর্যান্ত ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১০১ জন নিহত ও ১৩১ জন আহত।

২। ১৪ জন নিহত ও ৫৫ জন আহত।

৩। ও ৪। প্রতি নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১০০০ টাকা সাহায্য ও প্রতি আহত ব্যক্তিকে ১০০ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৫। ৫৫০০টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 363

By—Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার পশ্চিম পাহাড় ও ঋষ্যমুখের দেবীপুরে যে খাস ভূমি আছে তাহা ভূমিহীনদের বিলি করার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 439.

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। R. I. P. Loan কমিটি ১৯৭০-৭১ সালে small Industrialists দের ঋণ দানের জন্য কি পরিমান অর্থ অনুমোদন করেছিলেন ?

২। যদি এ কমিটি ঐ সময়ে small Industrialists দের কোন ঋণ মঞ্জুর না করে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। ২৫,০০০৲ টাকা।

২। কমিটি কোন ঋণ মঞ্জুর করে না, যেহেতু উহা একটি উপদেষ্টা কমিটি মাত্র।

STARRED QUESTION NO. 559.

By—Shri Naresh Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, যে সকল ভূমিহীন কৃষক নির্দিষ্ট কোন খাস জমিতে তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি সহ পূর্ব্ব বাড়ী করিয়া বৎসরের পর বৎসর চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে ঐ সকল কৃষকদের ও তাহাদের দখলিয় ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতেছেন, যদি সত্য হইয়া থাকে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 568.

By— Shri Ananta Hari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ ইং সনের প্রথম দিকে মোহরছড়া বাজার (তেলিয়ামুড়া) অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হওয়ার তথ্য সরকারের জানা আছে কি ?

২। জানা থাকিলে ক্ষতিগ্রস্থদের কি কি সাহার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 593.

By—Shri Samir Ranjan Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নেহালচন্দ্রনগর বাজারে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

২। বাজারের দোকান ঘরগুলি পুনর্নির্মান ও ব্যবসা চালু করার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের কি Business loan দেওয়া হয়েছে ?

৩। ইহা কি সত্য যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা business loan এর জন্য অনেকদিন আগেই আবেদন করেও আজ পর্য্যন্ত loan পাননি ?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদেরকে কবে ঋণ দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। না।

৩। না।

৪। ৩ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 595.

By—Shri Ananta Hari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Hydro Electric Tower Post যে সমস্ত জোত ও খাস ভূমির উপর বসানো হইয়াছে সেই ভূমির ক্ষতিপূরন জোতদার বা ভূমির মালিকরা পাইবে কিনা?

২। ইহা কি সত্য যে, Tower post এর নিকটে ৪০ (চল্লিশ) ফুটের মধ্যে বসবাস করা বিপদ্ জনক?

৩। যদি তাহা সত্য হয় তবে যে সমস্ত বাড়ীর নিকট টাওয়ার পোষ্ট বসানো হইয়াছে তাহাদের জন্য সরকার কি চিন্তা করিতেছেন?

৪। এবং এমন অনেক লোক আছে যাহার মাত্রই ১০।১৫ গণ্ডা ভিটি ভূমি, সেই ভূমির মধ্যখানে টাওয়ার পোষ্ট বসানো হওয়ায় তার সমস্ত জমিই অকেজো হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত জমির মালীকের প্রতি সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

উত্তর

১। জোতদারগণ ক্ষতি পূরণ পাইবে।

২। লাইনের উভয় পার্শে চল্লিশ ফুটের মধ্যে অবস্থান অথবা বসবাস করা সঙ্গত নয়।

৩। টাওয়ার লাইনস্ সাধারণতঃ উপরোক্ত সান্নিধ্য বাদ দেওয়া হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে উহা সম্ভব হয় নাই সেই ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণ দাবী গ্রহণ যোগ্য।

৪। ক্ষতি পূরণের দাবী উপস্থিত করিলে তাহা বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTIOT NO. 605

By—Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenne Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত ২ মাসের মধ্যে কৈলাসহর মহকুমাতে কত পরিবার ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে ;

২। উক্ত ক্ষতির পরিমান কত ;

৩। সরকার এ যাবৎ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন ;

৪। সাহায্যের পরিমান কত ; এবং

৫। সাহায্য দিতে বাকী থাকলে কতদিনের মধ্যে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৯ পরিবার ;

২। মোট আনুমানিক ৮,৩৪,৬৬৫, টাকা

৩। মোট ৪৮১টী পরিবার

৪। ১২,৮০০ টাকা।

৫। দেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 606

By—Subal Chandra Biswas

Will the Hon'bie Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর মহকুমাতে বর্তমানে কতগুলি Ringwell এবং Tubewell অকেজো অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন

২। চলতি বৎসরে নতুন Ringwell এবং Tubewell বসানোর পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। থাকলে তাহার সংখ্যা কত এবং

৪। অকেজো গুলোর মেরামত কবে নাগাদ হবে ?

উত্তর

১। কৈলাসহর মহকুমাতে বর্তমানে ৪৫টী রিংওয়েল ও ৫২টী টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে

২। হাঁ

৩। ২৭টি রিংওয়েল ও ১২ টী—টিউবওয়েল বসানো হইবে।

৪। ডিসেম্বর, ১৯৭২ এর মধ্যে

Starred Question No. 611

By—Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমায় পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ বন্ধ করার কারণ কি ?

২। পুরাণো রিংওয়েল টিউবওয়েলগুলি মেরামত করা হইবে কি ? এবং

৩। নূতন রিংওয়েল ও টিউবওয়েল বসানো হইবে কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

Starred Question No. 615

By—Abdul Wajid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এর জানুয়ারী থেকে জুন পর্য্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরায় ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কতটি দরখাস্ত সরকারের নিকট দাখিল হইয়াছে। এবং

২। উক্ত দরখাস্তের তদন্তের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। ৯১২৫টি দরখাস্ত।

২। হ্যাঁ।

APPENDIX—'B'

Unstarred Question No. 5

By—Shri Amarendra Sharma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯৭০-৭২ মধ্যে মোট কত টাকা বরাদ্দ করেছেন তার item ভিত্তিক হিসেব।

২। ঐ ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা কোন item এ খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। ৯৯,৫০০ টাকা। নিম্নে দেওয়া হইল। আইটেম ভিত্তিক হিসাব।

ক) মৎস্য বিক্রেতাদের জন্য পাকা শেড প্রস্তুত ৬৫,০৪৪ টাকা।

উত্তর

খ) ড্রেনের জন্য — — — ৯,৭৫৬ „

গ) স্থানের উন্নয়ন ও প্রবেশ পথ প্রস্তুত ৬,৫০৪ „

ঘ) ইলেকট্রিক ইনসটলেশন ৮,১৩০ „

ঙ) কন্টিনজেন্সি এবং এজেন্সি চার্জ্জ ১০,০৫৩ „

২। আইটেম ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) মৎস্য বিক্রেতাদের জন্য পাকা শেড প্রস্তুত বাবত ২৮,৫৪২ টাকা।

খ) মাটি কাটা ও ড্রেনের জন্য ৫,৪৪৫ „

গ) বিবিধ ও এজেনসি চার্জ্জ ৬,৯৯৪ „

মোট ৪০,৯৮১ টাকা

ঘ) বক্রী কাজ এই বৎসর চলিবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 159.

By—Shri Anil Chandra Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় কতটি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে (গ্রাম ও স্থানের নাম সহ)

২। গত আর্থিক বৎসরে এইসব অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং কতটি মেরামত করা হয়েছে ?

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত ব্লকের জন্য কত রিংওয়েল ও টিউবওয়েল বরাদ্দ হয়েছে ?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় ৩০টি রিংওয়েল ও ৬৭টি টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে গ্রাম ও স্থানের নাম সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। গত আর্থিক বৎসরে মং ৫০০০ ও ২৫১১ টাকা যথাক্রমে রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামত

উত্তর

বাবদ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। উক্ত টাকায় ১১টি রিংওয়েল ও ১৪টি টিউবওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন ৬টি রিংওয়েল মেরামত ও ১১টি টিউবওয়েল বসান হইবে এবং ২০টি রিংওয়েল ও ৪৭টি টিউব ওয়েল মেরামত করা হইবে।

অকেজো রিংওয়েলের লিষ্ট—গ্রামের নাম ও স্থানের নাম সহ

১।	কৃষ্ণপুর	—	কৃষ্ণপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নিকট
২।	,,	—	ডাক্তার বাড়ী
৩।	,,	—	শ্যামাচরণ বিশ্বাস পাড়া
৪।	,,	—	গুরু ধর রায় পাড়া
৫।	,,	—	সরৎ সাতা পাড়া
৬।	,,	—	নিবাস পাড়া
৭।	,,	—	মুকুন্দ দাস পাড়া
৮।	,,	—	দেবেন্দ্র বিশ্বাস পাড়া
৯।	,,	—	কুনক হালদার পাড়া
১০।	স্কুলটিলা	—	কালীটিলা রাস্তার পার্শ্ব
১১।	কৃষ্ণপুর	—	চুনীমোহন চক্রবর্ত্তী
১২।	ডি, এম, কলোনী	—	কলোনী রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী
১৩।	আর, কে, পুর	—	সুপারভাইজার কোয়ার্টারের ও দেববর্ম্মা পাড়ার নিকট
১৪।	অমর কলোনী	—	খোয়াই, তেলিয়ামুড়া বাজার পার্শ্ববর্ত্তী
১৫।	চানখলা	—	চানখলা
১৬।	পুলিনপুর	—	ভুলু কুকীর বাড়ীর নিকট
১৭।	লেম্বুছড়া	—	দেববর্ম্মা বাড়ী
১৮।	ব্রহ্মছড়া	—	কৃষি খামারের নিকট
১৯।	,,	—	কুলিপাড়া
২০।	,,	—	মধ্যপাড়া
২১।	,,	—	ঈশ্বর দেববর্ম্মা পাড়া

২২। কুঞ্জবন — ব্রজকুমার পাড়া
২৩। তুতাবাড়ী — রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী
২৪। Maidhya Kalyanpur
২৫। রামদয়াল বাড়ী — রামদয়াল বাড়ী রাস্তার পার্শ্বে
২৬। কল্যাণপুর — বাজারের নিকট
২৭। কামালনগর — জুমিয়া কলোনী
২৮। হন্দ্রাই বাড়ী — ঠাকুর চন্দ্র সরকার
২৯। ওয়ারেণ্ট বাড়ী — জুমিয়া কলোনী

অকেজো টিউবওয়েল, গ্রাম ও স্থানের নামের লিষ্ট

১। কালীটিলা স্কুল
২। সিধু দেব
৩। ডি, এম, কলোনী — এ, দেবনাথ
৪। ,, — উত্তর কলোনী
৫। ব্রহ্মছড়া — দেববর্মা বাড়ী
৬। মহারাইপুর — নাথপাড়া
৭। চাকমাঘাট বাজার
৮। গৌরাঙ্গ বৈষ্ণ
৯। লেম্বীছড়া — দেববর্মা বাড়ী
১০। নেতাজীনগর — নাথপাড়া
১১। আর, কে, পুর কলোনী — মঙ্গল দেববর্মা রিয়াং পাড়া
১২। করইলং — কালীবাড়ী
১৩। শিশু বিহার
১৪। হাম্রাই — জমাতিয়াবাড়ী
১৫। ,, — স্কুল
১৬। মোহড়ছড়া — সন্তোনাথ বিশ্বাস
১৭। ,, — স্কুল
১৮। ঘিলাটলী — মনিপুর বস্তী
১৯। ,, — দেবপাড়া
২০। ,, — নাথপাড়া

২১।	,,	—	ভূমিহীন কলোনীর রাস্তার পার্শ্ব
২২।	পুলিনপুর	—	গয়া দাস
২৩।	,,	—	এস, চৌধুরী
২৪।	সরজুকরকুড়ি দেববর্মা বাড়ী		
২৫।	শান্তিনগর	—	এস, দেব
২৬।	তেলিয়ামুড়া বাজার		
২৭।	ঘইনারবিল স্কুল		
২৮।	গুজাথা	—	এম পাল
২৯।	উত্তর মহারাণীপুর	—	এস, দেববর্মা
৩০।	অমর কলোনী		
৩১।	কমলপুর	—	রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী
৩২।	,,	—	পশ্চিম
৩৩।	,,	—	বাজার
৩৪।	মধ্য কল্যাণপুর	—	মনীপুর বস্তী
৩৫।	খাস ,,	—	প্রভাত শীল
৩৬।	,, ,,	—	স্কুল
৩৭।	গোপালনগর	—	
৩৮।	,,	—	কোপারেটিভ
৩৯।	,,	—	আচার্য্য বাড়ী
৪০।	কুঞ্জবন	—	মনীপুরী বস্তী
৪১।	,,	—	কৃষ্ণ দেববর্ম্মা
৪২।	,,	—	কল্যাণতীর্থ বাড়ী
৪৩।	গনরাইছড়া		
৪৪।	,,	—	রাস্তার পার্শ্বে
৪৫।	দ্বারিকাপুর	—	ক্লাব
৪৬।	,,	—	কাচীং
৪৭।	চানখলা স্কুল		
৪৮।	লক্ষ্মীনারায়ণপুর প্রাইমারী স্কুল		
৪৯।	পশ্চিমনগর	—	রাস্তার পার্শ্বে
৫০।	,,	—	প্রধান
৫১।	,,	—	বাজার

৫২। শান্তী নগর	—	স্কুল
৫৩। ব্রহ্মাপুর	—	পাল বাড়ী
৫৪। রবিয়া ডাক্তার বাড়ী		
৫৫। অমরপুর	—	নন্দী বাড়ী
অমর		
৫৭। পি নগর	—	বর্মন বাড়ী
৫৮। ,, ,,	—	দেববর্মা বাড়ী
৫৯। সাধন টীলা		
৬০। পনিয়া ডেফা	—	রাস্তার পার্শ্বে
৬১। রজনী সর্দার বাড়ী		
৬২। কামালনগর এলাকা		
৬৩। কামালনগর বাইকন্দা দাস		
৬৪। হাত্রাই স্কুল		

UNSTARRED QUESTION NO. 221.

By—Shri Samar Chaudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to sta te—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার তহশীলদার ও সহকারী তহশীলদার এবং তহশীলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ কোন সরকারী ছুটি ভোগ করিতে পারেন না?

২) যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে, কিন্তু সরকারী কাজের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনবোধে ছুটির দিনেও তহশীল কর্মচারীদিগকে কাজে নিয়োজিত করা হয়।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 277

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

খোয়াই বিভাগের দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট মৌজা, গয়ামনি মৌজা, কুঞ্জবন কলোনী প্রভৃতি জলাভাব গ্রস্ত এলাকাগুলির জলাভাব দুর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

খোয়াই বিভাগের দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট মৌজায় ২টী টিউবওয়েল মঞ্জুর হইয়াছে। ১টীর কাজ শুরু হইতেছে। অপরটির কাজ এই মাসে আরম্ভ হইবে। কুঞ্জবন কলোনীতে ২টি টিউবওয়েল ব্যবহারে আছে। গয়ামণি মৌজায় পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে। কুঞ্জবন কলোনীর ২টী টিউবওয়েল পুনঃ খনন করা হইবে।

UNSTARED QUESTION NO. 297.

By—Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অম্পি তহশীল কাছারীতে কতজন কর্ম্মচারী আছে ?

২) এই কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা আছে কি না ?

৩) যদি না থাকে তাহা হইলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। ৬ জন।

২। হ্যাঁ, কোয়ার্টার প্রস্তুত করা হইতেছে।

৩। প্রশ্নের ২নং দফায় প্রদত্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED UESTION NO. 299

By—Shri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। যে সনের বকেয়া খাজানা মকুব হইয়াছে সেই সনের বকেয়া খাজানা বাদ দিয়া পথকর আদায় হইতেছে কিনা ?

২। যদি আদায় হইয়া থাকে তাহা হইলে পথকর ও মকুব হইল না কেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পথকর ভূমি রাজস্ব নহে। সুতরাং বকেয়া ভূমি রাজস্বের সঙ্গে উহা মাপ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 346

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় গত দশ বছরে সরকার কতজন ব্যক্তিকে মহাজনী লাইসেন্স প্রদান করেছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক প্রতি বৎসরে তাদের নাম)

২। বে-আইনী মহাজনী সুদের কারবার পরিচালনার জন্য উপরোক্ত সময়ে কত জনকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে ?

৩। যদি শাস্তি না করা হয়ে থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ৩৪৭ জন সদ্দীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

উত্তর

২। কাহাকেও শাস্তি প্রদান করা হয় নাই।

৩। কেবল মাত্র একটি মোকদ্দমা আছে, উহা বিচারাধীন।

STARRED QUESTION NO. 346

SUB-DIVISIONWISE & YEARWISE

LIST OF PERSONS GRANTED MONEY LENDING LICENCE

Name of Sub-Division	Year		Name of persons granted licence
1. Udaipur	1962-63	1,	Shri Mohammed Ali
		2.	„ Lal Mia Choudhuri
		3.	„ Bijoy Kr. Chakraborty
	1963-64	1.	„ Banka Ch. Debnath.
		2.	„ Rajkumar Dutta.
		3.	„ Alahi Box.
		4.	„ Kala Mia
	1964-65	1.	„ Bejoy Krishna Chakraborty
		2.	„ Banka Ch. Deb Nath.
		3.	„ Nayeb All,
		4.	„ Answer All Haji
	1965-66	1.	„ Banka Ch. Debnath
		2.	„ Bejoy Kr. Chakraborty.
	1966-67	1.	„ Kailash Ch. Bhowmick.
		2.	„ Bijoy Kr. Chakraborty,
	1967-68	1.	„ Kailash Ch. Bhowmick.
		2.	„ Ramendra Kr. Roy.

Name of Sub-Division.	Year	Name of persons granted licence
	1968-69	Nil
	1969-70	1. Shri Kailash Ch. Bhowmick.
	1970-71	1. „ Kailash Ch. Bhowmick.
		2. „ Srilekha Baidya.
		3. „ Nepal Ch. Dey.
	1971-72	1. „ Srilakha Baidya.
		2. „ Nepal Ch. Dey,
2. Amarpur	1962	1. „ Hemanta Ch. D bnath.
		2. „ Khagendra Ch. Saha and Nagendra Ch. Saha.
	1963	1. „ Khagendra Ch. Saha and Nagendra Ch. Saha
		2. „ Ramlal Saha
	1964	1. „ Pyari Ch. Saha
	1965	1. „ Pyari Ch. Saha
	1966	1. „ Pyari Ch. Saha
8. Belonia	1962-63	1. „ Lal Mohan Sarkar S/o. L. Ramgour Sarkar, West Bagafa.
		2, Shri Prasanna kr. Bhowmick, S/o. L. Nabin Ch. Bhowmick, Belonia
		3, Sri Janakinath Chakraborty, S/o. L. Ramdayal Chakraborty of west Pillak,

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		4. Sri Jamini Kanta Sen, S/o. L. Banabasi Sen, Ramnagar
		5. Sri Satish Ch. Biswas, S/o. L. Gopal Krishna Biswas, Debipur.
		6. Sri Sachindra Kr. Nath, S/o Nanda Kr. Nath, S. Belonia:
		7. Sri Nirmal Ch. Sen, S/o. L Kshirod Ch. Sen, S. Belonia
		8. Sri Rajmohan Paul, S/o. L Sashi Kr. Paul, S. Belonia
		9. Sri Jamini Kr. Dutt, S/o. Jayanta Kumar Dutta, S. Belonia
		10. Sri Jatindra Kr. Munshi, S/o. Tarak Ch. Munshi, Kalinagar
		11. Sri Monoranjan Podder, S/o. Kshetramohan Podder, S. Belonia
		12 Sri Suresh Ch. Shil Sharma, S/o. Kunja Mohan Shil Sharma Baikhora,
		13. Sri Madhusudhan Chakraborty, S/o. Ananta Kr. Chakraborty, South Belonia.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		14. Sri Tarani Kr. Paul, S/o. Suramani Paul, S. Belonia.
		15. Sri Rajyeswar Banik, S/o. Baikuntha Banik, Belonia.
		16. Sri Nripendra Kr. Saha, S/o. Joykrishna Saha, Belonia
		17. Bejoy Kr. Ghosh, S/o. Girsh Ch. Ghosh, Sripur.
		18. Sri Nishi Kanta Biswas. S/o. L. Kailash Ch. Biswas of Sarashima.
		19 Sri Priyalal Saha, S/o. Dinabandhu Saha, Barpathari,
		20. Sri Mukunda Lal Dey Mahajan, S/o. Mahendra Kr. Mahajan, S. Belonia.
		21. Sri Durga Charan Chakraborty, S/o. Aswini Lal, Sarashima.
		22. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. L. Prasanna Kr. Das, S. Belonia.
		23. Sri Suresh Ch. Sarker, S/o. Kshirod Ch. Sarkar, Muhuripur.
		24. Sri Premananda Baisnab, S/o. Mahadeb Das Baisnab, Betaga,

Name of Sub-Division	Year		Name of persons granted licence
		25.	Sri Satish Chandra Nath, S/o. L. Uday Ch. Nath, Madhya Pilak.
	1963-64	1.	Sri Suresh Ch. Bhowmik, S/o. Nimai Charan Bhomick, Ramnagar
		2.	Sri Prafulla Kr. Baidya, S.o. Ramgobinda Baidya, Sripur.
		3.	Sri Brajendra Kr. Majumder, S/o. L. Pratap Ch. Majumder, Rajnagar
		4.	Sri Shyama Charan Saha, S/o. Gurudas Saha, Belonla.
		5.	Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Ks. Das, S. Belonia.
		6.	Sri Kiron Ch. Saha, S/o. Nagarbasi Saha, S. Belonia.
		7.	Sri Prasana Kr. Bhowmik, S/o. Nabin Ch. Bhowmik, Belonia.
		8.	Sri Hiralal Saha, S/o. Sashiram Saha, South Belonia.
		9.	Sri Chittaranjan Saha. S/o. Ramdes Saha, Betaga
		10.	Sri Taranl Kr. Paul, S/.o Suramani Paul, Mirjapur.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		11. Sri Madhusudhan Chakraborty, S/o. Anata Kr. Chakrabory, S. Belonia
		12. Sri Rajmohan Paul, S/o. Sashi Kr. Paul, S. Belonia.
		13. Sri Jamini Kr. Dutta, S/o. Joyanta Kr. Dutta, S. Belonia:
		14. Sri Priyalal Saha. S/o. Dinabandhu Saha, Barpathari
		15. Sri Mukundalal Dey Mahajan, S/o Mahendra Dey Mahajan, S. Belonia.
		16. Sri Nishi Kanta Biswas, Sarashima
		17. Sri Ramesh Ch Ghosh, S/o. Mahesh Ch. Ghosh, Madhya Pillak.
		18. Sri Abala Sundari Debi Majumder, W/o. Prasanna Ch. Majumder, Debipur.
		19. Sri Mukunda Kr. Baidya, S/o. Rajani Kanta Baidya, Barpathari
		20. Sri Amrita Lal Saker, S/o. Bagala Kanta Sarker, Joypur.
		21. Sri Nirmal Ch. Sen, S/o. Kshirod Ch. Sen, S. Belonia.
		22. Sri Prafulla Kr. Basu, S/o. Jagabandhn Basu, Amjadnagar.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		23. Smti. Sundari Saha, W/o. Sri Durgacharan Saha Roy, Belonia.
	1964-65	1. Sri. Nirmal Ch. Sen, S/o Kshirod Ch. Sen, S. Belonia
		2. Sri Prasanna Kr. Bhowmick S/o. Nabin Ch, Bhowmick, Belonia.
		3. Sri Jogendra Kr. Das, S/o, Prasanna Kr. Das, South Belonia.
		4. Sri Madhu Sudan Chakraborty, S/o. Ananta Kr. Chakraborty, S. Belonia.
		5. Sri Chitta Ranjan Saha, S/o. Ramdeb Saha, Betaga Bazar.
		6. Sri Jatindra Mohan Munshi, S/o. Tarak Ch. Munshi, Kalinagar;
		7. Sri Joykumar Shil S/o. Ramsaran Shil, Kalinagar.
		8. Sri Nishi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima.
		9. Sri Mukunda Lal Dey Mahajan, S/o. Mahendra Dey Mahajan, S. Belonia.
		10. Sri Premananda Baisnab, S/o. Mahadebdas Baisnab, Betaga

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		11. Sri Sudhir Ch paul. S/o Rajani K. Paul, South Belonia.
		12. Sri Joy'shnamayee Saha Roy, W/o Sri DurgaCharan Saha Roy, Belonia.
		13. Sri Durga Ch, Saharay, S/o. L. Ramdas Saha Roy, Belonia Bazar.
		14. Sri Santosh Ch, Roy, S/o Harimohan Roy, Belonia Bazar
		15. Sri Barada Kanta Dutta Talukdar S/o. Chandranath Dutta Talukdar, Ramnagar.
		16. Sri Prabhat Ch. Sarkar, S/o. Sashi Ram Sarkar, Ramnagar
		17. Srimati Harmohini Baidya, W/o Sukumar Baidya, South Belonia
	1965-66	1. Sri Nirmal Ch. Sen, S/o. Kshirode Ch. Sen, S. Belonia
		2. Sri Madhusudan Chakraborty, S/o. Ananta Kr. Chakraborty, S. Belonia.
		3. Sri Prasanna Kr. Bhowmick, S/o, L. Nabin Ch. Bhowmick, Belonia.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		4. Sri Nishi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch, Biswas, Sarashima.
		5. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Kr. Das, South Belonia
		6. Smti. Haramohini Baidya, W/o. Sukumar Baidya, South Belonia
		7. Sri Durga Charan Saha Roy, S/o. Ramdas Ssha Roy, Belonia
		8. Srimati Sushila Sundari Saha Roy, W/o. Durgacharan Ssha Roy, Belonia
		9. Sri Jyotsnanayee Saha Roy, W/o. Sri Durgacharan Saha Roy, Belonia.
	1966-67	1. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. P.asanna Kr. Das, South Belonia
		2. Sri Prasanna Kr. Bhowmick S/o. L. Nabin Chandra Bhowmick, Belonia
		3. Sri Nirmal Ch. Sen, S/o. Kshhode Ch. Sen South Belonia.
		4. Sri Nishi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima;

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
	1966-67	5. Sri Shibasankar Saha, S/o. Shyamacharn Saha, Belonia.
		6. Sri Madhusudan Chakraborty, S/o, Ananta Kr. Chakraborty, Belonia.
		7. Smt.. Jyotsnamoyee Saha Roy, S/o. Sri Durgacharan Saha Roy, Belonia.
		8. Sri Susila Sundari Saha Roy, W/o. Sri Durgacharan Saha Roy, Belonia.
		9. Sri Durgacharan Saha Roy, S/o. Ramdas Saha Roy, Belonia Town.
		10. Sri Harmohini Baidya, W/o. Sukumar Baidya, South Belonia.
	1968-69	1. Sri Harmohini Baidya W/o. Sukumar Baidya. South Belonia.
		2. Smti Sushila Sundari Saha Roy, W/o Durgacharan Saha Roy, Belonia,
		3. Sri Madhusudan Chakraborty W/o. Ananta Kr. Chakraborty, Belonia.
		4. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Kr. Das, South Belonia.
		5. Sri Durgacharn Saha Roy, S/o. Ramdas Saha Roy, Belonia.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		6. Sri Jyotsnamoyee Saha Roy, W/o. Durgacharan Saha Roy, Belonia.
		7. Sri Nisi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima.
		8, Sri Nirmal Ch. Sen, S/o. Kshirode Ch. Sen of Belonia.
		9. Sri Anjali Prava Roy, W/o. Joychandra Roy, Belonia Bazar.
		10. Sri Ashutosh Saha S/o, Mahesh Ch. Saha, Belonia Bazar.
		11. Sri Kshetra Mohan Dharc S/o, Gagan Ch. Dhar, Lakshmipur.
		12. Sri Prasanna Kr. Bhowmlck, S/o. L. Nabin Ch. Bhowmiok, Belonia.
		13. Sri Nikunja Behari Roy, S/o. L. Chadi Charn Roy, Belonia.
	1969-70	1. Smti. Sushila Sundri Saha Roy, W/o Sri Durgacharan Saha Roy Belonia.
		2. Sri Durgacharan Saha Roy, S/o. Ramdas Saha Roy, Belonia.
		3. Sri Jyotsnamoyee Saha Roy, W/o. Durgacharan Saha Roy, Belonia.

Name of Sub-Division.	Year	Name of persons granted licence
	1969-70	4. Srimati Mati Anjali Prabha Roy, W/o. Joychandra Roy, Belonia.
		5. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Kr. Das, S. Belonia.
		6. Sri Nishi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima.
		7. Sri Harmohini Baidya, W/o. Sukumar Baidya. South Belonia.
		8. Sri Kshetramohan Dhar, W/o Gagan Ch. Dhar, Lakshmipur.
		9. Sri Nikunja Behari Roy, S/o. Chandi Charan Roy, Belonia Town.
	1970-71	1. Sri Nishi Kanta Biswas, W/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima.
		2. Sri Jyotsnamayee Saha Roy, W/o. Durgacharan Saha Roy, Belonia
		3. Shai Durgacharan Saha Roy, S/o. Ramdas Saha Roy, Belonia
		4. Smti. Sushila Sundari Saha Roy W/o. Durgacharan Saha Roy, Belonia.
		5. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Kr. Das, S. Belonia.

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		6. Smti Harmohini Baldya, W/o. Sukumar Baidya, South Belonia
	1971-72	1, Smti. Jyotsnamoyee Saha Roy W/o. Sri Durgachaian Saha Roy Belonia
		2. Sri Durgacharan Saha Roy S/o. Ramdas Saha Roy, Belonia.
		3 Smti. Harmohini Baldya. W/o. Sukumar Baldya, South Belonia.
		4. Sri Jogendra Kr. Das, S/o. Prasanna Kr. Das, S. Belonia.
		5. Sri Nishi Kanta Biswas, S/o. Kailash Ch. Biswas, Sarashima,
Sadar	1961-62	1. Sri Gour Ch. Saha
		2. ,, Harendra Ch. Roy
		3. ,, Harihar Dey
		4. ,, Sital Ch. Deb
		5. ,, Jatindra Ch. Chakraborty
		6. ,, Jatindra Ch. Choudhury
		7. ,, Monoranjan Roy
		8. ,, Jitendra Ch. Chakraborty
		9. ,, Kanai Lal Saha
		10. ,, Gopal Ch. Saha
	1962-63	11. Srimati Julu Chuhan
		12. Sri Lalit Mohan Sil

Name of Sub-Division.	Year		Name of persons granted licence
		13.	Mahendra Lal Sinha Jamatia
	1964-65	14.	Smti. Nirmal Ch. Deb Barma
		15-	Sri Gour Chandra Saha
		16.	,, Bhagabati Prasad Wasti
		17.	,, Kashi Prasad Misra
		18.	,, Nalini Chandra Paul
		19.	,, Atul Ch. Banik
		20.	,, Satish Ch. Nath
		21.	,, Triloki Panday
		22.	,, Jitendra Ch. Chakraborty
		23.	,, Bhutumia Bors. Private Ltd
	1965-66	24.	,, Mirja Khan
	1966-67	25.	,, Kashi Mohan Debnath
		26.	,, Kanai Lal Saha
		27.	,, Jitendra Ch. Deb
		28.	,, Jitendra Ch. Chakraborty
	1968-69	29.	,, Gopal Ch. Deb
		30.	Smti. Minati Chakraborty
	1969-70	31.	Sri Amarendra Chakraborty
		32.	,, Khir Mohan Debnath
		33.	,, Nabin Ch. Paul
	1970-71	34.	,, Nityananda Dhar
		35.	,, Nagendra Ch. Saha
	1971-72	36.	,, Amulya Charan Roy

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
Khowai	1963	1. Smti. Suruchi Bala Das
		2. „ Basamati Modak
		3. Shri Monoranjan Acharjee
		4. „ Hemendra Ch. Acharjee
		5. „ Mahendra Baidya
		6. „ Shyamacharan Dey
		7. „ Bhabasingtho Singha
		8. „ Rajendra Ch. Gope
		9. „ Narendra Ch. Paul
		10. „ Jogesh Ch. Deb
		11. „ Milan Ch. Deb
		12. „ Sashi Mohan Ghosh
		13. SriJnanada Ranjan Das
		14. „ Devendra Ch. Das
		15. „ Hari Kumar Nath
		16. „ Paresh Ch. Sen
		17. „ Smti. Jaminimaye Sen
		18. „ Sri Suresh Ch. Dasgupta
		19. Smti. Bijoylakshmi Choudhury
		20. Sri Debendra Debnath
		21. Smti Larikhamba Debi
		22. Sri Sukhamay Banik
		23. „ Narendra Chandra Aacharjee
		24. Smtl. Subasini Bhowmick
	1964	25. Sri Surjya Kr. Sutradhar
		26. Smtl. Rangamai Tantl
		27. Sri Surendra Lal Chakraborty
		28. „ Sanatan Paul

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		29. Sri Indra Mohan Suklabaidya
		30. „ Annada Mohan Paul
		31. „ Sachindra Ch. Deb
		32. „ Sailendra Ch. Deb
		33. „ Sudharsan Ch. Paul
		34. „ Sudhangsu Ch. Ghosh
		35. „ Bijoy Roy
		36. „ Sarada Ch. Sil
	1965	37. „ Surendra Ch. Paul
		38. „ Surendra Ch. Rudrapaul
		39. „ Jogendra Ch. Deb
		40 „ Arabinda Kar
		41. „ Prafulla Kr. Nandi
		42. „ Ganesh Ch. Paul
	1966	43. „ Rambabu Deb
		44. „ Mohanbasi Paul
		45. „ Suresh Ch. Ghosh
		46. „ Upendra Kr. Das
		47. „ Brojendra Lal Dey
		48. „ Biswa Kumar Deb Barma
		49. „ Rebati Mohan Deb Barma
		50. „ Mukunda Kr. Biswas
		51. „ Jatindra Mohan Deb
		52. „ Monoranjan Acharjee.
		53. „ Shachindra Ch. Debnath
		54. „ Aswini Kr. Mallik
		55. „ Phatik Ch. Rudrapaul

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
	1968	56 Sri Kshitish Ch. Nathsarma
	1969	57. Sri Subal Ch. Gope
	1971	58. Sri Prafulla Ch. Sarkar.
Dharmanagar	1962	Nil
	1963	1. Adhar Ch. Paul
		2. Jogadish Ch. Das
	1964	1. Birendra Kr. Chakraborty
	1965	1. Brojendra Kr. Nath
	1966	1. Ghokul Ch. Saha
		2. Niroda Sundari Devi
		3. Adhar Ch. Paul
	1967	Nil
	1968	1. Monoranjan Goswami
	1969, 1970 & 1971	Nil
Kailashahar	1962	1. Bhupendra Ch. Das
		2. Akhil Ch. Ghosh
		3. Bhomorlal Jain
		4. Lal Chand Jain
		5. Tamlat Bhattacharjee
		6. Srebash Debroy
		7. Sailendra Kr. Debroy
	1963	1. Bhupendra Das

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licenee
		2. Akhil Ch. Ghosh
		3. Sailendra Kr. Debroy
		4. Sreebash Debroy
	1964	1. Rupendra Ch. Das
		2. Akhil Ch. Ghosh
		3. Bhomorlal Jain
		4. Sailendra Kr. Debroy
		5. Sreebash Debroy
		6. Nalini Kr. Dey
	1965	1. Satyendra Kr. Debroy
		2. Sreebash Debroy
		3. Bhamorlal Jain
		5. Sukhendu Bikash Saha
	1966	1. Bhomorlal Jain
		2. Monuja Tewari
		3. Harimohan Saha
	1967	1. Monuja Tewari
		2. Bhomorlal Jain
		3. Narendra Nath Das
		4. Renuka Bhowmik
		5. Kaluram Sabdakar
		6. Lal Behari Saha
		7. Prabhabati Kar
	1968	1. Prabhabati Kar
		2. Bhomorlal Jain

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
		3. Narendra Nath Das
		4. Renuka Bhowmik
	1969	1. Narendra Nath Das
		2. Prabhati Kar
		3. Renuka Bhowmik
		4. Bhomorlal Jain
Kamalpur	1962	1. Satyendra Kr. Paul
		2. Subhadra Debi
		3. Bankabehari Bhattacharjee
		4. Sambhuratan Tewari
		5. Chittaranjan Das
	1963	1. Sambhuratan Tewari
		2. Chittaranjan Das
		3. Bankabehari Bhattacharjee
		4. Subhadra Debi
		5. Harkumar Roy
	1964	1. Bankabehari Bhattacharjee
		2. Sambhuratan Tewari
		3. Chittaranjan Das
		4. Jyoti Bhusan Chakraborty
		5. Radha Ch. Malik
		6. Khagendra Mazumder
		7. Bankabehari Bhattacharjee
		8. Labanya Bala Chanda
		9. Sambhuratan Tewari
		10. Rajani Kanta Debnath

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
	1965	1. Bankabehari Bhattacherjee
		2. Rajani Kanta Debnath
		3. Rajani Kanta Debnath
		4. Bhupal Krishna Roy
		5. Manik Ch. Bhattacherjee
		6. Khagendra Majumdar
		7. Rasamoy Namasudra
		8. Bhagaban Debnath
		9. Satya Ranjan Ghosh
		10. Bhagon Ch. Paul
		11. Sambhuratan Tewari
	1966	1. Jaminimohan Roy
		2. Rajani Kanta Debnath
		3. Bankabehari Bhattacherjee
		4. Gopal Krishna Roy
		5. Bhagaban Ch. Debnath
	1967	1. Jamini Mohan Roy
	1968	1. Jamini Mohan Roy
	1969	1. Jamini Mohan Roy
		2. Ashutosh Deb
	1970.	1. Jamini Mohan Roy
		2. Ashutosh Deb
	1971.	1. Jamini Mohan Roy
		2. Ashutosh Deb

Name of Sub-Division	Year	Name of persons granted licence
Kailashahar	1970	1. Renuka Bhowmik
		2. Prabhati Kar
		3. Narendra Nath Das
		4. Bhomorlal Jain
	1971	1. Bhomorlal Jain
		2. Narendra Nath Das
		3. Prabhati Kar
		4. Renuka Bhowmik

UNSTARRED QUESTION NO. 350

By—Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :—

QUESTION

1) If the Plan target for 1970-71 and 1971-72 were fixed ;

2) If so, details of the targets ;

3) How far the targets could be fulfilled ;

4) If there is any shortfall, the reasons therefor ;

5) If the Plan performances have been reveiwed, when and by whom ?

ANSWER

1) Yes.

2) }
3) } Information furnished in the enclosed Statement.

4) The detailed reasons scheme-wise for shortfalls in the various projects for the year 1970-71 are given in the enclosed Statement.

The reasons for shortfalls in the individual schemes for the year 1971-72 are under collection. However, taking the Annual Plan for 1971-72 as a whole, the main reason has been the unprecedented situation arising out of the matters connected with Bangladesh. The heavy influx of refugees on a massive scale demanded the Government on a priority basis. The refugee affairs and subsequent developments all along the border demanded and received the primary preoccupation of the Government.

5) Yes.

The Plan performances have been reveiwed by the Programme Adviser, Planning Commission in February, 1972.

STATEMENT SHOWING THE PLAN TARGET, EXTENT OF FULFILMENT & REASONS OF SHORTFALL OF FXPENDITURE IF ANY DURING THE YEAR 1970.

Rs. in Lakhs

Sl. No.	Head of Development.	Plan target.	Extent of fulfilment	Reason of shortfall of expenditure, if any.
1	2	3	4	5
1.	AGRICULTURAL PROGRAMME			
1.	Agricultural Production.	39·410	37 391	The savings is mainly due to :— a) Delay in starting implementation of the "Scheme for expansion of Research station and intesification of Research activities in Tripura" as the scheme was to be examined by the scientists of the IARI who furnished the report in the month of February, 1971. b) The scheme for Mobile Agri. Training Unit and the scheme for training of Teaching personnel was dropped.

1	2	3	4	5
				c) Non-Implementation of the "Scheme for expansion of Regulated market" as it was found necessary to revise the scheme before actual implementation.
	a) Re-settlement of land-less Agri. labourers other than Scheduie Tribes, Castes & Refugees.	6·700	2·324	Due to non-availability of suitable khas land.
	b) Land Reforms	5·000	—	Due to non-finalisation of the proposed "Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Act.
2.	Minor Irrigation	12 000	12·000	
3.	Soil Conservation (Agri.)	2·000	5·688	
	(Forest)	5·400	3·959	The savings is due to :—

1	2	3	4	5
				a) Non-execution of some constructional works.
4.	Animal Husbandry	8.700	3.202	The expenditure figures in Col. 4 is in respect of Revenue which is preliminary one as the expenditure in respect of capital (i. e. work programme) is yet to be finalised.
5.	Dairying & Milk Supply	5.640	0.226	The savings are due to the following reasons.
				a) Non-availability of land for expansion of dairy.
				b) Installation of equipment could not be taken up for electricity.
				c) A scheme (Rural diary extension) could not be implemented for want of official formalities.

1	2	3	4	5
				d) Non-availability of land for construction of Office Building.
				e) More trainees could not be sent for want of stipend Rules.
6.	Forest	17.000	14.366	a) Non-execution of some constructional works.
				b) Non-supply of Type Writer/Duplicator Machine by the company concerned etc
7.	Fisheries	6.150	6.538	
8.	Warehousing and Marketing	2.000	0.260	The works could not be executed in full by the P. W. D. due to non-availability of tenderers.
II.	CO-OPERATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT.			
1.	Co-operation.	7.920	4.692	Savings due to non-fulfilment of

1	2	3	4	5
				required conditions by the Co-operative Societies and also Non-implementation of scheme.
	2. Communtiy Development.	8 000	8 863	
	3. Panchayets.	5·220	1·242	The scheme relating to Horticulture and Pisciculture could not be implemented during the year due to non-vesting of lands etc. with the Panchayets.
				The scheme relating to Grant-in-Aid towards special assistance to the Panchayets could not be fully utilised due to late receipt of sanction orders etc. from the Government of India.
III.	IRRIGATION & POWER			
	1. Irrigation & 2. Flood Control	21·830	1·060	No savings are anticipated as the final figure of expenditure for 1970-71 are yet to be

1	2	3	4	5
				finalised by book adjustment.
3.	Power	372.130	190·590	The savings are mainly due to :— a) Non-payment to M/S Heavy Electricals for supply of electrical equipments due to non-finalisation of the purchase price by the Govt. of India, Ministry of Irrigation and Power. b) Non-finalistion of land acquisition proceedings as well as rehabilitation of displaced persons. c) Slow progress of works by M/S N. P. C. C. to whom the Civil Works portion of Gumti Hydro Electric Project has been awarded. d) Failure of the contractors for execution of works and supplies in connection with work "Supply of Bulk Power from

1	2	3	4	3
				Assam" to the extent eamarked for executive during 1070-71.
IV.	INDUSTRY & MINING			
	1. Large and Medium Industry.	1·000	0·772	The Scheme was drawn up to the extent of Rs 83500/- out of total outlay of Rs. 1·000 lakh. Acquisition of land has not yet been completed.
	2. Village and Small Industry.	14·710	9.848	Some schemes viz. Dovelopment of Weening Food based on Shati, starch awarding of stipend to the un-employed degree diploma holders for undergoing training ontside Tripura. Scheme for study tour for Industrlalists, refund of central Sales tax, preparation of feasibility report etc. have not yet been approved. Besides, Establishment of Calendering & Sizing plant has been kept in abeyance

1	2	3	4	5
				as the economics of the scheme are being studied and some other schemes depending on it could not be implemented. In the absence of suitable parties, amount provided under financial assistance programme was not fully utilised.
V.	TRANSPORT & COMMUNICATION			
	1. Road.	110·000	90·00	a) Slow progress of works than anticipated on account of scarcity of Bituman etc. b) Non-taking up of work in Assam—Agartala Road the expenditure of which has been decided to be met out of Central funds. c) Detailing Officers and staff and Vehicles for election works.
	2. Road Transport	10·000	10·000	

1	2	3	4	5
	3. Tourism	0·700	0·839	
VI.	SOCIAL SERVICE.			
	1. General Education	64·150	41.145	Savings is due to :—
				a) Non-appointment of staff.
				b) Non-implementation of the schemes (Nationalised Text Books)
				c) Non-availability of nutritious biscuits for distribution as Mid-day meals.
				d) Non-receipt of approval of the Government of India on rules for awarding of attendance scholarships and dresses to poor girls.
				e) Non-completion of purchase of tools and equipments.
				f) Final figure of expenditure in

1	2	3	4	5
				respect of works scheme is yet to be finalised.
2.	Technical Education	14.680	11.372	No savings are anticipated as the final figure of axpenditure for 1970-71 are yet to be finalised.
3.	Health and Family Planning	12.790	9.537	Due to shortage of technically qualified staff and also for the slow progress of construction works.
4	Water Supply (Urban Rural)			
	URBAN			
	Agartala Water Supply and sewerage.	3.250	2.920	Due to less acceptance by the Government of India.
	RURAL			
	Piped Water Supply & Hand Pump Scheme.	2.000	3.120	

1	2	3	4	5
5.	Housing	2.500	0.960	Due to non-availability of eligible applicants and some other technical difficulties
6.	Urban Development (Local Bodies)	3.000	2.700	Due to less acceptance by the Govt. of India.
	Town and Country Planning	0.250	0.021	Due to non-filling up posts for undertaking Socio Economic Survey.
	Urban Community Development Pilot Project	0.750	0.836	
7.	Welfare of Backward Classes.	34.350	26.008	The reasons for shart fall of expenditure are as follows :—
				1) Some of the bridges & culverts could not be completed due to non-availability of Cement, Rod etc.

1	2	3	4	5
				2) Constructional works in Pig Breeding Farm could not be taken up by the A. H. Department through the P. W. D.
				3) 2nd instalments of grant could not be paid to some of the Jhumias and Landless families as they could not fulfil the requisite condition in time.
8.	Social Welfare	1.400	1.578	Excess is due to purchase of equipments etc. considerate essential for setting up of an Institute for Speech Rehabilitation of Deaf and Hard of Hearing Children.
9.	CRAFTSMEN TRAINING AND LABOUR WELFARE			
	i. Craftsmen Training	0.260	—	The scheme was not implemented due to non-availability of trained instructors.

1	2	3	4	5
ii.	Employment Service	0.260	0.154	Due to non-filling up of posts
iii.	Labour and Labour Welfare/Administration	0.140	0.090	Due to non-availability of accommodation from the tea planters for opening of Balwadi Centres.
VII.	MISCELLANEOUS			
i.	Statistics	1.450	0.305	Due to non-purchase of equipments and filling up of posts etc.
ii.	Information and Publicity	8.450	5·662	Due to non-receipt of equipments, spare parts of Radio and also non-supply of Jeeps by the Company concerned and also non-supply of Brochure etc.
iii.	Others (Press)	4.440	1.832	The savings is due to non-recruitment of staff and non-receipt of stores and also slow progress of construction works.

STATEMENT SHOWING THE PLAN TARGET, EXTENT OF FULFILMENT OF TARGET DURING 1971-72.

Sl. No.	Head of Development	Plan Target	Extent of fulfilment
1	2	3	4
	AGRICULTURAL PROGRAMME		
1.	Agricultural Production	40·400	30.632
	a) Re-settlement of landless Agri. Labourers other than Sch. Tribes, Castes and Refugees.	6·000	3.900
	b) Land Reforms.	1·000	Nil
2.	Minor Irrigation.	12.000	6.000
3.	Soil Conservation (Agri)	4.500	3.957
	-do- (Forrest)	8.466	6.562
4.	Animal Husbandry.	7.930	6 500
5.	Dairying & Milk Supply	0.380	0.201
6.	Forests	24.010	20.045
7.	Fisheries	11.570	6.614

1	2	3	4
Warehousing & Marketing			
a)	Improvement of important Markets in Tripura.	6·000	2·000
b)	Contruction of shops for letting out to the educated unemployed persons.	0.830	0·600
CO-OPERATION & COMMUNITY DEVELOPMENT			
1.	Co-operation	8.710	8.551
2.	Community Development	9.000	6 460
3.	Panchayets.	0.475	1.359
III.	IRRIGATION AND POWER		
	1. Irrigation 2. Flood Control	7.000	7.000
	3. Power	188.000	164.000
IV.	INDUSTRY AND MINING		
	1. Large & Medium Industry	0.600	0.206
	2. Village & Small Industry	9.280	5.473

1	2	3	4
V.	TRANSPORT & COMMUNICATION		
	1. Road	75.130	67.000
	2. Road Transport	143.580	137.020
	3. Tourism	0.240	0.240
VI.	SOCIAL SERVICES		
	1. General Education	61.610	45.230
	2. Technical Education	7.270	3.650
	3. Health	19.760	8.155
	4. Water Supply (Urban & Rural)		
	Urban		
	i) Agartala Water Supply and Sewerage	3.500	3.500
	Rural		
	i) Piped Water Supply ii) Wells and Hand pump scheme	7.000	8.290
	5. Housing	9.950	8.080
	6. Urban Development (Local bodies)	12.000	12.000

1	2		4
	i) Town & Country Planning	0.130	0.043
	ii) Urban Community Development		
	Pilot Project	0.800	0.754
	7. Welfare of Backward Classes	31.050	29.107
	8. Social Welfare	1.790	1.578
	CRAFTSMAN TRAINING & LABOUR WELFARE		
	i) Craftsman Training	0.005	—
	ii) Employment Service	0.850	0.740
	iii) Labour & Labour Welfare		
	Administration	0.170	0.142
VII.	MISCELLANEOUS		
	1. Statistics	0.350	0.354
	2. Information & Publicity	7.070	6.450
	3. Evaluation Machinery	0.025	—
	Others (Press)	1.420	1.354

UNSTARRED QUESTION NO. 383

By– Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Depertment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুর অঞ্চলে পতিত জমি কি পরিমান আছে ?

২। সেই জমিকে কাজে লাগানো বা জমির বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। প্রায় ৬২০০ একর ভূমি (অধিকাংশই টীলা ভূমি)

২। এই ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার উপযুক্ততা সম্পর্কে পরীক্ষা চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 399

By—Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১-৭২ সনে ও চলতি বৎসরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় খয়রাতি সাহায্য বাবত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

খ) প্রাপকের নাম ঠিকানা ও তাহার পরিমান ?

উত্তর

ক) ১৯৭১-৭২ সনে ৩৬২০৲ টাকা ও ১৯৭২-৭৩ সনের মে পর্য্যন্ত ৩৯৯৫৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

খ) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

GRATUITOUS RELIEF PAID DURING THE YEAR 1971-72.

S.L NO.	Name	Adress	Amouot paid	
1	2	3	4	
			Rs.	P.
1	Nagendra Kr. Das	Satchand	25	00
2	Maya Rani Chada	Sabroom	50	00
3	Shishu Bala Nath	Doulbari	50	00
4	Minu Bala Biswas	—do—	50	00
5	Prabir Ch. Tripura	Bhuratali	50	00
6	Subiram Tripura	Fulchari	1ʳ	00
7	Gobinsri Tripura	—do—	15	00
8	Swarna Laxmi Tripura	Patachara	15	00
9	Mohan Bashi Debnath	Goachad	15	00
10	Amulya Das	—do—	15	00
11	Burba Laxmi Tripura	Putachari	15	00
12	Fulchari Tripura	—do—	15	00
13	Samba Laxmi Tripura	—do—	15	00
14	Prema Laxmi Tripura	—do—	15	00
15	Birendra Tripura	—do—	15	00
16	Krishna Tara Sukla Das	Amtali	20	00
17	Tula Rani Tripura	Chalita Chara	25	00
18	Braju Ram Tripura	—do—	25	00
19	Jadu Ram Tripura	—do—	25	00
20	Syama Laxmi Tripura	—do—	25	00
21	Bichiti Tripura	—do—	25	00
22	Bud Ram Tripura	—do—	25	00
23	Nishi Kr. Tripura	—do—	25	00
24	Ata Tripura	—do—	25	00
25	Tashi Ch. Tripura	—do—	25	00
26	Gopa Rani Das	Manu	20	00

1	2	3	4
27	Santosh Choudhury	—do—	20 00
28	Bidhu Bhusan Saha	Manu	20 00
29	Hari Das Saha	Maguchara	25 00
30	Hara Nath Laskar	Manu	30 00
31	Hara Mohan Laskar	—do—	30 00
32	Dinesh Ch. Shil	Magurchara	20 00
33	Dinesh Majumder	Sinduk Pather	20 00
34	Adhirat Saha	Manu	20 00
35	Lal Mohan Sarkar	Magurchara	30 00
36	Nani Bala Banik	Manu	20 00
37	Jadu Gopal Laskar	—do—	65 00
38	Madu Bala Laskar	Magurchara	30 00
39	Rash Mohan Datta	Manu	65 00
40	Makhan Podder	—do—	65 00
41	Sukumar Roy Choudhury	—do—	65 00
42	Nani Gopal Saha	—do—	65 00
43	Santosh Majumder	Sindu Pather	65 00
44	Dhanu Rajar Saha	Manu	65 00
45	Ajit Laskar	—do—	65 00
46	Niranjan Nath	—do—	6 00
47	Gopal Ch Laskar	—do—	65 00
48	Nikunja Kr. Das	Bijaynagar	50 00
49	Kalu Ch. Das	Sabroom	100 00
50	Manindra Kr. Nama	—do—	100 00
51	Prakash Ch. Das	—do—	100 00
52	Bharat Laxmi Tripura	Sukmichara	25 00
53	Sachya Chakma	—do—	15 00
54	Manindra Banik	Manu	50 00
55	Rakhal Banik	—do—	50 00

1	2	3	4
56	Jaldu Sundi Banl	—do—	65 00
57	Lal Mohan Roy	Fulcharl	30 00
58	Birendra Kr. Nath	Sabroom	20 00
59	Narayan Banik	Manu	50 00
60	Gobi Mohan Saha	—do—	50 00
61	Krisna Mohan Laskar	—do—	50 00
62	Aswini Kr. Saha	—do—	50 00
63	Anil Ch. Banik	—do—	30 00
64	Sukumar Banik	—do—	50 00
65	Sibu Ranjan Banik	Goachand	20 00
66	Suken Ch. Saha	Manu	30 00
67	Sakhan Ch. Saha	—do—	20 00
68	Atal Biswas	Magrum Chara	40 00
69	Barun Banik	Manu	20 00
70	Niranjan Banik	—do—	25 00
71	Monmohan Nath	—do—	20 00
72	Gopinath Mitra	Goadiand	30 00
73	Lalit Mohan Debnath	Manu	30 00
74	Garunga Laskar	—do—	20 00
75	Nitai Ch. Laskar	—do—	20 00
76	Mana Ranjan Choudhury	Sinduk Pathar	20 00
77	Sadhangsu Debnath	Magur Chara	25 00
78	Priyetosh Banik	Manu	20 00
79	Pratulla Shil	Magur Chara	20 .00
80	Dwarika Nath	Sinduk Pather	20 00
81	Hira Lal Nath	Goachand	65 00
82	Achi Ram Deb Nath	—do—	65 00
83	Sukumar Datta	Manu	65 00
84	Amrita Kr. Biswas	Magur Chara	65 00

8	2	3	4
85	Madhu Sudhan Laskar	Manu	65 00
86	Nikhilewar Podder	—do—	65 00
87	Sunil Ch. Biswas	Magurcharn	50 00
88	Nani Gopal Debnath	Manu	20 00
89	Nirmal Kr. Deb Nath	—do—	25 00
90	Surendra Kr Deb Nath	—do—	50 00
91	Prafulla Kr. Nath	—do—	20 00
92	Adhir Ch Biswas	Magurchara	25 00
93	Haradhan Das	Manu	20 00
94	Dwijendra Nath	—do—	20 00
95	Dinabandu Banik	—do—	30 00
96	Badal Ch. Malla	Magurchara	20 00
97	Rash Mohan Deb Nath	Goachand	20 00
98	Haradhan Datta	Magurchara	20 00
99	Surendra Sarkar	Manu	20 00
100	Samiran Nath	Goachand	20 00
101	Bimal Ch. Banik	Manu	30 00
102	Rabindra Kr. Choudhury	—do—	20 00
		Total :- Rs.	3,620 00

GRATUITOUS RELIEF PAID DURING THE YEAR 1972-73
UPTO 31ST. MAY, 1972.

Sl. No.	Names & addresses of the recepient		Amount paid Rs.	P.
1	Smti. Giribala Majumdar, W/o. Lt. Bashi Ch.	Srinagar Goan Sabha	10	00
2	Smti. Biraja Sundari Nama, W/o Lt. Sarada Ch.	—do—	10	00
3	Smti. Subasibala Shil, W/o. Bir Ch.	—do—	10	00
4	Smti Mangli Bala Nath, W/o. Lt. Gupi Nath	—do—	10	00
5	Smti. Bidhu Sundari Nath, W/o. Lt. Jaymangal Nath	—do—	10	50
6	Smti. Billyabasi Nath, W/o. Durga Ch.	—do -	10	00
7	Kalitara Dutta, W/o. Lt. Abhoy Ch.	—do—	10	00
8	Sri Birendra Kr. Nath, S/o. Krishnamohan	—do—	10	00
9	Smti. Muktabala Nath, W/o Lt. Purna Ch.	—do—	10	00
10	Smti. Bama Sundari Nath, W/o. Lt. Dinabandhu	—do—	10	00
11	Smti. Suhasibala Nath, W/o. Ramesh Ch.	—do—	10	00
12	Smti. Ruhinibala Nath, W/o. Lt. Mahesh Nath	—do—	10	00
13	Shri Mansingh Tripura, S/o. Lt. Nishi	—do—	10	00

Sl.No.	Names & addresses of the recepient		Amonut paid	
			Rr.	P.
14	Shri Indra Kr. Tripura, S/o. Lt. Purnaram	—do—	10	00
15	Shri Kartik Ch. Tripura, S/o. Purna Ch.	—do—	10	00
16	Smti. Renukabala De, W/o. Lt. Paresh Ch.	—do—	10	00
17	Smti. Kalpana Rani Nath, D/o. Sarada Kr.	—do—	10	00
18	Smti Ushabala Dutt, W/o Lt. Mon Mohan	—do—	10	00
19	Shri Gagandas Baishnab, S/o Lt. Ramdas	—do—	10	00
20	Shri Dhana Kr. Tripura, S/o. Lt. Matasingh	—do—	10	00
21	Shri Dana Ch. Tripura, S/o Lt. Sarat Ch.	—do—	10	00
22	Shri Mangaram Tripura S/o. Lt. Raghuram	—do—	10	00
23	Shri Rupairam Tripura, S/o. Kashiram	—do—	10	00
24	Shri Mahendra Malla, S/o. Nishi Kanta	—do—	10	00
25	Smti. Sishubala Das, W/o. Lt. Nishi Kanta	—do—	10	00
26	Smti Jyostna Rani Nama, W/o. Lt. Haralal	—do—	10	00
27	Smti. Monorama Ghosh, W/o. Lt. Baikuntha	—do—	10	00

Sl. No	Names & addresses of the recepient		Amount Paid	
			Rs.	P.
28	Smti Fularani Biadya, W/o. Lt. Mahendra	Srinagar Goon Sabha	10	00
29	Shri Surendra Kr Malaker, S/o. Madan Mohan	—do—	10	00
30	Smti. Manada Sundari Nath, W/o. Lt Surendra	—do—	10	00
31	Smti. Rejeswari Majumdar, W/o. Lt. Kali Kr	—do—	10	00
32	Smti. Barada Sundari Malla W/o. Lt. Ram Ch.	—do—	10	00
33	Smti. Jamini Sundari Nath, W/o. Lt. Surendra	—do—	10	00
34	Smti. Brigya Laxmi Tripura, S/o Basanta Kr.	Madhabnagar Gaon Sabha	10	00
35	Shri Debendra Kr. Tripura S/o. Dharma	—do—	10	00
36	Shri Maniram Tripura S/o. Mankui	—do—	10	00
37	Shri Marijoy Tripura S/o. Lt. Debadhar	—do—	10	00
38	Shri Mahim Ch. Tripura, S/o Dharmacharan	—do—	10	00
39	Shri Santa Kr. Tripura, S/o. Laxmi Ch,	—do—	10	00
40	Shri Birendra Kr. Tripura S/o. Chandra Kr,	—do—	10	00
41	Smti. Kantarung Tripura W/O Basanta Kr.	Madhabnagnr Gaon Sabha	10	00

Sl. No.	Names & addresses of the recepient		Amount paid	
			Rs.	P.
42	Sri Kacharai Tripura S/O Basanta Kr.	—do—	10	00
43	Sri Sahadev Malakar W/o. L. Jatindra	—do—	10	00
44	Sri Surendra Kr. Nama S/O. L. Ramkali	—do—	10	00
45	Sri Bipin Ch. Nama S/O. L Mahadev Ch.	—do—	10	00
46	Smt. Tarinibala Nama W/O. L. Raimohan	—do—	10	00
47	„ Bashibala Nama W/O. L. Rarmohan	—do—	10	00
48	„ Bindhubala Nama W/o. L Jadav Ch.	—no—	10	00
49	„ Biraja Sundary Das	—do—	10	00
50	„ Airabati Das	—do—	10	00
51	„ Sita Sundari Das	—do—	10	00
52	Sri Jogendra Kr. Sarkar	—do—	10	00
53	„ Gouranga Kr. Sarker	—do—	10	00
54	Smti Alaka Sundari Das	—do—	10	00
55	Jari Kr. Tripura	Krishnanagar Gaon Sabha	10	00
56	Badan Ch. Tripura	—do—	10	00
57	Purnati Tripura	—do—	10	00
58	Brajendra Kr. Biswas	—do—	10	00
59	Bishi Ch. Tripura	—po—	10	00
60	Dhanabati Tripura	—do—	10	00
61	Rupairang Tripura	—do—	10	00
62	Biraja Sundari Dutta	—do—	10	00

1	2	3	4	
63	Niradabala Shil	—do—	lo	oo
64	Nirodabala Shil	—do—	lo	oo
65	Kirnbala Shil	—do—	lo	oo
66	Rajyaswari Debi	—do—	lo	oo
67	Bama Sundari Shil	—do—	ln	oo
68	Sita Sundri Nath	—do—	lo	oo
69	Basana Choudhury	—do—	lo	oo
70	Rashu Mohan Das	—do—	lo	oo
71	Sachindra Kr. Das	—do—	lo	oo
72	Santabala Debi	—do...	lo	oo
73	Sita Sundari Das	—do—	lo	oo
74	Renubala Das	—do—	lo	oo
75	Sushilabala Devi	—do—	lo	oo
79	Ramanibala Nath	—do—	lo	oo
77	Sadhanabala Banik	—do—	lo	oo
78	Manada Sundari Bhowmik	—do—	lo	oo
79	Bidhubala Das	—do—	lo	oo
80	Ruhichand Tripura	Amlighat Gaon Sabha	lo	oo
81	Fagurai Tripura	—do—	lo	oo
82	Jogannath Roy	—do—	lo	oo
83	Nakrung Tripura	—do—	lo	oo
84	Muchirung Tripura	—do—	lo	oo
8[illegible]	Sarat Tripura	—do—	lo	oa
86	Tej-ram Tripura	—do—	lo	. oo
87	Meherchand Tripura	—do—	lo	oo
88	Tachiram Tripura	—do—	lo	oo
89	Nakuram Tripura	—do—	lo	oo
90	Kisarai Tripura	—do—	lo	oo
91	Bimala Sundari Das	—do—	lo	oo

1	2	3	4
92	Kamala Das	—do—	lo oo
93	Sushilabala Das	—do—	lo oo
94	Basanti Das	—do—	lo oo
95	Ananta Das	—do—	lo oo
96	Sajalabala Das	—do—	lo oo
97	Rangabala Patwari	—do—	lo oo
98	Hari Ch. Tripura	Bhuratali Gaon Sabha	lo oo
99	Dukhiram Tripura	—do—	lo oo
101	Joydas Baisnab,	Buratali Gaon Sabha	lo oo
102	Burba Laxmi Tripura	—do—	lo oo
103	Paran Laxmi Tripura	—do—	Io oo
104	Sushaima Tripura	—do—	Io oo
105	Subashi Tripura	—do—	Io oo
106	Puranjon Tripura	—do—	Io oo
107	Paichung Mogini	—do—	Io oo
108	Subashi Sukla Das	—do—	Io oo
109	Chanchala Sundari	—do—	Io oo
110	Nagendra Ch. Tripura	—do—	Io oo
111	Kanu Ch. Saha	—do—	Io oo
112	Hari Mohan Banik	—do—	Io oo
113	Me na Mogini	—do—	Io oo
114	Renubala Nath	—do—	Io oo
115	Santibala Saha	—do—	Io oo
116	Radharani Debi	—do—	Io oo
117	Kiranbala Debi	—do—	Io oo
118	Sukhada Podder	—do—	Io oo

8	2	3	4
I19	Radharani Debi	—do—	Io oo
I20	Dwarirang Tripura	—do—	Io oo
I21	Bakulrani Banik	—do—	Io oo
I22	Chikanjoy Tripura	—do—	Io oo
I23	Tilla Kr. Tridura	—do—	Io on
I24	Kachangpati Tripura	—do—	Io oo
I25	Radhapriya Tripura	—do—	Io oo
I26	Putalbala Majumdar	—do—	Io oo
I27	Susil Chakraborty	—do—	Io oo
I28	Debakini Tripura	—do—	Io oo
I29	Syamatara Gope	—do—	Io oo
I30	Milan Debnath	—do—	Io oo
I31	Belu Ch Debanth	—do—	Io oo
I32	Hridaybasi Das	—do—	Io o›
I33	Dhirendra Nath Bhattacharjee	—do—	Io oo
I34	Mema Magini,	South Kalapania Gaon Sabha	Io oo
I35	Paichu Mogini	—do—	Io oo
I36	Subasi Sukla	—do—	Io oo
I37	Susaima Mogini	—do—	Io oo
I38	Subasri Tripura	—do—	Io oo
I39	Manchand Tripura	—do—	do oo
I40	Dukhirani Tripura	—do—	do oo
I41	Kanu Ch. Saha	—do—	lo oo
142	Hari Mohan Banik	—do—	lo oo
143	Nagendra Tripura	—do—	lo oo
144	Chanchala Debnath	—do—	lo oo
I45	Renubala Nath	—do—	lo oo
I46	Dwarirung Tripura	—do—	lo oo

GRATUITOUS RELIEF PAID DURING THE YEAR UPTO 31ST. MAY, 1972.

Sl. No.	Name and addresses of the recepient		Amouot paid	
1	2		3	
			Rs.	P.
1	Kumba Laxmi Tripura	Bashi Ch. Roaja Para	lo	oo
2	Jana Laxmi Tripura	—do—	lo	oo
3	Rangasri Tripura	—do—	lo	oo
4	Buji Rang Tripura,	Chatilachara	lo	oo
5	Sam Laxmi Tripura	Sadhuram Para	lo	oo
6	Madhyasri Tripura	Bashi Ram Roaja	lo	oo
7	Man Laxmi Tripura	—do—	lo	oo
8	Rambati Tripura	--do—	lo	oo
9	Sabda Charan Tiipura	Kaladhepa	lo	oo
10	Niradhan Tripura	—do—	lo	oo
11	Karansri Tripura	— do—	lo	oo
12	Paparai Tripura	—do—	lo	oo
13	Ramgati Tripura	—do—	lo	oo
14	Masangti Tripura	—do—	lo	oo
15	Srjakta Tripura	—do—	lo	oo
16	Nishi Ch. Tripura	Pothachara	lo	oo
17	Rakhirang Tripura	—do—	lo	oo
18	Kanya Rang Tripura	Sadhurambari	lo	oo
19	Durgati Tripura	Challtachara	lo	oo
20	Rupamala Tripura	—do—	lo	oo
21	Manbati Tripura	—do—	lo	oo
22	Bishalaxmi Tripura	Nalshinghbari	lo	oo
23	Rupati Tripura	Brajarambari	lo	oo
24	Mijangti Tripura	Chalitachera	lo	oo
25	Rambati Tripura	—do—	lo	oo
26	Rajarang Tripura	—do—	lo	oo

1		2	3
27	Sonalaxmi Tripura	Pothachera	lo oo
28	Soralaxmi Tripura	Premdhanbari	lo oo
29	Monkarai Sri Tripura	—do—	lo oo
30	Ratan Sri Tripura	—do—	lo oo
31	Nabati Tripura	—do—	lo oo
32	Komti Tripura	Premdhanbari	lo oo
33	Baidya Laxmi Tripura	Bipinbari	io oo
34	Santi Tripura	Nalsinghbari	lo oo
35	Noa Ch Tripura	Bushibari	lo oo
33	Sikharang Tripura	Chatilaohara	lo oo
37	Matirai Tripura	—do—	lo oo
38	Jadurai Tripura	—do—	lo oo
49	Munghti Tripura	—do—	lo oo
40	Indra Kr. Tripura	—do—	15 oo
41	Dharati Tripura	—do—	lo oo
42	Rupasi Ch. Tripura	—do—	lo oo
43	Kasati Tripura	—do—	lo oo
44	Penchamala Tripura	—do—	lo oo
45	Ghati Tripura	—do—	lo oo
46	Bancharam Tripura	—do—	lo oo
47	Titurani Tripura	—do—	lo oo
48	Gangatl Tripura	Bashiram para	lo oo
49	Kasakti Tripura	—do—	lo oo
50	Ajamti Tripura	—do—	lo oo
57	Bashi Ch Tripura	Gobinda Sardarpara	lo oo
52	Debyari Tripura	—do—	lo oo
53	Sukhati Tripura	—do—	lo oo
54	Ramti Tripura	—do—	lo oo
55	Kasati Tripura	—do—	lo oo

1		2	3
56	Kasati Tripura	Gobinda Sardarpara	10 00
57	Laxmi Tripura	— do —	10 00
58	Sikharang	— lo —	10 00
59	Katabi	— do —	10 00
60	Bhagyabati Tripura	— do —	10 00
61	Janibi Tripura	— do —	10 00
62	Kasakrai	— do —	10 00
63	Kasanti	— do —	10 00
64	Durgabati	— do —	10 00
65	Kusakti	— do —	10 00
66	Bhikamog	— do —	10 00
67	Sachimog	— do —	10 00
68	Sikhamog	— do —	10 00
69	Mantu	— do —	10 00
70	Sisimog	— do —	10 00
71	Latamog	— do —	10 00
72	Mormog	— do —	10 00
73	Kutumog Tripura	— do —	10 00
74	Kala Charan	— do —	10 00
75	Pushamog	— do —	10 00
76	Rajamog	— do —	10 00
77	Jaduram	— do —	10 00
78	Manikumar	— lo —	10 00
79	Basuti	— do —	10 00
80	Gagan Ch.	— do —	10 00
81	Rupsingh	— do —	10 00
82	Goblmog	— do —	10 00
83	Oaltiram Tripura	Fulchari	10 00
84	Chakusa Sri	— do —	10 00

1		2	3
85	Sujan Sri	Fulchari	Io 00
86	Sumati Tripura	—do—	15 00
87	Sova Laxmi	—do—	Io 00
88	Ripatala Tripura	—do—	Io 00
89	Manju Laxmi	—do—	Io 00
90	Bharat Laxmi Tripura	—do—	I5 00
9I	Jhumasri Tripura	—do—	I5 00
92	Pamanti Tripura	—do—	Io 00
93	Subl mog Tripura	—do—	Io 00
94	Dina Sri	—do—	Io 00
95	Gobinda Sri	—do—	Io 00
96	Rasapati	—do—	Io 00
97	Asampati	—do—	Io 00
98	Channa Riang	—do—	Io 00
99	Chandrapti	—do—	Io 00
100	Pinnati Tripura	—do—	Io 00
I01	Karma Tripura	—do—	I5 00
102	Sukhabala Biswas	—do—	I5 00
103	Santa Sri Tripura	—do—	I5 00
104	Janapati	—do—	I5 00
I05	Dhana Laxmi	—do—	Io 00
I06	Dina Charan	—do—	Io 00
I07	Laxmi Tripura	—do—	Io 00
I08	Chapala Sundari Nama	Bhauratali	Io 00
.09	Sirish Ch. Nama	—do—	Io 00
II0	Tichanti Tripura	—do—	Io 00
III	Bhagaban Tripura	—do—	Io 00
II2	Rangabashi Das	—do—	Io 00

1		3	2
II3	Mukta Basi Das	Bhuratali	I5 oo
II4	Nabadwip Das	—do—	Io oo
II5	Achi·iang Tripura	—do—	Io oo
II	Swarnanala	—do—	Io oo
II7	Devinayati Tripura	—do—	Io oo
II8	Jurati	—do—	Io oo
II9	Dhanusali	—do—	Io oo
I20	Taipatkini	—do—	Io oo
121	Dhanapati	—do—	lo oo
122	Ichi Mog	—do—	lo oo
123	Malati	—do—	lo oo
124	Kanak Laxmi	—do—	lo oo
125	Chinta Bati	—do—	lo oo
12	Chinta Sri	—do—	15 oo
127	Sunya Laxmi	—do—	15 oo
128	Dhanaki	—do—	15 oo
129	Bashu Sri Tripura	—do—	15 oo
130	Chandramala	—do—	lo oo
1 1	Nandaram	—do—	1 oo
132	Chanchari	—do—	15 oo
133	Utra Mani	—do—	lo oo
134	Birach	—do—	lo oo
135	Dina Kumar	—do—	15 oo
i3	Dhanmani	—do—	lo oo
137	Sova Laxmi	—do—	lo oo
138	Iundarmala	—do—	lo oo
139	Manindra Kr. Shil	—do—	15 oo
140	Satindra Chakraborty	—do—	3o oo
141	Laxmi Bala Debi	—do—	lo oo

142	Raj Kr. Das	Bhuratatali	lo	oo
143	Gita Bala Das	—do—	lo	oo
144	Suraju Bala	—do—	15	oo
145	Ruspabala Devi	—do—	lo	oo
146	Babul Dhar	—do—	15	oo
147	Sukendra Chakravotty	—do—	lo	oo
148	Kiran bala Shil	—do—	lo	oo
149	Saradamani Debi	—do—	15	oo
150	Ghosimogh Tripura	—do—	lo	oo
151	Padma Sri Tripura	—do—	lo	oo
152	Purba Laxmi Tripura	—do	lo	oo
153	Bhadramani Tripura	—do—	lo	oo
154	Indu Mati Tripura	—do—	lo	oo
155	Jagabandhu Tripura	—do—	lo	oo
156	Noroda Bala Debi	—do—	lo	oo
157	Baran Bala Debi	—do—	lo	oo
158	Abala Sundari Debi	—do—	lo	oo
159	Kiran bala	—do—	lo	oo
160	Nahatia Das	—do—	lo	oo
161	Bansi Nama	—do—	lo	oo
162	Bidya Laxml	—do—	lo	oo
163	Sura Bala Das	—do—	lo	oo
164	Ram Nath Rudra Paul	—do—	lo	oo
165	Ranga Debi	—po—	15	oo
166	Nutan Das	—do—	lo	oo
167	Harendra Deb Nath	—do—	15	oo
168	Hari Mohan Podder	—do—	lo	oo
169	Snehalata Bose	—do—	lo	oo
170	Kamini Deb Nath	—do—	15	oo

1		3	2
171	Bhadra Laxmi Tripura	Bhuratala	lo oo
172	Sayasri Tripura	—do—	lo oo
173	Bhudhiram Tripura	—do—	lo oo
174	Karnasri Tripura	—do—	lo oo
175	Chanumog	—do—	lo oo
176	Raki Tripura	—do—	lo oo
177	Bindu Bashi Das	—do—	lo oo
178	Arjunbala Debi	—do—	12 oo
179	Sanka Kr. Tripura	—do—	lo oo
180	Chanati Tripura	—do—	Io oo
181	Jiban Kali Tripura	—do—	lo oo
182	Chandra Kanta Tripura	—do—	5o oo
183	Rajani Kr Tripura	—do—	Io oo
184	Mohan Bashi Das	—do—	Ioo oo
185	Hemendra Kr. Nath	—do—	Ioo oo
186	AlaKa Das	—do—	Ioo oo
187	Jogendra Kr. Tripura	—do—	2o oo
188	Mnnoranjan Dey	—do—	5o oo
189	Snabala Baisnab	—do—	5 oo
190	Snehalata Devi	Sabroom	Io oo
191	Chikania Tripura	—do—	Io oo
192	Bancha bala Dey	—do—	Io oo
193	Chanu Bala Nath	—do—	2o oo
194	Jagabandhu Nath	—do—	2o oo
195	Alokeshi Ghose	Jalefa	2o oo
196	Crishna Deb Nath	Sabroom	5o oo
197	Mantu Ranjan Roy	—do—	15 oo
			Rs. 2,535/-

UNSTARRED QUESTION NO. 551.

By Shri Jitendra Lal Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge, Community Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। চলতি বৎসরে ত্রিপুরায় মোট কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামত করা হইয়াছে (ব্লক ওয়ারী হিসাব) ।

২। বর্ত্তমানে মোট কতগুলি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল ত্রিপুরায় অকেজো অবস্থায় আছে (ব্লক ওয়ারী হিসাব) ।

উত্তর

১। চলতি বৎসরে ত্রিপুরায় মোট ৩৩৭টি টিউবওয়েল ও ১৫৪টি রিংওয়েল মেরামত করা হইয়াছে। ব্লক ওয়ারী হিসাব সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। বর্ত্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় ১৩২৬টি টিউবওয়েল ও ৭৭৩টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে। ব্লক ওয়ারী হিসাব সঙ্গে দেওয়া গেল।

ব্লক ওয়ারী হিসাব

ব্লকের নাম	বর্ত্তমান বৎসরে মেরামতের সংখ্যা টিউবওয়েল	রিংওয়েল	অকেজোর সংখ্যা টিউবওয়েল—	রিংওয়েল
	জেলা	পশ্চিম ত্রিপুরা		
১। খোয়াই	২৩	৭	৮০	৪০
২। তেলিয়ামুড়া	১৪	১১	৬৭	৩০
৩। জিরানীয়া	২৯	৬	৫৮	২৫
৪। মোহনপুর	৩৩	১২	৭৩	৭৯
৫। বিশালগড়	২৪	১২	২০৬	৭০
৬। মেলাঘর	১৪	৯	১৩৭	৪৬
	১৩৭	৫৭	৬২১	২৯০

ব্লকের নাম	বর্ত্তমান বৎসরে মেরামতের সংখ্যা টিউবওয়েল	বিংওয়েল	অকেজোর সংখ্যা টিউবওয়েল	বিংওয়েল
	জেলা	উত্তর ত্রিপুরা		
১। পানিসাগর	৩৮		৮	৫৮
২। ছাওমনু	২২	৪১	৭	২২
৩। কাঞ্চনপুর	— ৫	২০	—	৪৪
৪। কমলপুর	২৯	২২	১৩০	৭৯
৫। কুমারঘাট	৩৭	১৪	৭০	৪০
	১২৬	৯৭	২৬৫	২৪৩
	জেলা	দক্ষিণ ত্রিপুরা		
১। বগাফা	১০	X	৫১	৪৬
২। শান্তচান্দ	৭	X	৮৩	৪০
৩। উদয়পুর	৪২	X	১৩০	৪০
৪। অমরপুর	৫	X	৬০	৩৫
৫। রাজনগর	১০	X	৯৮	৫১
৬। ডুম্বুরনগর	X	X	১৮	২৮
	৭৪	X	৪৪০	২৪০
সর্ব্বমোট—	৩৩৭	১১৪	১৩২৬	৭৭৩

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA,



Monday, July, 10, 1972

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala, on Monday the 10th July, 1972 at 3-00 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the chair, Chief Minister, 4 Ministers, three Deputy Ministers, The Deputy Speaker and 55 Members,

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—To day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short notice questions, now I call on Shri Radha Raman Nath, the member is absent. Starred question, Shri Subal. Ch. Biswas,

Shri Subal Ch. Biswas—Question No. 404.

Shri Sailesh Some :—Question No. 404.

(ক) বর্ত্তমান শিক্ষা বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী স্কুল ও কলেজ সমূহে তপশিলী সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র সংখ্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে কলেজ স্তর পর্য্যন্ত কত ;

(খ) ইহার মধ্যে কতজন ছাত্র বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করে ?

ANSWER

(ক) ৪৭০২ জন।

(খ) ৩২০ জন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তপশীলি ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং এ আসন সংখ্যা কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—২৯৭

শ্রীবাজুবান রিয়াং—উত্তরটা বুঝতে পারলাম না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—কোনটা ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—বোর্ডিংয়ের আসন সংখ্যা কত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরটা বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মেম্বার জানাচ্ছেন উত্তরটা বুঝতে পারেন নি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ছাত্র সংখ্যা ৩২০ কিন্তু বোর্ডিংয়ে আসন সংখ্যা কত ? মোটামুটি কতজন ছাত্র বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—৩২০ জনের।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বোর্ডিংয়ে আছে ৩২০ জন আর বর্ডিংয়ে আসন কয়টি আছে সেটি তিনি জানাবেন কি বর্ত্তমানে কয়টি ছাত্র আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—৩২০ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আসন সংখ্যা যা আছে ছাত্রও তাই আছে!

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—বোর্ডিংয়ে ছাত্র তাই আছে এবং আমি আগেও বলেছি তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যেটি জানতে চাওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হল ৪,১০২ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখনও পরিষ্কার হতে পারলাম না। মোট কত সীট তপশীলি ছাত্র ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট আছে আর তার মধ্যে কতটিতে ছাত্র আছে আর কতটিই বা খালি আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—৩২০ আসনই আছে এবং ৩২০ জনই আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্ত্তমানে যে সব স্কুলের বোর্ডিংয়ে আসন আছে তাদের মধ্যে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবদের জন্য আসন সংখ্যা ভাগ করা আছে কি না।

শ্রীশৈলেশ সোম :—আসন সংখ্যা ভাগ করা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তপশীলি ছাত্রদের কি ভিত্তিতে বোর্ডিংয়ে ভর্তি করা হয়। তাদের বাড়ী থেকে দূরত্ব ইত্যাদি কি ভিত্তিতে তাদের এডমিশান দেওয়া হয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—সরকারের নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হয়। তবে যদি জানতে চান পরে জানানো যাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আসন সংখ্যা যে ভাগ আছে সেটি শুধু স্কুলের বা কলেজের না সব স্তরেই আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—স্কুল এবং কলেজ উভয় স্তরেই আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—তপশীলি ছাত্রদের জন্য কতটি আসন রিজার্ভ করা আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—সেটি সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুভব করেন। কি ৪ হাজার ছাত্রের তুলনায় বোর্ডিংয়ে যে আসন সংখ্যা আছে সেটি অতি নগন্য।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—তুলনামূলক ভাবে আসন সংখ্যা কম এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রতি বছরই আসন সংখ্যা বাড়ানো যায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্বা দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—প্রশ্ন নং ৩৩১।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম প্রশ্ন নং ৩৩১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা প্রয়প্ত এবং উক্ত ভাষায় পরিক্ষায় উর্ত্তীর্ণ ও পুরস্কার প্রাপ্ত অ-উপজাতি শিক্ষকদের সংখ্যা কত;

২। তাঁহাদিগের মধ্যে কতজনকে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষার কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে?

১। ৩২৪ জন অ-উপজাতি শিক্ষক ত্রিপুরী ভাষা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে ৩০৬ জনকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

২। তাঁহারা সকলেই ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দানের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অ-উপজাতি শিক্ষকদের এই পরীক্ষা নেওয়া এখনও চলছে কি না।

শ্রীশৈল চন্দ্র সোম—সেটি আমার জানা নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কয়টি স্কুল আছে যেখানে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—ত্রিপুরী ভাষায় ত্রিপুরী পুস্তক পড়ানো হয় ৬২টি স্কুলে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এখনও কি ত্রিপুরী ভাষায় অ-উপজাতীদের পরীক্ষা নেওয়ার কথা হচ্ছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমার এই বিষয়ে জানা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই স্কুলগুলি কি সহরে না গ্রামে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমার সঠিক জানা নেই, যতটুকু জানি সবগুলিই গ্রামে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে, যারা ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা নিয়েছেন, তাদের অধিকাংশ শিক্ষকের পোষ্টিংই সহরে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম —আমার জানা নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐসব স্কুলে বাংলা ভাষা চালু আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—চালু আছে। অন্যান্য যে সমস্ত সাবজেক্ট আছে যেমন এরিথমেটিক ইত্যাদি, সেগুলি বাংলা ভাষায় পড়ানো হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে ভারতবর্ষের সংবিধানের ৩৫০ (ক) ধারা মতে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় সদস্য যখন সংবিধাণের উল্লেখ করেছেন তখন অবশ্যই সত্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাসঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, যারা ত্রিপুরী ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই সমস্ত শিক্ষকদের নাম এবং তারা কোথায় কোথায় পোষ্টিং আছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—আমার সঠিক জানা নেই, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করলে আমি পরে জানাব।

অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভারতীয় সংবিধানের ৩৫০(ক) ধারা অনু-যায়ী রাজ্যসরকারগুলিকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরাতে তা কার্যকরী করা হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—কার্যকরী করার কাজ চলছে। আমি আগেই বলেছি ৬২টি স্কুলে সেটা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ স্কুলে ত্রিপুরা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে ?

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম—স্কুলগুলির নাম আমার জানা নেই। প্রশ্নটা বোধ হয় পৃথক।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরী ভাষা অত্রিপুরী-দের শেখানো হয়, মাতৃভাষায় যাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ধেবর কমিশনের এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে ?

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ আছে, তখন আছেই। ত্রিপুরী ভাষা মোটামুটি বৃহত্তম ভাষা হিসাবে ধরা হয়। তবে মিজো ভাষায় কাজ অলরেডি চলছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ধেবর কমিশন বলেছেন যে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্লাশ এইট নাইন পর্য্যন্ত পড়া ছাত্রদেরও শিক্ষক করে নিতে হবে ?

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম—আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু ভাষার অন্যান্য বিজ্ঞান ভিত্তিক সাহিত্য রচনার দরকার, তার জন্য এই কাজ অগ্রসর হয়নি তবে আমরা চেষ্টা করছি যতশীঘ্র সম্ভব করার জন্য।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্ ক্লাশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়?

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম—আমি পূর্বেই এই হাউসে বলেছি যে ত্রিপুরী ভাষায় বই ক্লাশ ওয়ান এবং ক্লাশ টু পর্য্যন্ত পড়ানো হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯১।

সুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯১ স্যার।

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে সিমেন্ট সংকটের কারণ কি এবং

(খ) এই সমস্যার প্রতিবিধানে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

(ক) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মাল বুকিং এর উপর সময় সময় নিষেধ আরোপ করায় এবং প্রয়োজন মত খালি ওয়াগন সরবরাহের অভাবে সিমেন্ট নিয়মানুযায়ী না আসায় সিমেন্ট সংকট ঘটে। বাংলাদেশ গোলযোগের সময় সাধারণ মালপত্রের পরিবর্ত্তে সামরিক দ্রব্যাদি এবং উদ্বাস্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুব বেশী চলাচল করায় সিমেন্ট সংকট ঘনীভূত হয়।

(খ) প্রয়োজন মত খালি ওয়াগন সরবরাহ এবং বুকিং এর উপর বাধা থাকা সত্বেও যথারীতি সিমেন্ট বুকিং এর অনুমতি দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—সরকার কি এটা জানেন যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার জন্য কোন কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি চেষ্টা করছে?

শ্রী এস এম সেনগুপ্ত :—যেহেতু সিমেন্ট ডি-কন্ট্রোল, যতটুকু গভর্ণমেন্ট থেকে কনট্রোল রাখার কথা সেটা করতে পারছেনা। তথাপি গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করছে যে যে পরিমাণ সিমেন্ট এখানে আসছে সেই পরিমাণ সিমেন্ট ডিষ্ট্রীবিউট হচ্ছে কি না সেই দিকে নজর রাখার চেষ্টা করছে এব কোথাও কোথাও এই ধরণের গুজব বা এই শংকা হতে পারে, এই রকম একটা কথা চালু আছে। কিন্তু এই সম্পর্কে সরকার থেকে নুতন করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সিমেণ্ট সংশ্লিস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে ওয়াগন প্রেস করার ফলে সিমেনট সংকট-এর এখন কোন কারণ নাই।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—যে অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেই পরিস্থিতির কথা আমার জানা নেই। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, সঠিক ভাবে আমি বলতে পারছিনা, তখন হয়তো ওয়াগন প্রেস করেছিলেন, সিমেন্ট আসতে আরম্ভ করেছিল, মাঝখানে বিঘ্ন দেখা দেয়, ওয়াগনের অভাব, নানা জায়গায় বাধার সৃষ্টি হওয়াতে আসতে পারে নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সিমেন্টের বর্তমান দর কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :--এটা যেসব ফ্যাক্টরী থেকে আসে, তারা যে দামে দিতে পারে, সেই দামের উপর নির্ভয় করে, টাইম টু টাইম সেটা চেঞ্জ হতে পারে।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—এ্যাট প্রেজেন্ট কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা যেহেতু ডি-কনট্রোলড, তার উপর প্রাকটিক্যালী কোন কনট্রোল সরকারের নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সিমেণ্ট আমদানী করার লাইসেস দরকার হয় কি না, যদি দরকার হয়, কাকে কাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, নামগুলি বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেহেতু সিমেন্টের উপর কন্ট্রোল নেই, যে কেউ সেটা আনতে পারে, গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যদি এ্যাপ্লাই করেন, সেইভাবে সিমেন্ট এসে থাকে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে চোরা পথে সিমেন্ট চলে যাওয়ার দরুন একটা আর্টিফিশ্যাল ক্রাইসীস এখানে দেখা দিয়েছে ?

শ্রী এস, এম সেনগুপ্ত :—ক্রাইসীসের কারণ আমি আগেই বলেছি। যেহেতু ডি-কন্ট্রোল্ড ছিল, তার উপর কোন চেকিং ছিলেনা। নূতনভাবে দেখা হচ্ছে ডি-কনট্রোল্ড অবস্থায়ই সরকার থেকে কোন চেক দেওয়া যায় কি না ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী:—সেটা গভর্ণমেণ্টের দেখা উচিত নয় কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কণ্ট্রোল থাকলে পরে আমরা সেটা করতে পারতাম, কণ্ট্রোল নেই বলে আমাদের অন্যভাবে চেষ্টা করতে হচ্ছে যাতে সঠিক বিবরণ জানতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন ২৫ টাকা ২৭ টাকা দরে যদি কিনতে চাই তাহলে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে সঠিক বলতে পারছিনা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এটা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের খোঁজ রাখা উচিত নয় কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যেহেতু জানতে চাইছেন, আমরা খোঁজ করে দেখব।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন, সিমেণ্ট যদি কণ্ট্রোল করা হয় তাহলে সেই সংকট দূর হতে পারে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—সিমেণ্ট কণ্ট্রোল করার ব্যাপারে আমাদের হাত নেই, কাজেই সেই সম্পর্কে আমাদের সরকার কিছু বলতে পারেনা।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস:—সিমেণ্টের যে কোটা দেওয়া হয় ,সেটা বিবেচনা কে করেন ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার:—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৫।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম:—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৬ স্যার।

প্রশ্ন

ক) এই রাজ্যে সরকারী স্কুল সমূহের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সরকার থেকে পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হয় কিনা ;

খ) যদি দেওয়া হইয়া থাকে, কি নীতিতে দেওয়া হয় ;

গ) কোন বৎসর হইতে তাহা দেওয়া হইতেছে এবং প্রথম বৎসর উক্ত শ্রেণীগুলিতে অধ্যায়নরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কত শতাংশ উপকৃত হইয়াছে

ঘ) ১৯৭০-৭১,১৯৭১-৭২ সনে এই বাবদ মঞ্জুরীকৃত ও ব্যয়িত অর্থের পরিমান কত ?

উত্তর

ক) সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরই সর্ব্বসাপক্ষে এইরূপ পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় ;

খ) মেধা ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে।

গ) ১৯৬৭ ৬৮ সন হইতে ; এবং বছর ১ম ও ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ২৮.৩৯./. শতাংশ এবং তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের ২০.৯৫,/. শতাংশ উপকৃত হইয়াছে।

ঘ) ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে এই রাজ্য যথাক্রমে ৩৪,০০০টাকা ও ৩৬,০০০টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নির্দ্দেশ আছে যে তপশীলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কোন ইনকামের প্রশ্ন উঠে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ আছে। উনি নিজেই সেটা স্বীকার করছেন যে এটা আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ আছে কিনা যে ইনকামের প্রশ্ন উঠে না এদের বেলায়। ইনকামের প্রশ্ন ছাড়াই এই সাহায্য উপজাতি তপশীলি এবং তপশীলি ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য দেওয়া হয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেটা আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—খোঁজ করে পরে হাউসে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—শর্ত সাপেক্ষ বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। সেই শর্ত সাপেক্ষটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ঐ যে মেরিট কাম পভার্টি কথাটা বলা হয়েছে সেটা।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 546.

Shri Sailesh Ch. Some :—Mr. Speaker Sir, question No. 546.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বিগত ৮ই এপ্রিল টাকেন্দ্র প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীকিশোরী মোহন দেববর্মাকে পুলিশ কর্তব্যরত অবস্থায় মারধোর করে এবং পুলিশ হাজতে নিয়া যায়।	১) বিলোনীয়া মহকুমার তাই কেন্দ্র প্রাইমারী স্কুলের জনৈক শিক্ষক শ্রীকিশোরী দেববর্মার নিকট হইতে এই মর্মে শিক্ষা বিভাগে একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।
২) যদি সত্য হয়, তাহার কারণ :	২) সত্যাসত্য এখনো নিরুপিত হয় নাই : কাজেই প্রশ্নের পরবর্তী অংশ উঠে না।
৩) এই ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের কোন অফিসার তদন্ত করিয়াছিলেন কি ?	৩) হ্যাঁ।
৪) করিয়া থাকিলে তদন্তের ফলাফল এবং দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?	৪) পুলিশ অভিযুক্ত শ্রীদেববর্মার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করিয়া এই ব্যাপারে আরও তদন্ত চালাইতেছে। সুতরাং কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন এখন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে কি অবস্থার মধ্যে কিশোরী দেববর্মাকে অ্যারেষ্ট করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্বন্ধে ডিটেলস বলাটা কঠিন। তবে যতটুকু জানা আছে সেটা হল যে পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময়ে অভিযুক্তার বিরুদ্ধে যে কিশোরী দেববর্মা দুই শ' লোক নিয়ে পঞ্চায়েত স্কুলের সামনে গোলমাল করেছিল এবং সেখানে একটা পঞ্চায়েত ইলেকশান বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল যখন তাকে অ্যারেষ্ট করা হয়। যতটুকু জানা আছে। ডিটেলস জানতে চাইলে পরে জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে কিশোরী মোহন দেববর্ম্মাকে জাইকুম্বা থেকে কালাছড়া ৫ মাইল দড়ি বেঁধে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা যেহেতু তার অ্যাগেনেষ্টে একটা কেস সাবজুডিস অবস্থায় আছে, কাজেই এই সম্পর্কে কোন কথা বলাটা সমীচিন হবে না।

(Expunged as ordered by the chair.)

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৬১।

শ্রীশৈলেশ সোম—স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নম্বর ৫৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) বর্ত্তমানে উদয়পুর ও ধর্মনগরে ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	না
(২) থাকিলে তা কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হবে ?	প্রশ্ন উঠে না

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস এবং একটা সেকেণ্ডারী বোর্ড করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। কাজেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই দুইটি জায়গায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করবার পরিকল্পনা করছেন না কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটাতো আমরা বাজেট বক্তৃতায় বলেছি।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে দাবী উঠেছে, এটা সঙ্গত বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—শিক্ষার বিস্তার করতে হলে, এটার দরকার আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে জামজুড়ি বাজারে যে সব গরু বিক্রি হয় : সেই গরু পিছু দুই টাকা করে এই কলেজ স্থাপন করবার জন্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই টাকা এই হাউসেরই একজন সদস্য এর হেফাজতে আছে ?

শ্রীশৈলেশ সোম :—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—উদয়পুরে কলেজের দাবীতে ছাত্রীরা ২৪শে জুন থেকে ষ্ট্রাইক করে এবং ২৬শে জুন মুখ্যমন্ত্রী যখন সেখানে যান, তখন তারা মুখ্যমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাত করেন এবং সেই সাক্ষাতের সময়ে এই কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর সংগে এই যে আলাপ আলোচনা হল তার বিষয়বস্তু কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের সংগে এটা রিলিভেন্ট কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট। কারণ একটা কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে ছাত্ররা সেখানে ৬দিন ধরে ধর্মঘট করে এসেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে তাদের এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের কি আশ্বাস দিয়েছেন, সেটুকু আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার ষ্টাইক করলেই প্রয়োজনীয়তা থাকে এমন নয়। যেহেতু তারা এটা ডিমাণ্ড করছে এবং তাদের সেই ডিমাণ্ড সম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এটা আমরা বলছি না। সরকার স্বীকার করছেন যে এটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটা কি সত্য যে সেখানে কলেজ দিতে পারেন না বলেই যে সব ছাত্ররা আন্দোলন করছিল তাদের দমন করবার জন্য সরকার পুলিশ এবং গুণ্ডা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গুণ্ডা শব্দটা খুব তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই গুণ্ডা শব্দটা আন-পার্লামেন্টারী কিনা, তা আমি জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, গুণ্ডা শব্দ আন-পার্লামেন্টারী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কিন্তু আমরা বলব না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, গুণ্ডাদের সাজা দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা আছে আমরা শুধু সেটাই বলতে পারি। কিন্তু যে সব ছাত্র আন্দোলন করছে আমরা সেটাকে গুণ্ডাদের আন্দোলন বলতে পারি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, উনি আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে বলছেন। আমি বলছিলাম যে কলেজের দাবীতে ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছে তাদের সেই দাবী পুরণ করতে পারে নি বলে সরকার পুলিশ দিয়ে গুণ্ডা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথাগুলি মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করার প্রসঙ্গে বলেছেন, সেটা আমাদের জানা নেই যে গুণ্ডা লাগনো হয়েছে, কিম্বা পুলিশ লাগানো হয়েছে।

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নম্বর —৫৭০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর —৫৭০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়ায় ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	না

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— জনবহুল তেলিয়ামুড়ায় যাতে একটা ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন হয় সেজন্য সেখানকার জনসাধারণ বহুবার আবেদন নিবেদন করার পর বিগত মন্ত্রী মণ্ডলী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেখানে একটা ফায়ার সার্ভিস ইউনিট খোলা হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আগের মন্ত্রীসভা কি করেছে, না করেছে, সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—জনবহুল তেলিয়ামুড়ায় একটা ফায়ার সার্ভিস ইউনিট স্থাপন করার বিষয় বর্ত্তমান মন্ত্রী সভা প্রয়োজন বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রী এস, সেনগুপ্ত—চিন্তা করলে অবশ্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার জন্য ব্যবস্থা করতে গেলে অর্থের যে প্রয়োজন আছে, সেই সম্পর্কে আগে চিন্তা করা দরকার। তাছাড়া আগে যেসব জায়গাতে হওয়া উচিৎ ছিল, সেগুলিও এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। কাজেই

আমাদের যেখানে যেখানে বড় বাজার আছে এবং থানা এলাকাগুলিতে যাতে ফায়ার এক্সটিনং-গুইশার থাকে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা বলেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বাজেট ভাষণে যে কয়েকটি জায়গায় ফায়ার সার্ভিস ইউনিট খুলবার কথা আছে, সেগুলি কোথায় কোথায়?

মিঃ স্পীকার :—দীস স্যুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপত্তি করেছেন, সেটা সম্পর্কে আমি বলছি যে গুণ্ডা ইন রেফারেন্স টু এ সার্টেইন পলিটিক্যাল পার্টি ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার সেটা তো আমি বলি নাই।

স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে, আমি যদি একটা প্রস্তাব আনি যে গুণ্ডা দমন করবার জন্য, তাহলে কি সেটা ডিস-এ্যালাও হবে? আমি যদি কাউকে গুণ্ডা বলি তাহলে সেটা আনপার্লামেন্টারী বলা যেতে পারে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে তেলিয়ামুড়া বাজার প্রতি বছর আগুন লেগে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আগুন বাজারে লাগে এটা জানা আছে এবং তার জন্য ফায়ার একসটিংগুইসার এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আর ব্রিগেড বলতে যেটি বুঝায় সেটি এখন সম্ভব হচ্ছে না এই কথা প্রশ্নের উত্তরে বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :——মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে খোয়াই সেকেণ্ড সাব-ডিভিশান এবং সেখানে কোথাও ফায়ার ব্রিগেড নাই। এবং ২ মাসের মধ্যে একটি বাজার ২ বার পুড়ে গেল এবং তার পড়েও কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে চান সমগ্র খোয়াই সাব-ডিভিশানে ফায়ার ব্রিগেড হবে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটি ছিল তেলিয়ামূড়া বাজার সম্পর্কে এখন যদি খোয়াই সাবডিভিশান ওয়ারি প্রশ্নটি উঠে তাহলে সেটি সেপারেট কোয়েশ্চান হয়ে যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার—কল্যাণপুর থেকে সুরু করে অমরপুর পর্যন্ত এই লাইনে কোন ফায়ার সার্ভিস নাই সেইহেতু আপনার ডিভিশানের কথা বাদ দিলেও তেলিয়ামুড়াতে একটি ফায়ার সার্ভিস খোলার জন্য এই মন্ত্রী সভা অবিলম্বে চিন্তা করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় সদস্য এমন একটি প্রশ্ন করেছেন যেখানে দুইটি সাব-ভিভিশান এক সংগে জরিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই এই সম্পর্কে বলাটা কঠিন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—প্রশ্ন নং ৬৪৪।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রশ্ন নং ৬৪৪।

প্রশ্ন

১। তপশীলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার পরিচালিত কত ছাত্রাবাস আছে এবং ঐ গুলিতে মোট কত ছাত্র ছাত্রী আছে।

২। ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীরা মাসিক কত করিয়া Stipend পায়? Stipend প্রতি মাসে দেওয়া হয় কি?

৩। বে-সরকারী Higher Secondary অথবা High School গুলিতে তপশীল জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মানের দায়িত্ব কোন্ বিদ্যালয়কে দেওয়া হইয়াছে, ঐসকল ছাত্রাবাসে মোট কত ছাত্রছাত্রী আছে।

উত্তর

১। (ক) শুধুমাত্র তপশীলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নাই

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

২। (ক) যতদিন ছাত্রাবাসে অবস্থান করে ঠিক ততদিন প্রতিজন প্রতিদিন ১'৫০ হারে পায় (গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির দিনগুলি ব্যতীত)

(খ) হাঁ

৩। (ক) বে-সরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মানের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির।

(খ) প্রশ্ন উঠে না?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি দৈনিক টাঃ ১'৫০ হারে যে টাকাটা দেওয়া হয় এতে তাদের খাওয়া খরচ চলে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই হারে দেওয়া হইতেছে এবং চলে মনে করেই দেওয়া হইতেছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা বাড়ানোর কথা সরকার চিন্তা করছেন কি ?

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—এখন পর্য্যন্ত চিন্তা করা হইতেছে না তবে যদি প্রয়োজন হয় এবং দাবী আসে তাহলে আমরা ভেবে দেখব।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি টা: ১,৫০ হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোন সনে ঠিক করা হয়েছিল।

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটি আমার জানা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে স্টাইপেণ্ডের হার এটা বাড়ানোর ব্যাপারে রুল্‌স চেঞ্জ করার জন্য এই মন্ত্রী সভার সদিচ্ছা আছে কি না ?

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম :—সব ব্যাপারেই মন্ত্রী সভার সদিচ্ছা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে টা: ১,৫০ হারে তাদের দেওয়া হয় সেটি কখন দেওয়া হয়—মাসের শেষ ভাগে না প্রথম ভাগে।

শ্রীসৈলেশ চন্দ্র সোম : —সাধারণত: সেটি প্রতি মাসেই দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি দৈনিক টা: ১,৫০ হারে মাসে ৪৫ টাকা হয় সেই ৪৫ টাকা ছাত্ররা খরচ করে তারপর তারা পায়, না খরচ করার আগে তারা পায়, সেটি আমি জানতে চাইছিলাম।

শ্রীশৈলশ চন্দ্র সোম :— সাধারণত: পরেই পায়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যদি দাবি আসে তাহলে চিন্তা করা যাবে। দাবি কি এর মধ্যে আসে নি এই টুকু জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমার জানা মতে কোন দাবি আসেনি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্র ভর্তি হওয়ার কত দিন পরে এই ষ্টাইপেণ্ড তারা পায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্তি হওয়ার পরে স্কুল থেকে রিপোর্ট আসে তার পর দেওয়া হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ষ্টাইপেণ্ডের হার কম হওয়ার ফলে কোন বোডিংয়েই এক তরকারীর বেশী খেতে পারে না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটি ঠিক নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি টাঃ ১,৫০ দিয়ে দুই বেলা আজকের দিনে চলে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি এই সম্পর্কে যদি দাবী আসে চলে কি চলে না তাহলে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— দাবি আসলে করা হবে আর না আসলে করা হবে না কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বুঝতে পারেন যে দাবিটা ঠিক আছে সেখানে দাবির জন্য যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলে এটা কি ঠিক হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— দাবী আসলে সুবিধা হয় এবং এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন দাবী আসেনি আসলে আমরা সেটি বিবেচনা করে দেখব। এই কথার অর্থ এই নয় যে দাবি আসলেই বিবেচনা হবে আর না আসলে বিবেচনা করা হবে না।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন দাবী আসলে বিবেচনা করা হবে এখন আমি জানতে চাই সেই দাবীটা কি ভাবে আসবে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সচরাচর যে ভাবে আসে সেই ভাবেই আসবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মিছিল করে, না হাউসের কোন মেম্বার দাবি করলে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যারা মিছিল করে দাবি আনে তারা মিছিলের কথাই চিন্তা করে আর যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা চিন্তা করে তারা সেই পদ্ধতির কথাই চিন্তা করে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা অনুভব করেন এই টা ১,৫০ হারে তাদের চলেনা।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি পূর্ব্বেই বলেছি এই সম্পর্কে চিন্তা করে দেখব।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— তিনি কি এই ব্যাপারে আমাদের আশ্বাস দিতে পারেন না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যদি প্রয়োজন হয়, মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকে যে সব সাপ্লিমেণ্টারী এসেছে তার মধ্যে আমি এই কথাই বলেছি এর মধ্যে আলাদা প্রশ্ন, সাপ্লিমেণ্টারী করার প্রয়োজন হয় না। দাবি আসলে এই কথার মানেটা কি তার অর্থই তো যখন প্রয়োজন হয় তখন নিশ্চয়ই দেব, কেন দেব না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— সেইজন্য আমি বলছি যদি প্রয়োজন হয়—উনি মনে করেন কিনা এখন প্রয়োজন আছে (গণ্ডগোল) (একটু পরে মাননীয় স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে) আমার উত্তরটা পেলাম না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—উনার উত্তরটা দিয়ে দিন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রশ্নটি আবার করুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—যদি না চলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজন আছে এটা অনুভব করেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি তদন্ত করে দেখব প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কয়টি বে-সরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— বে-সরকারী স্কুলে ছাত্রাবাস করার দায়িত্ব হল মেনেজিং কমিটির মেনেজিং কমিটি সেটি ঠিক করবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ৪৫ টাকা করে মাসের শেষে দেওয়া হয় তাতে প্রকৃত পক্ষে দেখা গিয়েছে বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের বেলায় তারা এক মাস খরচ করে তারপর টাকা নিতে তাদের পক্ষে অসুবিধা হয়। সেজন্য তাদের সেই টাকাটা ইন্‌স্টলমেণ্টে দেওয়া যায় কিনা সেটি মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই সম্পর্কে চিন্তা করে দেখব তবে এডভান্‌স কোন টাকা দেওয়া যেতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি মাসের শেষে দেওয়ার ফলে বাকিতে প্রত্যেকটি জিনিষ নিতে হয় সেজন্য তাদের সেই টাঃ ১,৫০ টাঃ ১,০০ এসে দাঁড়ায় অন্তত খোয়াইর অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথা বলছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটা ঠিক নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি তপশীলি ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এডভান্‌স দেওয়ার জন্য 'তপশীলি রিজিওনেল কমিটি' রিকম্যানড করেছেন এবং বিহারে এই ধরনের এডভান্‌স টাকা দেওয়া হয় এবং ত্রিপুরা সরকার এই এডভান্‌স টাকা দেবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—রিকমেণ্ডেশান যদি থাকে তাহলে আমি দেখব এবং সম্ভব হলে আমি বিবেচনা করব।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি তপশীলী ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার পরিপেক্ষিতে তাদের এাডভান্স টাকা দেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল কমিশন রিকম্যাণ্ড করেছেন এবং বিহারে এডভান্স টাকা দেওয়া হয়। ত্রিপুরা সরকার সেই রিকম্যাণ্ডেশম মেনে নিয়ে এাডভান্স টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— রিকম্যাণ্ডশন যদি থাকে, দেওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমধুসূদন দাস। শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৪।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র **সোম :**— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) পূর্ব্ব লক্ষীবিল Senior Basic Schoolটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার দীর্ঘ দিনের দাবী সরকার কি মেনে নেবেন ?

২) বিশালগড়ে মেয়েদের জন্য একটি High School স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

৩) রতননগরে একটি primary School স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

১) দাবী মেনে নেবার কোন প্রশ্ন উঠেনা যেহেতু বিদ্যালয়টির এলাকা এখনও উচ্চ বিদ্যালয় পাওয়ার সর্ত্ত পূরণ করেনা।

২) বর্ত্তমানে এমন কোন প্রস্তাব নাই।

৩) বর্ত্তমানে এমন কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই খবর জানেন কি, বিশালগড় সমগ্র কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীতে ছেলেদের একটাও গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল নেই ?

শ্রীশৈলেশ সোম :—গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুল আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—আমার প্রশ্ন হল ডেফিনিট, গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ;—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, বিশালগড় এলাকায় কনষ্টিটিউয়েন্সীতে মেয়েদের একটিও গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল নেই ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—যদি মেয়েদের কোন হাইস্কুল না থাকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বছরে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন কি একটা মেয়েদের হাইস্কুল দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—হাইস্কুল করতে হলে, ক্রাইটারীয়া আছে, সেগুলি যদি পূরণ করে তাহলে আমরা দিতে পারি যদি সম্ভব হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঐ ক্রাইটারীয়া যদি পূরণ করা হয়, তাহলে এই ফিনানশ্যাল ইয়ারে বিশালগড় একটি হাইস্কুল পাবে যেখানে একটি হাইস্কুলও নেই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—বাজেট এষ্টিমেট যেটা রাখা হয়েছে, সেটা প্রায়রিটির ভিত্তিতে দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। যদি এই স্কুল প্রায়রিটির ভিত্তিতে পড়ে তাহলে আমরা দেখব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যেহেতু বিশালগড়ে একটিও হাইস্কুল নেই, সেইহেতু সেখানে একটা হাইস্কুল দেওয়া উচিত যদি ক্রাইটারীয়া পুরণ করে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ক্রাইটারীয়া হচ্ছে এই যে, ছাত্র যথেষ্ট আছে, অথচ পড়াশুনার কোন সুযোগ সুবিধা নেই, এই ভিত্তিতে টপ প্রায়রিটির সুবিধা দেওয়া হয়, যদি তার মধ্যে পড়ে তবে নিশ্চয়ই দেব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ;—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, যদি সমস্ত ক্রাইটেরীয়া পুরণ করা হয়, গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুল থেকে, গভর্ণমেন্ট স্কুল যদি না থেকে থাকে, তাহলে বিশালগড়ে এই ফিনানশ্যাল ইয়ারে একটা হাইস্কুল দেবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : –উনি বলেছেন যে স্কুলটা যদি সমস্ত ক্রাইটারীয়া ফুলফিল করে তাহলে সরকার দেবেন কি না, উনার প্রশ্নটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— উনি নির্দিষ্ট কোন স্কুলের নাম করেন নি!

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—আমি বলেছি বিশালগড় উনি উত্তরে বলেছেন যে গভর্ণমেন্ট এইডেড হাইস্কুল অনেকগুলি আছে, যদি কোন স্কুল ক্রাইটেরীয়া পুরণ করতে পারে, যেহেতু গভর্ণমেন্ট লেভেলে কোন হাইস্কুল নেই, একটা হাই স্কুল বিশালগড়ে দেওয়া হবে কি না, মেয়েদেরই হউক বা ছেলেদেরই হউক।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র **সোম** : -সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৩।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে অমরপুরে হিন্দী স্কুল বলে কোন একটি প্রতিষ্ঠান আছে;

খ) থাকিলে উহাতে বর্ত্তমানে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন এবং ছাত্র সংখ্যা কত?

উত্তর

ক) হিন্দী স্কুল নামে অমরপুরে কোন স্কুল নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সেখানে হিন্দী স্কুল শিক্ষক নিযুক্ত আছেন কি না বিগত কয়েক বৎসর যাবত?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেখানে শিক্ষা বিভাগের কোন হিন্দী শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি হিন্দী প্রচারক বলে একজন আছেন তিনি এডুকেশনের এমপ্লয়ী?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— হিন্দী প্রচার সমিতির একজন শিক্ষক সেখানে আছেন এবং ১৬জন ছাত্র সেখানে আছে।

সুশীল রঞ্জন সাহা :— কতদিন যাবত সেই স্কুল চালু আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটা আমার সঠিক জানা নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা .— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি একজন প্রচারক রেখে বিগত তিন বৎসর যাবত সরকারী টাকার অপব্যয় করা হচ্ছে কারণ আমি বলতে পারি এই হিন্দী প্রচারক বিগত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও হিন্দী স্কুলে যান নাই। সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— তদন্ত করে দেখব।

মি: স্পীকার :—তাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৯ স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রামঠাকুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকার নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ;

২। যদি তাহা দিয়ে থাকেন তবে কতদিনের মধ্যে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। তবে সরকার রামঠাকুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ পরিচালনাধীনে আনার ব্যাপারে অনিচ্ছুক নয় এবং সেই ব্যাপারে কাজও চলিতেছে।

২। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সময় সীমা বাঁধিয়া দেওয়া যায় না।

শ্রীতাপস দে ;— ১৯৬৮ সনে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে কিনা লিখিতভাবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকার নেবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীতাপস দে :—এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই বিষয়ে আমি জানবার চেষ্টা করব। ফাইলপত্রে থাকলে পরে আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে রামঠাকুর কলেজের দায় দায়িত্ব বেশী বলে এই কলেজটিকে সরকার নিচ্ছেন না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমঃ— :—কোন দায় দায়িত্ব আছে কি না, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই কলেজের সমস্ত কাগজপত্র পুলিশের হেফাজতে আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এই কলেজের জমি এখন পর্য্যন্ত বে-আইনী দখল করা জমি হিসাবে গ্রাহ্য করা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :- —জানা নেই।

Mr. Speaker :—The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the house the reply to the Unstarred questions and also Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আজকে রাম-ঠাকুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ডেপুটেশনে এলে পর তাদের উপর লাঠি চার্জ হয়। এই ব্যাপরের আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটা বক্তব্য চাই।

মিঃ স্পীকার —নোটিশ দিবেন এই ব্যাপারে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে সময়টা পেয়েছি এই সময়ে কোন কলিং অ্যাটেনশন দেওয়া যায় না। এখন আমি জানতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই সম্পর্কে কোন ষ্টেটমেন্ট দেবেন ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি লিখিত নোটিশ দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমরা চাচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে যান সেখানে এবং গিয়ে দেখুন যে যাদের উপর নির্যাতন হয়েছে সেটা দেখে হাউসে তাদের বক্তব্য শোনান। এটা আমরা দাবী করছি হাউসে।

Mr. Speaker :—Now I am going to the next item. Shri Kalipada Banerjee M. L. A. raised a point on 23. 6, 72 regarding obstruction created by the police personnal on duty while Shri Banerjee was entering into the Assembly premises in a rikshaw. It is for information of the members that in the year 1968 Legislative Assembly precincts were declared protected by the chief Commissioner. According to Rule, no person was allowed entry without pass. The police was instructed not to allow any rikshaw puller to enter into the precincts of the Legislative Assembly without pass and accordingly the police did not allow rikshaw puller's entry into the precincts of the Assembly. The police officer on duty had no intention to obstruct the members' entry. It is for further information of the members that in all other office premises which have been declared protected entries are restricted only to go with a card issued by the competent authority. In the Civil Secretariat, Press compound etc. which have been declared protected similar systems have been introduced. However, I have instructed that the M. L. A. s even if they are on board on the rikshaw, the rikshaw puller should be allowed to enter into the preeincts of the Assembly along with the rikshaw henceforward.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী এই মর্মে একটা বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন যে গত ২০।৬।৭২ ইং তারিখে উনি যখন রিক্সা করে বিধানসভা এলাকায় প্রবেশ করতে ছিলেন তখন কর্তব্যরত পুলিশ তাকে বাধা প্রদান করে। মাননীয় সদস্যদিগের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ১৯৬৮ ইং সনে তৎকালীন চীফ কমিশনারের আদেশ অনুসারে ত্রিপুরার বিধানসভা ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং এই কারণে অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও উক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। পুলিশকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে কোন রিক্সাচালক যেন অনুমতি ব্যতিরেকে বিধানসভা ভবন এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে। এমন অবস্থায় কর্তব্যরত পুলিশ রিক্সাচালককে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কাজেই মাননীয় সদস্যকে বাধা প্রদান করার কোন ইচ্ছা পুলিশের ছিল না। সদস্যগণকে আরও জানান যাইতেছে যে ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য সংরক্ষিত অফিস এলাকায় কাউকে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। রাজ্য সচিবালয়, সরকারী মুদ্রণালয়ও একই ব্যবস্থা চালু আছে। যাই হোক, এই মর্মে নির্দেশ জারী করা হইয়াছে যে মাননীয় সদস্যগণ যদি রিক্সা আরোহণ করিয়াও বিধানসভায় প্রবেশ করিতে চান তাহা হইলে কোন প্রকার বাধা প্রদান করা হইবে না।

শ্রীসুবল চন্দ্র সাহা :—আমার বক্তব্য আছে স্যার। আজকে যখন আমার রিক্সা আসছিল তখনও বাধা দেওয়া হয়েছে, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আমি দুঃখিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই যারা গাড়ীতে আসে তাদের বাধা দেওয়া হয় কিনা। আমি নিজে যখন আসছিলাম তখন আমাকেও বাধা দেওয়া হয়েছে। রিক্সা আসতে দেয় নি।

মিঃ স্পীকার :—আমি খুবই দুঃখিত।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এর আগেও বলেছিলেন যে এই বিধান সভায় রিক্সা নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—পুলিশের কর্তৃত্ব যে মাননীয় স্পীকারের কর্তৃত্বের চেয়ে বেশী চলছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার ইতিপূর্বে একটা নির্দেশ দেওয়া সত্বেও আজকে এই ধরণের পুলিশ আমাদের সদস্যদের রিক্সা যে পুলিশ আটকাল এতে আমার মনে হয় যে মাননীয় স্পীকারের যে নির্দেশ দেওয়া থাকে তা পালন করা হয়না এবং যারা স্পীকারের

নির্দেশ কার্যকরী করার দায়িত্ব নেন তারা তা পালন করেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা এবং যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী তুলেছেন যে গাড়ী আটক করা হয় না, এই অ্যারিট্রেকেসীর মানে কি। রিক্সা করে মেম্বার আসতে পারে না। কিন্তু অনেক মেম্বারের গাড়ী করে আসার সুবিধা নাই। গাড়ী আসতে পারবে কিন্তু রিক্সা আসতে পারবেনা হোয়াট ইজ দি মিনিং অব দিস্ অ্যারিট্রেসী?

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার। মেম্বাররা যখন রিক্সায় আসেন তখন বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু বিধান সভা সচিবালয়ের কেউ যদি রিক্সায় আসেন তখন তো বাধা দেওয়া হয় না স্যার। তখনতো রিক্সা ঢুকে।

মি: স্পীকার :—যাহ হোক আমি এই ঘটনার জন্য খুবই দুঃখিত। এই সম্বন্ধে আমি আই, জি, পি. কে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু গাড়ীগুলি কি করে ঢুকে? হয়ত সরকারী গাড়ী আছে। কিন্তু ড্রাইভারের তো পাশ নাই। যেহেতু রিক্সা চালকের পাশ নাই সেইজন্য সে আসতে পারবে না। কিন্তু ড্রাইভারের কি পাশ আছে?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— ট্রাকও আসে স্যার। ট্রাক যখন ঢুকে তখন তো বাধা দেওয়া হয় না।

শ্রী তাপস দে :— ফিয়াটও আসে স্যার।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—যখন রিক্সা করে আসা হয় তখন কোন কোন মেম্বারের সংগে তার কনষ্টিটিউয়েনসীর লোক অনেক সময় দেখা যায় এম, এল, এর সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু তাকে চান্স দেওয়া হয় না আসার জন্য। সেই লোকটাকে সংগে নিয়ে যেন এম, এল, এ আসতে পারেন এবং এই জন্য পুলিশের কাছে যেন নির্দেশ দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি সাজেষ্ট করছি যে যারা আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে আসেন তারা যাতে ভিতরে আসতে পারেন অন্ততঃ একটা পাশের ব্যবস্থা করে মাননীয় স্পীকার যেন এটা করেন।

মি: স্পীকার :— আমার মনে হয় ভিতরে তারা আসতে পারেন। আচ্ছা আমি দেখব।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়ঃ— অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে এখানে আসে তাদের একটা বসার ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা হয় নাই যার জন্য আমাদের অনেক সময় লজ্জায় পড়তে হয় এবং দুঃখিত হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। আমি অনুরোধ করব আবার যাতে যারা বাইরে থেকে আসেন এম, এল, এ দের সংগে দেখা করতে তাদের একটা বসার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— আপনি এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম আকমডেশনের অভাব। তবে নোটিশ অফিসে তারা বসতে পারেন। আর তারা তো নোটিশ অফিসের ভিতরে এসেই পাশ নেন। তাহলে সকলকে বাধা দিচ্ছে তা তো আমার মনে হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:— যারা আমাদের সংগে দেখা করতে আসেন তারা তো গেটে থাকে। তারপর আমাদের কাছে আসার জন্য কি তাদের পাশের কোন ব্যবস্থা আছে?

মিঃ স্পীকারঃ— নোটিশ অফিসে আমাদের লোক আছে। মাননীয় সদস্যকে খবর দিতে পারেন যে তার লোক এসেছে। সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি বলেছেন যে নোটিশ অফিসে বসার জন্য। কিন্তু নোটিশ অফিসে বসার কোন ব্যবস্থা নাই। একটি মাত্র টেবিল আর চেয়ার আছে সেখানে। অন্যদের নোটিশ অফিসে বসার কোন ব্যবস্থা নাই।

মিঃ স্পীকার —আচ্ছা, আমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল মিষ্টান্ন দোকান কর্ম্মচারীরা মিছিল করে এখানে এসেছেন। তাদের দাবী হল পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারীরা সেখানে যে সুযোগ সুবিধা পান, তারা এখানেও সেটা পেতে চান। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে যে আইন চালু হল, তার কেন সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এখানে যিনি লেবার মিনিষ্টার আছেন, তাকে অনুরোধ করব তিনি যেন তাদের সংগে দেখা করেন।

মিঃ স্পীকার —আপনার বক্তব্য তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়নিজেই শুনেছেন। এখন তিনি ঠিক করবেন তাদের সংগে তিনি দেখা করতে পারেন কি পারেন না। আমি উনাকে এই ব্যাপারে কিছু নির্দ্দেশ দিতে পারি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আমি তো এই হাউসে আপনার মাধ্যমে উনাকে অনুরোধ করছি। এখন উনি যদি একটা টাইম দেন যে কখন তিনি তাদের সাথে দেখা করবেন তাহলে আমরা তাদেরকে সেটা বলে দিতে পারি।

মি: স্পীকার — তিনি তো আপনার কথা শুনছেন। তিনি এখন ঠিক করবেন কি করবেন না করবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —কিন্তু আমরা তো উনার কাছ থেকে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। স্পীকার স্যার, মিনিষ্টার যদি শুনে থাকেন, তাহলে তো তিনি এখানে বলতে পারে কিন্তু তিনি তো কিছুই বলছেন না। স্যার, এই আইন চালু হয়েছে ৪/৫ বছর আগে। কিন্তু পুরোনো আইনে তাদের যে দাবী আছে সেগুলিও তারা এখন পর্য্যন্ত পাচ্ছে না।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, উনি দেখা করবেন কি করবেন না, বা কোন স্টেটমেণ্ট দিবেন কি দিবেন না, সেটা উনিই বলবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—স্পীকার স্যার, আমাদের রিজলিউশানের যে ব্যালট হয়েছে, সেই রিজলিউশানগুলি কখন আলোচনা হবে, সেটা সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাই?

মি: স্পীকার —মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আপনি আমার সঙ্গে চেম্বারে দেখা করবেন!

Now, I would request the Secretary, Tripura Legislative Assembly to lay on the Table of the House—

A copy of the Constitution (Twenty-eight Amendment) Bill, 1972 together with copies of Lok Sabha and Rajya Sabha Debates along with a copy of the communication received from Rajya Sabha.

Mr, Secretary —Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the HOUSE—A copy of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Bill, 1972 together with copies of Lok Sabha and Rajya Sabha Debates along with a copy of the communication received from Rajya Sabha.

Mr. Speaker .—Hon'ble members are requested to collect their copies of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Bill, 1972 etc. from the Notice Office.

Mr. Speaker :—Next item of the Business, the Tripura Appropriation Bill. 1972, (Tripura Bill No. 4 of 1972) is to be taken into cosideration, I call on Shri D. K. Choudhury, Minister incharge of Finance Department to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) be taken into consideration at once,

Shri Nripendra Chandra Chakraborty—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের দীর্ঘ আলোচনার পর ত্রিপুরা এপ্রপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭২ যেটা উত্থাপিত হয়েছে তার উপর আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আমরা অনেকটা স্টেরিওটাইট বাজেট করি এবং তাই কিছু মাত্রায় ইনফ্লেটেড একটা বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে এই টাকা সরকার দাবী করছেন। এই পরিস্থিতি থাকলে, খুবই চমকপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে যে ইতিহাস এবং এর যে আসল চেহারা, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং আমাদের দেশের আর্থিক সংকটের ভয়াবহ চিত্র সেখানে আমরা দেখতে পাব। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন এবং সেই টাকা কি করে আসে, তাও আমরা জানি। টাকা আসার ৩টি পথ, সেটার একটা হচ্ছে ট্যাক্সেশান, যার অধিকাংশই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশান এবং সেই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশান প্রতিটি জিনিষের উপর বসানোর ফলে প্রতিটি জিনিষের দাম বাড়ছে। রিফুজি ট্যাক্স বসানো হয়েছে বাংলাদেশের শরণার্থীদের নাম করে, তা আজকে সেটা আমাদের বহন করে যেতে হচ্ছে এবং তা আরও কতদিন বহন করে যেতে হবে তারও কিছু ঠিক নেই। টাকা সংগ্রহ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ডিফিসিট ফাইনান্সিং এবং এই ডিফিসিট ফাইনান্সিং প্রথম পরিকল্পনায় ছিল ৩৩৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা দাঁড়িয়েছে ৯৫৪ কোটি টাকায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় দাঁড়িয়েছে ১১৫০ কোটি টাকা এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় এই পর্য্যন্ত ৮০০ কোটি টাকা ডিফিসিট ফাইনান্সিং হয়ে গিয়েছে আরও ৪০০ কোটি টাকা ডিফিসিট ফাইনান্সিং অর্থাৎ ১২০০ কোটি টাকা এই ডিফিসিট ফাইনান্সিং হবে। এই কথা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমান করেছেন। এবং নোট সার্কুলেশান মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি দেখেন, তাহলে আমরা দেখছি যে ১৯৫৬ সালে ২,২০৮ কোটি টাকার নোট বাজারে চালু ছিল। ১৯৭১ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। যার ফলে আমরা দেখছি ৫৩৮ পার্সেণ্ট নোট সার্কুলেশান হয়েছে। কেন? মূল কংগ্রেসের সংকট কেন হয়, সেটা মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারবেন যে পরিমাণ নোট ছাপা হয়েছে, কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় সেই পরিমাণ বা তার কাছাকাছি কোন ছোট মুদ্রা বাজারে চালু করা এবং এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য বৃদ্ধি কি দারুনভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা মধ্যবিত্ত, সরকারী

হিসাব মতে তাদের শতকরা ৪০ ভাগ যায় তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে। আর যারা ওয়ার্কিং পিপল তাদের ৬০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ টাকা যায় শুধু খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই হচ্ছে ডিফিসিট ফাইনান্সের ফল। তারপর আমরা যদি দেখি যে বিদেশ থেকে যে টাকা আমাদের যে টাকা আনা হয়, এখানে আমি আলোচনার মধ্যে শুনেছি যে বিদেশ থেকে টাকা না এনে কোন দেশই বড় হতে পারেনা। আমি এখানে একটি ছোট ছবি দেখতে চাই যে টাকা আমরা এনেছি-প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা আমাদের বৈদেশিক ঋণ হিসাবে এবং সেই ঋণের সুদ দিতে হবে ৪৫০ কোটি টাকা। এটা আমার কথা নয় মিডটার্ম এপ্রাইজেল কমিটি যেটি হয়েছে গ্রামীন কমিশন যেটি করা হয়েছে এবং পার্লামেন্টের সামনে সেই রিপোর্ট উপস্থিত করেছেন। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা আমাদের ঋণের সুদ অথবা ডেট্ট সার্ভিসিংয়ের জন্য দিতে হবে। আমরা দেখছি যে আমাদের এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে এবং এই এক্সপোর্ট বারাতে হলে ৮ হাজার ৩শত কোটি টাকা—মনে হতে পারে এই সব কথা কেন আলোচনা হচ্ছে— কিন্তু এক্সপোর্ট বাড়ানোর অর্থ কি মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। আমাদের এখানে কি তৈরী হয় এক্সপোর্ট করার মত। চা তৈরী হয়। এক্সপোর্ট যদি বাড়াতে হয় সেই এক্সপোর্টের দাম কমাতে হবে চায়ের দাম কমাতে হবে। অল্প দরে চা তৈরী করতে হলে, অল্প দরে চা তৈরী করার জন্য আমরা শ্রমিকদের শোষণ না করে অল্প দামে চা তৈরী করতে পারি না। এবং সেই শোষণ কি ভাবে বাড়ছে আমি একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের এই ত্রিপুরাতে চায়ের একারেজ কত ছিল। ৯৯,৯৯ হেক্টার থেকে ১০১,০২ হেক্টার বেড়েছে, চায়ের বাগানের পরিমাণ বেড়েছে। চায়ের রেজিষ্টার্ড লেবার কত হয়েছে, রেজিষ্টার্ড লেবার ১২ হাজার থেকে কমে, ১৯ ১ সালে ছিল ১২ হাজার আর আজকে ৫,৩৪২ হয়েছে রেজিষ্টার্ড লেবার। শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেল অথচ চায়ের বাগান বেড়ে গেল। চায়ের উৎপাদন কি হয়েছে, ২৬ লক্ষ কে, জি, ছিল ২৮ লক্ষ কে, জি হয়েছে। চায়ের উৎপাদন বেড়েছে চায়ের বাগানের এলাকা বেড়েছে আর শ্রমিক অর্দ্ধেক হয়েছে এবং তাদের মজুরী? মজুরী হচ্ছে টাঃ ১'৯০ যা আমাদের ভারতের কোথাও নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে পাট সস্তায় পেতে হবে। পাটের প্রতিযোগীতা চলছে বিদেশে তার জন্য ২০ টাকায় পাট কিনতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এই হাউসে বলা হয়েছে যে এক ছিটা পাট গভর্ণমেন্ট কিনে নি। এবং এখানে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা হয়েছে। দেড় লক্ষ বেল যেখানে আমাদের পাট তৈরী হবে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন ৫ লক্ষ বেল পাট কিনবে তাও সরাসরি নয় আমাদের করপোরেশান মারফৎ কিনা হবে এবং এখানে এই হাউসে গভর্ণমেন্ট বলেছেন গত বছর এক ছিটা পাট গভর্ণমেন্ট কিনে নি। দর বেধে কি হবে, কে কিনবে, গভর্ণমেন্ট কিনছে না। এই হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফল। বিদেশে আমাদের সস্তায় মাল পাঠাতে হবে সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কৃষকদের সর্বনাশ করছেন শোষণের মাত্রা বাড়াচ্ছেন। আমাদের শ্রমিকদের সর্বনাশ করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই প্ল্যান এই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত অথচ কোথাও বলা হল না একটা মিডটার্ম প্ল্যানের কোন এপ্রাইজেল হল না এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলে গেল আমরা কি করতে পেরেছি, কতটুকু বরাদ্দ ছিল, কি টার্গেট ছিল,যা ছিল করার কতটুকু করেছি। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট থেকে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি—একটা ডিপার্টমেন্টই শুধু আমি তুলে ধরছি। সেটি হচ্ছে এনিমেল হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্ট। আমাদের ৬০ লক্ষ টাকা প্ল্যানে বরাদ্দ ছিল চতুর্থ পরিকল্পনায় এবং এই দুই বছরে ৯,৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আমি যদি বলি মিল্কের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪৪ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করেছি ২,৬৬ লক্ষ টাকা। দুধের উৎপাদন কমেছে এখানে আমাদের এই বিধান সভায় স্বীকৃত হয়েছে, দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে না। ৫টি দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার কথা বলা হয়েছিল পরিকল্পনার মধ্যে কিন্তু আমরা জানতে পারিনি কয়টি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে দুগ্ধের সরবরাহ বাড়াবার জন্য। শিশুরা দুগ্ধ পায় না অথচ ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারছিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ৪৪ লক্ষ টাকা টাকা পোলট্রির জন্য বরাদ্দ আছে এবং ২ বছরে খরচ হয়েছে ৯,৫১ লক্ষ টাকা। এই হচ্ছে প্ল্যান পারফামেন্স। ইরিগেশান যদি বলেন, ইরিগেশানে আমি এখানে যা দেখলাম অলসো ইন দি বাজেট—যদি লক্ষ করি বাজেটে এক জায়গায় আছে। কিন্তু ইরিগেশানে কি খরচ করা হয়েছে? মিডিয়াম এবং লার্জ ইরিগেশানের জন্য যা আমাদের বরাদ্দ ছিল তার ১,৪ পারসেন্ট টাকা খরচ করা হয়েছে গত দুই বছরে। আমি বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। এডুকেশান এর এনরোলমেন্ট ইত্যাদি অনেক কথাই বলা হয়েছে। শতকরা ৮০ জন ছাত্রই ভর্তি হচ্ছে এই সমস্ত কথা। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা কোথা থেকে তথ্য পান আমি ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি একটি স্কুলেও ৫ জন ৭জন ১০জনের বেশী ছাত্র দেখিনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রীদের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট যদি খোঁজ করে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত শতকরা ৫০জন ছাত্রই যেতে পারে না এই হচ্ছে সরকারী তথ্য এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই আমাদের এডুকেশানের প্রগেস তারা দেখছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই টি, ডি, ব্লক যা তারা করেছিলেন সেই টি, ডি, ব্লক আর বাড়াবেন কিনা? আমি এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি করবেন জানি না কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি বলেছেন, তারা বলেছেন টি, ডি, ব্লক একটি ব্যর্থতা। তাদের কথায় did not help on the socio economic development on the scheduled tribes," আমরা বহুদিন যাবত এই চীৎকার করে আসছি যে টি, ডি, ব্লক হচ্ছে একটা ভাওতাবাজী, ট্রাইবেল এলাকা ডিমার্কেট করে দাও। এ, আর, সি,র রিপোর্ট অনুসারে সেখানে তাদের স্বায়ত্বশাসন দাও। সেখানে তাদের নিজেদের অগ্রগতির পথ নিজেদের বেছে নিতে দাও। সেটি না করার ফলে সেটি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বেসিক প্রোবলেমে এই বাজেটে টাচ করার কোন সুযোগ নাই।

আমাদের বেসিক প্রোবলেম বলতে কি বুঝি—কৃষি প্রোবলেম।. শতকরা ৮০জন হচ্ছে কৃষক এবং সেই শতকরা ৮০জনের হাত থেকে তাদের জমি চলে যাচ্ছে মহাজনের হাতে। এখানে এই হাউসের সামনে এই যে তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে ৩৪,৫৬০ একর জমি হয়তো এই বছরেই কৃষকদের হাত হতে চলে গিয়েছে। কার হাত থেকে চলে গিয়েছে, বড় বড় ধনীদের হাত থেকে, বড় বড় জোতদারদের হাত থেকে না, যারা ২ কানি, ৫, কানি ৭ কানি জমির কৃষক তাদের হাত থেকে। তাদের হাত থেকেই এই জমি চলে যচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলেন আইন করে দেওয়া হয়েছে, পাহাড়ীদের জমি কারও হাতে যেতে পারবে না। লেখা আছে কাগজের মাধ্যমে নট টু বি ট্রেন্সফার ইন টেন ইয়ারস। আইনের মধ্যে আছে ডি, এম, এর পারমিশন লাগবে। ধনতান্ত্রিক জগতে কোন দিন জমি কৃষকদের হাতে রাখতে পারে না। আমার এলাকার মধ্যে ১০টি ভূমিহীন কলোনী আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই ভূমিহীন কলোনীতে আমি দেখেছি সেই কলোনীর জমি সেখানকার ভূমিহীনদের হাতে নেই। এক হাতে আমলা জমি দিচ্ছে আর এক হাতে সেখানকার মহাজনরা. বড় বড় জোতদাররা তাদের জমি নিয়ে যাচ্ছে। ৫০ টাকা ৬০ টাকা দরে নিয়ে যাচ্ছে। তৈতমা কলোনীতে যান, বিভিন্ন কলোনীতে যান—আপনারা বলতে পারেন মাননীয় স্পীকার স্যার, বলতে পারেন যে কি করে যায়। বে-আইনী ভাবে যায়। কিন্তু আইনের একটি বাহ্যিক চেহারা তারা রাখেন। সেদিন মধ্যপিলাক গিয়েছিলাম। মধ্যপিলাক এর রাজেন্দ্র ভৌমিক, যামিনী মজুমদার কিছু ট্রাইবেলদের জমি কিনেছেন কার নামে কিনেছেন আছাইছি মগের নামে সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ট্রাইবেলদের জমি নিজের নামে রেজিস্ট্রী করেন এবং রেজিস্ট্রী করে পাহাড়ীদের দিয়েই চাষ করান। জানিনা কি স্বার্থ আছে সেখানে। কিন্তু তিনি তা করছেন। তিনি একজন ট্রাইবেল দরদি এবং ট্রাইবেল এলাকাতে নির্বাচিত। এই ধরনের ঘটনা আজকে ঘটছে সেখানে।

১৯৬০ সালে ল্যাণ্ড রিফরমস আইন পাশ হয়েছে, আমরা সেটেলমেন্টের কথা জানি, সেটেলমেন্টে কত দুর্নীতি চলছে কিন্তু কি হয়েছে? এই হাউসের সামনে তথ্য দেওয়া হল ৫১৬টি পরিবারের যারা একদেস জমির মালিক, কিন্তু এবারকার বিধানসভায় তথ্য দেওয়া হল ২১৫ জন বড় জোতদার পাওয়া গিয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে ৫১৬ কি করে ২১৫ হল, কে কারচুপি করল? এবং এই ২১৫ জনের নামের মধ্যে ১৩ জনের নাম আছে, আর বাকী যারা তারা জমি সামলে নিয়েছে এবং এই ১৩ জন'এর মধ্যে আমরা দেখছি হাউসের মেম্বারও আছেন।

অথচ বলে দেওয়া হল একসেস জমি ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি সেই একসেস জমি ভূমিহীনদের কাছে যায়নি, কেন যায়নি, সেই সম্পর্কে এখনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভূমিহীন কৃষক জমি পাচ্ছে না কিংবা যে ভূমিহীন কৃষক জমি আবাদ করছিল, তাকে জমি থেকে পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পাইখলাতে ল্যাণ্ড ডিসপিউটের কথা আপনারা জানেন। ১০ বছর হয়েছে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক, তার মধ্যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি আছে, তারা ভূমি পাচ্ছে না, বিলোনিয়া থেকে এসে সেই জমি পাচ্ছে এবং আবাদ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমনি করে লক্ষ্মীনারায়ণপুর, তেমনি করে মহাবীরে, তেমনি করে রাণীরবাগানের দিকে, আমাদের এখানে রাণীরবাজারের এবং আমাদের জিরানিয়া প্রজাদের জমি.........

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য. সেকাপ অব ডিবেট অন এপ্রপ্রিয়েশান বিল, সেই সম্পর্কে —Practice and Procedure of Parliament পড়ে শুনাচ্ছি —

Scope of Discussion—"The debate on an Appropriation Bill is restricted to matters of public importance or administrative policy in the grants covered by the Bill and which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion.

The various points that have been discussed at length during the course of the debates relating to the various demands for grants cannot be the subject matter of discussion on Appropriation Bills.

Subjects on which cut motions were moved and negatived during the discussion on demands for grants are not permited to be discussed again during the discussion on Appropriation Bills.

Whatever is not relevant to the discussion on demands for grants is also not relevant to the debate on the Appropriation Bills

Matters of detail are not gone into during the discussion on an Appropriation Bill."

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যখন খবর নিয়েছি, যেগুলি উঠেনি সেগুলি আমি বলব, যেগুলি উঠেছে, সেগুলি বলবনা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কি চাচ্ছি, ১৯৬০ সালে ভূমি আইন পাশ হয়েছে আজকে ১৯৭২ সাল, সেখানে এ্যালটমেন্ট রুলস'এ আছে, কাকে প্রাধান্য দিতে হবে, ঠিক হয়েছে- তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি অগ্রাধিকার পাবে, এ্যালটমেন্ট রুলস কি মানা

হয়েছে? কোন জায়গায় মানা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাঁইখোরাতে আসুন, ভূমিহীনরা এক কানি জমিও দখল করেনি, কিন্তু এঁদের সাহস নেই যে সেখানে আসেন, সেখানে আজকে বার বছর যাবত ডিসপিউট চলছে, পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে কি ডিসপিউট মিমাংসা করা যাবে? লক্ষীনারায়নপুর সেখানে বিধান সভার কমিটি রায় দিয়েছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার বিধান সভার একটি কমিটি রায় দিয়েছে সেটা পর্যন্ত মানা হয়নি, পুলিশ দিয়ে সেখানকার ভূমিহীনদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মহাবীর সম্পর্কে কোর্টের রায় আছে ওটা চা বাগানের জমি নয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, চা বাগানের একসেস জমি সম্পর্কে আজকে বার বছর চলে গেল, কিছু হয়নি, কেন করা হয়না আমরা জানতে চাই যে কেন করা হলনা? চা বাগানের একসেস জমি বিক্রী করে ফেলেছে. আমি তাদের নাম বলছি না,আমাদের জমি,গভর্ণমেন্টের জমি বিক্রী করে দিচ্ছে, টাকা লুট করছে, অথচ আমাদের সরকার এই হাউসের মধ্যে বলেছেন যে এই বার বছরের মধ্যে একসেস ল্যাণ্ড কি হবে এখন পর্যন্ত ঠিক করিনি কোন চা বাগানের কতটুকু একসেস ল্যাণ্ড। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সেজন্যই বলছি এখানে উনারা ভাল ভাল কথা বলেন— আমরা ভূমিহীনকে জমি দেব। সিলিং দাবী করেছি,আপনারা বলছেন সিলিং ঠিক করে দেওয়া হবে, কিন্তু মাননীয় স্পীকার,স্যার, আমরা জানি ওরা জমি দিতে পারবে না, কারণ ওরা ভূমি যাদের কম, তাদের জমি বিক্রী করা বন্ধ করতে পারবে না, ট্রান্সফার বন্ধ করতে পারবেনা, জমির কোরফা রাইট স্বীকার করতে পারবেনা, সেই সমস্ত লোক, যাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের উচ্ছেদ বন্ধ করতে পারবেনা, সেটা ওরা করতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রীণ রিভলিউশানের কথা বলা হচ্ছে, এই হচ্ছে তার চেহারা এবং আমরা জানি যে কোন কোন জায়গায় স্টারভেশানে ডেথ হচ্ছে। আমরা দেখছি মানিকপুর গত জুন মাসে নকতানী ত্রিপুরা মারা গেছে, মদন ত্রিপুরা মারা গেছে, যোগেন্দ্র ত্রিপুরা মারা গেছে, রেজারাম ত্রিপুরা মারা গেছে। সাব্রুমের মাগরুমে রতন ত্রিপুরা, চন্দ্রদাস ত্রিপুরা, যাত্রামোহন ত্রিপুরা, হরেন্দ্র ত্রিপুরা মারা গেছে এবং আমরা দেখছি অন্যান্য এলাকায়ও এই দুর্ভিক্ষ চলছে। আজকে সেখানে সাহায্যের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। রাইমা সরমার সমগ্র এলাকা, আজকে সেখান থেকে লোক এসেছে সেখানে তারা কোন সাহায্য পাচ্ছে না এবং তার জন্য সেখানে অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের দিন কাটছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই হচ্ছে কৃষকের চেহারা। আর শ্রমিকের চেহারা কি? এখানে শ্রম দপ্তর'এর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাবনা। কিন্তু আমাদের তো ...

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, নৃপেন বাবু যে আলোচনা করছেন, সম্পূর্ণ এপ্রপ্রিয়েশান বিলের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইরেগুলার। উনি বলছেন যে উনি যে সমস্ত পয়েন্ট আলোচনা হয়নি, সেগুলি শুধু এখনে উপস্থিত করছেন, যে সমস্ত ডিমাণ্ড

এর উপর আলোচনা হয়নি,তার উপর উনি বলছেন। এপ্রপ্রিয়েশান বিলে এমন কোন সুযোগ নেই যে বাজেটের উপর, ডিমাণ্ডের উপর যে বরাদ্দ বা অন্যান্য ডিমাণ্ড যেগুলি একসেপটেড হয়ে গেছে নূতনভাবে তার উপর আলোচনা করবেন, এপ্রপ্রিয়েশানে সেই সুযোগ নেই। যদি তার উপর আলোচনা করতে দেওয়া হয়, তাহলে আমরাও আবার সেগুলির উপর পুনরায় আলোচনা করতে পারি।

Mr. Speaker :—Scope of discussion on the Appropriation Bill is very limited.

Shri Jaduprasanna Bhattacharjee :— তিনি হোল ডিমাণ্ড'এর উপর বলছেন।

Shri Nipendra Chakraborty :—Mr, Speaker, Sir, I abide by your decision.

মাননীয় স্পীকার, স্যার শ্রমিকরা শুধু টাকাই চায় না।

Mr. Speaker :—Hon' ble Member, I would request you only to discuss on the principle.—আপনি প্রিন্সিপলের উপর বলে যান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি ডিটেলসে যাবনা।

শ্রমিকরা শুধু টাকাই চায়না, শ্রম আইন আজকে পাশ হয়েছে, কিন্তু কি হচ্ছে, আমি তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। কন্ট্রাক্ট লেবার এ্যাক্ট একটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আছে কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার আজকে পর্য্যন্ত তার রুলস তৈরী করতে পারেন নি। কন্ট্রাক্টরের অধীনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। ২০জন শ্রমিক যদি কাজ করে তাহলে তাদের রেজিষ্ট্রী করতে হবে, কতকগুলি আইন-কানুন মানতে হবে কিন্তু সরকার এই আইন চালু করছেন না। প্ল্যানটেশান লেবার আইন চালু হচ্ছে না, মোটর ওয়ার্কার্স আইন চালু হচ্ছে না, শ্রমিকদের কাজের আজকে নিরাপত্তা কোথায়? অধিকাংশ আইনই করা হয়েছে, যা দিয়ে মালিকরা রেহাই পেয়ে যেতে পারে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলহয়েছে কিন্তু রিজিওন্যাল অফিস হয়নি, লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয় পড়ে আছে। কিন্তু রিজন্যাল অফিস নাই! কোথায় যাবে শ্রমিকরা। কলকাতায় যাবে টাকা আদায়ের জন্য? মাননীয় স্পীকার, স্যার, লেবার কোর্ট

নাই। একজন জাজকে দেওয়া হয়েছে। একটা কমপেনসেশান কেস দুই বছর, তিন বছর পাঁচ বছর চলে যাচ্ছে। একটা সেপারেট লেবার কোর্ট আজও পর্যন্ত হল না। আমি প্রিন্সিপালগুলি উল্লেখ করলাম যে এইগুলি নাই এবং আশ্চর্যের কথা যে এই সমস্ত জিনিষ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশানের মধ্যে এমন কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বক্তৃতার মধ্যে করাপশন সম্পর্কে একটা কথা নাই। সমস্ত বিভাগীয় ক্যাম্পের অডিট হল, কানপুরের এস, ডি, ও এর অফিস অডিট হল এবং সেখানে দেখেছি যে ১ টাকা ১০ পয়সা হচ্ছে দৈনিক বরাদ্দ। ১ টাকা ১৬ পয়সা করে সেখানে তাদের কেটে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে তাদের দেওয়া হচ্ছে ৬০ পয়সা থেকে ৭০ পয়সা। আর টাকা নিয়ে কি করা হচ্ছে? দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা? এইগুলির কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে? শুধু এস, ডি, ও এর অফিস কেন, কেন এস, ডি, এম, সাউথের অফিস অডিট করা হবে না? মিটিং হচ্ছে এবং অত্যন্ত মিষ্টিরিয়াস কনডিশনের মধ্যে মিটিং হচ্ছে এবং শুনলাম যে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে তাদের পি, ডি, অ্যাক্টে এবং মিসাতে—

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য, দীজ আর নট রিকোয়ার্ড টু বি ডিস্‌কাস্‌ড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী: — অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়েই বলছি। সাড়ে চার কোটি টাকা —

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান অ্যাক্ট সম্বন্ধে যে পলিসি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— যদি একটা কথা আমরা না বলতে পারি তাহলে আমরা মনে করব যে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—এইগুলি জেনারেল ডিবেটে বলা যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার যদি বলেন যে এটা রিপিটেশান হচ্ছে তাহলে আমি বলবনা। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি দেখছি * * *

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্পর্কে যে অ্যান্টি করাপশন কমিটি ছিল সেই কমিটি রায় দিয়েছিল, মাননীয় স্পীকার জানেন যে কয়েকদিন আগে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি পর্যন্ত কমিশনের কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ;—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি কি আমাদের এই রকম সময় দিবেন বলবার?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, দেব। নিশ্চয়ই দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাণীরবাজারে মন্ত্রীর বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি যাবে। ৩,০০০ টাকা তার খরচ বরাদ্দ ছিল। দুই হাজার টাকা পাবলিক মানি থেকে যাবে কারণ ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক হচ্ছে। শুধু রাণীরবাজারের মন্ত্রীর বাড়ীতে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক হবে কেন। গ্রামে যদি ইলেকট্রিসিটি যায় সেখানে তিনি ২০০ টাকা দিবেন আর বাকী টাকাটা কে দেবে? ইজ ইট নট করাপ্শন? কাজেই আমি যে উপরতলার কথা বলছিলাম সেই উপর তলার করাপ্শন বন্ধ করুন।

Mr, Speaker :—Hon'ble Member, you are going again beyond the policy of the Bill.

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে আমি বন্ধ করছি আমার আলোচনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বাজেট, এই বাজেট যখন জনসাধারনের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবেনা তখন তারা নিয়ে আসে পুলিস। আমি চম্পকনগরের কথা বলতে চাই না সেটা আলোচনা হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই যে ১৯৭০ সালে চা বাগানের শ্রমিকেরা ১ টাকা ৬০ পয়সা মজুরীর জায়গায় ১ টাকা ৯০ পয়সা করার জন্য আন্দোলন করেছে। তাদের কেস এখনও চলবে? যারা সমর্থন করেছিল তারা হয়রান হবে? কোন্ জায়গায় আছে? ভারতবর্ষের ইন্দিরাজীর অত্যাচার তো পুলিশের অত্যাচার সব জায়গাতেই চলছে। কিন্তু এই রকম অত্যাচার, এই রকম হয়রানী। আজকে আমরা দেখছি যেসমস্ত ঘটনা এখানে ঘটছে যে সমস্ত পুরানো কেস বিভিন্ন জায়গাতে রয়েছে। সোনামুড়াতে একটা ছেলে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন করেছিল। তাকে গুলি করে মারা হয়েছে, কাজল বর্মণকে। কিন্তু যারা আন্দোলন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আজকেও সেই মামলা আছে এবং যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বরাদ্দ এখানে দাবী করা হয়েছে এই বরাদ্দের টাকা ত্রিপুরার জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না বলেই পুলিশের বরাদ্দকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতে সাধারণ পুলিশের তো কোন সুবিধা হবে না। বাইরে থেকে যে পুলিশ আসে তারা রেশন ফ্রি পায়। কিন্তু এখানকার পুলিশ তাদের জন্য দরকার নাই। চাম্প্যামুড়াতে দেখেছি এখানকার পুলিশ নেই, বি, এম, পি, দিয়ে লাঠি চালনা হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, চাম্পামুড়া নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এই হাউসে।

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এই হাউসে। তবে তিনি টাচ করে যেতে পারেন। এত ডিসকাশনের কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি এখানে একটা ইম্পোর্টেন্ট পয়েন্ট টাচ্ করে যাচ্ছি। সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের এখানকার যে পুলিশ এবং বাইরের যারা পুলিশ তার মধ্যে কেন ডিসক্রিমেনেশান করা হবে।

শ্রীমনসুর আলী :—এটা বলার প্রয়োজন নাই মাননীয় স্পীকার, স্যার,। অজয়বাবু এ সম্বন্ধে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— একই বিষয় বার বার বলার কোন দরকার নাই। যেখানে রিপিটেশান আমাদের রুলেই অ্যালাও করে না, আর আমাদের তেমন সময়ও নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে বলেছি যে বাইরে থেকে পুলিশকে আনা হচ্ছে, বি, এস, পি,কে আনা হচ্ছে এই জন্য যে ত্রিপুরার পুলিশ দিয়ে ঠেকানো যাবে না।

(নয়েজ)

শ্রীমনসুর আলী :—স্যার বাইরে থেকে যেসব পুলিশ এসেছে, তাদেরকে রেশন দেওয়া হয়, আর এখানকার পুলিশের রেশন দেওয়া হয় না, এই সমস্ত কথা এখানে এই আলোচনায় উনার বলার প্রয়োজন নেই।

(গোলমাল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, লাষ্টলী আমি বলছি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে ৬ষ্ঠ ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়েছে, তার কাছে আমাদের সরকার কিভাবে বক্তব্য রাখবেন, আমরা জানি না। এর আগেও আমি বলেছি এবং আজকেও আবার সেটা রিপিট করছি যে আমাদের ষ্টেটিটিউরী গ্র্যান্ট বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। শুধু প্লেনের গ্রেন্টের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, এমন গ্রেন্ট আমরা চাই, যে গ্রেন্টের উপর আমাদের কন্ট্রোল থাকবে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কন্টেল আমাদের যে সমস্ত পরিকল্পনা, সেগুলিতে যেন পরিচালিত

না হয়, আমাদের নিজস্ব যে মত সেটা যাতে আমরা খাটাতে পারি, সেই রকম স্টেটিটিউরী গ্রেন্ট আমাদের চাই। এখানে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের এলাকাকে, সমগ্র ত্রিপুরাকে একটা ব্যাক-ওয়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট বলে গন্য করুক, কোন কোন ষ্টেটে দুইটা ডিষ্ট্রিক্ট আছে আবার কোন কোন ষ্টেটে একটা ডিষ্ট্রিক্ট আছে এবং আমাদের সমগ্র ত্রিপুরাকে একটা ডিষ্ট্রিক্ট করেছেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট করে কি করেছেন, না তারা শিল্প করতে চান, তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হউক যাতে করে আমাদের এখানে শিল্প করলে পরে আমাদের এ্যামপ্লয়মেন্ট হয় এবং আমাদের জায়গার উন্নতি হয়। কিন্তু মিঃ…… রিপোর্ট যদি মাননীয় সদস্যরা পড়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে যে সম্ভাবনা কম। কে আসবে এখানে ব্যাক-ওয়ার্ড এরিয়াতে শিল্প করতে? আজকে যেখানে শিল্পের জায়গা, সেখানে শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। তাই আমি এখানে বলতে চাই যে ষ্টেটিটিউরী গ্রেন্ট যদি আমরা না পাই, তাহলে আমরা সেই সেক্টারে, এখানে বলা হয়েছে যে টাকা রেখেছি আমরা সেটা শেয়ার কিনবার জন্য নয়। আমরা বলছি ষ্টেট সেক্টারে যদি না করি তাহলে শিল্প আমাদের এখানে গড়ে উঠবেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাগজের শিল্প করার জন্য ২ বছর আগে সার্ভে করা হয়েছে, সেই কাগজের শিল্প মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ডে হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে হয়নি। আমরা যদি ষ্টেটিটিউটরী গ্রেন্ট না পাই, তাহলে আমরা এই কাজে অগ্রসর হতে পারব না। এই যে বেকার সমস্যা, যে কথা এখানে বলা হয়েছে, সেই সমস্যার সমাধানের ২টি পথ হতে পারে। আমি বলেছি. সেটির একটি হচ্ছে বৈদ্যুতিকরণ। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট দেখেছি, ৫৭ লক্ষ পাম্পিং সেট তারা ইলেকট্রিফাইড করেছেন। ইলেক্সিটিতে ৫৭ লক্ষ পাম্পসেট সারা ভারতের মধ্যে চলছে। তাই আমি আমাদের মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞাস করি, আমাদের ত্রিপুরাতে কয়টি পাম্প সেট চলছে। এতগুলি পাম্পিং সেট যদি ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে চালু হত, তাহলে বেকার সমস্যার সমাধানের এই যে বিরাটতর সেটা আজকে আমাদের চোখের সামনে এভাবে ভেসে উঠত না, ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার সমস্যাটা এত কঠিন হত না এবং সেই সংগে টিলাজমিকে আবাদ করার প্রশ্ন এত কঠিন হয়ে দাঁড়াতো না। আমি কয়েক দিন আগে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু থেকে এসেছি এবং সেখানে দেখে এসেছি যে শতকরা ৭৫টি গ্রাম ইলেকট্রিফাইড হয়েছে, আর মাত্র ২৫ ভাগ বাকী আছে, এও তারা আগামী ১৯৭৫ সালের মধ্যে করতে পারবে বলে আশা করছে। এটা আমার কথা নয়, সরকারী রিপোর্ট থেকে বলা হয়েছে এবং গ্রামে গ্রামে তারা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চালাচ্ছে। কাজেই এই ইলেকট্রিফাইড পাম্প সেট আমাদের এখানেও চালু করতে চাই। তার জন্য শুধু অমিয়াম নয়, বাইরে থেকে যেমন বাংলা দেশ থেকে ইলেকট্রিসিটি আনা হউক। আমরা এও চাই যে আমাদের এখানকার ডম্বুর পরিকল্পনা চালু করা হউক। এই তিন দিক থেকে যেমন বাংলা দেশের চট্টগ্রামের কাপ্তাই থেকে, অমিয়াম থেকে এবং আমাদের ডম্বুর

পরিকল্পনা যেটা এখনও জলের তলে রয়েছে, সেটাকে যদি ভাসানো যায় তাহলে আমরা আশা করব যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার কৃষকেরা তাদের চাষ আবাদের ব্যবস্থাকে আরও উন্নতি করতে পারবে।

শ্রীযত্ন প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য:— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এপ্রোপ্রিয়েশান বিল ফর ১৯৭২ যেটা পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর এই বিলের উপর আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতা নৃপেন বাবু যে সমস্ত কথা আলোচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ আলোচনাটাই আমার কাছে ইল্লিগেল বলে মনে হয়েছে। কারণ এখানে এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের আলোচনা করবার জন্য লিগ্যাল স্কোপ রয়েছে, তিনি সেই সমস্ত স্কোপকে এড়িয়ে বাজেট সেসানের যে সময়টা তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বলে কোন বক্তব্য রাখতে পারেন নি, আজকে এই আলোচনার সুযোগ নিয়ে তিনি সেটা করেছেন বলে আমি মনে করি। আজকের এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম যে ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন তাতে আমার মনে হয় তিনি যেন ত্রিপুরার এ্যাসেম্ব্লীতে বসে কথা বলছেন না, তিনি যেন পার্লামেন্টে বসে কথা বলছেন। তিনি এখানে ডিফিসিট ফাইনান্সিং এর কথা বলেছেন কিন্তু এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের আলোচনায়, এটা এখানে আসে না। তিনি এই ডিফিসিট ফাইনান্সিং এর কথা এখানে বলে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের আমলে ডিফিসিট ফাইনানসিং হবে, আর ট্যাক্সেশান ইত্যাদি হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আজকে উন্নয়নশীল দেশে যে প্লেনিং হয়, সেই প্লেনিং এ ডিফিসিট ফাইনান্সিং তখনই হয় যে প্লেনের যে টার্গেট ফর প্রডাক্শান ধরা থাকে এবং সেই টার্গেট ফর প্রডাক্শনের এ্যাচিভমেন্টের জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট ধরা থাকে সেই প্রডাক্শান যদি এ টার্গের অনুসারে না হয়, তাহলে সেখানে ডিফিসিট ফাইনান্সিং হতে বাধ্য, এবং সেই প্রডাক্শান যদি একর্ডিং টু ইনভেষ্টমেন্ট না হয়, তারজন্য আমরা দেখেছি যে এই কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্লেনিংকে বানচাল করবার জন্য উগ্রপন্থী বামপন্থীরা বারবার কল কারখানায় লকআউট সৃষ্টি করেছে, হরতাল, ষ্ট্রাইক ইত্যাদি করেছে এবং নানা ভাবে বন্ধ ইত্যাদি করে আমাদের দেশের প্রডাক্শানকে ব্যাহত করেছে! সেখানে আজকে বাংলা বন্ধ কালকে বিহার বন্ধ ইত্যাদি করতে আমরা তাদেরকে দেখেছি এবং এভাবে তারা প্রডাক্শানকে বারবার ব্যাহত করেছে এবং তারই জন্য আমাদের বাধ্য হয়ে এই ডিফিসিট ফাইনান্সিং এর সুযোগ নিতে হয়। যা হউক আজকে এই আলোচনার বিষয় বস্তু এটা নয়। তাছাড়া ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত আলোচনা আগেই হয়ে গিয়েছে, সেগুলিই তিনি এখন নূতন করে পুনারাবৃত্তি করছেন। তবে এই টুকু বুঝেছি, যে তার আলোচনার সময়ে, তার আলোচনার স্কোপ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন, যেহেতু তিনি তার স্কোপকে এড়িয়ে গিয়ে তার ইচ্ছামত যে কথা বলতে চেয়েছেন, সেই কথায় বাধা প্রাপ্ত হয়ে তিনি কিছুটা দুরলিপ্ত হয়েই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে

আক্রমণ করেছেন। যে কেস আমার বিরুদ্ধে কোর্টে আণ্ডার ট্রায়েল, সেই কেস সম্পর্কে তিনি এখানে আলোচনা এনেছেন, সেজন্য আমি খুব দুঃখিত। যেহেতু এটা আণ্ডার ট্রায়েল কেস, সেহেতু আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি কতগুলি অভিযোগ এনেছেন যেমন কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, তার বাড়ীর লাইটের কথা এনেছেন এবং বলেছেন যে মন্ত্রীরা সবাই করাপ্ট এবং ওরা নিজেরা বেশী সুযোগ সুবিধা নেয়। কিন্তু একটা কথা আমি এখানে মাননীয় অপজিশন লীডারকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এবারে উনার ভাতিজী চাকুরী পেয়েছেন এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে। তাছাড়া উনার বাড়ীর এমন কোন লোক নেই যারা চাকুরী পায় নি। আর একটা বিধবার ছেলে, যিনি নাকি শাক ভাত খাইয়ে তাকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করিয়েছে এবং সে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে সেই বিধবার ছেলে চাকুরী পায় নি। সেই বিধবা ভদ্র মহিলা গিয়ে ডিরেক্টারকে বলেছে যার বাড়ীতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর মাংস ভাত খায়—নৃপেন বাবুর বাড়ীতে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর মাংস ভাত খায়—তার মেয়ের চাকুরী হল আর আমার ছেলের চাকুরী হল না। নৃপেনবাবু এ বাড়ীতেই থাকেন। তিনি তাঁর ভাতিঝিকে বলতে পারতেন তুমি এই চাকুরীটি না নিয়ে এ' গরীব ছেলেটিকে দাও। কাজেই ওদের ন্যায়পরায়ণতা (গণ্ডগোল) আর একটি কথা আমি বলতে চাই এই যে এপ্রপ্রিয়েশান বিল এখানে আনা হয়েছে, তাতে ফাণ্ড যে ভাবে এলট করা হয়েছে এই বিলের উপরে তাকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

মিঃ স্পীকার—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) be taken into consideration at once.

Then it was put to voice vote and carried.

CL_2 do stand part of the Bill.

Then it was put to voice vote and agreed to.

CL_3 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and agreed to.

Schedule do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and agreed to.

CL_1 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and agreed to.

The Title do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and agreed to.

Next Business before the House is the passing of the Tripura Appropriation Bill. 1972 (Tripura Bill, No. 4 of 1972). I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No 4 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Then it was put to voice vote and Passed.

Shri Ajoy Biswas :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার.........

মিঃ স্পীকার :— আগামীকাল করতে পারব আশা করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— আগামী কাল। আজকেও শেষ করতে পারেনি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে ঘোষণা করেছিলেন...

মিঃ স্পীকার :—Please take your seat. I have discussed the matter in details with you and explained my difficulties (interruption)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি বলছেন একটি প.য়ন্ট কিন্তু আমাদের পয়েন্ট ছিল ৩টি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে বসুন (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—রুলিংএর কপি চেয়েছিলাম। আপনি যে একটি রুলিং দিয়েছিলেন সেই রুলিংয়ের কপি চেয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :—এখনও পাননি সেই চিঠি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমরা পাইনি।

মিঃ স্পীকার —আই হ্যাভ সেন্ট দি লেটার। চিঠি আমি সই করে দিয়েছি বলে আমার মনে হয়। আচ্ছা আমি দেখব। আমি দেখব।

Next item in the Business, is Government Resolution I shall request Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to move his Resolution for sanction of expenditure for a period of two months and eleven days with effect from 21st January, 1972 to the 31st March, 1972.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir,I beg to move that WHEREAS under Sub-Section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 the President may, at any time before the appointed day, authorised by order such expenditure from the Consolidated Fund of the State of Tripura as he deems necessary for a period of not more than six months beginning with the appointed day pending sanction of such expenditure by the Legislative Assembly of Tripura ;

AND WHEREAS under the proviso to the aforesaid sub-section (1) the Governor of Tripura may, after the appointed day, authorised by order such further expenditure from the Consolidated Fund of the State of Tripura as he deems necessary for any period not exceeding six months ;

AND WHEREAS in excercise of the said powers the President authorised expenditure amounting to thirty-one crores ninety-five lakhs eighty one thousand rupees as shown in column (2) of the Schedule and the Governor authorised further expenditure amounting to ninety-three lakhs forty thousand rupees as shown in column (3) of the Schedule ;

NOW, THEREFORE, this Assembly to hereby sanction the said expenditure of thirtytwo crores eightynine lakhs and twentyone thousand rupees.

being the total of clouma (2) and (3) of the schedule out of the Consolidated Fund of Tripura for a period of two months and eleven days with effect from the 21st January, 1972 to the 31st March, 1972 to defray changes in respect of different Departments and under Grants shown in the Schedule.

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Finance Minister that—WHEREAS under sub-sanction (1) of Section 44 of the North Eastern Area (Re-organisation) Act. 1971 the President may, at any time before the appointed day, authorised by order such expenditure from the Consolidated Fund of the State of Tripura as he deems necessary for a period of not more than six months beginning with the appointed day pending sanction of such expenditure by the Legislative Assembly of Tripura ;

AND WHELEAS unber the proviso to the aforesaid sub-section (1) the Governor of Tripura may, after the appointed day, authorise by order such further expenditure from the Consolidated Fund of the State of Tripura as he deems necessary for any period not exceeding six months ;

AND WHEREAS in exercise of the said powers the President authorised expenditure amounting to thirtyone crores ninetyfive lakhs eightyone thousand rupees as shown in column (2) of the Schedule and the Governor authorised further expenditure amounting to ninetythree lakhs forty thousand rupees as shown in column (3) of the Schedule ;

NOW, THEREFORE, this Assembly do hereby sanction the said expenditure of thirtytwo crores eightynine lakhs and twentyone thousand rupees being the total of column (2) and (3) of the Schedule out of the Consolidated Found of Tripura for a period of two months and eleven days with effect from the 21st January, 1972 to the 31st March, .1972 to defray charges in respect of different Departments and under Grants shown in the Schedule.

Then it was put to voice vote and carried.

শ্রীবাজুবান রিয়াং —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝি নাই। এটাকে বাংলায় বললে ভাল হতো।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সব সময় প্রশ্ন করলে অসুবিধায় পড়ে যাই এবং হাউসের সময় নষ্ট হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বুঝিয়ে দিন তাহলে সুবিধা হয়

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সবগুলি বিষয় ঠিক বাংলায় অনুবাদ করা সংগে সংগে সম্ভব নয় (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী .—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিন্তু বিধান সভা উদ্বোধনের সময় পরিস্কার করে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মাননীয় গভর্ণর ঘোষণা করেছিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ভাষা বাংলা ভাষা হবে। এবং প্রত্যেকটি কাজকর্মে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য এখন থেকে উদ্যোগ নেওয়া সুরু হল। আজকে এই বিধান সভায় এটাই প্রমান হবে যে ইংরেজী মূলত আমরা গ্রহণ করব এবং বাংলাকে একটুখানি সহকারী হিসাবে গ্রহণ করব। এটুকুই বুঝব এখন থেকে। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—শুনুন, আইনটা যদিও আমাদের পাশ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটাকে কার্যকরী করার জন্য যে সমস্ত অসুবিধা পরিভাষা ইত্যাদি না হওয়ার ফলে—সেজন্য এটি ইম্‌প্লিমেন্ট হচ্ছে না। (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—ইম্‌প্লিমেন্ট হচ্ছে না সেটি অন্য প্রশ্ন এখানে যদি প্রত্যেকটি ইংরেজী শব্দ বাংলায় আলোচনা করা না হয় তাহলে এই আইন করার কি অর্থ আছে। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এটা অনেক সময় লাগবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে মাইকটি ব্যবহার করছেন সেটি ঠিক ভাবে কাজ করছে না (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন পড়েন এত দ্রুত মন্ত্র পড়ার মত বলেন যে ঠিক বুঝা যায় না। যদি আস্তে আস্তে বলেন তাহলে হয়তো বুঝা যেতে পারে। (গণ্ডগোল)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মাননীয় সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যা পাঠ করলেন তার পিঠের মধ্যে সবটাই হুবুহু লেখা আছে আপনারা দেখুন। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি না বুঝে থাকেন, তাহলে আপনাদের কাছে রিজলিউশান কপি আছে। রিজলিউশানতো পাশ হয়ে গেছে ... ...

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— উনি এটাই বলছেন না অন্য কিছু বলছেন সেটা বুঝা যায় নাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আবার রিজল্যুশান ভোটে দিচ্ছি।

The Resolution was put to voice vote and carried,

Discussion on matters of Urgent Public Importance for short duration.

—•—

Mr. Speaker —Next item in the List of Business is discussion on Matters of Urgent Public Importance for short Duration on—

'ন্যায্য মূল্যের দোকানে খারাপ চাউল সরবরাহ করা সম্পর্কে।'

Notice has been given by Shri Tapas Dey. I call on Shri Dey to start discussion.

আমি আপনাদের একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই যে এই আলোচনা এক ঘণ্টা হবে। একজন রুলিং পার্টি থেকে বলবেন এবং আরেকজন অপজিশন থেকে বলবেন, তারপর মিনিষ্টার কন্‌সারন্‌ড্‌ রিপ্লাই দেবেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইটেম নাম্বার—৪'এ অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট রিজল্যুশান যেটা একটু আগে পাশ হয়ে গেল, তার উপর হাউসে ডিস্‌কাশনের সুযোগ ছিল কি না?

মিঃ স্পীকার :— আলোচনার স্কোপ ছিল, আপনারাতো আলোচনা করেন নি।

শ্রীরাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী রিজল্যুশান মুভ করার সংগে সংগে আপনি সেটা ভোটে দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের ডিসকাশনের সুযোগ দেননি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা চান নাই।

শ্রীঅনিল সরকার:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত দ্রুত হয়ে গেছে যে বলার সুযোগ ছিল কি না সেটা আমরা বুঝতে পারি নাই।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনার জন্য চাইলে নিশ্চয়ই আপনারা সুযোগ পেতেন।

শ্রীরাজুবান রিয়াং :— আপনি অন্যসময়ে আমাদের ইনভাইট করেন, নাম দেওয়ার জন্য বলেন, এই ক্ষেত্রেও আমরা ঐরকম কিছু একটা আশা করেছিলাম।

মিঃ স্পীকার:— আপনারা এইদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই যে আপনারা বলতে চান।

শ্রীসমর চৌধুরী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উপর আমাদের বলবার সুযোগ দেননি, এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিলের উপর বলারও সুযোগ আমাদের দেননি।

মিঃ স্পীকার :— অনেক সময় পর্য্যন্ত আলোচনা হয়েছে। আপনাদের নেতা প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। আর আলোচনার আবশ্যকতা রাখেননি।

মিঃ স্পীকার:— বিরোধী দলের নেতার ইম্পলাইড কনসেন্ট ছিল, সেই বলেই আমি করেছি।

নাও মিঃ দে (তাপস দে)।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি শর্ট নোটিশ ডিসকাসন যে এনেছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ন্যায্য মূল্যের দোকানে খারাপ চাউল সরবরাহ করা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের যে আদর্শ গরীবি হটাও, আমাদের আদর্শ গরীবকে বাঁচানো। আজকে আমি

.য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখব এটা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের বেঁচে থাকার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে খাদ্য, সেই খাদ্য নেই। আজকে যেহেতু জিনিষ-প:ত্রর দাম বাড়ছে, একদিকে কালবাজারীরা মজুত করছে, সেই কারণে রেশন শপ থেকে চাউল সরবরাহ করা হয়, সেই চাউল কি চাউল দেওয়া হয়, সেটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মাহোদয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে আমার দেশের কৃষকরা যে চাউল উৎপাদন করেন, আমাদের দেশের কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধান ফলন করেন, সেই চাউল প্রকিউর করে রেশানিং এর মাধ্যমে ইন্সপেক্টরী তাদের দিচ্ছি, এটা খুবই পরিতাপের এবং লজ্জার ব্যাপার। আজকে কৃষক জল সেচের প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও কায়িক পরিশ্রম করে জমিতে ফসল ফলিয়ে যা পাচ্ছেন, তার প্রতিদানে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে চাউল আমরা কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছি, এবং পরে যে চাউল কৃষকদের খাওয়াচ্ছি, সেই চাউলের মান খুবই নিম্ন, সেটার মধ্যে কাকড় মিশানো, তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের পাঁচ মিশালী চাউল থাকে যা খেলে পরে পুষ্টি হওয়া দূরের কথা, অপুষ্টিকর রোগে ভোগতে হয়। রেশান শপের চাউল খেলে পরে ডাক্তারের প্রয়োজন লাগে। অথচ গ্রামাঞ্চলে কোন ডাক্তারের ব্যবস্থাও তেমন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তার স্যাম্পল দেখাতে পারি কি ধরনের চাউল সরকার খাওয়াচ্ছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা যারা মন্ত্রী, যারা এম, এল, এ, আছি, ত্রিপুরার সব মানুষই আর মন্ত্রী নয়, মেম্বার নয়, সরকারী আমলা নয় যে বাজার থেকে চাউল কিনে খেতে পারে, গ্রামের যা অবস্থা, দৈনিক যে আয়, চার টাকার বেশী নয়, টেষ্ট রিলিফের কাজ গ্রামে দেখলে পরেই দেখা যায় কি অবস্থা, তাই তাদের পক্ষে চার টাকা কে. জি করে চাউল বাজার থেকে কিনে নিয়ে সাত আট জন লোক যে পরিবারে আছে, তার পক্ষে সম্ভব নয় বাজার থেকে চাউল কিনে খাওয়া, তাই তাদের বাধ্য হয়ে রেশনের চাউল খেতে হয় কিন্তু কি সে চাউল রেশনে তাদের খাওয়াচ্ছি, পুষ্টিকর চাউল তাদের দিচ্ছি, তাদের গলা টিপে মারার চেষ্টা করছি না তাদের বাঁচবার চেষ্টা করছি? মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখবেন যে রেশনে ১,৪১ পয়সা কে, জি চাউল এবং ১,২৬ পয়সা কে, জি করে চাউল, এই দুই রকমের চাউল দেওয়া হয়। ১'২৬ পয়সা করে যে চাউল দেওয়া হয়, তার মান অত্যন্ত নিম্ন অথচ সেই ১,২৬ কে, জি দামের চাউল কোন কোন দোকানে ১,৪১ পয়সা করে বিক্রী করা হয়। রেশান শপের মালিকদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তারা বলেন খাদ্য দপ্তর আমাদের এই চাউল সাপ্লাই দিচ্ছে, অথচ খাদ্য দপ্তর বলছে যে আমাদের যে চাউল স্টকে আছে তা নিম্ন মানের চাউল। কিন্তু কেন আমার দেশের লোককে, যাদের জন্য আমরা এখানে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করি, যাদের জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি, তাদেরকে খারাপ চাউল খাওয়াব, আর আমরা যারা মন্ত্রী আছি, মেম্বার আছি বা আমলা আছি, তারা ভাল

চাউল খাব ? আজকে মন্ত্রীরা খেতে বসে মুখে ভাত দিলে পরে পাথরের টুকরা পান কি ।, দাঁতে লাগে কিনা জানি না, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা তাদের নিজস্ব অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ ।কা সত্বেও তারা রেশানের চাউলের ধান, পাথর বাছতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে, চোখে এফেক্ট করে এবং তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখেছেন কি ? আমার মনে হয়, 'না'। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সরকারকে এইটুকু বলতে চ ই যে, সরকার খাদ্য নিয়ে যে একটা ছিনিমিনি খেলা করছে, সেটার বিষয়ে তদন্ত করে দেখুন এটা কি আমলাদের দোষ না নীতির দোষ। আজকে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট। আমি যে এখানে স্যাম্পল হিসাবে চাউল এনেছি, আমি রেশন শপের যেচাউল সেম্পল হিসাবে দেখাচ্ছি এই চাউল যদি আরও গোদামে থাকে তাহলে সেই চাউল কেন সীজ করা হবেনা, সেই চাউল কেন আরও সাপ্লাই দেওয়া হবে ? আজকে যে রেশনের চাউল বিক্রি করে পয়সা নিচ্ছে সরকার সেটা কি সাধারণ মানুষের গলা কেটে নেয়। আমরা কি গলা কাটতে এখানে এসেছি ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা মানুষকে শিক্ষা দিতে পারছিনা, এমন কি খাওয়ার যেটা সেটাও দিতে পারব না। তার জন্য দায়ী কি সরকার না আমলা না ব্যবসায়ী ? যারা সত্যিকারের দোষী তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? কেন সাধারণ মানুষ তার জন্য ভুগবে ? আমি দিনে চারটাকা রোজগার করে যে ভাতটা খাব এতে যদি আমার পুষ্টি না হয় আগামী দিন আমি কিভাবে কাজ করতে পারি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই যে রেশনে চাল দেওয়া হচ্ছে তার সেম্পল তিনি এনেছেন। আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে তার একটা স্যাম্পল সাবমিট করতে পারেন।

(নো রিপ্লাই ফ্রম দি চেয়ার)

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে চার টাকা রোজগারের যে শ্রমিক সে যে খাদ্য খেতে চায় সেই খাদ্য আমরা তাকে দিতে পারিনা। আজ যারা রিক্সা চালক, আজকে যারা শারিরীক পরিশ্রম করে তাদের যদি এই খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহলে কি তাদের বল বাড়বে ? কিন্তু যারা শ্রমচুরী করে তারা দেশের শত্রু। আমরা কি তাদের দেখছি ? আমার মনে হয় না এত গভীরে কেউ ঢুকেছেন। বাস্তবে তাকে এই স্বীকৃতি দিন যে আজকে বাস্তবে কি ঘটছে। আজকে ন্যায্য মূল্যের দোকানে এই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলছি ভেজাল বন্ধ কর, আমরা বলছি ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি দিন

এবং সরকারী গো-ডাউনে যে ভেজাল দেওয়া হয় সেটা কার বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং সেটা সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারি কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি যে আমরা মুখে যা বলছি কিন্তু কার্য্যে তা করতে পারছিনা। কিন্তু কেন আজকে আমাদের যে মৌখিক বানী আমাদের সংগ্রামী মনোভাব দুর্নীতিবাজদের, ভেজালকারীদের, স্বজন পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যাবে না। আমরা কি সেটা করতে পেরেছি? কিন্তু আজকের যে জেনারেশান, আজকের যে প্রজন্ম সেটা তো অপেক্ষা করতে পারে না। আজকে সেই ব্যাপারে আমাদের কারা কারা অপেক্ষা করতে পারে? আমরা যারা নূতন এসেছি, আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি কিহয় আগামী দিনে দেখতে? আজকে আমরা দেখছি যে দুর্নীতি চলছে। সেই দুর্নীতি কি খাদ্য নিয়েও চলবে? আজকে এই ব্যাপারে যদি বিধান সভায় কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না নিতে পারেন তাহলে জনসাধারণ কি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করবে না? তারা আমাদের পাঠিয়েছে তাদের কথা বলার জন্য, তাদের দুঃখ লাঘব করার জন্য। কিন্তু আমরা কি তা পারছি? আমার যে বক্তব্য আজকে যে খাদ্য নিয়ে যা ঘটছে এই ব্যাপারে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে আজকে খাদ্য নিয়ে যে আলোচনা চলছে তাতে আমরা কোন মন্ত্রীকে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি না এবং সেজন্য বড়ই দুঃখিত। তারা হয়ত এটা অনুভব করতে পারেন নি। চাউলের মধ্যে যে কাঁকড় থাকে সেই ভাত খাওয়ার সময়ে যে শব্দ হয় সেই শব্দ তো আর তাদের কানে ঢুকতে পারে না। গ্রামের মানুষ খেতে বসলে কাঁকড়ে কামড় পড়বেই। কারণ তারা তো আর খোসার চাল খায় না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু বিধান সভায় বিধান রয়েছে সেই হেতু আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরদের নিকট আবেদন রাখব যে জিনিষটা সম্বন্ধে বলছি এই সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক বা এর পেছনে যদি কোন রহস্য থাকে সেই রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করা হোক। আর আজকে যে চাউল গোডাউনে মজুদ রয়েছে সেটা যেন এখুনি সীজ করা হয় কারণ এই চাল যদি সরবরাহ করা হয় তাহলে আমরা যে ক্র্যাশ নিউট্রেশান প্রোগ্রাম নিয়েছি সেটাতে আমরা দেখছি যে একদিকে ক্র্যাশ নিউট্রেশান করে বাচ্চাদের খিচুড়ী খাওয়াচ্ছি কি দিয়ে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি? আর বাচ্চার মায়ের যে স্তন যে স্তনের দুধ খেয়ে বাচ্চা বাঁচবে সেই মাকে আমরা কি খাওয়াতে পারছি। এটা খেয়ে কি কারো নিউট্রেশান হতে পারে? যদি না পারে তাহলে আমার এখানে আবেদন থাকবে এই হাউসের কাছে যারা এখানে সদস্য আছে তারাও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হোন এবং আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আশ্বাস চাই যে আজকে যে চাল রয়েছে সেই চাল আগামীকাল থেকে আমি বা আমরা বা গ্রামের কৃষকরা খাবে না। স্পষ্ট কথা আমরা এই সমস্ত চাল খেতে চাই না আমরা মরতে চাই না। ধীরে ধীরে মরার চেয়ে একবারে মরা ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ব্যাপারে এক ঘন্টা সময় দিয়েছেন, সেটা খুবকম। হয়ত বা ঘটনার গুরুত্বটা ততটুকু উপলব্ধি হয় নি। হয়ত

আমার অন্যান্য সদস্যদের বক্তব্য রয়েছে। কারণ এটা সবার কাছেই প্রবলেম। আমি এই বলেই আবার দাবী রাখছি যে এই চাল যাতে আমি আগামী দিন থেকে রেশনশপে না দেখি, সেখান থেকে যেন আমাকে এই চাল কিনতে না হয়। আর এর পেছনে রহস্য বা কোন চক্রান্ত যদি থেকে থাকে সেই চক্রান্ত বের করার জন্য যেন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ন্যায্য মূল্যের খারাপ চালের সরবরাহ হয়ত সমগ্র সমাজের এবং বর্তমান কংগ্রেস সরকারের যে শোষণ সেই শোষন ব্যবস্থার একটা পরিষ্কার জায়গা রয়েছে এই ন্যায্য মূল্যের সরবরাহের দিক দিয়ে। আমরা দেখছি এক দিকে সমস্ত মেহনতী মানুষ যারা না খেয়ে বাজার থেকে চাল কিনতে পারে না তাদের এক দিক থেকে খারাপ চাল সরবরাহ করছে ব্যবসায়ী কায়দায় আবার অন্য দিকে উচু ধন সম্পদওয়ালা যে লোক তাদের ভুরি ভোজের খাওয়ার ব্যবস্থাও করার জন্য তাদের আয়ের ব্যবস্থা বাড়িয়ে নিচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এই চাল কৃষকদের কাছ থেকে কি ভাবে মহাজনদের হাত দিয়ে ব্লেকমার্কেটিং করার জন্য গো-ডাউনে সংরক্ষিত করে, সময় এবং সুযোগ বুঝে বেশী করে দাম বাড়িয়ে ঐ চাউল আবার কি করে বাজারে এনে বিক্রি করা হয় এবং তাতে করে মুনাফা করা হয়, এর জন্য একটা বড় ষড়যন্ত্র চলছে। আবার অপর দিকে এই সরকারই যেখানে নাকি অভাব হচ্ছে, সেখানে রেশন সপের মধ্য দিয়ে যে চাউল মানুষদের দেওয়ার কথা, সেগুলি বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং যে চাউল বাজারে বিক্রি করার কোন সুযোগ নেই, সেই চাউল ঐ মহাজনদের কাছ থেকে এনে রেশন সপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সরবরাহ করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সব মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও কর্ডন করে, আবার কখনওবা কর্ডন তুলে দিয়ে এমন কৌশল নিয়ে ঐ সব অঞ্চলের যে উৎপাদিত ফসল সেগুলি সরিয়ে নিয়ে আসে। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি যে নলচর থেকে হাজার হাজার মণ চাউল সেখানকার জোতদারদের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে আসা হল। এই ব্যাপারে অবশ্য সেখানকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল এবং সেখানে বলা হল যে এই এলাকাকে ঘাটতি অঞ্চলে সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এই এলাকা থেকে খাদ্য সব চলে যাচ্ছে। কাজেই এটাকে ঘাটতি এলাকায় সৃষ্টি না করে এই এলাকাতে নির্দিষ্ট পরিমান খাদ্য মজুত রেখে বাড়তি খাদ্য নিয়ে যাওয়া হউক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে কোন নজরই দেন নাই এবং সেটাই রুখার মত কোন কাজই করেন নাই। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সেখানকার উৎপাদিত সমস্ত চাউল সরিয়ে আনা হল। আর সেজন্য দেখছি যে আমাদের ঐ নলচড় এলাকা একটা ঘাটতি এলাকায় পরিনত হয়েছে, এমনকি বক্সনগরও আজকে একটা ঘাটতি এলাকায় পরিনত হয়েছে

হয়ে গিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে দেখ'ছি ব্যাপক ভাবে রেশনের দোকান খোলা হচ্ছে, যেখনেই দাবী উঠেছে সেখানেই রেশন এর দোকান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন, সেগুলি করা হচ্ছে ? নলচড়ে কি কোন জমিজমা নেই, সেখানে কি কোন ফসলের মাঠ নেই ? আমরা শুনতে পাচ্ছি যে সরকার নাকি সেখানে কৃষকদের সার,বীজ দিয়ে এবং তাদের জলসেচের ব্যবস্থা করে দিয়ে একটা বিরাট ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথচ আজকে সেখানকার মানুষেরা খেতে পাচ্ছে না, সেখানে রেশনের দোকান খোলা হয়েছে এবং সেখানকার কৃষকদের ঐসব রেশনের দোকান থেকে চাউল কিনে খেতে হচ্ছে। আজকে কেন এটা সেখানে হল ? তার কারণ হচ্ছে ফসল উঠার সময়ে বড় বড় মহাজনেরা এবং ব্যবসায়ীরা খোঁলা বাজার থেকে সমস্ত ফসল কিনে নিয়ে গিয়ে তাদের গোডাউনে রেখে দিয়েছে, আর এজন্যই সেখানকার কৃষকদের আজকের এই অবস্থা হয়েছে। আমরা কি শুধু তাই দেখছি ? তা নয়, আমরা দেখছি যে সেখানে ন্যায্যমূল্যের দোকান করে, সেগুলির মাধ্যমে খারাপ চাউল দেওয়া হচ্ছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও দেখছি যে সরকার সেই চাউলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমরা একটা দর দেখলাম, কয়দিন পর পর দেখব যে সেটাকে আরও বাড়ানো হয়ে গেছে এভাবে ৩/২ মাস পরে দেখব সেটাকে আবার বাড়ানো হয়েছে। এভাবে রেশনের চাউলের দামও আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। এই যে অবস্থা আমরা দেখছি, এটার কি এখানেই শেষ ? না, তারপরেও দেখছি যে আরও বাড়ছে। এমনিভাবে সেখানে গমের দাম বাড়ানো হয়েছে, আর চাউলের দামতো বাড়ানোর দিকেই চলছে। এতে মনে হচ্ছে যে চাউলের দাম খোলা বাজারের সংগে পাল্লা দিয়ে রেশনের দোকানেও বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন, এই সব করা হচ্ছে, তার কারণ যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে দেখব যে সেখানে মহাজনেরা যে সব চাউল মজুত করেছে, সেগুলি যাতে বেশী দামে বিক্রি করতে পারে, সেজন্য সরকার তাদেরকে মদত দিচ্ছে যে তুমি আরও বেশী করে মুনাফা করে নাও। আজকে সরকারী ব্যবস্থা হলে এটাই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি ! তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আজকে ২৫ বছর হল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যও সেই স্বাধীনতার ফল ভোগ করছে, কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত কেন ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হল না, কেন রেল লাইন হল না এবং এগুলি করে পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি করার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হল না ? এই রাজ্যের মানুষ তো গত ২৫বছর ধরে খাজনা দিয়ে আসছে, এবং সেই খাজনা তো কম দেওয়া হয় নি, আমরা তো ট্যাক্স কম দেই নি, আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারের সব দাবীই মিটিয়েছি। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে অন্যান্য রাজ্যের সংগে আমাদের উপর যে দাবী তারা করেছে, সেটা আমরা পূরণ করে দিচ্ছি। এই সব করার পরেও আমরা দেখছি যে আজকে কলকাতায় ন্যায্যমূল্যের দোকানে যে দরে চাউল দেওয়া হচ্ছে, সেই দরে

আমরা এখানে পাচ্ছি না, আমাদের সেখানে থেকে অনেক বেশী দাম দিতে হচ্ছে। আজকে কেন কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য ভুর্তুকী দেবেন না ? কেন কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্য্যন্ত রেল লাইন চালু করতে পারেনি, কেন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে আমদানি রপ্তানীর জন্য বেশী খরচ করতে হবে ? এই যে বাড়তি খরচটা ত্রিপুরাকে করতে হচ্ছে, এটা কেন কেন্দ্রীয় সরকার ভুর্তুকী হিসাবে দেবেন না, আজকে আমাদের এই সব প্রশ্ন তুলে ধরার সময় এসেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকাতে বা ডিষ্ট্রীক্টে আমরা দেখছি যে কর্ডনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বর্ত্তমানেও সেই সব কর্ডনিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এতে আমরা দেখছি যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটা কৌশলে সেই সব এলাকার চাউল এক একটা নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে জমা হচ্ছে অর্থাৎ ঐগুলি বড় বড় মহাজনের আড়তে গিয়ে পৌছাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে মেলাঘরে বড় বড় গোডাউন করে কি ভাবে চাউল জমানো হচ্ছে, এ ছাড়া আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে এই আগরতলা শহরের বুকে বড় বড় মহাজনেরা কি ভাবে চাউল জমা করছে .....

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি সাবজেক্ট মেটারের উপর বলুন ?

শ্রীসমর চৌধুরী —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার সাবজেক্ট মেটারের উপরই বলছি। স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, আড়তদারদের কথা বলতেই, এখানে কেউ কেউ ক্ষেপে উঠছেন কেন ? কিন্তু আমি বলি, এই যে সব গো-ডাউন নির্মাণ করা হয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করবার জন্য, সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হউক। এই জাতীয় গো-ডাউন তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার যার যা দরকার, সেই পরিমাণ রেখে দিয়ে বাড়তি সরকার নিজেই নিয়ে নিতে পারেন, এর জন্য কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এই পর্যন্ত তো আমরা এই কংগ্রেসী রাজত্বের চরিত্র দেখে এসেছি এবং তাদের সমাজ-তন্ত্রের বড় বড় বুলি শুনে এসেছি এবং দেখেছি যে তারা যেটা মুখে বলেন, ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থাই করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এজন্য আমি এখানে বলতে চাই যে রেশনে যে চাউল দেওয়া হয়, সেটার পুনর্মূল্যায়ন করা হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করা হউক রেশনে যে চাউল দেওয়া হয়, সেটা যেন জনসাধারনের খাবার মত উপযুক্ত মানের হয়। তারপর আমরা বর্ত্তমান সময়ে দেখছি গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে খরার সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে সমস্ত বরো ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা ফসল ঠিকমত পাচ্ছে না। অথচ এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য সরকার থেকে জলসেচের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি যদিও বাজেটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। এই অবস্থার জন্য চাষীদের যে আউস ফসল, সেটাও নষ্ট হওয়ার মত অবস্থা হয়েছে এবং সামনে যে আমন ফসল করার সময় আসছে, তাতে কৃষকেরা জলের অভাবে সেই আমনের

রোয়া লাগাতে পারবে না। ফলে অবস্থা ক্রমশ: আরো খারাপের দিকে যেতে বাধ্য। কাজেই এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমি মনে করি যে ব্যাপক ভাবে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রেশনের দোকান খোলার দরকার আছে এবং সেগুলি থেকে তারা যাতে সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য নিতে পারে, সেজন্য সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার...

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, উনার যে বক্তব্য বলার কথা, সেই বক্তব্যে উনি আছেন কিনা, না অন্য দিকে চলে গেছেন, সেটা আপনার দেখা দরকার।

শ্রী তাপস দে : - স্যার, আমি আমার বক্তৃতার সময়ে বলেছিলাম যে রেশন দোকানে যে সব খারাপ চাউল দেওয়া হয়, সেগুলির একটা নমুনা আমি এই হাউসে আপনার কাছে দেব। এখন আমি সেগুলি দিতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এটা তো মন্ত্রীর কাছে দিবেন, আমার কাছে দেওয়ার কোন নিয়ম নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এটা কেমন কথা ? হাউসে যা কিছু প্রডিউস করতে হয় যেটা মেম্বারদের রাইট আছে, সেটা হচ্ছে আপনার কাছে দেবে। মন্ত্রীদের কাছে কোন কিছু হাউসে দেওয়া যায় না, মেম্বারেরা আপনার কাছেই দেবে ..

শ্রীবিভা চন্দ্র দেববর্মা—হ্যাঁ. এই সম্পর্কেই বলতে চাই এই বিধান সভার মধ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত আনা হয়েছে তাতে টাকা পয়সা ইত্যাদি কত রকমের প্রয়োজন আছে তার কোন সীমা সংখ্যা নাই। কাজেই এই দিক থেকে আমি মনে করছি যে ১৯৪৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর আক্রমণ করে আসছে। ঠিক এই রকমই মনে হয় এই যদি না হতো আজকে দেখছি পিটিশান করেছে নাইজুরী এলাকা থেকে। এই এলাকাতে ৩৬০ পরিবার লোকের বাস এবং সেখানে লোক সংখ্যা হচ্ছে ৮,২১৭ জন। সেখানে কোন পঞ্চায়েত নাই, সেইখানে রেশন গিয়েছে কি না তার কোন খবর নাই। রেশন কি করে যাবে তার কোন ব্যবস্থা আছে কি না তার কোন খবর নাই। রেশন কি করে যাবে তার কোন ব্যবস্থা আছে কি না তার সম্পর্কে খোঁজ নাই। পঞ্চায়েত গঠণ করে পঞ্চায়েতের মারফত এই সব জিনিষ আনার ব্যবস্থা করার জন্য পঞ্চায়েত ডিরেক্টারের কাছে একটি পিটিশানও করেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় না। তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, সি,র কাছে আর একটি পিটিশানও করা হল কিন্তু তারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তারপর বাধ্য হয়ে সেখানকার লোক—কতদিনের মধ্যে স্বর্ণসিং রোয়াজা পাড়ার একজন লোক মারা গেল (গণ্ডগোল) কাজেই সেই দিক থেকে (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ন্যায্য মূল্যের দোকান সম্পর্কে বলছি,

আমি তানসেন গুলির কথা বলছি না (গণ্ডগোল) শুনে রাখুন এই ন্যায্য মূল্যের দোকান সেখানে আছে কি না এমনি ভাবে অনুভব করা যায়। (গণ্ডগোল) এই জিনিষটা করা হয় নাই এবং পঞ্চায়েত ভুক্ত হয় নাই। এটা আমরা জানি বহুদিন ধরেই জানি, যদি এই সরকারের ট্রাইবেলদের উন্নতি করার দিকে নজর থাকতো তাহলে এই সমস্ত কাজ করানো হতো। কাজেই টি, ডি ব্লক করব অমুক ব্লক করব তমুক ব্লক করব কিন্তু কার্য্যত কোন কিছুই করা হয় নাই। (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি আমি তানসেনগুলির সম্পর্কে বলছি না, এটা ন্যায্য মূল্যের দোকান সম্পর্কে বলছি (গণ্ডগোল) এই কংগ্রেস সরকারের যে দুর্নীতি এই শাসক গোষ্টির যে অত্যাচার (গণ্ডগোল) কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শায়েস্তা না করা হয় আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় ততক্ষণ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আর যে সব জায়গায় টাকার অভাবে রেশনের দোকান নিতে পারে নাই সেই এলাকাগুলিতে সরকারের তরফ থেকে রেশনের দোকান করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কিছুই করা হয় নাই। (গণ্ডগোল) কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সমস্ত দুর্নীতি যতদিন থাকবে ততদিন সরকার যাতে এই সব গ্রামের মানুষের কাছে রেশন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে তাদের বাঁচাতে পারে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজকে যে সর্ট ডিস-কাশন ছিল সেটি ছিল ন্যায্য মূল্যের দোকানে খারাপ চাউল সরবরাহ করা সম্পর্কে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটি ন্যায্য মূল্যের দোকানের উপরে কর্ডনিংয়ের উপরে, সেজন্য আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন অমুকখানে আবেদন করেছিলেন অমুকখানে এই দুর্নীতি চলছে কিন্তু আমি বলতে চাই আপনারা নাম বলুন আমাদের আহ্বান করুন আমরাও আপনাদের সাহায্য করব। আমরাও সরকার পক্ষে আছি। লজ্জা করেন কেন। তারপর বড় বড় মজুতদারদের কথা বলেছেন,কারা করেছেন নাম বলুন,আমাদের আহ্বান করুন,জনসাধারনকে আহ্বান করুন জনসাধারণকে ডাকুন তাদের সাহায্য চান (গণ্ডগোল) কিন্তু আর একটি কথা আমি বলতে চাই। আমাদের এই সব রেশনের ব্যাপারে টাউনগুলিই ফার্স্ট প্রেফারেন্স পাচ্ছে, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। যে সমস্ত গ্রাম থেকে আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেখানে যদি টাউনের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সুযোগ সুবিধা না দিতে পারি তাহলে সেটি দুঃখের ব্যাপার হবে। আর দুর্নীতি সম্পর্কে যদি সরকারের কাছে কোন কম্প্লেন আসে তাহলে আমি দাবি করব যে সরকার উপযুক্ত তদন্ত করে উপযুক্ত অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কারণ মানুষের

রেশনের চাউল এর সংগে যদি খারাপ চাউল দেওয়া হয় মানুষের খাদ্যের সংগে যদি পশুর খাওয়ার উপযোগী মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটিকে কোন মতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই আমাদের কাছে সাহায্য চাইলে আমরা সাহায্য করব। কিন্তু এমন কোন উদাহরণ উনারা রাখতে পারেন নি যার মারফত সরকার তরফ থেকে কোন কিছু করা সম্ভব হয়। তাই আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলব আপনাদের গঠন মূলক সাজেশান দিতে হবে, আপনাদের গঠন মূলক সাজেশান দেওয়া উচিত, যদি দিতেন তাহলে সরকার সেটি নিশ্চয়ই নিতেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের মধ্যে যে আলোচনা এসেছে, সেটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্য, আমি জানি আমার গ্রামের মানুষ যারা দৈনন্দিন রোজগারে অসহায়, তারা কন্ট্রোলের চাউল খাওয়া ছাড়া তাদের আর উপায় নাই। আর যারা সহরে গরীব—এবং আমি নিজেও কন্ট্রোলের চাউল খেয়েছি, যারা খায় তারা রোগে ভোগে। সব সময় খারাপ চাউল থাকেনা। সরকার জনসাধারনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ঘাটতি অঞ্চল থেকে যাদের জন্য চাউল সংগ্রহ করছেন, সেখানে যদি অখাদ্য চাউল দেওয়া হয়, সেটা—যাদের উপর ডিষ্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা ঠিক ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা, সেটা আমার আজকে প্রশ্ন এবং এই যে অখাদ্য চাউল—গুদাম ঝাড়া চাউল এ নুতন বস্তার মধ্যে, আমার একজন বন্ধু বললেন, রেশনের দোকানে কারা বিল করেন কারা এর গুদাম পরিচালনা করেন? তাই আমার এক বন্ধু বলেছেন যে এই অসহায় কৃষক জনতা, সাধারণ মানুষ যাদের পরিশ্রমের উপর আমরা খাই, ভাল চাউল খাই,যাদের শ্রম লব্ধ অর্থে মাস কাবারে গ্রহণ করি,তাদের বাঁচবার জন্য,তাদের আর্থিক বুনিয়াদকে গড়বার জন্য যে সরকার প্ল্যান করে, সেই প্ল্যানকে ইমপ্লিমেণ্ট করার দায়িত্ব যাদের উপর, তারা যদি সেই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে সেই প্ল্যান কার্যকরী হতে পারে না। তাই আমি আহ্বান করব কো-অর্ডিনেশান কমিটির সক্রেটারীর কাছে, শুধু কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য আমরা আন্দোলন করলেই চলবে না, সরকার তাদের কাছ থেকে কো-অর্ডিনেশন চায়, আপনারা জনতার কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করুন, জনতা কি বলে। সরকার রেশন দোকান চালান না, মজুতদার গুদামে চাউল মজুত করেন না, বা রেশান এর দোকানে চাউল বিলি করেন না তাই আমার আবেদন আমরা যেমন ন্যায় সংগত দাবী দাওয়ার জন্য সরকারকে বলব, ঠিক পথে চলবার জন্য আন্দোলন করব, তেমনি শত শত জনতার দরদী হিসাবে মুখে না বলে, কর্মের মধ্য দিয়ে, অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আমার কৃষক ভাইদের উন্নয়নের জন্য, আমাকে লালন পালন করার জন্য—যাদের পরিশ্রম লব্ধ খাদ্যের উপর আমরা বেঁচে আছি, সেই অনুভূতি আমাদের চাই। তাই আমি দেখি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন দিন উনারা বলেননি, বার বার মিটিংএ'র কথা বলা

হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত অসহায় যে কৃষক তাদের সম্বন্ধে —আমরা তাদের কাছে গেলে কি শুনি, তারা বলে বাবু আমরা যাই লোন নিতে, আমরা যাই রেশনে চিনি আনতে, আমরা যে কি ব্যবহার পাই। তাই এই কৃষককে যদি বাঁচতে হয়, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে গেলে শুধু সরকারের প্রচেষ্টায় হবেনা, যাদের উপর প্রশাসন চালাবার দায়িত্ব, তারা যাতে তাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করেন, তার জন্য আপনারা সরকারের সঙ্গে প্রত্যেকে সহযোগীতা করুন এবং সেই দায়িত্বে সকলকে উদ্বুদ্ধ করুন, এই আবেদন আমি কো-অর্ডিনেশান সেক্রেটারীর কাছে রাখছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পাঁচ মিনিট বলব। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেশন দোকানে………

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজকের এ্যাজেণ্ডা শেষ হয়ে আসছে, যে বিষয়টির উপর আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আমি আরেকটু সময় দেওয়ার জন্য রিকোয়েষ্ট করছি। ডিসকাশন এক্সটেণ্ড করা হউক, তার জন্য মাননীয় স্পীকারের কাছে আবেদন রাখছি। কারণ আমরা সকলেই এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে চাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ন্যায্য মূল্যের দোকানে খারাপ চাউল সরবরাহ করা সম্পর্কে। সেই সম্পর্কে বিরোধী পক্ষ থেকে কয়েকজন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন। এবং ট্রেজারী বেঞ্চ'এর কয়েকজনের সদস্য সেখানে বলেছিলেন ধান বানতে শিবের গীত এবং ট্রেজারী বেঞ্চের কয়েকজন বক্তব্য শুনে আমার মনে হচ্ছে যে ধান বানতে শিবের গীত যদি কেউ গেয়ে থাকে, তাহলে উনারা গয়েছেন। আমরা দেখছি এখানে ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে চাউল দেওয়া হয়, সেই চাউল গত ২৫ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি সেটা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য চাউল। এই সম্পর্কে বারবার প্রতিবাদ উঠেছে, শুধু আমাদের ত্রিপুরায়ই নয়, সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি একই প্রশ্ন বার বার এসেছে যে, চাউল দেওয়া হয়, সেটা মানুষ ব্যবহার করতে পারেনা। পচা চাউল। এই সম্পর্কে 'আমি কো-অর্ডিনেশান সেক্রেটারী হিসাবে বক্তব্য রাখছিনা, সেটা আমরা বাইরেই রেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা যে বক্তব্য বার বার রাখেন—* *

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রটেষ্ট রাখছি।… … … … … … … … … … (গণ্ডগোল) … … … . . এই পোরশান বাদ দেওয়া হউক।

… … … (গণ্ডগোল) … … …

* * Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :—It should be expunged from the proceedings.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —মাননীয় স্পীকার স্যার, তাঁদের বক্তব্য থেকে আমি এটা সংগ্রহ করেছি। আগে সরকারের পলিসী সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সরকার এই যে চাউল, এই চাউল কেন্দ্র থেকে আনছেন, এই চাউল আসাম থেকে আনছেন, বিভিন্ন জায়গায় থেকে এনে স্টক করা হচ্ছে, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা অস্বীকার করতে পারবেন? যে চাউল আনা হয়, সেই চাউল আনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অফিসার বসিয়ে রেখেছেন, সেই ফিনান্স সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে, সিভিল সাপ্লাই পর্য্যন্ত যে সমস্ত অফিসার, তাঁরা কি ঘুমিয়ে থাকেন? আর কর্মচারী, যারা বিলি করে তাদের যত দোষ। মাননীয় মন্ত্রী কি অস্বীকার করতে পারবেন যে পঁচা চাউল বলে বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেপুটেশন দেওয়া সত্বেও কেন এর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেননি? আমরা জানি সরকার আজকে পঁচা চাউল খাওয়াতে চান মানুষকে। অনেক সময় আমরা রিপোর্ট দেখি যে সরকারী গো-ডাউন থেকে রিপোর্ট থাকা সত্বেও সেই চাউল নষ্ট করা হয়না। সেই চাউল মানুষের খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়, এমন কি আসাম থেকে চাউল আনা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্ট আছে, গমসম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু মন্ত্রীরা সেই সম্পর্কে কি ষ্টেপ নিয়েছেন? যেখানে খারাপ চাউল দেওয়া হয়, নিম্ন মানের চাউল দেওয়া হয়, মানুষ তা ব্যবহার করতে পারেনা, এই প্রশ্ন আজকে নূতন নয়, অনেক আগের প্রশ্ন, এই প্রশ্নের সমাধান যদি করতে হয়,—মাননীয় সদস্য বলেছেন যে চাউলের দাম বাড়ানো হচ্ছে অথচ নিম্ন মানের চাউল দেওয়া হচ্ছে, সংগে সংগে আবার বলেছেন যে মজুতদাররা মজুত করছেন, কিন্তু শুধু কি মজুতদারের দোষ? এই যে সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং বিভিন্ন উচ্চ মহল আছে, তাদের সংগে এই মজুতদারদের যোগাযোগ আছে। আজকে তাই একদিকে চাউলের দাম যেমন বাড়ছে, তেমনি খারাপ চাউল দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সমন্বয় কমিটি থেকে আমরা বলিনি একথা যে দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারী যদি থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়া হবে না। কো-অরডিনেশান কমিটি থেকে আমরা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলেছি কেন স্টেপ নেননি? কারণ যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু কর্মচারীর মধ্যে দুর্নীতি আছে, সেটা উনারাই প্রশ্রয় দেন, কারণ তাদের নিয়েই মন্ত্রীরা মধুচক্র গড়ে তুলছেন। কাজেই তাদের ধরতে গেলে তাদের লাগবে, কারণ তাঁদেরই চেলাচামুণ্ডা সেইসব কর্মচারী। যে সদস্য বলেছেন সমন্বয় কমিটির কথা, সেই সমন্বয় কমিটি কি কোনদিন বলেছেন যে দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারী যদি থাকে, তাহলে তাদের শাস্তি দেবেন না? এই দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারী কংগ্রেসের রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন কারণ ভাল কর্মচারীকে দিয়ে লোককে পেটানো যাবেনা, ভাল

কর্মচারীকে পেটানো যাবেনা, তাই তাঁরা দুর্নীতি পরায়ন কর্মচারীকে তারা পোষ্য করে রেখেছেন অফিসে। আমার কথা সুস্পষ্ট যদি দুর্নীতিপরায়ন কোন কর্মচারীকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কোনদিন আমরা প্রতিবাদ করিনি, বঁচবার চেষ্টা করিনি। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরই বারবার ফোন করেন যদি কোন দুর্নীতিপরায়ন লোক ধরা পড়ে, তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং কি করে তার দুর্নীতি চাপা দেওয়া যায়, ঢাকা দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করেন বারবার আমরা উদাহরণ দেখিয়েছি। সমন্বয় কমিটি থেকে প্রতিবাদ উঠেছে সেটা সমস্ত কর্মচারীর প্রতিবাদ। এই ৩০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে কিছু দুর্নীতি পরায়ন লোক আছে এটা সত্য কথা। কিন্তু আজকে মন্ত্রী বদল হবে—শচীন সিংহ ছিলেন, আজকে সুখময় সেন এসেছেন, মন্ত্রী চিরদিন থাকবেনা কিন্তু এই ৩০ হাজার কর্মচারী ত্রিপুরার বুকে কাজ করে যাবেন, প্রশাসনকে চালিয়ে যাবেন। ত্রিপুরার উন্নতি নির্ভর করছে তাদের উপর। এই কর্মচারী সম্পর্কে বলে আমি মনে করি তাঁদের যে দোষ ত্রুটি আছে তাদের যে গাফিলতি আছে, দুর্নীতিপরায়নতা আছে, সেটাকে ঢাকার জন্যই সব দোষ কর্মচারীর উপর দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীদের এবং সদস্যদের আমরা বলব হঁ্যা, দুর্নীতি দূর করতে আপনারা যাবেন না, কারণ দুর্নীতি দূর করতে গেলে আপনাদের পিঠের উপরই পড়বে, তাই আপনারা পিঠ সামলে দুর্নীতি দমন করতে যাবেন। কারণ সেই অস্ত্র আপনার দিকেই যাবে এবং দুর্নীতির বাসা আপনাদের মধ্যেই তৈরী করেছেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অল্প কথায় শেষ করতে চাই। এটা খুব একটা বিরাট সমস্যা। ত্রিপুরার ঘাটতি কত পারসেন্ট? আমরা সেকেণ্ড প্ল্যানের কথা যদি মনে করি সেখানে আমরা দেখেছি যে আমরা আমাদের যে ঘাটতি যতটুকু আছে সেটা পূরণ করব এবং আজকেও সেই ঘাটতির পরিমাণ খুব বেশী নয়। তাহলেও আমাদের প্রায় সমস্ত বছর রেশনের চালের উপর এত বেশী নির্ভর করতে হয় কেন যার জন্য একটা বিরাট অংকের চাল বাইরে থেকে আনতে হয়? সেই চাল কোনটা সেনট্রাল গো-ডাউন থেকে আসে, কোনটা হয়ত উড়িষ্যা থেকে আসে কিনা আমি ঠিক জানি না। মাননীয় মন্ত্রীরা বলতে পারবেন। এই চাউল তারা প্রকিউর করেন কখন? তারা প্রকিউর করে গো-ডাউনে রেখে দেয়। তারপর এটা ডিটেরিয়রেট করে, তারপর রাস্তায় আমাদের ব্রিজ নাই, সেখানে চাউল কিছু ভিজল। তারপর ক্যারিং এ্যাজেন্ট, তাদের দুর্নীতির কোন সীমা নেই। সেই সব কথার মধ্যে আমরা যেতে চাই না। তারপর চাউল যখন এসে পৌছল, সেই চালকে গ্রেড করে? কোনটা ভাল কোনটা পঁচা, কোনটা বাজারে ছাড়তে হবে, কোনটা ছাড়বে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে সে অরগেনাইজেশন আমাদের আছে কিনা? চাল যেটা আসার কথা ধর্মনগরে সেটা

চলে এল আগরতলা গো-ডাউনে। যেটা আগরতলা গো-ডাউনে আসার কথা সেটা চলে গেল আমবাসা। চালের কোন রেকর্ড নাই। কত চাল আমাদের গো-ডাউনে আছে তার কোন রেকর্ড নাই। এটাও সত্যি। এর কাগজপত্র আছে। একটা গৃহস্থের আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে। কিন্তু আমাদের সরকারের বিশেষ করে খাদ্য দপ্তরের কোন হিসাব নাই কত চাল আমাদের আছে, কত চাল আমাদের খরচ হয়, কত চাল গো ডাউনে আছে, কোন্ বছর এসেছে, তার কোন হিসাব নাই। একটা অরাজকতা চলছে গত ২৫ বছর ধরে। আমি রাইমা শর্ম্মার গণ্ডাছড়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে গো-ডাউনে চাল পঁচছে। সেখানকার লোক চিৎকার করছে আমাদের চাল দাও, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নাই। সেখানকার চাল ছাড়া হবে না। কে অর্ডার দেবে? কে অর্ডার দেবে কোন্ জায়গা থেকে কোন্ চালটা কোথায় যাবে? শুধু কি বাইরের চাল পচে? আমাদের ভিতরে থেকে যে চাল প্রকিউর করা হয় তা পঁচে না? তাও পঁচে, আমরা দেখেছি। তারও রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। কি সংগঠন আছে পঁচা চাল গ্রেড করার? আমরা দেখেছি পঁচা চাল বলে দিয়ে ভাল চাল বিক্রি করছে এবং সেই ভাল চাল বাজারে গিয়ে ব্ল্যাকে চলে গেছে। তারও রিপোর্ট আছে। আমি আন্দাজে কথা বলি না। সুজি, ময়দা, বিভিন্ন জিনিষকে একজন বলে দিল যে এইগুলি পচা। ভাল জিনিষ চলে গেল ব্ল্যাকে। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের গভর্ণমেন্টের লোকসান হল। যেখানে ধনতান্ত্রিক সরকার থাকে, এরা হচ্ছে তার ভঙ্গী। পঁচা চাল, পঁচা জিনিষ জনসাধারণ পাবে এবং মুনাফাখোর, মুনাফাবাজরা সর্বত্র লুঠ করছে এবং তার জন্য যদি কোন ঔষধ বাতলাতে হয় তাহলে সরকারী যন্ত্রের মধ্যে তার কোন দাওয়াই নাই। জনসাধারণের হাতে সেই দাওয়াই আছে। খাদ্য নীতির দিক থেকে আমরা যে কর্ডন সমর্থন করি না তা নয়। ডিফিসিট এলাকা মানে কি? যারা উৎপাদন করে না তারাই ডিফিসিট। একজন কমরেড বলেছিলেন শহর এলাকা ছাড়া ভাল চাল দেওয়া হয় না। শহর এলাকা ছাড়া দেওয়া হবে কেন রেশনে চাল। যে এলাকাতে চাল উৎপাদন হয় সেই এলাকা কর্ডন করে তার সম্যক দায়িত্ব যদি গভর্ণমেন্ট নেন তাহলে ত্রিপুরায় ব্ল্যাক হতে পারেনা, মহাজনেরা চাল গুদামজাত করতে পারে না। কেন করবে, কোথা থেকে করবে। যদি চাল নিয়ে চোরাকারবারী না করা যায় তাহলে গ্রামের মানুষ চোরাবাজারে কেন কিনবে? এক সপ্তাহের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া যায়, যদি ইচ্ছা থাকে বন্ধ করার কর্ডন করুন। আমার কথা নয়। সর্ব ভারতীয় কমিটি, অশোক মেহতা কমিটি রিপোর্ট করেছেন, আজকের নয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু থাকতে, যে একমাত্র উপায় হচ্ছে যারাউৎপাদন করেনা সেই খরিদ্দারদের কর্ডন করে রেখে দাও। গভর্ণমেন্ট সমস্ত খাদ্য দিবে। তিন দিনের খাদ্য দিয়ে বলা হল তিন দিন ব্ল্যাক থেকে কিনবে। এ করে খাদ্যের চোরা কারবার বন্ধ করা যায় না। রেশনে

দোকান কমানো যায় না, পঁচা চাউল বাজারে ছাড়া বন্ধ করা যায় না। কাজেই এটা নির্ভর করে খাদ্যের নীতির উপর। সরকার কি নীতি গ্রহণ করবে এবং সেই নীতিতে চোরা কারবারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কিনা। আমার এখানকার লোক আমার এখানকার চাল খেতে পায় না। তার জন্য উড়িষ্যা থেকে আনতে হয়। কিন্তু সেই চাউল এনে যদি আমরা যারা চালের উৎপাদনকারী তাদের এলাকার মধ্যেই সেটাকে সীমাবদ্ধ করতে পারতাম তা হলে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে সস্তায় তারা খেতে পারত। এই হচ্ছে চাল নষ্ট করার কাহিনী এবং সেটা যদি নষ্ট হয় তাহলে স্ক্রীনিং এর ব্যবস্থা আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন কিনা জানিনা। আমি সেদিন অমরপুর গিয়ে জানলাম পঁচা চাল সেখানে দিচ্ছে। কে স্ক্রীনিং এর অর্ডার দেবে? এস, ডি, ও, সাহেব বললেন এটা তো বড় মুসকিলের কথা। স্ক্রীনিং এর অর্ডার আমি দিতে পারি না। পঁচা চাল, কিন্তু বন্ধ করার উপায় নাই। স্ক্রীনিং এর উপায় নাই। চাউল ঝাড়াই হবে, মাড়াই হবে, তারপর কিছু বাদ পড়বে। সমস্ত সংগঠনের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতা, একটা দুর্নীতি, একটা অরাজকতা চালু থাকার জন্য আমাদের জনসাধারণকে ভুগতে হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এই কয়টা বিষয়ের প্রতি তিনি যেন নজর দেন এবং পঁচা চাল ধরার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেগুলি বন্ধ হয় এবং জনসাধারণকে যে কথা আমাদের একজন সদস্য বলেছেন যে ভর্তুকী দিয়ে সস্তা দরে ভাল খাদ্য দেওয়ার যে নীতি সেই নীতি যেন গ্রহণ করা হয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাল নিয়ে যে কথা এখানে আলোচনা হচ্ছে, এটা রাজনীতির কথা নয়। রেশন শপে যে চাউল দেওয়া হয় এই চালটা ভাল হওয়া উচিৎ এবং কোনটা ১, ২৬ পয়সা দর আছে, কোনটা ১,৪১ পয়সা দর আছে। কোনটা যে কি দাম সেটা যদি সরকারী স্ক্রীনিং করে করা হয়, নৃপেন বাবু যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। স্ক্রীনিং এর ব্যবস্থা নাই। গো-ডাউনে যেভাবে আসে, বা নিয়ে রেখেছেন, গো-ডাউন, গ্রামে ফসল হল, ধান সংগ্রহ হল, সেই ধান এল গো-ডাউনে, কিন্তু তার রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। আমি জানি ৭ বছর যাবত গোড়াকাপার গো-ডাউনে ধান পড়ে আছে। আটা পড়ে আছে। আশ্চর্যের কথা সেখানে কেউ খায় না এটা। খেতে পারে না। ৭ বছর আগের কথা। তার মানে সেই দপ্তরটা জগদ্দল পাথরের মত নড়ে না চড়ে না। তার নড়া চড়া যদি না করে তাহলে রেশনের দোকানে যে চাউল আসবে এই চাউল নানা ভাবে নষ্ট হতে পারে। সুতরাং আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান রাখব, চাল রাখব। তার জন্য টিম আছে। সবগুলি গো-ডাউনে দেখবার দরকার নাই। ধান চাউল রাখার জন্য বা নিয়ে রাখল গো-ডাউন। কিন্তু চাউলরক্ষা করার জন্য কোন সুব্যবস্থা সিভিলসাপ্লাই দপ্তরে নাই। নাই বলেই ধান চাউল নষ্ট হয়। সুতরাং আমরা আশা করব, এটা রাজনীতির কথা নয়, কংগ্রেস কমিউনিষ্টদের কথা নয়। একজন বলেছেন যে ২৫ বছর ধরে দেখছেন। কিন্তু ২৫ বছর ধরে দেখলেও তাঁর এটা

দেখা উচিত যে কংগ্রেস দলেরই একজন সদস্য এই প্রস্তাব এনেছেন। ইচ্ছা করলে তাঁরাও জানতে পারতেন। কংগ্রেস দলে যারা এসেছেন তারা আগের দিনের মতই থাকবেন, এককালে যারা অন্যদিকে চিন্তা করতেন আজকেও সেই চিন্তাই আমরা করছি এই রকম মনে করার কোন কারন নাই। যে কোন ভাল কাজের জন্য জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমরা নিশ্চয়ই সরকারকে বলব এই ব্যবস্থা সরকারকে অবলম্বন করতে। এই বলেই আমি শেষ করব।

শ্রীমধুসূদন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, রেশনের চাল সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে এ সম্পর্কে বলছি যে আমি এটা জানি যে মধুবনে খারাপ চাল দেওয়া হয় এবং এই খারাপ চাউল গত ২৫ বছর দিলেও এখন যে আমরা দিতে চাইনা সেটা আমাদেরও কংগ্রেসের একজন সদস্য এর প্রস্তাবে বুঝা যায়। এই প্রস্তাবের আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে দিকে যেতে চাইছিলেন আমাদের একজন সদস্য তাদের সেই দিক থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং বলেছেন আপনারা যেতে চাইছিলেন কাশী, মক্কা যাচ্ছেন কেন? চলুন সবাই মিলে কাশী যাই। উনি উনার বক্তব্যে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সরকার যদি চেষ্টা করেন তাহলে এটা করতে পারেন। আমি এইটুকু জানি যে আরবন অ্যারিয়াতে চিনি বেশী দেওয়া হয়। নন্—আরবন অ্যারিয়াতে কম দেওয়া হয়। আরবম অ্যারিয়ার লোকেরাই শুধু চিনি বেশী খান এটা মনে করা ঠিক নয়। তাই আমি অনুরোধ করব এই দিকটাও যেন আমাদের নূতন কেবিনেট দেখেন। মাননীয় অজয়বাবু যেমন পুলিশ বাজেটে ভবেশ দাসের কথা বলেছিলেন, আর কোন ছাঁটাই কর্মচারীর কথা বলেন নি, তবুও আমি বলব যে চালের কথা বলতে গিয়ে তিনি শুধু চালের কথাই বলেছেন, চিনির কথা বলেন নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এখানে আলোচ্য বিষয় পুলিশ বাজেট নয়। সুতরাং পুলিশ বাজেটে আমি কি বলেছি সেটা বলার কোন দরকার আছে কি?

শ্রীমধুসূদন দাস :—টানলাম আর কি। কি বলতে গিয়ে কি বলেন সেটা আমি টানলাম! আমি অনুরোধ করব রেশনের দোকানে যে খারাপ চাউল দেওয়া হয়, সেটা যাতে ভাল চাউল দেওয়া হয়, সেদিকে যেন সরকার এখন থেকে দৃষ্টি দেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের মনোভাবে সত্যিই একটা উত্তেজনা হতে পারে এবং হয়তো উত্তেজনা থেকে অনেক ডালপালা এসেছে, সেগুলি বাদ দিয়ে যদি আসল কথাটা ধরা যায়, যদি আমি বুঝে থাকি এবং আমি যেটুকু বুঝেছি যে রেশনের দোকানে চাউলটা খারাপ দেওয়া হয় এবং এটা কিভাবে বন্ধ করা যায়। এটা যদি বক্তব্য

হয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি, এখানকার যে পজিশন আছে, সেটা আমি বলতে পারি, বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা যে কথা বলেছেন যে আমরা একটা ডিফিসিট এরিয়াতে আছি এবং আমাদের এখনও বাইর থেকে চাল আনতে হচ্ছে। এই চালটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের পুল থেকে আসছে, হয়তো সেটা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে পারে, তবে কবে তারা ষ্টক করেছে, সেটা কিন্তু আমাদের জানা নেই। আমাদের যখন এলটমেণ্ট করা হয়, আমরা সাধারণত যতদুর সম্ভব সেই চাউলটার কোয়ালিটি দেখে আনি। এখন যারা দেখতে যান, তাদের মধ্যে কোন গলদ আছে কিনা, সেটা এখন পর্য্যন্ত যাচাই করে দেখা হয় নি। তবে যতটুকু জানি, আমাদের এখান থেকে যারা যান, তারা নিশ্চয় সেগুলি মানুষের খাবার জন্যই আনেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্যই আনেন, কাজেই তারা দেখে শুনে খারাপ জিনিষ আনবেন, এটা এক্সপেক্ট করা যায় না! সেই তারা যারা হউক না কেন, সে কর্ম্মচারীই হউক আর অফিসারই হউক, দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারী নিচের দিকে যেমন আছে, আবার উপরের দিকেও তেমনি আছে। কিন্তু এটাকে একটা কেটাগোরী হিসাবে বলা যায় না, যে নীচের দিকে সবাই খারাপ বা ভাল, আবার এটা বলা যায় না যে উপরের দিকে সবাই ভাল এবং নীচের দিকে সবাই খারাপ। দুর্নীতি—দুর্নীতি যে স্তরেই থাকুক সেটাকে বন্ধ করা দরকার। এটা কারো ওকালতি করার দরকার পড়ে না। এখন এর মধ্যে কোন দুর্নীতি আছে কি, নেই সেটা সম্পর্কে খুঁজে দেখতে হবে। এটা আমি যতটুকু আলোচনায় বুঝতে পেরেছি যে সবাই এই ব্যাপারে কো-অপারেট করতে রাজি আছে। আজকে যে চাউল নিয়ে কথা উঠেছে, আমরা সেটাকে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি যে এটা সাব ষ্টেণ্ডার্ড চাউল কিনা যেটা হিউম্যান কঞ্জামশানের জন্য দেওয়া যায় না। এই রকম যদি হতো তাহলে নিশ্চয় আমরা সেই চাউলটা দেখতাম না। অন্তত: এ্যাক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি এবং সেটাও বোধ হয় বেশী দিনের কথা নয়, ১২/১৪ দিন আগে মাত্র আমরা পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি এবং সেটাকে কোন স্ক্রিনিং করার সীষ্টেম আছে এবং সেটা কতটুকু অবর্জাভ হচ্ছে, না হচ্ছে সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে, সেখানে হয়তো যারা, কিছু যদি মনে না করেন মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি সেখানে নীচের দিকের কর্মচারীদের সহযোগিতা সব চেয়ে বেশী দরকার। ইদানিংকালে কয়েকটা ঘটনা, আমি বলতে পারতাম এখানে, আমরা অলরেডী ষ্টেপ নিতে বাধ্য হয়েছি তার মধ্যে অফিসারেরা করবে, না ছোট কর্মচারীরা করবে, জানি না, তবে কিছু ধরা হয়েছে ফুড ডিপার্টমেণ্টে। এরজন্য অমারা চুপ করে বসে নেই, গো-ডাউনে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার কি কোন হিসাব আছে, না আছে, হিসাব তো নিশ্চয় আছে, চাউল এক জায়গা থেকে আসছে তার যেমন একটা হিসাব আছে, আবার চাউল অন্য জায়গায় যাচ্ছে, তারও তেমনি একটা হিসাব আছে। এখন ঐ হিসাবের মধ্যে কোন কারচুপি আছে কিনা, সেটা খুঁজে বের করে দেখতে হবে। যা হউক যে চাউলটা আজকে দেওয়া হয়েছে, সেটা ১৯৭১ সালে এসেছে যখন আমাদের ইনফ্লাক্স হয়ে-

ছিল, অর্থাৎ বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যে লোক এসেছে, তখন যে পরিমান চাউল আসতে আরম্ভ করেছিল বা আনার দরকার হয়েছিল সেটার কতটা পরীক্ষা করা গিয়েছে, আমি জানি না। মাননীয় সদস্যরা যদি অবস্থার পরিপেক্ষিতে বিচার করেন, হয়তো তা সম্ভব ছিল না। তখন আমরা কোন মতে চাউলটা এনে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেভাবে বহু চাউল এখানে এসেছে এবং তার কিছু ষ্টক এখন আমাদের এখানে রয়েছে। সেটা কতদিন আগের ষ্টক ছিল সেনট্রাল পুলে, সেটা আমরা জানি না। আমাদের এখানে আমরা বলতে পারি যে ১৯৭১ সালে এসেছে এবং যেহেতু আমাদের গো-ডাউনগুলি, আমি স্বীকার করে বলছি যে গো-ডাউন-গুলি যে ভাবে গঠিত হয়েছে এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যতটা সাইনটিফিক বেসিসের উপর হওয়া উচিত, ঠিক ততটা হয়নি যে কারণে আমরা এখন ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার কাছে বলেছি যে তোমরা নিজেরা গো-ডাউন কর তোমাদের সিস্টেমে ওয়ার হাউসিং এর মত করে যাতে এটা কিছুদিন বেশী রাখা যায়। এখানে যে চাউলটা ১৯৭১ ইং সালে এসেছে সেগুলি ন্যাচারেলি কিছু ডিটেরিয়েট করতে পারে এবং সেটির জন্য আমরা সচেতন এবং সেজন্য সেটিকে স্ক্রীনিং করে তারপর যেটা দোকানে পাঠাচ্ছে। দোকানে আমরা স্ক্রীনিং করার পরেই পাঠাই এই হচ্ছে নিয়ম। আমি নিয়মের কথা বলছি। সেই কাজটি ঠিক ভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটি ভাল করে দেখতে হবে, যদি না হয়ে থাকে তাহলেও আমাদের সেই ব্যাপারে দেখতে হবে। কিন্তু এটা নিয়ম। আমি যতটুকু জানি, যতটুকু খবর নিয়েছি এটা স্ক্রীনিং করা হচ্ছে এবং স্ক্রীনিং করার পরই দেওয়া হচ্ছে। যে রিপোর্ট আমার কাছে আছে তাতে বলা হয়েছে সেটা বিলো স্ট্যাণ্ডার্ড নয় অর্থাৎ এটা হিউম্যান কনজামশান হলেই যে পেট খারাপ করবে এবং এতে একেবারে শ্রম দিতে পারবেনা লেবাররা, এতটা খারাপ পর্যায়ের নয় বলেই আমার ধারণা। তথাপি আমি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে বলেছি যে আরও কিছু স্টক আমাদের দরকার, কারণ এই চাউলটা কতদিন আমাদের কাছে থাকবে কতদিন আমরা রাখতে পারব আমরা জানি না। কাজেই আরো স্টক আমাদের দরকার এবং নুতন চাউলের ইনড্যাণ্ট আমরা করেছি। কিন্তু এটা হিউম্যান কনজামশান উপযোগী নয় এই কথা বলতে পারি না কারণ এক্সপার্টের বাইরে আমরা যেতে পারি না। যতটুকু অভিযোগ করা হয়েছে তাতে বিষয়টি এত গুরুতর যে সেই সম্পর্কে অভিযোগ হতে পারে, কথা হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে যে চাউল উৎপাদন হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের সারা ত্রিপুরার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সারপ্লাস এলাকার চাউল একটা ডেফিসিট এলাকায় যেতে পারবে না এটা হতে পারে না। আজকে যখন গভর্ণমেন্ট থেকে, এই হাউস থেকে চিন্তা করব এবং মাননীয় সদস্য যারা এসেছেন তারাও নিশ্চয়ই এইভাবে চিন্তা করেন না যে আমার এলাকাটাই শুধু বেঁচে থাক। সেজন্য আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের

কথাই চিন্তা করব। কর্ডনিংয়ের দরকার আছে সেটি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও বলেছেন যে কর্ডনিংয়ের দরকার আছে। কিন্তু কর্ডনিং যে কারণে করা দরকার এবং যেভাবে করা দরকার তার জন্য যে মেশিনারী দরকার এবং যে ভাবে করা দরকার সেটি ভালভাবে দেখে করতে হবে এবং কর্ডনিংয়ের মধ্যে যদি কোন গলদ থাকে তাহলে আমাদের তাও দেখতে হবে। যে প্রব্লেমটা মাননীয় সদস্যরা তুলে ধরেছেন আমরাও তা কিছু কিছু জানি। যদি কোথাও এমন কোন স্পেসিফিক ইন্‌ষ্টান্‌স থাকে এমন কোন আড়তদারের কথা যারা মজুদ করেছে বা ব্ল্যাক মার্কেট করার জন্য চেষ্টা করছে তাদের নামটুকু আমরা জানতে পারি যে ওখানে এত চাউল জমা আছে এবং এই রিপোর্ট পেলে তারপর সেটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এমন কোন ইন্‌ষ্টান্‌স আমাদের জানা নাই অন্‌তত আমার কথা আমি বলতে পারি। আমি এক্সপেক্ট করি যে আমাদের সংগে এই ব্যাপারে অন্তত খাদ্যের ব্যাপারে এটার সংগে কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের প্রশ্ন নাই,এখানে দলাদলীর প্রশ্ন নাই, সমস্ত রাজনীতির উর্দ্ধে এই বিষয়টি, এটা খাদ্যের ব্যাপার। এটা রাজনীতির বিষয়বস্তু হওয়া উচিত নয়। এই কথা বলতে গিয়ে যে সব কথার অবতারনা করা হয়েছে মন্ত্রীদের বাড়ীতে চাউলের দরকার নাই ইত্যাদি অন্তত আমি পার্সন্যালি বলতে পারি যে আমি চাউল খাইনা। রোগের জন্যই হোক আর যে কোন কারনেই হউক। কাজেই যে অভি-যোগগুলি করা হয় সেটি পার্সন্যাল লেভেল থেকে অভিযোগ করা হয়। সেটি জনসাধারণের মধ্যে মাঠের বক্তৃতা হতে পারে বাহবা কুড়ানোর জন্য কিন্তু তাতে কাজের সাহায্য হয় না। যদি জনসাধারণের সাহায্যই না করা যায় তাহলে আমরা এই হাউসে আলোচনা করতে চাই কেন। আমরা প্রত্যেকটি জিনিষ চাই খুঁটিনাটি কোথায় কি আছে, না আছে অন্তত আমাদের চোখ এড়িয়ে যাতে সেটি যেতে না পারে তার জন্যই আমরা এই হাউসে আলোচনা করি নানা প্রশ্ন করি। কিন্তু সেখানে যদি রাজনীতিটাই বড় হয়ে যায় তার উপরেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সব কিছুতে রাজনীতির কথাই আসবে। সেটি যাতে না হয় মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসে নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে চিন্তা করবেন। অনেক সময় বলতে গিয়ে কনট্রোল থাকে না,ইমো-শান উঠে গেলে কনট্রোল করা কঠিন হয়ে পরে। আমরা যদি বলি কর্মচারীর মধ্যে একাংশ ঘুষ খায় তাহলে এই কথাটি আমাদের স্বীকার করতে হবে দুর্নীতি আছে। সেখানে আমরা যদি সবাই কনসাস হই দুর্নীতিপরায়ন যারা আছে তাদের যাতে বেছে বের করা যায় সেখানে কোন তরফ থেকে যদি বাধা না আসে আমার ধারনা এই কাজে আমরা নিশ্চয়ই সাক্সেস্‌ফুল হতে পারব। (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে আলোচনার মধ্য দিয়া এই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে আমি বলছি খারাপ চাউল বলতে যেটি বুঝা যায় সেটি এখন পর্যন্ত হয় নাই অন্তত আমার জানা নাই যে বিলো ষ্টেণ্ডার্ড কোন চাউল দেওয়া হয়েছে কি না। আমার কাছে এখনও সেই রিপোর্ট আসে নাই।

যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় এবং মাননীয় সদস্যদের কাছে রিপোর্ট আসে এবং আমরা জানতে পারি যে বিলো ষ্টাণ্ডার্ড চাউল যেটি হিউম্যান কনজামশানের পক্ষে উপযোগী নয় এই রকম চাউল দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিকার করব। আমি একথা এ্যাসুওড করতে পারি খারাপ চাউল বলতে যেটা বুঝা যায়, সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড হয়েছে বলে রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে নাই। যদি পরীক্ষা করে দেখা যায়, মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি এই রকম কোন রিপোর্ট থাকে যে পরীক্ষা করার পর দেখা গেছে কনসাম্পশনের বাইরে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করব। এই চাউলের মধ্যে সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড আছে কিনা, আমরা চেষ্টা করছি স্ক্রিনিং করতে, আমাদের যে স্টক আছে, একবার সেখানে রিপোর্ট ছিল খারাপ চাউল রয়েছে সেটা ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়নি, আর বাকী চাউল ডিষ্ট্রিবিউট করা হচ্ছে. আর ফারদার ডিমাণ্ড আমরা প্রেস করেছি, আশা করি এর দ্বারা আমরা এই ক্রাইসীস, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

Mr. Deputy speaker ;—The House stands adjourned till 3 P. M. on Tuesday the 11th July, 1972.

Papers laid on the Table

APPENDIX 'A'

SHORT NOTICE QUESTION NO 750

By :—Shri Radha Raman Nath M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:—

QUESTION

১) শনিহড়া নির্বাচন কেন্দ্রের প্রত্যেকরায় গ্রামে বিগত ২৫শে জুন তারিখে শ্রীবসন্ত চৌকিদারকে আততায়ীর গুলিতে নিহত করা হইয়াছে কি ?

২) বিগত নির্ব্বাচনের পর এ অঞ্চলে কতটি হত্যা বা জখমের ঘটনা আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ?

৩) এই ধরনের হত্যাকাণ্ড করার জন্য সরকার হইতে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

ANSWER

১) হ্যাঁ

২) দুইটি হত্যা কেবল মাত্র শনিছড়া নির্ব্বাচনী কেন্দ্রে, তন্মধ্যে একটি ঘটনায় একজন গুরুতর জখমের ফলে পর দিবস মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং আরও দুই জন আহত হন। অপরটিতে একজনের হত্যা ভিন্ন কাহারও আহত হওয়ার সংবাদ নাই। উল্লেখিত দুইটি ঘটনা ছাড়া নিকটবর্ত্তী কদমতলী কেন্দ্রে একটি হত্যার খবর পাওয়া যায় উক্ত ঘটনায় এক-জনের হত্যা ভিন্ন অন্য কেহ আহত হয় নাই। উল্লেখিত তিনটি ঘটনা ছাড়া এতদঞ্চলে কাহারও কোন জখম হওয়ার খবর পাওয়া যায় নাই।

৩) (ক) পুলিশ ঐ অঞ্চলে অধিকতর তৎপর হইয়াছে।

(খ) ঐ অঞ্চলে পাহাড়া জোরদার করা হইয়াছে।

(গ) ঐ অঞ্চলের সন্নিকটবর্ত্তী কালাছড়াতে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসান হইয়াছে।

APPENDIX 'B'

STARRED QUESTION NO. 332

By :—Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

জম্পুইজলা সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে আপ-গ্রেড করার জন্য শিক্ষাবিভাগ কি বিবেচনা করিতেছেন?

ANSWER

হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 391

By :—Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। সাব্রুম মহকুমায় জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা কত;

২। ঐ মহকুমায় প্রত্যেক জুনিয়ার বেসিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন কিনা;

৩। যদি না থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

ANSWER

১। ৬৬

২। "না"

৩। স্কুল ভিত্তিক প্রধান শিক্ষকের পদ নাই।

Starrted Question No. 534

by :—Sri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state : –

QUESTION

১। ত্রিপুরায় স্কুল সংলগ্ন সরকার অনুমোদিত কয়টি ছাত্রাবাস বর্ত্তমানে বন্ধ হইয়া আছে এবং তাহা বন্ধ থাকার কারণ কি ?

২। এই সকল ছাত্রাবাস পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

ANSWER

১। ৪টী, ২টীতে ছাত্র ভর্ত্তির কোন প্রস্তাব আসে নাই। এবং ২টীর মেরামত কার্য অসম্পূর্ণ থাকায় ছাত্র ভর্ত্তি করা সম্ভব হয় নাই।

২। ছাত্র ভর্ত্তির প্রস্তাব আসা মাত্র ও ছাত্রাবাস মেরামত কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র সরকার তরফ হইতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 535.

By—Sri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble minister-in.charge of the Education Department be Pleased to State.

QUESTION

১। শিক্ষা বিভাগ হইতে সরকারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পোষাক সরবরাহ করা হয় কিনা ;

২। যদি করা হয়ে থাকে, তবে কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগ দেওয়া হয় এবং কি নীতিতে দেওয়া হয় ;

৩। ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে এই বাবত মঞ্জুরীকৃত ও ব্যয়িত অর্থের পরিমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কত বা কত শতাংশ এভাবে উপকৃত হইয়াছে ;

৪। সরকার সকল দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকেই এই প্রকল্পের সুযোগ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিবেন কি ?

ANSWER

১। সরকারী ও বেসরকারী সব স্কুলেই শুধুমাত্র তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রী-দেরই এইরূপ পোষাক দেওয়া হয়।

২। তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরতা ছাত্রীদের এই সুযোগ দেওয়া হয়। ক্লাশে উপস্থিতির হার ন্যূনপক্ষে ৬০ শতাংশ থাকিলে এবং বার্ষিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই সুযোগ পায়।

৩। ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে এই বাবত যথাক্রমে ১৬৫৫ জন ছাত্রীর জন্য ২৮,৪৬৮-.০ টাকা এবং ২৪০৫ জন ছাত্রীর জন্য ৩৯৫৬০--০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৪। তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠরতা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র ছাত্রিগণকে কয়েকটি সর্ত্ত সাপক্ষে এই প্রকল্পের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO, 547

By —Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে শিক্ষা বিভাগের কতজন গেজেটেড ও নন গেজেটেড

কর্মচারী হাউস বিল্ডিং এ্যাডভান্সের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কতজনকে ঐ এ্যাডভান্স মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২) যে সকল গেজেটেড অফিসারকে Advance মঞ্জুর করা হইয়াছে তাদের মধ্যে কয়জন Deputationist আছেন;

৩) ইহা কি সত্য যে Doputationistরা সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী পাওয়ার অধিকারী নহেন ?

উত্তর

১) ১৯৭০-৭১ সন:—প্রার্থী সংখ্যা : গেজেটেড অফিসার—২।
নন্ গেজেটেড অফিসার—১।
প্রাপকের সংখ্যা—৩।

১৯৭১-৭২ সন: প্রার্থী সংখ্যা : গেজেটেড অফিসার —২।
নন্-গেজেটেড অফিসার—১০।
প্রাপকের সংখ্যা—২০।

২) একজন।

৩। না, Deputationistরাও পাওয়ার যোগ্য।

STARRED QUESTION NO. 548

By :—Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। শিক্ষা বিভাগের কিছুদিন কন্টিজেন্ট বা ডেইলী রেইটেড ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করার পর ঐ বিভাগেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন নিয়মিত পদে কোনও লোক বিগত ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা;

২। হইয়া থাকিলে কোন পদে কতজন এইভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন;

৩। ঐ সকল প্রার্থীর নাম কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র কর্তৃক Sponsored হইয়াছিল কিনা ?

৪। না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। পদের নাম :—	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২
ক) লাইব্রেরীয়ান—	—	৪
খ) সরটার—	১	১০
গ) এল, ডি, ক্লার্ক—	২০	১২
ঘ) ড্রাইভার—	—	১
ঙ) ল্যাবরেটরী এটেণ্ডেণ্ট—	—	১
চ) চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী	৫৬	৮৯
ছ) একস্পেনিষ্ট—	—	২
জ) গ্রাম সেবিকা—	২০	৪৫
ঝ) সমাজ শিক্ষা কর্ম্মী—	১৯	৩৮
ঞ) লাইব্রেরী এসিসটেন্ট—	—	১

৩। হ্যাঁ উপজীবিকাহীন দুঃস্থগণ ছাড়া।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO, 565

By :—Sri Ajit Ranjan Ghosh, M,L,A

Will the Hon,ble Minister in-change of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State—

QUESTION

১। ১৯৬৫ ইং সনে Kakraban Serviee Co-oprative Society সরকারের নিকট একটা Rice mill এর licence এর জন্য আবেদন করেছিল, তা অদ্যাবধি মঞ্জুর না হওয়ার কারণ কি ;

২। এই Society আবেদনের পর কোন Rice mill এর licence মঞ্জুর হয়েছে কিনা ;

ANSWER

১। দরখাস্তের তদন্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় রাইস মিল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যায় নাই। সুতরাং রাইস মিলের লাইসেন্সও দেওয়া হয় নাই।

২। হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 575

By :—Sri Ananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। তেলিয়ামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয় গৃহটি বাড়াইবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কতজন ছাত্র স্থান পাইয়াছে এবং তন্মধ্যে উপজাতি ও অউপজাতি ছাত্র সংখ্যা কতজন ?

ANSWER

১। হাঁ

২। ২০ জন তন্মধ্যে ১০ জন উপজাতি ও ১০ জন তপশিলী জাতি।

STARRED QUESTION NO 577

By :—Binode Behari Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be

pleased to state—

QUESTION

ক) সোনামুড়া মহকুমায় পদ্মঢেপায় কোনও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় আছে কিনা ;

খ) জনসাধারণের তরফ হইতে সেখানে স্কুল গৃহের জন্য জমি রেজিষ্ট্রি দলিলাদি করিয়া দিয়াছেন কিনা এবং জনসাধারণ স্কুলের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন কিনা ;

গ) উক্ত স্কুল পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করিবার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ANSWER

ক) না ।

খ) প্রশ্ন উঠে না ।

গ) প্রশ্ন উঠে না ।

STARRED QUESTION NO. 589

By —Sri Madhusudan Das, M, A; L

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTION

১ । ইহা কি সত্য যে ১৯৭১ সালে ভূতপূর্ব্ব ত্রিপুরা সরকারের অর্থ সচিব ধর্মনগর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত মাল পরিবহন করার জন্য টি, আর, টি, সি, ও ত্রিপুরা রেলওয়ে আউট এজেন্সী কুইন্টল প্রতি ৫,৫০ পঃ ও ৫,৬০ পঃ হিসাবে মাল পরিবহনে রাজী ছিল, কিন্তু ঐ অফিসারটি তাদের কম দরে না দিয়ে একজন Army contractorকে অনুমতি দেন ?

ANSWER

১ । ইহা সত্য নহে ।

STARRED QUESTION NO. 604.

By Sri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state:—

QUESTION

১) ফটিকরায় হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে তপশীল ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং এর জন্য কোন sanction আছে কি ?

২) থাকলে কোন সালে sanction হয়েছে ? এবং

৩) কেন এতদিন উহা কার্য্যকরী হইতেছেনা ?

ANSWER

১) সরকারী অনুমোদন আছে, কিন্তু, কোন অনুদান এখনও মঞ্জুর হয় নাই ।

২) ১৯৬৮-৬৯ সনে সরকারী অনুমোদন করা হইয়াছে ।

৩) উক্ত অনুদান পাওয়ার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বিভাগে যে প্রচলিত অনুদান মঞ্জুরীর সর্ত্ত আছে তাহা পূরণ করতে অসমর্থ বিধায় ।

APPENDIX 'C'

Un-starred Question No. 4:7

by :—Sri SamarChoudhury, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭০ সনের ২০শে আগষ্ট মেলাঘর বি, ডি, ও অফিসে ধর্মঘটি পিকেটারদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে নিহত কাঙ্গাল বর্মনের পরিবারকে সরকার কোন ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন কি ?

২। যদি দিয়ে থাকেন, তবে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ।

৩। না দেওয়া হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না

৩। প্রশ্ন উঠে না।

তবে কাজল বর্মনের মাতা অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তাহাকে ২৮।৮।৭০ তারিখে মেলাঘর হাসপাতালে ভর্তি করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার নিজের অনুরোধে তাহাকে ২৯।৯।৭০ তারিখে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৩।১০।৭০ তারিখে তাহাকে পুনরায় উক্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৬।১০।৭০ তারিখে সুস্থ অবস্থায় এবং তাহার নিজের অনুরোধে তাহাকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহা ছাড়া কাজল বর্মনের পিতার ৯।১১।৭০ তারিখের দরখাস্ত মূলে তাহাকে শিক্ষা অধিকারের অধীনে মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৈনিক মুজুরীর ভিত্তিতে ১৯।১১।৭০ তারিখ হইতে কাজে নিযুক্ত করা হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 473.

By—Sri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরে কতজন ম্যাট্রিক বা তার বেশী শিক্ষিত ছেলেমেয়ে Contingent staff হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। এদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট কতজন এবং তাদের কি হারে বেতন দেওয়া হয় ;

৩। এই সকল ছেলেমেয়েকে regular service এ নেয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

ANSWER

১।	১০৩	সদর	৫৫
		খোয়াই	৫
		কমলপুর	৫
		কৈলাশহর	১০
		ধর্মনগর	৭
		সোনামুড়া	নাই
		উদয়পুর	৬
		অমরপুর	৩
		সাব্রুম	১
		বিলোনীয়া	১

২। ২০ দৈনিক ৪ (চার) টাকা হাজিরা হিসাবে

৩। হ্যাঁ, উপযুক্ততা অনুসারে

UNSTARRED QUESTION NO. 540

By :—Shri Bajuban Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরী ভাষায় উন্নয়ন কল্পে সরকার কোন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন কি না ;

২। যদি নিয়া থাকেন, তবে এ প্রকল্প অনুযায়ী কি কি কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে ;

৩। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরী ভাষার উন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ কার্য্যসূচী রূপায়ণে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং সেই কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। নিম্নলিখিত কার্য্যসূচীগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে ;

(ক) ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষার জন্য অউপজাতি প্রাইমারী শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান ;

(খ) ত্রিপুরী ভাষায় বু্যৎপত্তি লাভের জন্য অউপজাতি ফিল্ড অফিসারদের পুরস্কার প্রদান ; এবং

(গ) ভাষা বিশেষজ্ঞের দ্বারা ত্রিপুরী ভাষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং ঐ ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দ তালিকা প্রণয়ণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন।

৩। (ক) ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষার জন্য অউপজাতি প্রাইমারী শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান বাবত খরচ টাঃ ১৩,৩৪০'০০ এবং পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা —৩০৬।

(খ) ত্রিপুরী ভাষায় বু্যৎপত্তি লাভের জন্য অউপজাতি ফিল্ড অফিসারদের পুরস্কার প্রদান বাবত খরচ—টাঃ ৬,৪০৩,০০ এবং পুরস্কার প্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা —৪৯। এই কার্যসূচী ১৯৬৬-৬৭ সন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ভাষা বিশেষজ্ঞের দ্বারা ত্রিপুরী ভাষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং ঐ ভাষার ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা বাবত খরচ—টা ৬৯,৬৮১,১৩ এবং এই পর্যান্ত একটি ত্রিপুরী গ্রামার, একটি ত্রিপুরী বাংলা-ইংরেজী অভিধান ও দুই খণ্ডে ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য প্রণীত একটি ত্রিপুরী প্রাইমার সহ মোট ৯টি বই প্রকাশ করা হইয়াছে। ত্রিপুরী প্রাইমারীটি বর্তমান এই রাজ্যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ৬২টি প্রাথমিক স্তরের স্কুলে পড়ানো হইতেছে। ত্রিপুরী ভাষার একটি বর্ণনা সম্বলিত ব্যাকরণ ও শব্দ সম্ভার রচনার জন্য মহীশূরস্থিত Central Institute of Indian Languages কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 543

By :—Shri Bajuban Riyan.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) ত্রিপুরার স্কুল সংলগ্ন অনুমোদিত ছাত্রাবাসের Sch. Caste & sch. Tribe ও অন্যান্যদের জন্য আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আছে কি ?

খ) যদি থাকে, এই সম্পর্কিত নিয়মাবলীর সারমর্ম।

ANSWER

ক) হাঁ

খ) শতকরা অন্যান্য ১০ ভাগ আসন তপশীল ভুক্ত জাতির ও তপশীলভুক্ত উপজাতীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তপশীলভুক্ত জাতির ও তপশীলভুক্ত উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রবাসে ভর্ত্তির পর যদি কোন আসন অবশিষ্ট থাকে তবে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু তাহারা কোন আর্থিক সুযোগ সুবিধা পায় না। শুধুমাত্র তপশীল ভুক্ত জাতি ও তপশীল ভুক্ত উপজাতির ছাত্রছাত্রীগণই আর্থিক সুযোগ সুবিধা পায়। ফলে, ছাত্রাবাসের শতকরা প্রায় ৯৯ভাগ আসনেই তপশীলভুক্ত জাতি ও তপশীলভুক্ত উপজাতির ছাত্রছাত্রীগণ ভর্ত্তি হইয়া থাকে।

UNSTRRED QUESTION NO. 544

By :—Shri Bajuban Riyan, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state:—

QUESTION

(ক) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নন্-গেজেটেড পদগুলি একমাত্র কর্ম্ম নিয়োগ কেন্দ্রের প্রস্তাবিত Sponsored প্রার্থীদের মধ্য হইতে পুরণ করাই সরকারের বিঘোষিত নীতি, ইহা সত্য কিনা;

(খ) যদি সত্য হয় ঐ নীতি লংঘন করিয়া ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সনে মোট কতজনকে নিয়োগ করা হইয়াছে;

(গ) এই ভাবে নীতি লংগনের কারণ কি?

(ঙ) যে সকল অফিসার সরকারী নীতি লংগন করিয়া অবৈধ ভাবে লোক নিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে কিনা?

ANSWER

ক) সাধারণত কর্ম্মনিয়োগ কেন্দ্র হইতে Sponsored প্রার্থীদের দ্বারাই নন গেজেটেড

সরাসরি নিয়োগ যোগ্য পদগুলি পূরণ করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কতকগুলি অন্য নিয়মের দ্বারা পূরণ করার বিধি আছে, যথা—

১) যদি কোন সরকারী কর্মচারী (প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মী সহ) চাকুরীরত অবস্থায় মারা যান তবে উক্ত দুস্থ পরিবারের এক বা দুই জনকে সরাসরি নিয়োগ করা যেতে পারে।

২) যে সকল কর্মচারী কোন বিভাগে অতিরিক্ত বিবেচিত অথবা ছাটাই হন তবে তাঁহাদের নিয়োগের বিধি আছে,

৩) ত্রিপুরা সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট .পাঠ্যক্রমে সফলতা লাভ করিলে একইভাবে সরাসরি নিয়োগ করা যাইতে পারে,

৪) দৈনিক মজুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকুরীতে নিয়মিত করিতে এই বিধি শিথিল যোগ্য,

৫) কর্মনিয়োগ কেন্দ্র উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত না করিতে পারিলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেই পদ পূরণ করা যাইতে পারে।

খ) উপরিউক্ত ব্যতিক্রমের মাধ্যাম নিযুক্তির বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল

গ) প্রশ্ন উঠেনা।

ঘ) প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO.—544.

STATEMENT VIDE REPLY TO QUESTION NO. KHA.

Sl. No	Name of the Department/ office.	No. of posts (Non-gazetted including Class IV) filled as per relaxation i. e. without through the Employment Exchange during—		TOTAL
		1971	1972	
1	2	3	4	5
1.	District Magistrate and Collector (West).	31	—	31
		131	3	134
2	District Magistrate and Collector (South)	161	19	180
3.	District Magistrate and Collector (North)	—	1	1
4.	Forest Department	1	1	2
5.	Food Department	1	2	3
6.	Publicity Department	125	158	283
7.	Agriculture Department	4	7	11
8,	Panchayat Department	—	1	1
9.	Tribal Research Organisation			

UNSTARRED QUESTION NO. 545

By—Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Miaister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) বর্ত্তমান শিক্ষা বর্ষে সরকার কয়টি Middle stage স্কুলকে High School এ উন্নিত করেছেন এবং কোন কোন তারিখে কয়টি স্কুলের উন্নিত করণ আদেশ দেওয়া হয় ;

খ) এই সকল স্কুলের প্রত্যেকটিতেই এই বৎসর নবম শ্রেণী চালু করা হইয়াছে কিনা এবং করিয়া থাখিলে স্কুল ভিত্তিক নবম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ; এবং

গ) চালু না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

ক) বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে সাতটিকে।

১০।১।৭২ ইং এ তিনটি, ৬।৩।৭২ ইং এ দুইটি, এবা ৭।৩।৭২ ইং এ দুইটি। উল্লেখ থাকে যে বিগত শিক্ষাবর্ষের ৬।১২।৭১ ইং তারিখে বর্ত্তমান শিক্ষা বৎসরের জন্যে আরও দুইটি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নিত করার আদেশ দেওয়া হয়।

খ) হ্যাঁ।

হাই স্কুলের নাম	নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
১) সালেমা	৫৫
২) সাব্রুম গার্লস	১২
৩) বেহালাবাড়ী	২৬
৪) সেকেরকোট	৪
৫) সিপাইজলা	১৭
৬) বাইকোরা	২১
৭) সুতার মোরা	১৮
৮) শালগড়া	৩১
৯) পেচারথল	১৯

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Printed by the Superintendent,
Tripura Government Press, Agartala.

TGP A—12-9-72—175